

ওমায়ুন আজাদ

শুভ্রত
তার সম্পর্কিত
সুসমাচার





হমায়ুন আজাদ বাঙ্গালাদেশের প্রধান প্রাধানিকবিদ্যোদী, সত্ত্বানিষ্ঠ, বহুমার্কিং লেখক; তিনি কাবি ও প্রযোগিক, ভাষাবিজ্ঞানী, সমালোচক, রাজনীতিক ভাষ্যাকার, কিশোরসাহিত্যিক, যার বচনার পরিমাণ বিশুল। জন্ম ১৪ বৈশাখ ১৩০৪ : ২৪ এপ্রিল ১৯৪৭, বিজ্ঞানুরের বাড়িখালে। ডেইন হমায়ুন আজাদ ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যাপক ও সভাপতি। ২০০৪-এর ২৭ মেরুজ্যারি সঙ্কায় বাঙ্গালা একাডেমির বাইমেলা থেকে ফেরার সময় চাপাতি দিয়ে আক্রমণ ক'রে মৌলবানীরা তাকে উত্তীর্ণরূপে আহত করে, করেক দিন মৃত্যু ঘটেন বাস ক'রে তিনি জীবনে ফিরে আসেন। তাঁর জন্মে সারা বাঙ্গালাদেশ এমনভাবে উৎসুক হয়ে উঠেছিলো, যা আর কখনো ঘটে নি। ৭ আগস্ট ২০০৪ PEN-এর অসম্মুখে কবি হাইনরিচ হাইনের ওপর গবেষণাপত্র নিয়ে জার্মানী যান। এর পাঁচদিন পর ১২ আগস্ট ২০০৪ মিউনিখে ফ্লাটের নিজ কক্ষে তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

তাঁর প্রকাশিত বই ৬০-এ অধিক। তাঁর বাইকলের মধ্যে রয়েছে—কবিতা: ১৯৭০ অলৌকিক ইতিমার ১৯৮০ জলে যাই মনু যাতোই উপরে যাই নীল ১৯৯০ আমি বেঁচে ছিলাম অন্যের সময়ে ১৯৯৩ হমায়ুন আজাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা ১৯৯৪ আধুনিক বাঙ্গালা কবিতা ১৯৯৮ কাজেন মোড়া অক্ষুরিস্কু ১৯৯৮ কাব্যসংক্ষেপ ২০০৪ পেরোনোর কিছু নেই কথাবািত্যি: ১৯৯৪ হাজারো হাজার বর্গমাইল ১৯৯৫ সব কিছু ভেতে পড়ে ১৯৯৬ মানুষ হিশেবে আমার অপরাধসমূহ ১৯৯৬ যাতুরকরের মৃত্যু ১৯৯৭ অভিত্ত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার ১৯৯৮ রাজনীতিবিদ্যাগ ১৯৯৯ কবি অবৰো মতিত অপূর্ব ২০০০ নিজের সঙ্গে নিজের জীবনের মধ্য ২০০১ ফালি ফালি ক'রে কাটা ঠাই ২০০১ উপন্যাসসমূহ-১ ২০০২ প্রাবল্পে গুচ্ছে রক্তজ্বর ২০০২ উপন্যাসসমূহ-২ ২০০৩ ১০,০০০ এবং আরো ১৯৯৮-২০০৪ একটি খুনের ইপ্প ২০০৪ পাক সার জাহিন সাল বাদ; প্রবল/সমালোচনা: ১৯৯৫ বৰীক্রমবজ্জ্বল/বাট্টি ও সমাজচিত্ত ১৯৯৬; প্রমাণুর রাজহান্ত/পিসেস শেরপা ১৯৯৮ শিল্পকলার বিমানবিকীরণ ও অন্যান্য প্রকল্প ১৯৯৯ ভাষা-আন্তোলন: সাহিত্যিক পটভূমি ১৯৯২ নারী (নিষিদ্ধ ১৯ নভেম্বর ১৯৯৫); ১৯৯২ প্রতিক্রিয়ালীনতার দীর্ঘ জ্বায়ার নিচে ১৯৯২ আমার অবিভাস ১৯৯৭ পার্বতী চীফ্যাম: স্বৰূপ পাহাড়ের ভেতরে প্রাহীত হিসেবে করবানায়ার ১৯৯২ নির্বাচিত প্রকল্প ২০০০ মহাবিষ্ণু ২০০১ হাতীয় লিপি (মূল: সিমোন দে পোতোয়ার) ২০০১ আমরা কি এই বাঙ্গালাদেশ চেয়েছিলো ২০০৪ যমন্ত্রীর উপরে ও অন্যান্য ২০০৫ আমার নতুন জন্ম ২০০৬ আমাদের বইমেলো ভাগালীন ১৯৮৩ Pronominalization in Bengali ১৯৮৩ বাঙ্গালা ভাষা (প্রথম খণ্ড) ১৯৮৫ বাঙ্গালা ভাষা (বিত্তীয় খণ্ড) ১৯৮৮ তুলনামূলক ও প্রতিক্রিয় ভাষাবিজ্ঞান ১৯৯২ অংশবিজ্ঞান; কিশোর সাহিত্য: ১৯৭৬ লাল নীল নীপাবলি বা বাঙ্গালা সাহিত্যের জীবনী ১৯৮৫ ফুলের গকে দুম আসে না ১৯৮৭ ক'রে নদী সরোবরের বা বাঙ্গালা ভাষার জীবনী ১৯৮৯ আক্ষুকে মনে পড়ে ১৯৯৩ বৃক্ষকেটে জোনাকিপোকা ১৯৯৬ আমাদের শহরে একদল দেবসূত ২০০৩ অক্ষকারে গুরুজ্ঞ ২০০৪ Our Beautiful Bangladesh অন্যান্য ১৯৯২ হমায়ুন আজাদের প্রচন্দনত্ব ১৯৯৪ সাক্ষাৎকার ১৯৯৫ আত্মতারীদের সঙ্গে বক্ষাপকথন ১৯৯৭ বহুমার্কিং জ্ঞানিময়ি ১৯৯৭ রাজনীতাখ ঠাকুরের প্রধান কবিতা / ২০০৩-এ তাঁর ফুলের গকে দুম আসে না ও আক্ষুকে মনে পড়ে জাপানি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

প্রক্ষেপ: শিবু কুমার শীল

বিক্রমপল্লীর যুবরাজ শুভবৰান, প্রতিভাবান ও অস্থাভাবিক; তাঁর পিতা নম্রবৃত্ত আশা করেছিলো সে একদিন হবে সমগ্র মহারাজ্যের মহারাজ। পিতা তাকে কিশোর বয়সেই রাজা ও রাজত্বের সাথে পরিচিত করানোর জন্যে নিয়ে যায় মহারাজ্যের রাজধানী রাজগৃহে, এবং সেখানেই বদলে যায় তাঁর নিয়তি। একদল নগু উন্নাদ কিশোর শুভবৃত্তের মধ্যে আবিক্ষার করে তাঁদের আতাকে, যে বহুদেবতার ধর্ম বাতিল ক'রে প্রতিষ্ঠিত করবে একদেবতার, একবিধাতার, ধর্ম; আমূল বদলে দেবে বহুদেবতাবাদী বিশ্বকে। তাঁরপর থেকে ক্রমশ বদলে যেতে থাকে শুভবৃত্ত, অস্থাভাবিক অলৌকিক হয়ে উঠতে থাকে, সুখকর যুবরাজের জীবন হেঢ়ে বেছে নেয় আতার কঠিন জীবন, এবং বহুদেবতাবাদ হেঢ়ে প্রচার করতে থাকে একদেবতার ধর্ম। শুভবৃত্ত লাভ করে অনুসারী ও শক্ত, বিতাড়িত হয় পিতার রাজ্য থেকে; কিন্তু তাঁর ভেতরে কাজ করে এক অস্তুত অলৌকিক শক্তি; সে হয় জয়ী, জয় করে নতুন রাজ্য, পুনরাধিকার করে পিতার রাজ্য, এবং প্রতিষ্ঠা করতে চায় বিধাতার মহারাজ্য। বিধাতার কঠোর অনুশাসনে সে বন্ধী ক'রে ফেলে সবাইকে, এমনকি নিজেকেও; একদিন তাঁর ভূল ভাঙে, বুঝতে পারে যে-বিধাতার ধর্ম সে প্রচার করছে, সে-বিধাতা আসলে তাঁরই সৃষ্টি। তাঁর সেনাপতিরা তা দীক্ষার করতে রাজি হয় না, তাঁরা পেয়েছে শক্তির স্বাদ; তাঁরা খুন করে শুভবৃত্তকে, এবং বিধাতার নামে বেরিয়ে পড়ে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করতে। হমায়ুন আজাদ এই অসাধারণ উপন্যাসে অপূর্ব কাহিনী বলেছেন, এবং দেখিয়েছেন কীভাবে উদ্ভব ঘটে ধর্ম ও ধর্মপ্রবর্তকের। বিভিন্ন বিধাতার বন্ধনায় মুখর বাঙ্গালা ভাষায় অন্য অতুলনীয় এই উপন্যাস, অন্যান্য সাহিত্যেও এমন অসামান্য উপন্যাস দুর্লভ। এটি শুভবৃত্ত, তাঁর সম্পর্কিত সুসমাচার-এর সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ।

হুমায়ুন আজাদ
শুভ্রত
তার সম্পর্কিত
সুসমাচার

উৎসর্গ
শ্রীবিষ্ণুপদ সেন
আমার প্রের্ণা শিক্ষক

শুভ্রত সেই প্রথম রাজগৃহ ভ্রমণে যায়, যখন তার দশ বছর। ছোটো বেলা থেকেই সে দেখে আসছে তার পিতা প্রত্যেক খত্ততে একবার মহানগরে যাচ্ছে, তার মাতা সুপ্রীতি ও আরো দশজন বিমাতা সজল চোখে বিদায় দিচ্ছে পিতাকে, তারপর উদ্বিগ্ন হয়ে থাকছে, ফেরার দিন গুণে গুণে দেয়ালে কালির দাগ দিচ্ছে; এবং পিতা ফিরে এলে উৎফুল্প হচ্ছে হারানো মাণিক ফিরে পাওয়ার আনন্দে। পিতার সাথে তারও যাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে কয়েক বছর ধরে, পিতাকে যা সে কখনো বলে নি, বলার ইচ্ছে আর সাহস কোনোটিই হয় নি; এবার, দশ বছরে পা দেয়ার পর, পিতাই তাকে রাজগৃহে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। শুভ্রত উদ্ঘাস বোধ করে, কিন্তু উদ্ঘাস সে প্রকাশ করে না; আজকাল সে উদ্ঘাস প্রকাশ করতে পারে না, প্রকাশের মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে যায়; কিন্তু রাজগৃহে যাওয়ার একটা তীব্র বাসনা তার মনে জাগে। তাদের বিক্রমপল্লী এক সুন্দর নগর; এবং এটি যতোটা নগর তার অধিক পল্লী, নামেই তা প্রকাশ পায়। এর নগরটুকু শুভ্রতের যতোটা প্রিয় তার থেকে বেশি প্রিয় এর পল্লীটুকু; এর প্রতিটি গাছ পোকা পাখি জলস্নেত তার প্রিয়, কিন্তু রাজগৃহ যাওয়ার সময় পিতার চোখে সে যে-ঘৰিলিক দেখে আসছে শৈশব থেকে, তাতে শুভ্রতের মনে হয়েছে রাজগৃহ তাদের বিক্রমপল্লী আর তার মাতাদের থেকে অনেক সুন্দর, যেখানে যাওয়ার সময় পিতার চোখ ঘৰিলিক দিয়ে ওঠে। তবে পিতার চোখের ঘৰিলিকটাই তার কাছে মনে হয় আপত্তিকর, যদিও সে বুঝে উঠতে পারে না কেনো। শুভ্রত দিনরাত স্বপ্ন আর দুঃস্বপ্ন দেখেছে রাজগৃহে যাওয়ার কথা ওঠার পর থেকেই, রাজগৃহে যাওয়াকে তার মনে হচ্ছে একই সাথে স্বপ্ন আর দুঃস্বপ্ন। রাজগৃহে তাদের শকট প্রবেশের সাথে সাথে শুভ্রত বুঝতে পারে তারা প্রবেশ করেছে মহানগরে; এটা তার পিতার কাছে থেকে জেনে নিতে হয় না, চারপাশের ঝুপের পরিবর্তন দেখেই শুভ্রত বুঝতে পারে তারা পৌচ্ছে। শুভ্রত একটু শিউরে ওঠে, একটা জুলাও তার রক্ষের ভেতর দিয়ে বয়ে যায়। রাজগৃহে পিতার এক সুরম্য অট্টালিকা রয়েছে, যা মহারাজের প্রাসাদের প্রায় তুল্য, মায়ের মুখে শুভ্রত অনেকবার ওনেছে। কিন্তু ওই অট্টালিকার রম্যতা সম্পর্কে সে কোনো ধারণা করতে পারে নি; তাদের শকট যখন তোরণে এসে দাঁড়ায়, অট্টালিকার সৌন্দর্যে শুভ্রত কেঁপে ওঠে; সে যতোটা মুঞ্চ হয় তার থেকে অনেক বেশি ভয় পায়। রাজগৃহে ঢোকার পর থেকেই শুভ্রত জুলা বোধ করছে, ভয় পাচ্ছে; পথের দু-পাশে সে যা-কিছু দেখেছে, তার সবই তার মাংসে জুলা ধরিয়ে দিয়েছে, আর ওই জুলাটা তীব্রতম হয়ে ওঠে পিতার অট্টালিকার তোরণে এসে। শুভ্রত অট্টালিকা দেখে একবার চোখ বন্ধ করে ফেলে; চোখ খুলতে ভয় পায়। মনে পড়ে মা তাকে জড়িয়ে ধরে পিতার সাথে রাজগৃহে আসতে নিষেধ করেছিলো; তার মনে হয় মা তাকে এখনো জড়িয়ে ধরে আছে, তাকে রাজগৃহে আসতে নিষেধ করছে। শকট তোরণ দিয়ে

৮ শুভ্রত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার

চুকতেই ভৃত্যরা এসে মুঠিয়ে পড়ে; পিতা আর শুভ্রতের পায়ে চুমো খায়, শুভ্রত পা টেনে নিতে চায়, কিন্তু পারে না। সে আরো তীব্র ঝালা বোধ করতে থাকে; অট্টালিকার প্রতিটি মর্মরটুকরো আর বাগানের প্রতিটি ফুল তাকে পোড়াতে থাকে।

প্রাসাদের কক্ষে চুকে শুভ্রত প্রথম যে-কথাটি বলে, তাতে তার পিতা ন্যূন্যত চমকে উঠে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

শুভ্রত বলে, 'পিতা, আমি আজই বিক্রমপঞ্জীতে ফিরে যেতে চাই।'

ন্যূন্যত বলে, 'মাতাদের জন্যে কি তোমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে?'

শুভ্রত বলে, 'না, পিতা।'

ন্যূন্যত বলে, 'তুমি রাজপুত্র, যুবরাজ, তোমার কি তা মনে আছে?'

শুভ্রত বলে, 'আছে, পিতা।'

ন্যূন্যত বলে, 'তোমাকে মহানগরজ্ঞান দেয়ার জন্যে আমার সাথে রাজগৃহে মহানগরে নিয়ে এসেছি, তুমি একদিন আমার মতোই বিবি বংশের রাজা হবে, রাজাদের বাণক বয়সেই মহানগরজ্ঞান লাভ শুরু করতে হয়।'

শুভ্রত বলে, 'আমি রাজা হ'তে চাই না পিতা।'

ন্যূন্যত বলে, 'রাজপুত্রের মুখে আমি আর কখনো একথা শনতে চাই না।'

শুভ্রত বলে, 'আমাকে ক্ষমা করুন, পিতা।'

ন্যূন্যত বলে, 'তোমাকে অবশ্যই রাজা হ'তে হবে, তিদেবীর আশীর্বাদে সন্তুষ্ট হ'লে মহারাজ হ'তে হবে তোমাকে, আমি যা হ'তে পারি নি তোমাকে তা হ'তে হবে, তাই মহানগরজ্ঞান তোমার জন্যে ধারপরনাই আবশ্যিক।'

ন্যূন্যত আর কথা না ব'লে নিজের কক্ষে চলে যায়; শুভ্রত শয়ার ওপরে বসে। তাকে রাজা হ'তে হবে? হ'তে হবে মহারাজ? সে শনতে পায় তার ভেতরটা চিৎকাৰ ক'রে বলছে, 'আমি রাজা হ'তে চাই না, পিতা, আমি মহারাজও হ'তে চাই না।'

সেদিন সন্ধ্যায়ই পিতার অট্টালিকায় শুভ্রতের মহানগরজ্ঞানের সূচনা ঘটে। মাণিকাখচিত মুকুটের মতো সুন্দর অট্টালিকা সন্ধ্যা নামতেই দীপমালায় সেজে হয়ে উঠে অনিন্দ্য রূপসী, আর তার বায়ুমণ্ডল ভেঙে পড়তে চায় সুগন্ধের কোমল মধুর অসহ্য ভাবে। আসতে থাকে বর্ণাচ্চ শকটের পর শকট, নামতে থাকে নগরপ্রমুখেরা, পিতার সাথে তাদের অভ্যর্থনা ক'রে ক'রে ক্লান্ত হয়ে পড়ে শুভ্রত। শুভ্রত বিদ্রূপ বোধ করে, কেননা সবাই তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করে; তার মতো রূপবান পুত্রের পিতা হওয়ার জন্যে পিতাকে অভিনন্দন জানায়, অনেকেই তাকে অনেকক্ষণ দু-বাহ্যতে জড়িয়ে রাখে। সকলের গভৰ্ব প্রাসাদের উন্নতপ্রাপ্তের নাচঘর। এক সময় নাচঘর উ'রে উঠে সুবেশ সুগ্রী পুরুষে, এবং গৃহের মধ্যস্থলে অবিষ্টিত হয় নগরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নটী। পিতার সাথে বসেছে শুভ্রত, কিন্তু তার ইচ্ছে করছে নিজের কক্ষে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে।

পরিচারিকারা সোনার পাত্রে পরিবেশন ক'রে চলেছে সুরা, তার হাতেও তুলে দিয়েছে একপাত্র; সে নিতে চায় নি, পিতাই তাকে আদেশ করেছে পাত্র নিয়ে পান করতে। সে একবার চুমক দিয়েছে, আচর্য লেগেছে তার, মনে হয়েছে তার ভেতরটা

হঠাতে সোনায় ভ'রে উঠলো, এবং আবার গভীর একটি ছমুক দেয়ার ইচ্ছে হয়েছে। পিতা তাকে উপদেশ দিয়েছে ধীরে পান করার জন্যে; সুরা জল নয়, সুরা মাটির নিচে থেকে ওঠে না, সরোবরে টলমল করে না; দ্রাক্ষার দেহ দলিত ক'রে সংগ্রহ করা হয় এ-গলিত রঙিন আণন্দ। শুভ্রতের ঘুমটা কেটে গেছে, অন্যরকম একটা ঘুম ছড়িয়ে পড়ছে তার ওপর। নটী নৃপুরের মতো বেজে চলেছে, তার শরীর আর কাঁচালি থেকে ঝ'রে পড়ছে সুর আর নাচ, ওই সুর আর নাচ সুরার থেকেও রঙিন মনে হচ্ছে শুভ্রতের; ওই সুর আর নাচ তার পানপাত্রে বজ্ঞ হয়ে ঝাপিয়ে পড়ছে, ঝাপিয়ে পড়ছে তার রক্তেও। তার পিতা, চারপাশের সুবেশ সুশ্রী পুরুষেরা সবাই জুলছে আণন্দে, সে দেখতে পাচ্ছে; মুঠোমুঠো মাণিক্য তারা ছুঁড়ে দিচ্ছে নটীর পায়ে, নটী মাণিক্যের ওপর সবচেয়ে রঙিন মাণিক্যের মতো জুলছে।

শুভ্রত একবার উঠে দাঁড়ায়। পিতা ন্যূন্যত হয়ে তার দিকে তাকায়।

শুভ্রত বলে, 'আমি প্রাঙ্গণে যেতে চাই, পিতা, আমার খাস রক্ত হয়ে আসছে।' ন্যূন্যত বলে, 'তুমি পুরুষ হয়ে উঠছো, শুভ্রত।'

ভৃত্য শুভ্রতকে বাইরে নিয়ে যায়; প্রাঙ্গণের বাতাসে তার ভেতরটা, তার রক্ত-ত্বক-মাংস সুস্থ হয়ে উঠতে থাকে বলে মনে হয়। কিন্তু বিক্রমপঞ্চাতে তার সব কিছু যেমন অমল সুস্থ থাকতো, তেমন অমল সুস্থতা সে বোধ করে না। নটীর নৃপুর তখনও বাজছে তার রক্তে; এবং তার মনে হচ্ছে সে যতোই দূরে যাবে ততোই রক্তে নৃপুরের শব্দ কমবে, ভেতরটা ততোই শব্দ হয়ে উঠবে। সে হাটতে থাকে, প্রাঙ্গণের বায়ু তাকে স্মিন্দ করে; তার রক্ত থেকে বজ্ঞ আর নৃপুরের শব্দ মুছে যায়। শুভ্রত অষ্টালিকার তোরণে এসে উপস্থিত হয়। তোরণের বাইরে যেতে তার ইচ্ছে করে; কিন্তু তোরণ বক্স, সে বাইরে যেতে পারে না; তোরণটি জমাট ধাতুতে তৈরি বলে তোরণের বাইরে রাজপথও সে দেখতে পায় না। শুভ্রত দাঁড়ায়, এবং বাইরে সে এক প্রচণ্ড গর্জন শুনতে পায়। মেঘ বা আণন্দ বা সমুদ্র বা ঝড় যেনো গর্জন করছে, 'রাজগৃহ মহাবেশ্যা, এই বেশ্যাকে ধ্রংস হ'তেই হবে।' শুভ্রত শিউরে ওঠে, ভয় পায়; এবং ওই গর্জন তার আবার শোনার সাধ হয়।

তোরণের বাইরে আবার গর্জন ওঠে, 'রাজগৃহ মহাবেশ্যা, এই বেশ্যাকে ধ্রংস হ'তেই হবে।'

গর্জনে তোরণ আর অষ্টালিকা টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে, আকাশ ভেঙে পড়ছে— শুভ্রতের মনে হয়; এবং সে আবার মহাগর্জন শোনার জন্যে ব্যাকুলতা বোধ করে। সে দাঁড়িয়ে থাকে, অনেকক্ষণ ধ'রে সে প্রাঙ্গণের বাতাস আর পুষ্পের সুগন্ধ বুকের ভেতরে টেনে নেয়, কিন্তু ওই মেঘ আণন্দ ওই সমুদ্র ওই ঝড় গর্জন করে না। বেশ্যা কাকে বলে শুভ্রত জানে। সে জানে দেবতা আর দৈত্য যাদের গ্রহণ করে নি, যারা কারো ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালে না, কোনো পুরুষকে গ্রহণ করে না স্বামীরূপে, সব পুরুষ যাদের জন্যে ব্যাকুল থাকে, যারা সুস্নাই আর স্বাধীন, তারা বেশ্যা। বেশ্যারা খারাপ, নষ্ট, অসত্তী; রূপ দিয়ে পুরুষদের নষ্ট করাই তাদের কাজ; আর পুরুষরা আণন্দের দিকে ঝাপিয়ে পড়া পোকার মতো, যারা ঘরে সঁতোদের রেখে ধরা দেয় বেশ্যাদের আলিঙ্গনে। যে-নটী এখন নেচে চলছে নাচঘরে, যার নাচ বছ্রের মতো ঝাপিয়ে পড়ছে পিতা আর

১০ শুভ্রত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার

তার বন্ধুদের পানপাত্রে, সে বেশ্যা—বারাঙ্গনা, গণিকা, শৈরিণী, কুলটা। কিন্তু মহানগর রাজগৃহ কী ক'রে হলো বেশ্যা? শুধু বেশ্যা নয়, মহাবেশ্যা? শুভ্রত বুঝতে পারে না, সে তোরণের বাইরের মহাগর্জন নিজের ভেতরে বারবার শুনতে পায়। সে আর নাচঘরে যায় না, যেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু তার ভয় হয়; তার রক্তে আবার বজ্র লাফিয়ে পড়তে পারে। সে নিজের কক্ষে গিয়ে ঘুমোনোর চেষ্টা করে।

শুভ্রত ঘুমোতে পারে না। নাচঘর থেকে নৃপুরের শব্দ খিলিক দিয়ে তার কক্ষে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, এবং তারপরই বেজে উঠতে থাকে সেই গর্জন। সে বিজলি আর বজ্র দিয়ে অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। নৃপুর আর মেঘের গর্জন বাজতে থাকে তার করোটিতে দুটোই তাকে তীব্রভাবে টানতে থাকে নিজের দিকে। বিক্রমপঞ্চীর প্রাসাদেরও নাচঘর আছে, সে-নাচঘর থেকে আসা নৃপুরের শব্দের সাথে সে জন্ম থেকেই পরিচিত; তাদের প্রাসাদের পাশে বেশ্যাদের জন্মেও আছে বিশেষ গৃহ; কিন্তু সে কখনো নটীর নাচ দেখে নি, বারাঙ্গনাদের অংশে কখনো যায় নি। সেখানে যাওয়া যায় না; তার পিতাই শুধু যায়। সে জানতো একদিন সে নাচঘরে বৃক্ষ দেখতে পাবে, যেতে পারবে বারাঙ্গনাদের কক্ষগুলোতেও। কী তাকে বেশি টানছে; নটীর নাচ, না তোরণের বাইরের মেঘের গর্জন? নটীর চিবুক আর বাহুর আন্দোলন দেখে তার রক্ত জুলে উঠেছিলো, ইচ্ছে হচ্ছিলো নটীকে গিয়ে জড়িয়ে ধরে; নটীর প্রায়ের লাল আলতায় একবার ঠোঁট বুলোনোর ইচ্ছে হয়েছিলো তার, এখনো ভুজু একবার গিয়ে নটীকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু তোরণের বজ্রের শব্দই যেনো তাকে মুক্ত করছে বেশি। রাজগৃহ বেশ্যা? মহাবেশ্যা? তাকে ক্ষঁস হতে হবে? কেনো রাজগৃহ বেশ্যা? কেনো মহাবেশ্যা? কে ওই গর্জন তুলেছিলো তেজুগের বাইরে?

খুব ভোরে ঘুম ভাঙে শুভ্রতের; স্মৃতিতার কক্ষের দিকে যায়। পিতার সাথে তার একটি কথা আছে, একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ে জেনে নিতে চায় পিতার থেকে; কিন্তু পিতা ঘুম থেকে ওঠে নি। বিক্রমপঞ্চীতে সে দেশেছে পিতা যেদিন বারাঙ্গনাদের গৃহে যায়, সেদিন মধ্যরাত পর্যন্ত বাজে নৃপুর, পরদিন তার ঘুম থেকে উঠতে প্রায় মধ্যাহ্ন হয়ে যায়, আজো হয়তো মধ্যাহ্ন হয়ে যাবে। প্রতিটার থেকে প্রশ্নের উত্তরটি জেনে নিতে তার সময় লাগবে। মধ্যাহ্নের কিছু আগে পিতা তাকে ডেকে পাঠায়।

পিতা জিজ্ঞেস করে, ‘নটীর নাচ তোমার কেমন লাগলো?’

শুভ্রত বলে, ‘অনবদ্য।’

পিতা জিজ্ঞেস করে, ‘নটীকে কেমন লাগলো?’

শুভ্রত বিব্রত হয়, কিন্তু বলে, ‘রূপবতী।’

পিতা ন্যূনত বলে, ‘তাহলে উঠে গেলে কেনো, নাচঘরে ফিরলে না কেনো?’

শুভ্রত বলে, ‘আমার শ্বাস বঙ্গ হয়ে যাচ্ছিলো।’

পিতা বলে, ‘যুবরাজের শ্বাস বঙ্গ হলে চলে না। যুবরাজ, তুমি আমার প্রাণপ্রিয়, তুমি একদিন রাজা হবে, আমি চাই তুমি মহারাজ হবে। তোমাকে বাস করতে হবে অসি, ঐশ্বর্য, আর নটীর রূপের মধ্যে।’

শুভ্রত বলে, ‘আমি সে-চেষ্টা করবো, পিতা।

ପିତା ନୟବ୍ରତ ବଲେ, 'ନାରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶାସ କୁନ୍ଦ ହଲେ ରାଜାଦେର ଚଲେ ନା, ରାଜାର
କାଜ ସମ୍ଭୋଗ କରା, ଭୂମି ଆର ନାରୀ ।'

ଶୁଭ୍ରତ ବଲେ, 'ଆମି ମନେ ରାଖିବୋ, ପିତା ।'

ନୟବ୍ରତ ବଲେ, 'ପୁତ୍ର, ମନେ ରେଖୋ, ଯେଦିନ ରାଜା ହବେ, ମେଦିନ ଥିକେ ରାଜ୍ୟର ସବ
ଭୂମି ଆର ସବ ନାରୀ ତୋମାର ।'

ଶୁଭ୍ରତ ବଲେ, 'ଏକଟି ବିଷୟେ ଆମି ରାତ ଥିକେ ଉଦ୍ଧିଗ୍ନ ହୟେ ଆଛି, ପିତା, ଆପନାର
କାହେ ତାର ଉତ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ।'

ପିତା ନୟବ୍ରତ ବଲେ, 'ବଲୋ, କୀ ତୋମାକେ ଉଦ୍ଧିଗ୍ନ କରଛେ?'

ଶୁଭ୍ରତ ବଲେ, 'ସନ୍ଧ୍ୟାଯ ନାଚଘର ଥିକେ ବେରିଯେ ହେଠେ ହେଠେ ଆମି ତୋରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଗିଯେଛିଲାମ । ତୋରଣେ ଗିଯେ ଥିଲା ତୋରଣେର ବାଇରେ କେ ଯେନୋ ଗର୍ଜନ କରଛେ, 'ରାଜଗୃହ
ମହାବେଶ୍ୟା, ଏହି ବେଶ୍ୟାକେ ଧ୍ୱନି ହତେଇ ହବେ ।' ଆମି ତାତେ ଖୁବଇ ଉଦ୍ଧିଗ୍ନ ବୋଧ କରାଇ ।'

ଶୁଭ୍ରତେର କଥା ଶୁଣେ ନୟବ୍ରତ ହୋ ହୋ କରେ ହେସେ ଓଠେ; ତାତେ ଶୁଭ୍ରତ ଖୁବଇ ବିବ୍ରତ
ହୟ ।

ନୟବ୍ରତ ବଲେ, 'ଓହେବ ହଚେ ନଗ୍-ଅନ୍ତିମ ଋଷିର ଚିକାର ।'

ଶୁଭ୍ରତ ବଲେ, 'ଋଷିର କେନୋ ଏମନ୍ତିଚିକାର କରେ?'

ନୟବ୍ରତ ବଲେ, 'ଓରା ପାଗଲ; ଓଦେର ଧୀର ନେଇ, ନାରୀ ନେଇ, ଭୂମି ନେଇ, ଓରା ସବ ସମୟଇ
ମହାନଗରେର ଐଶ୍ୱର ଆର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବିରୋଧୀ ।'

ଶୁଭ୍ରତ ଜିଜ୍ଞେସ କରେ, 'କେନୋ ଓରା ମହାନଗରେର ବିରୋଧୀ?'

ନୟବ୍ରତ ବଲେ, 'ଈର୍ଷା; —ଓରା ଈର୍ଷାକର୍ତ୍ତର, ଓରା ଦେଖେ ଆମରା, ରାଜନ୍ୟ ଆର ବଣିକେରା,
ଭୋଗ କରାଇ ଭୂମି ଆର ନାରୀ, ଓରା ତା ଭୋଗ କରତେ ପାରେ ନା । ତାଇ ଓରା ଈର୍ଷାଯ ଦକ୍ଷ ହୟ;
ଓରା କୋନୋ ସୌନ୍ଦର୍ୟ ସହ୍ୟ କରତେ ପାରେ ନା, କୋନୋ ସୌନ୍ଦର୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରତେ ପାରେ ନା । ଓରା
ଅସୁହ ମାନୁଷ ।'

ଶୁଭ୍ରତ ବଲେ, 'ଓରା କୀ ଚାଯ, ପିତା?'

ନୟବ୍ରତ ବଲେ, 'ଓରା ଓ ଆମାଦେର ମତୋଇ ଭୂମି ଆର ନାରୀ ଚାଯ; କିନ୍ତୁ ଓରା ଜାନେ ତା
ଓରା ପାବେ ନା; ଓଦେର ଅନି ନେଇ, ଅନି ଛାଡ଼ା କିଛୁଇ ପାଓୟା ଯାଯା ନା । ତାଇ ଓରା ନାନା
ବାଜେ କଥା ବଲେ ।'

ଶୁଭ୍ରତ ଜାନତେ ଚାଯ, 'ଓରା କୀ ବଲେ, ପିତା?'

ନୟବ୍ରତ ବଲେ, 'ଓରା ଯା ବଲେ ତା ଆମି ଠିକ ବୁଝି ନା, ଓଦେର କଥା ଆମାର କାହେ
ହାସ୍ୟକର ମନେ ହୟ; ଓରା ବିଧାତା ନା କିମେର କଥା ଯେନୋ ବଲେ, ବିଧାତାଇ ସର୍ବଶକ୍ତିଧର,
ସେ-ଇ ସବ, ସେ ଓଦେର କାହେ ବାଣୀ ପାଠ୍ୟା ।'

ନୟବ୍ରତ ଉଚ୍ଚକଟ୍ଟେ ହାସତେ ଥାକେ, ଶୁଭ୍ରତ ପିତାର ମତୋ ହାସତେ ପାରେ ନା ।

ନୟବ୍ରତ ବଲେ, 'ଆମରାଓ ତିନଦେବୀର ପୁଜୋ କରି—ରୌଦ୍ର, ବାରି, ଆର ଭୂମିର ଦେବୀର;
ତବେ ପୁତ୍ର, ଆମି କୋନୋ ଦେବୀତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନା; ଆମାର ପିତା ବିଶ୍ୱାସ କରତେନ
ବଲେଇ—ଆମି ଠିକ ଜାନି ନା ତିନି ବିଶ୍ୱାସ କରତେନ କି ନା, ତବେ ତିନି ପୁଜୋ କରତେନ
ବଲେଇ ଶୁଦ୍ଧ ଆମି ଏଦେର ପୁଜୋ କରି; କିନ୍ତୁ ଓହ ପାଗଲଗୁଲୋ ବଲେ ବିଧାତାର କଥା, ଯେ
ଓଦେର କାହେ ବାଣୀ ପାଠ୍ୟା ।'

১২ উভ্রত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার

হাসতে থাকে ন্মুব্রত; চুপ করে থাকে উভ্রত।

‘বিধাতা যদি থাকতো’, হাসতে থাকে ন্মুব্রত, ‘তাহলে সে ওই উলঙ্গ পাগলগুলোর কাছে কেনো বাণী পাঠাবে? পাঠাতো মহারাজের কাছে, বা আমার কাছে।’

উভ্রত বলে, ‘বিধাতা হয়তো রাজদের পছন্দ করে না, উলঙ্গ পাগলদেরই পছন্দ করে?’

ন্মুব্রত চমকে উঠে জিজ্ঞেস করে, ‘তুমি কি একথা নিজেই বলছো, না কারো কাছে শনে বলছো, উভ্রত?’

উভ্রত বলে, ‘পিতা কারো কাছে শনি নি; আমার নিজেরই মনে হলো।’

ন্মুব্রত পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেনো খুজতে থাকে। অনেকক্ষণ ধরে সে পুত্রের মুখ দেখে, দীর্ঘ সময় ধরে খোঁজে।

ন্মুব্রত বলে, ‘তোমার এমন মনে হওয়া ঠিক হয় নি। কখনো কখনো কেউ কেউ আমাকে বলে বিধাতা রাজ্যদের পছন্দ করে না, নোংরা নগ্ন পাগলগুলোকে পছন্দ করে। সম্পূর্ণ বাজে কথা, উভ্রত, বিধাতা বলে কেউ নেই, থাকলেও সে পাগল নয়; যদি সে পাগল হয়, তাহলেই উধূ সে পছন্দ করতে পারে ওই পাগলগুলোকে।’

অপরাহ্নে পিতার সাথে উভ্রত যায় মহারাজপ্রাসাদে। দূর থেকে প্রাসাদ দেখে সে তয় পায়; এবং তাদের শক্তিপ্রাসাদের তোরণের কাছাকাছি আসতেই তিনটি অর্ধনগ্ন ও একটি নগ্ন পুরুষ চিংকার ভুক্ত ওঠে, ‘মহাবেশ্যা ধ্বংস হোক।’ সাথে সাথে রক্ষীরা ছুটে আসে, ধরে ফেলে লোকগুলোকে; তাদের হাতেপায়ে শেকল পরিয়ে রক্ষীদের ভবনে নিয়ে যায়। উভ্রতের পিতা নগ্ন চিংকারকারীদের দিকে একবার তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়; উভ্রত তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার সব কিছুই খারাপ লাগতে থাকে, ইচ্ছে করে শক্ট থেকে দেখে পথে হাঁটতে; কিন্তু সে জানে পথে হাঁটার অধিকার তার নেই। ওই লোকগুলোর কৈ হবে সে কি জিজ্ঞেস করবে পিতাকে? না, সে বুঝতে পারে, পিতাকে জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে না; পিতা ঘেন্না করে নগদের। প্রাসাদের ঐশ্বর্য, ব্রহ্মকে রক্ষীবাহিনী, চার্চাদুর্বল বিচরণশীল ও মহারাজকক্ষের গভীর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের তার ভালো লাগে না, যদিও দেখতে তারা তার পিতার মতোই; সিংহাসনে বসে থাকা মহারাজকেও তার ভালো লাগে না। বিক্রমপদ্মীর যুবরাজ বলে সবাই তাকে সম্মান করেছে, বালক বলে বিবেচনা ক'রে নি তাকে, কিন্তু তার মনে হয়েছে বেশ হয় এসব কিছুই যদি ধ্বংস হয়ে যায়। উভ্রত এসবের মধ্যে কোনো গৌরব দেখতে পায় না, মহারাজকে তুচ্ছ মানুষ মনে হয়, ওই নগদের থেকেও তুচ্ছ। কিন্তু সবাই তার পদতলে চুম্বন করছে, উভ্রতকেও করতে হয়েছে; পিতা তাকে নিয়ে যখন মহারাজের সমীপে উপস্থিত হয় পিতা মহারাজের পদতলে চুম্বন করে, তাকেও চুম্বন করার নির্দেশ দেয়। উভ্রতের ইচ্ছে করে নি, তবু চুম্বন করে সে; চুম্বনের সময় সে শুনতে পায়, ‘মহাবেশ্যা ধ্বংস হোক।’ তার ইচ্ছে করে ওই মুহূর্তেই মহারাজকে ধ্বংস করতে; চুম্বন করতে গিয়ে একবার ওঠ ফিরিয়ে নেয়, পিতা তার মাথায় চাপ দেয়, সে কোমলভাবে মহারাজের পদযুগলে চুম্বো খায়। পিতা এই মহারাজ হ'তে চায়, কিন্তু হ'তে পারবে না ব'লেই বিশ্বাস করে; তাই চায় উভ্রত একদিন মহারাজ হোক। সে কি হবে এই তুচ্ছ

মহারাজ? কীভাবে মহারাজ হ'তে হয়? ধ্বংস করতে হবে তুচ্ছ লোকটিকে? ঠিক আছে, শুভ্রতের মনে হয়, সে ধ্বংস করবে এ-তুচ্ছ লোকটিকে; কিন্তু এর মতো মহারাজ হ'তে তার ইচ্ছে করে না।

মহারাজকষ্ট থেকে বেরিয়ে পিতার সাথে সে ঢোকে বিশ্রাম ও আলোচনাকক্ষে। এটা এক বিশাল, সুন্দর, সুখকর কক্ষ; যেখানে তাপ নেই, অতাপও নেই, এবং মনোরমভাবে বিন্যস্ত রয়েছে বৃক্ষাকার সুকোমল আসনের পর আসন। মাঝখানে রয়েছে ঝুপোর চৌকি। আসনগুলোতে ব'সে আছে মহারাজের ও মহানগরের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা, রাজন্যরা; তাদের সাথে আলোচনারত একটি-দুটি অনিন্দ্য ঝুপসী। তার মা এ-ঝুপসীদের তুল্য নয়; এদের পাশে তার মাকে মনে হবে এক চাষীর মেয়ে। পিতার সাথে গিয়ে সে একটি আসনে বসতেই দুজন ঝুপসী এসে তাদের সাথে যোগ দেয়। পিতার হাতে তারা চুম্বন করে, তার হাতেও চুম্বন করে। তারা দীর্ঘক্ষণ ধ'রে প্রশংসা করে তার রূপ ও গঠনের, বিভিন্ন রাজ্যের যুবরাজদের সাথে তুলনা করে সে-ই যে সবচেয়ে ঝুপবান, এমন চিবুক ও চোখ, চুল ও ওষ্ঠ, আঙুল ও ডরেবা যে নেই আর কোনো যুবরাজের তা তার পিতাকে জান্ময়ে, পিতা যারপরনাই সুখী বোধ করে। তার নিজেরও সুখ লাগে; তার ঝুপের প্রশংসন জনে সে সব সময়ই বিরক্ত বোধ করে, কিন্তু এই প্রথম সে সুখ পায়, তার মনে হয় একজন সুখীরা সত্য এমন আন্তরিকভাবে প্রকাশ করতে পারে যা আর কেউ পারে না। তার পিতার সাথে রাজ্যের অর্থ, সেনা, শস্যসম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করে; শুভ্রত বুঝতে পারে পিতা সেনা সম্পর্কে যতোটা জ্ঞানী অর্থ সম্পর্কে ততোটা নয়, আবার স্বর্ণ সম্পর্কে যতোটা জ্ঞানী শস্য সম্পর্কে ততোটা নয়; ঝুপসীরা তার পিতাকে সক্ষমিতায় মধুরভাবে জানাতে থাকে। এক নারী মুখে মুখে কয়েকটি পদও রচনা করে, যিন্তাকে অনুরোধ করে একটি পদ রচনা করার জন্যে পিতা পারে না; আরেক নারী একই মহাকবির কাব্য থেকে পদের পর পদ আবৃত্তি করতে থাকে, শুভ্রতের মনে হয় ওই নারীর ওষ্ঠ থেকে লাল লাল পাখি আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছে। শুনেই কয়েকটি পদ ক্ষুধিষ্ঠ হয়ে যায় শুভ্রতের, সে একবার দুটি পদ আবৃত্তি করে। সবাই তাতে মুক্ত হয়, ওই নারী তাকে জড়িয়ে ধরে; তার বাহ্যিক ভেতরে শুভ্রত আশৰ্য্য সুখ পায়।

নারী তার পিতাকে বলে, ‘আজ সন্ধ্যায় আপনার পুত্রকে আমার গৃহে পেলে অশেষ সুখী হবো।’

পিতা বলে, ‘আমার জন্যে এটা অত্যন্ত সুখকর, আপনার মতোই কাউকে খুজছিলাম যে আমার পুত্রকে প্রস্তুত করতে পারে।’

নারী বলে, ‘মহারাজের শ্রেষ্ঠ যুবরাজকে প্রস্তুত করার দায়িত্ব পেয়ে আমি ধন্য, আমি কৃতজ্ঞ।’

অন্য নারী বলে, ‘যুবরাজকে পেয়ে সুগন্ধবতীর সন্ধ্যা আজ ধন্য হবে, আমি অতিশয় আনন্দিত; আমার সন্ধ্যাটি কি রাজন্যকে পেয়ে ধন্য হতে পারে?’

পিতা বলে, ‘নারী, আপনি আমাকে ধন্য করেছেন; আমি ভেবেছিলাম আপনিও আমার পুত্রকেই কামনা করছেন।’

নারী বলে, ‘আমি এখনো রাজন্যদেরই পছন্দ করি।’

১৪ উত্তৃত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার

সুগন্ধবতী মৃদু হেসে বলে, 'যুবরাজদের প্রস্তুত করার সুখ সুবী শৰ্ণলতা কখনো
পাবে না।'

শৰ্ণলতা বলে, 'রাজন্যদের কোনো তুলনা হয় না, সব ক্ষেত্রেই তারা রাজা, আমি
রাজন্যদের দ্বারাই ধন্য হতে সুব পাই।'

তার পিতা বলে, 'আমার পুনরায় যুবরাজ হওয়ার বাসনা হচ্ছিলো, কিন্তু শৰ্ণলতার
বাকে সুবী হলাম। আপনাদের মতো নারীরা আছে ব'লেই আমাদের মহারাজা
সুজলাসুফলাশস্যামলা এবং সুখশাস্তিসৌন্দর্যময়।'

সন্ধ্যার আগে পিতা ও উত্তৃত নিজেদের হর্মো ফিরে আসে; এবং পিতা তাকে
বিশ্রাম নিতে বলে। উত্তৃত নিজের কক্ষে গিয়ে অবসর যাপন করার চেষ্টা করে, কিন্তু
মুহূর্তের জন্যেও স্থির হ'তে পারে না, পীড়াদায়ক এক অস্থিরতা তাকে অবিশ্রাম পীড়িত
ক'রে রাখে। সন্ধ্যার অন্ত পরেই তার কক্ষে ঢোকার জন্যে অনুমতি প্রার্থনা করে
পরিচারকেরা; অনুমতি দিতে তার ইচ্ছে করে না, কিন্তু সে অবিলম্বে অনুমতি দেয়।
উত্তৃতের জন্যে বিক্রমপঞ্জীয়নে হয়েছে পাঁচজন পরিচারক, এখানে দশজন, এবং এদের
আচরণ ও কৃটিও অনেক উৎসুক। তারা জানায় পিতা তাদের নির্দেশ দিয়েছে তাকে
প্রস্তুত ক'রে সুগন্ধবতীর গৃহে নিয়ে যেতে। পরিচারকেরা ঈষৎ উষ্ণ জলে ধীরেধীরে
তার শরীর মোছে, সুকোমলা হয়ে ওঠে তার শরীর, সে নিজেই তার শরীরের কোমলতা
অনুভব করে; দুটি পরিচারক স্মরণ করে তার পদ ও হস্তল, সে কোমল সজীব হয়ে
ওঠে; তারা মসৃণ করে তার প্রতিটি আঙুলের নখ; তাকে নগ্ন করা হয়, সে বাধা দেয়
না, বিক্রমপঞ্জীয়নেও তাকে সিয়ামিত নগ্ন করা হয়, তারা তার প্রত্যেক রোমকূপে মাঝে
সুগন্ধী তেল; এক পরিচারক তার শিশুাঙ্গলে মাঝে সুগন্ধী, সে চঞ্চল হয়ে উঠতে চায়,
দৃঢ় হয়ে উঠতে চায়; পরিচারকটি মৃদু চিকাক ক'রে বলে, যুবরাজ একরজনীতে
শতনারী ভোগের উপযুক্ত হ'বে যৌবনে, উত্তৃত সাথে সাথে দৃঢ় হয়ে ওঠে; এক
পরিচারক তার কেশবিন্যাস করে দীর্ঘ সময় ধ'রে; এবং তাকে তার যুবরাজের শ্রেষ্ঠ
পোশাকটি পরায়। দর্পণে উত্তৃত নিজেকে দেখে মুক্ষ হয়।

বেরোনোর সময় পিতা বৃক্ষে তার দেখা হয় না। পরিচারকেরা তাকে শকটে
নিয়ে আরোহণ করায়, তারা শকটের পেছনভাগে অবরোহণ করে, এবং শকট যাত্রা
করে সুগন্ধবতীর গৃহের উদ্দেশে। সুগন্ধবতীর গৃহে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তৈরি
হয়েছে তোরণ, যাতে তার নাম লিখিত সোনার বর্ণে, এবং তোরণে অপেক্ষা ক'রে
আছে দশজন কিশোরী রূপসী। তারা তাকে অবরোহণ করায়, তাদের প্রত্যেকের হাত
ও অঙ্গ কোমলতম পুষ্পের পাপড়িতে রচিত, তারা দশ দিক থেকে পুষ্প ও পাপড়ি
বর্ষণ করতে ধাকে, প্রত্যেকে তার হাতে চুমো ধায়, উত্তৃত শিউরে উঠতে গিয়ে
নিজেকে স্থির রাখে। উত্তৃত বুঝতে পারে না ওই সকল ওষ্ঠের ছোয়া বেশি কোমল, না
বেশি কোমল ফুলের পাপড়ির স্পর্শ। ওই কিশোরী রূপসীরা সবাই লাস্যময়ী; তারা পা
ফেলে যেনো তারা নাচছে, তারা তার দিকে তাকায় যেনো তারা নাচছে, তারা তার হাত
স্পর্শ করে যেনো তারা নাচছে। তার জন্যে তখনও অপেক্ষা করছিলো পরম বিস্ময়, ও
সৌন্দর্য। দোতলায় উঠে উত্তৃত দেখতে পায় তার জন্যে অপেক্ষা করছে পরিপূর্ণ চান্দ,

সুগন্ধবতী, যার আলো ওই কিশোরী রূপসীদের আলোর থেকে অনেক বেশি শুভ, অনেক বেশি স্নিখ, অনেক বেশি রহস্যময়। বাহুতে জড়িয়ে সুগন্ধবতী তাকে নিয়ে যায় অভ্যন্তরে, তাদের কেউ অনুসরণ করে না। অভ্যন্তর কক্ষে এখন শুধু শুভ্রত আর সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা সুগন্ধবতী।

সুগন্ধবতী বলে, ‘যুবরাজ, আপনাকে পেয়ে আমার গৃহ ধন্য হয়েছে; আপনাকে এ-গৃহে সঙ্গহকাল বাসের আমন্ত্রণ জানাই।’

শুভ্রত বলে, ‘তৎপী পেলে আমন্ত্রণ রাখবো, নইলে আজ রাতেই হর্ম্য ফিরে যেতে পারি।’

সুগন্ধবতী বলে, ‘আপনি স্বতন্ত্র প্রকৃতির, যুবরাজ শুভ্রত।’

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, ‘কেনো আমাকে স্বতন্ত্র প্রকৃতির মনে হচ্ছে আপনার?’

সুগন্ধবতী বলে, ‘কোনো যুবরাজ কখনো, আমার মুখোমুখি ব’সে, ফিরে যাওয়ার কথা বলেন নি। আপনার স্পষ্টবাক্যে আমি মুঝ; ভবিষ্যতে হয়তো আপনি এমন কোনো পরিচয় দেবেন, যা আপনাকে স্বতন্ত্র ক’রে রাখবে।’ সুগন্ধবতী শুভ্রতের মুখের দিকে নিবিড়ভাবে থাকায়, এবং বলে, ‘ক’ম্যাকে কি আপনার সুখকর মনে হচ্ছে না?’

শুভ্রত বলে, ‘এমন রূপসী নারী স্বামী আগে দেখি নি।’

সুগন্ধবতী বলে, ‘ধন্য বোধ করছি আপনার ভাষায়, যুবরাজ। আপনি এখনো কিশোর, তবে আপনার গঠন পরিপূর্ণ পুরুষের; পুরুষের মুখমণ্ডলে কিশোর দেখতে পাওয়া অনিবর্চনীয় আনন্দের; আশা করি আপনাকে আমি সুখী করতে পারবো।’

সুগন্ধবতী উঠে দাঁড়ায়, এবং হাত ধৈরে শুভ্রতকে আরেকটি কক্ষে নিয়ে যায়, যেখানে কয়েকটি রূপসী কিশোরী বিন্যসন করছে খাদ্য ও পানীয়সামগ্ৰী।

সুগন্ধবতী বলে, ‘যুবরাজ, সক্ষ্য হচ্ছে বেশ আগে, এটাই খাদ্য ও পানীয় এহণের উপযুক্ত সময়। আসুন, আমরা খাদ্য ও পানীয় এহণ করি। খাদ্য ও পানীয় ছাড়া কোনো জ্ঞানই ভালোভাবে অর্জন সম্ভব নয়।’ ৩

শুভ্রত বলে, ‘আমি প্রস্তুত।’

তারা খেতে শুরু করে। সুগন্ধবতী পানীয় এগিয়ে দিয়ে বলে, ‘যুবরাজ, প্রথমে এ-পানীয়টুকু পান কৰুন, এটি ক্ষুধা বাড়িয়ে অনুকে সুস্থাদু করবে।’

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, ‘এ কী পানীয়?’

সুগন্ধবতী বলে, ‘এটা দ্রাক্ষারস, দু-শতক ধ’রে মাটির নিচে সুশু ছিলো।’

শুভ্রত চুমুক দিয়ে অশেষ তৎপী পায়; এবং বলে, ‘এটা কি খুবই দুর্ভ?’

সুগন্ধবতী বলে, ‘শুধু যুবরাজদের আমি এটি পরিবেশন করি, মহারাজে আর কোথাও এটা পাওয়া যায় না।’

সুগন্ধবতী খুবই অল্প খাচ্ছে, শুভ্রত প্রচুর খাচ্ছে, যা-ই মুখে দিচ্ছে, তা-ই তার সুস্থাদু লাগছে। কিন্তু সুগন্ধবতী খুবই পরিমিত খাদ্যের আয়োজন করেছে।

শুভ্রত বলে, ‘প্রতিটি খাদ্যই অপূর্ব সুস্থাদু।’

সুগন্ধবতী বলে, ‘কিন্তু যুবরাজ, আপনি দেখছেন খাদ্য খুবই পরিমিত। অচেল খাদ্য স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, ও বুদ্ধির শক্তি।’

১৬ শুভ্রত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার

শুভ্রত খেতে খেতে বলে, ‘খেয়ে এতো তৃণি কখনো পাইনি। মায়ের হাতে
খেয়েও পাই নি, পরিচারিকাদের হাতেও পাই নি।’

সুগন্ধবতী বলে, ‘আমি মাতা নই, যুবরাজ, আমি পরিচারিকা নই; আমি সুগন্ধবতী,
রাজগৃহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নটী।’

খাওয়া শেষ হ’লে শুভ্রতকে আরেকটি কক্ষে নিয়ে যায় সুগন্ধবতী, এবং
অল্পস্ফুরে জন্মে বিশ্রাম নিতে তাকে অনুরোধ করে। শুভ্রতেরও বিশ্রাম নেয়ারই ইচ্ছে
হচ্ছিলো, সে শয্যায় এলিয়ে প’ড়ে সুগন্ধবতীর দিকে তাকায়।

সুগন্ধবতী ঝুঁকে প’ড়ে আঙুল দিয়ে শুভ্রতের অধর ছুঁয়ে বলে, ‘আমার দিকে
তাকালে বিশ্রাম হবে না, যুবরাজ, থাকতে হবে চোখ কান নাসিকা জিভ আর তৃক
নিষ্ঠিয় ক’রে; তাহলেই বিশ্রাম।’

সুগন্ধবতী কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়, শুভ্রত ইন্দ্রিয়গুলোকে নিষ্ঠিয় করার চেষ্টা
করতে থাকে; কিন্তু সে যেনো হঠাৎ বাইরে গর্জন শুনতে পায়, ‘রাজগৃহ মহাবেশ্যা, এই
বেশ্যাকে ধ্বংস হ’তেই হবে।’ শুভ্রত একটু এলিয়ে পড়েছিলো, কিন্তু গর্জন শুনে সে
উঠে বসে; তার মনে হয় সে হয়তো আবায় ওই গর্জন শুনতে পাবে, কিন্তু পায় না।
গর্জনের প্রত্যাশায় সে নিজেকে সজাগ ক’রে রাখে, কোনো গর্জন শোনা যায় না; তার
বদলে ঢোকে সুগন্ধবতী, যাকে দেখে প্রথমে চিনতেই পারে না শুভ্রত। সুগন্ধবতী
এবার কোনো বস্তু পরে নি, তার শরীরে একটুকরোও কার্পাস বা রেশমের আবরণ
নেই, তার অনিদ্য শরীরের বিভিন্ন অংশে ক্ষুজুলছে নানা অলঙ্কার। অলঙ্কৃত নগ্ন
নারীদেহ দেখে মুঞ্চ হয় শুভ্রত, সুগন্ধবতীর সমগ্র শরীরের ওপর সে চোখ স্থিরভাবে
ফেলে রাখে, সে তার জীবনের বিশ্বয়কর ঘটনাটি দেখে। সুগন্ধবতী কক্ষে ঢুকে
আর সামনের দিকে পা ফেলে না, মাথা নিচুক’রে দাঁড়িয়ে থাকে, কোনো কথাও সে
বলে না; কিন্তু তার সারা শরীর যেনো বলছে ‘যুবরাজ, আমাকে দেখুন; সম্পূর্ণরূপে,
পরিপূর্ণরূপে দেখুন, জীবনের প্রথম বিশ্বয়কে দেখুন।’ শুভ্রত চক্ষলতা বোধ করে না,
সে চাষীপুত্র নয় যে চক্ষল হয়ে উঠবে অভ্যন্তরকে দেখে, সে স্থিরভাবে তাকিয়ে থাকে
সুগন্ধবতীর দিকে। শুভ্রতের মনে হয় এ নারী, তার থেকে বয়সে বড়ো, কিন্তু সে
পুরুষ, সে যুবরাজ, তাই এ-নারী তার অধীন; এ-নারীর কাজ তাকে সুবৰ্ণ করা। সে
নারীর মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ দেখতে পায় না, পায় না ব’লেই তার চোখ বেশি পরিত্নে হয়;
কালো রেশমের মতো ছড়ানো চুলের আড়ালে তার অর্ধেক মুখমণ্ডল শুভ্রতকে
বিক্রমপঞ্জীর আকাশে গাছের আড়ালে পূর্ণিমার চাঁদকে মনে করিয়ে দেয়; নারীর
যুগলবক্ষের ওপর স্থির হয়ে থাকে শুভ্রতের চোখ, নারীশরীরের এ-পিণ্ড দুটি সব
সময়ই তাকে মুঞ্চ করে, এখন সে মণিমুক্তোর আড়ালে এ-বিশ্বয় দুটিকে দেখার চেষ্টা
করে। সুগন্ধবতী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, জীবন্ত সোনার প্রতিমার মতো সে; শুভ্রতের
মনে হ’তে থাকে সে আর সহ্য করতে পারছে না, তার ভেতরে জেগে উঠছে এক ভীষণ
গর্জন, যা ওই প্রতিমাকে ভেঙেচুরে দিতে পারলে শান্তি পাবে।

শুভ্রত শোয়া থেকে প্রচণ্ডভাবে লাফিয়ে উঠে, এবং ছুটে যায় সুগন্ধবতীর দিকে,
তার যুগলবক্ষের অলঙ্কার-আবরণ টেনে ছিঁড়ে ফেলে চিংকার করে, ‘রাজগৃহ মহাবেশ্যা,
এই বেশ্যাকে ধ্বংস হ’তেই হবে।’

ବିହୁଲ ବିମୂଳ ହେଁ ପଡ଼େ ସୁଗନ୍ଧବତୀ; ମେ ଦୁ-ହାତେ ଯୁଗଲବକ୍ଷ ଢକେ ବ'ମେ ପ'ଡେ ବଲେ,
‘ଏ କୀ କରଛେ ଆପନି ଯୁବରାଜ?’

ଶ୍ରୀକୃତ ଢେନା ଫିରେ ପେଯେ ବିବ୍ରତ ହୟ, ଏବଂ ବଲେ, ‘ବୁଝିତେ ପାରଛି ନା ଏ କୀ
କରଲାମ।’

ସୁଗନ୍ଧବତୀ ଶ୍ରୀକୃତକେ ଜଡ଼ିଯେ ଧରେ ଶୟାଯ ବସାଯ ।

ସୁଗନ୍ଧବତୀ ଜିଜ୍ଞେସ କରେ, ‘ଯୁବରାଜ, ଏ-ଉପସର୍ଗ କି ଆପନାର ମାଝେମାଝେଇ ଦେଖା
ଦେଯ?’

ଶ୍ରୀକୃତ ବଲେ ‘ନା, ଏହି ପ୍ରଥମ।’

ସୁଗନ୍ଧବତୀ ଜିଜ୍ଞେସ କରେ, ‘ଆପନି କି ରାଜଗୃହେ ନଗ୍ନ ଆର ଅର୍ଧନଗ୍ନ ପାଗଲଗୁଲୋର
ମୁଖୋମୁଖୀ ହେଁଛିଲେନ କଥନୋ?’

ଶ୍ରୀକୃତ ବଲେ, ‘ମୁଖୋମୁଖୀ ହୈ ନି, ଦୂର ଥେକେ ଆମି ଗର୍ଜନ ଶୁଣେଛି । ମେଘର ମତୋ,
ବଞ୍ଚିର ମତୋ, ନାରୀର ଶନ ଆର ଉକୁର ଥେକେ ଓହି ଗର୍ଜନ ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ।’

ସୁଗନ୍ଧବତୀ ବଲେ, ‘କିନ୍ତୁ ଓରା ପାଗଲମତ୍ତୁ, ଓରା ରାଜ୍ୟ ଆର ଉପଭୋଗ ବୋଲେ ନା; ଓରା
ରାଜ୍ୟ ଆର ନାରୀ ପାଯ ନି ବ'ଲେଇ ଅମନ ଗର୍ଜନ କରେ ।’

ଶ୍ରୀକୃତ ଜାନତେ ଚାଯ, ‘ଓରା କି ରାଜ୍ୟ ଆର ନାରୀ ଚେଯେଛିଲୋ?’

ସୁଗନ୍ଧବତୀ ବଲେ, ‘ରାଜ୍ୟ ଆର ନାରୀ କୈ ନା ଚାଯ? ଏର ଥେକେ ସୁଖକର ଆର କୀ ଆଛେ?’

ଶ୍ରୀକୃତ ବଲେ, ‘ପିତାକେ ଦେଖେ ଅମ୍ଭାତାଇ ମନେ ହତୋ, କିନ୍ତୁ ଏବଂ ମନେ ହୟ ଅନ୍ୟ
ଆରୋ କିନ୍ତୁ ଆଛେ, ଯା ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ରାଜ୍ୟ ଆର ନାରୀର ଥେକେ ।’

ସୁଗନ୍ଧବତୀ ହେଁସ ବଲେ, ‘ଏଟା ଆପମତ୍ତୁ ତୁଲ, ଯୁବରାଜ ।’

ଶ୍ରୀକୃତ କୋନୋ କଥା ବଲେ ନା, ସୁଗନ୍ଧବତୀ ଶ୍ରୀକୃତର ପୋଶାକ ଏକଟି ଏକଟି କ'ରେ
ଖୁଲେ ନେଯ ।

ସୁଗନ୍ଧବତୀ ବଲେ, ‘ଯୁବରାଜ, ନଗ୍ନ ଅଶ୍ରୁକି ଅନେକ ବେଶ ସୁନ୍ଦର । ଆପନାର ମୁଖମଙ୍ଗଳ
କିଶୋରେ, ଶରୀର ପୁରୁଷେର; ଆପନାର ଶରୀର ଦେହ ଦେଖା ବିଶେଷ ସୁଖେର ।’ ସୁଗନ୍ଧବତୀ
ଶ୍ରୀକୃତର ଶରୀର ଜୁଡେ ଆଙ୍ଗୁଳ ବୁଲୋତେ ଥାଇକ, ଏବଂ ବଲେ, ‘ଯୁବରାଜ, ଏହି କି ପ୍ରଥମ
ଆପନି ନଗ୍ନ ନାରୀଦେହ ଦେଖିଲେନ?’

ଶ୍ରୀକୃତ ବଲେ, ‘ନା, ଏହି ପ୍ରଥମ ନଯ ।’

ସୁଗନ୍ଧବତୀ ଜିଜ୍ଞେସ କରେ, ‘କାଦେର ଦେହ ଆପନି ଦେଖେଛେ?’

ଶ୍ରୀକୃତ ବଲେ, ‘ପରିଚାରିକାଦେର ।’

ସୁଗନ୍ଧବତୀ ଜାନତେ ଚାଯ, ‘ନିଜେର ଅଭିଲାଷେ, ନା ପରିଚାରିକାଦେର ଅଭିଲାଷେ?’

ଶ୍ରୀକୃତ ବଲେ, ‘ଆମି ନିଜେଇ ଦେଖିତେ ଚେଯେଛି ।’

ସୁଗନ୍ଧବତୀ ବଲେ, ‘ନାରୀଦେହ କି ସୁଖକର, ନା କି ନାରୀଦେହ କ୍ଳାନ୍ତ କରେ ଆପନାକେ?’

ଶ୍ରୀକୃତ ବଲେ, ‘ଯତୋକ୍ଷଣ କାମନା କରି ତତୋକ୍ଷଣ ସୁଖକର, ତାରପର କ୍ଳାନ୍ତିକର ।’

ସୁଗନ୍ଧବତୀ ବଲେ, ‘ଯଥନ ଆପନି ଏକଳା ଥାକେନ, ଯୁବରାଜ, ଆପନି କୀ ଭାବତେ
ଭାଲୋବାସେନ?’

ଶ୍ରୀକୃତ ବଲେ, ‘ଏକଳା ଥାକଲେ ଆମି କାର ଯେନୋ କର୍ତ୍ତ୍ଵର ଭନତେ ପାଇ, କେ ଯେନୋ
ଆମାର ସାଥେ କଥା ବଲେ, ଆମାକେ ଡାକେ ।’

১৮ শুভ্রত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার

সুগন্ধবতী বলে, 'আপনি কি তার সাথে সুস্পষ্ট ভাষায় কথা বলেন?'

শুভ্রত বলে, 'না, আমি অস্পষ্ট ডাক শুনতে পাই, আমাদের মধ্যে কোনো কথা হয় না; কিন্তু আমি কথা বলতে চাই।'

সুগন্ধবতী বলে, 'যুবরাজ, আপনি কী পিতাকে এটা জানিয়েছেন?'

শুভ্রত বলে, 'না, জানাই নি, কখনো জানানোর ইচ্ছা নেই।'

সুগন্ধবতী বলে, 'যুবরাজ, আপনি অসুস্থ! আপনার চিকিৎসা দরকার।'

শুভ্রত চিংকার ক'রে উঠে, 'না, আমি অসুস্থ নই, নারী, আপনিই অসুস্থ; আমি অলৌকিকের স্বর শুনতে পাই।'

সুগন্ধবতী বলে, 'যুবরাজ, ক্রুদ্ধ হবেন না; আপনি সত্যিই অসুস্থ, অলৌকিক ব'লে কিছু নেই, সবই লৌকিক, আমার যুগলবক্ষের মতোই লৌকিক; আপনি যদি কিছু শোনেন, তা আপনার মন্তিকের বিভ্রান্তি।'

শুভ্রত চিংকার করে ওঠে, 'নটী, আমার মন্তিক বিভ্রান্ত নয়।'

সুগন্ধবতী বলে, 'যুবরাজ, আপনার চিকিৎসা প্রয়োজন; নইলে আপনার বিভ্রান্ত মন্তিক আপনাকে ভষ্ট করতে পারে, যা স্বাস্থ্যার ও মানুষের জন্যে হবে খুবই বিপজ্জনক।'

শুভ্রত বলে, 'আমি বিক্রমপল্লীতে প্রিন্সার রাজসভা দেখি, রাজগৃহে এসে মহারাজের সভাও দেখেছি, আমার মনে ক্ষয় এসবই ধ্বংস ক'রে ফেলা দরকার।'

সুগন্ধবতী বলে, 'আপনি পীড়িত, যুবরাজ।'

শুভ্রত বলে, 'তাহলে আমি পীড়ার অধ্যাই ধাকতে চাই; রাজাদের মতো সুস্থ হওয়ার থেকে নিজের মতো অসুস্থই ধাক্কাতে চাই।'

সুগন্ধবতী বলে, 'যুবরাজ, আমার ক্ষেত্রে দিকে তাকিয়ে দেখুন, আপনি আমার শনযুগল ছিড়েফেড়ে ফেলেছেন, যেখানে ওই রাখলে ফুল ফুটতো।'

শুভ্রত বলে, 'আমি দুঃখিত; কিন্তু সুগন্ধবতী, আপনার কি সত্যিই মনে হয় আমি পীড়িত?'

সুগন্ধবতী শুভ্রতকে বুকে চেপে ধূম এবং সণাহকাল পর পরিপূর্ণ পুরুষ হয়ে শুভ্রত সুগন্ধবতীর গৃহ থেকে বেরোয়।

শুভ্রত রাজগৃহ থেকে বিক্রমপল্লীতে ফেরে তিনি মানুষ হয়ে, পুরুষ হয়ে, এবং একটি গর্জন বুকে বয়ে। রাজগৃহকে ধ্বংস হ'তে হবে, রাজগৃহ মহাবেশ্য। কে ধ্বংস করবে রাজগৃহকে? নগ লোকগুলো? ওই নগদের পক্ষে, শুভ্রতের মনে হয়, কিছুই করা সম্ভব নয়; তারা শুধু মাঝেমাঝে গর্জন করতে আর বন্দী হ'তে পারে রক্ষীদের শেকলে; আর কিছু নয়। ওই নগরী ভীরু, সাহস নেই ওদের, ওরা আসলেই পাগল। ওদের চিংকার পাগলেরই চিংকার; কিন্তু চিংকারগুলো হয়তো ঠিক; তবে ওই ভীরু পাগলদের পক্ষে কিছু করাই সম্ভব নয়। শুভ্রত এক সন্ধ্যায় একলাই বেরিয়ে পড়েছিলো মহানগর দেখতে; মহানগরের রূপ দেখা তার উদ্দেশ্য ছিলো না, কিন্তু কী দেখতে সে বেরিয়েছিলো? সে ঠিক জানে না; সে কি দেখতে বেরিয়েছিলো ওই নগদের? মহানগরের প্রান্তে এক ভগু প্রাচীরের পাশে সে দেখতে পায় তাদের। তারা গাঁজা

টানছিলো, এবং মাঝেমাঝে চিৎকার করছিলো, 'রাজগৃহ মহাবেশ্যা, বেশ্যাকে ধ্বংস হ'তেই হবে।' ওভ্রত শকট থামিয়ে তাদের দেখে, তার ঘেন্না হয়। সে বুঝতে পারে এদের মধ্যে একজন গুরু রয়েছে, যার নির্দেশে অন্যরা কাজ করে, আর মাঝেমাঝে গর্জন করে ওঠে। ওদের গর্জন শেখানো গর্জন? ওভ্রত শকট থেকে নেমে অনেকক্ষণ ওদের দেখে; এবং এক সময় গুরুর নগ্ন পাছায় প্রচণ্ড লাখি মারে। লাখি খেয়ে গুরু ছিটকে পড়ে; অনুচররা ওভ্রতকে ধিরে দাঁড়ায়; কিন্তু ওভ্রতের রাজকীয় পোশাক, পেছনে শকট দেখে তারা ভয় পায়, এবং মাথা নত করে দাঁড়ায়।

ওভ্রত জিজেস করে, 'তোমরা মহাবেশ্যা রাজগৃহকে ধ্বংস করতে চাও?'

তারা বলে, 'হ্যা, প্রভু, আমরা চাই।'

ওভ্রত জানতে চায়, 'কিন্তু কেনো চাও, রাজগৃহের কী অপরাধ?'

প্রধান নগ্নটি বলে, 'রাজগৃহ বেশ্যা, বিধাতার ডাক রাজগৃহ ওনতে পায় না।'

ওভ্রত জানতে চায়, 'কিন্তু তোমরা কি তার ডাক শোনো?'

তারা বলে, 'আমরা শনি, প্রভু।'

ওভ্রত বলে, 'তোমরা উলঙ্গ উন্মাদ্যাত, তোমরা বিধাতার কোনো কাজে আসবে না।'

তারা বলে, 'হ্যা, আমরা উলঙ্গ উন্মাদ, আমাদের কোনো শক্তি নেই; আমরা একজনের জন্যে, আতার জন্যে, অপেক্ষা ক'রে আছি, যে প্রতিষ্ঠিত করবে বিধাতাকে।'

ওভ্রত জানতে চায়, 'বিধাতা কেন্দ্ৰ আমি কখনো বিধাতার কথা শনি নি।'

তারা বলে, 'বিধাতা সৰ্বশক্তিধর, সৰ্বজ্ঞ; আকাশ, জল, মাটির স্রষ্টা, বিধাতা ছাড়া আর কোনো দেবতা বা দেবী নেই।'

ওভ্রত বলে, 'তোমরা মিথ্যে কষ্ট বলছো।'

তারা বলে, 'আমরা উলঙ্গ, কিন্তু আমরা মিথ্যাবাদী নই; আমরা তাঁর ডাক শনি, তিনি সৰ্বশক্তিধর, সৰ্বজ্ঞ, আকাশ, জল, মাটির স্রষ্টা।'

ওভ্রত বলে, 'তিনি যদি সৰ্বজ্ঞ হন তোমাদের মতো নিকৃষ্ট পাগলদের তিনি ডাকতে পারেন না।'

তারা বলে, 'তা আমরা বুঝি, আমরা সত্যই নিকৃষ্ট, কিন্তু বিধাতাকে আমরা অনুভব করি।'

ওভ্রত বলে, 'বিধাতা একলা হবে কেনো? আমাদের গৃহে আমরা তিনি দেবীর পুজো করি, দেবী তিনজন, বিধাতা একলা নন।'

তারা বলে, 'তিনি দেবী নন, তিনি বিধাতা, তিনি একক, তিনি সৰ্বশক্তিধর, সৰ্বজ্ঞ; আকাশ, জল, মাটির স্রষ্টা।'

ওভ্রত কোনো কথা বলে না।

আদের গুরু বলে, 'আমার জীবন আজ ধন্য, যুবরাজ, তোমার কিশোর মুখমণ্ডলে আমি দেখতে পাইছি আমাদের মহান আতাকে, যে ধ্বংস করবে বেশ্যা রাজগৃহকে, ভেঙে ফেলবে সব মূর্তি, প্রতিষ্ঠিত করবে বিধাতাকে; আমাকে তোমার পায়ে চুম্ব খেতে দাও।'

২০ উত্তৃত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার

তারা সবাই উত্তৃতের পা চুম্বন করে; উত্তৃত পা টেনে নেয় না। এর আগেও অনেকেই তার পায়ে চুম্ব খেয়েছে, সে পা টেনে নিতে চেয়েছে, কিন্তু এবার তার পা টেনে নিতে ইচ্ছে করে না; বরং তারা যখন চুম্ব খায় তার পায়ে তার এক অপূর্ব অনুভূতি হয়; মনে হয় সে-ই যেনে বিধাতা, আর এরা তার তুচ্ছ ভক্ত। চুম্বন শেষ হলে উত্তৃত কোনো কথা না বলে শকটে ওঠে।

সে শুনতে পায় পেছনে নগুরা টিকার করছে, 'আমরা অপেক্ষা করে থাকবো যেদিন তুমি রাজগৃহ ধ্বংস করবে, প্রতিষ্ঠিত করবে বিধাতাকে, তুমি আমাদের রাজা হবে। তুমি জেনে রেখো আমরা তোমার ভক্ত, তুমি আমাদের আতা।'

উত্তৃত দেখতে পায় নগুরা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করছে। চালক শকট চালানো ভরক করেছিলো, উত্তৃত তাকে ধীরে শকট চালানোর জন্যে আদেশ দেয়। নগুরা উঠে দৌড়ে উত্তৃতের শকটের দিকে আসতে থাকে, এবং শকট ঘিরে দাঁড়ায়।

তারা সমবরে বলতে থাকে—'প্রভু, দেখো, আমরা নগু, আমরা নিকৃষ্ট, কিন্তু আমরা ঠিক সময়ে বিক্রমপঞ্চাতে আস্তেন। তোমার বাণীতে বিশ্বাস রাখবো, তুমি আমাদের স্মরণে রেখো, আমাদের তুমি তুমগু কোরো না।'

অঙ্গুত অনুভূতি হয় উত্তৃতে, তার প্রতিটি রোমকৃপ শিউরে উঠতে থাকে; তার মনে পড়ে সুগন্ধবর্তী তাকে বলেছিলো সে অসুস্থ। কিন্তু না, সে অসুস্থ নয়, সে খুবই সুস্থ; নষ্টী তাকে চিনতে পারে নি, তাকে চিনতে পেরেছে নগুরা। নষ্টী তার শরীরকে প্রস্তুত করেছে, তার শরীরকে ভেঙ্গে দিয়ে তাতে ফুল ফুটিয়েছে, আর এরা তার শরীরে অলৌকিক আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। সে এদের প্রভু, এদের আতা। প্রভু কাকে বলে, উত্তৃত জানে; কিন্তু ত্রাণ-কী? এটা কি বিশেষ্য না বিশেষণ? কোন ধাতুতে এটি গঠিত? এ-শব্দটি তো সে এখনো পায় নি; কিন্তু সে বুঝতে পারে সে মহান, যার পায়ে চুম্ব খাবে সবাই, যেমন চুম্ব খেয়েছে নগুরা। সে কি ধ্বংস করবে রাজগৃহ? কেনো ধ্বংস করবে? কীভাবে ধ্বংস করবে? তার পিতা তো তাকে রাজগৃহ ধ্বংস করতে বলে নি, বলেছে মহারাজ হতে; সে-কি ধ্বংস করেই হবে রাজগৃহের মহারাজ? বিক্রমপঞ্চাতে ফিরে উত্তৃত সারাঙ্গণ সুগন্ধবর্তীর শরীর দেখতে পায়। তার স্বর শোনে। সে অসুস্থ? না, সে অসুস্থ হতে পারে না। সে নগুদের প্রণাম দেখতে পায়, শুনতে পায় তাদের গর্জন, আর তাদের প্রার্থনা, 'আমার জীবন আজ ধন্য, যুবরাজ, তোমার কিশোর মুখমণ্ডলে আমি দেখতে পাইছি আমাদের মহান আতাকে, যে ধ্বংস করবে বেশ্যা রাজগৃহকে, ভেঙে ফেলবে সব মৃত্যি, প্রতিষ্ঠিত করবে বিধাতাকে, আমাকে তোমার পায়ে চুম্ব খেতে দাও।' সে শুনতে পায়, 'প্রভু, দেখো, আমরা নগু, আমরা নিকৃষ্ট, কিন্তু আমরা ঠিক সময়ে বিক্রমপঞ্চাতে আস্তে, তোমার বাণীতে বিশ্বাস রাখবো, তুমি আমাদের স্মরণে রেখো, আমাদের তুমি ত্যাগ কোরো না।'

একলা থাকতে পছন্দ করতো সব সময় উত্তৃত, আর রাজগৃহ থেকে ফিরে সে অনুভব করে আরো বেশি একলা থাকতে তার আরো বেশি ভালো লাগছে; এবং মাঝেমাঝে যেনে সে শুনছে কার কষ্টব্রর। সুগন্ধবর্তী যে-কথাটি বলেছিলো, তা কি

সত্য; এবং তার মন্তিক কি আরো অসুস্থ হয়ে পড়ছে? না, অসুস্থ নয় সে—তার মনে হয়; সে একদিন ত্রাতা হবে, যেমন বলেছে ওই নগুরা, সে হয়তো তাঁর শ্বর শনছে। স্পষ্ট শনতে পাচ্ছে না, একদিন স্পষ্ট শনতে পাবে। রাজগৃহস্মণের সমন্ত অভিজ্ঞতা সে চেপে রাখে নিজের তেতরে, কাউকে বলে না; মা জানতে চেয়েছে, বিমাতারা চেয়েছে, পরিচারিকারাও চেয়েছে; কিন্তু কাউকে বলতে তার আগ্রহ হয় নি। তার বন্ধুদেরও সে বলে নি। বন্ধুদের মধ্যে আদিত্য তার সবচেয়ে অনুরাগী; তার থেকে দু-বছর বড়ো আদিত্য, বন্ধু হয়েও আদিত্য তার ভ্রতের মতো ধাকতে ভালোবাসে, সে কয়েকবারই বিনয়ের সাথে জানতে চেয়েছে, কিন্তু শুভ্রত কিছুই বলে নি। সবচেয়ে ভালোবাসে এবং ঘৃণা করে যাকে শুভ্রত, সেই অগ্নিকুমারও রাজগৃহের অভিজ্ঞতা জানতে চেয়েছে, সে কিছু বলে নি। সে যা-ই বলবে, তা-ই বিশ্বাস করবে আদিত্য; আর সে যা-ই বলবে, শুভ্রতের ডয় হয়, তাতেই হয়তো হাসবে অগ্নিকুমার। অগ্নিকুমারকে সে ভালোবাসে, এবং ঘৃণা করে; তারা যে বন্ধু, তা ঠিকই, কিন্তু সে যে যুবরাজ, অগ্নিকুমারের তা মনে ধাকে না, তার ইচ্ছে করে অগ্নিকুমারকে মনে করিয়ে দিতে। কিন্তু সে অগ্নিকুমারকে এটা মন্তব্য করিয়ে দেবে না; যুবরাজ সামান্য ব্যাপার, একদিন সে যখন ত্রাতা হবে, যেমন শনেছে নগুরা, তখন সে অগ্নিকুমারকে মনে করিয়ে দেবে যে সে ত্রাতা।

বন্ধুদের সে একটি গল্প বলে একটাঙ্গ, সবাই ভক্তির সাথে শোনে তার গল্প, শুধু হেসে ওঠে অগ্নিকুমার। হাসিটা তার শুক্র কাঁটার মতো গেঁথে ধাকে, চিরকাল ধাকবে।

শুভ্রত বলে, 'আমার জন্মের আগ্নিমা একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন।'

বন্ধুরা বলে, 'স্বপ্নটি কী আমাদের বলবে, যুবরাজ?'

অগ্নিকুমারও বলে, 'বলো, স্বপ্নটি শনি, সুন্দর স্বপ্ন নিচয়ই।'

শুভ্রত বলে, 'মা স্বপ্ন দেখেন সাতটি শ্বেতহস্তী ঘুরছে তার চারদিকে, আর তিনি প'রে আছেন সাতটি চাঁদের মালা।'

শনে বন্ধুরা তার দিকে মাথা নত করে, শুধু মৃদু হাসে অগ্নিকুমার।

বন্ধুরা বলে; 'এই স্বপ্নের বড়ো অর্থ আছে, তুমি মহারাজ হবে, যুবরাজ।'

মিটিমিটি হাসতে ধাকে অগ্নি

শুভ্রত জানতে চায়, তুমি এভাবে হাসছো কেনো, অগ্নি?

অগ্নিকুমার বলে, 'স্বপ্নের কথা শনলে আমার হাসি পায়, শুভ্রত।'

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, 'এ তোমার ষষ্ঠ্যতা, অগ্নি।'

অগ্নিকুমার বলে, পিতার কাছে শনেছি স্বপ্নের অর্থ নেই

বন্ধুরা উত্তেজিত হয়ে, 'স্বপ্নের অর্থ অবশ্যই আছে।'

অগ্নিকুমার বলে, 'আরেকটি কথা শনেছি পিতার কাছে।'

সবাই জানতে চায়, 'কী শনেছো, বলো।' অগ্নিকুমার বলে, 'পিতার কাছে শনেছি রানীরা চিরকালই পুত্র জন্মের পর বলেন তারা শ্বেতহস্তী স্বপ্নে দেখেছেন, চাঁদের মালা পরেছেন।'

শুভ্রত একটু রেঁগে ওঠে, এবং বলে, 'আমার মা কি মিথ্যে কথা বলেছেন ব'লে তুমি মনে করো?

অগ্নিকুমার বলে, 'তা তো আমি জানি না।'

শুভ্রত বুঝতে পারে অগ্নিকুমার তার মায়ের স্বপ্নকে বিধাস করে না; আর সে যদি বিধাতার কথা বলে তাহলে সে তা হেসেই উড়িয়ে দেবে। কিন্তু সে অনুভব করে অগ্নিকুমারকে সে ভালোবাসে, এবং ঘৃণা করে; অগ্নিকুমারের মুখমণ্ডল দেখে তার চোখ সুখী বোধ করে, কঠস্বরে তার কর্ণকুহর সুখী হয়, অগ্নিকুমারকে না দেখলে বুকে একটা শূন্যতা জন্মে; এবং অগ্নিকুমার তাকে শেখায়—সে যা জানে না অগ্নি জানে; সে যা বুঝতে পারে না, অগ্নি বোঝে; সে যা এখনো পড়ে নি, তা অগ্নি পড়েছে। অগ্নি পদও রচনা করতে পারে সুন্দর; তাকে নিয়েও একটি সুন্দর পদ রচনা করেছিলো; কিন্তু সে অগ্নিকে ঘৃণা করে, কেননা সে যা জানে না, অগ্নি জানে; সে যা বুঝতে পারে না, অগ্নি বোঝে; সে যা এখনো পড়ে নি, তা অগ্নি পড়েছে। আরো একটি কারণ আছে, আছে বলৈই তার মনে হয়, কারণটি হচ্ছে দীপাবিতা, তার পিতারই এক অমাত্যের কন্যা, যে তার ডাকে সাড়া না দিয়ে সাড়া দেয় অগ্নির ডাকে।

রাজগৃহ থেকে ফেরার পর চার বছর টেকটে গেছে, সুগন্ধবতী যে পুরুষের কথা বলেছিলো তাই হয়ে উঠেছে সে; তার শরীর তাকে সব সময় মনে করিয়া দেয় সে সুগন্ধবতীর পুরুষ। রাজগৃহে সুগন্ধবতী অবৈক্ষিক যে-কলা শিখিয়েছিলো, তা সে পাবে কোথায়; সুগন্ধবতীর মতো কোনো কলাবন্ধু নেই বিক্রমপণ্ডীতে। প্রাসাদের পাশে নটীদের গৃহে তার যেতে ইচ্ছে করে; কিন্তু তেখানে যাওয়ার অধিকার নেই তার, আছে শুধু পিতার। লীলাবতীর কথা আজকাল ত্যক্ত বেশি মনে পড়ে, দীপাবিতার থেকেও বেশি; সে যখন হঠাতে কোনো কঠস্বর শুনতে পায়, যে স্বর সে বুঝতে পারে না, তখনো লীলাবতীকে মনে পড়ে। লীলাবতী শুভ্রতের প্রধান পরিচারিকা, যে অনেকটা সুগন্ধবতীর মতো। কিন্তু লীলাবতী নটী নয়, সে পরিচারিকা। তার সাথে লীলাবতী যে-আচরণ করে, তাতে লীলাবতীকে একটুও নটী মনে হয় না, অভিভাবিকা মনে হয়, অনেকটা ভয়ই পায় শুভ্রত তাকে। অন্য পরিচারিকাগুলো কাঁপে তার সামনে, তাদের তুচ্ছ মনে হয়; তাদের দিকে তাকাতেও ইচ্ছে করে না; কিন্তু লীলাবতীর দিকে সে চোখ ভরে তাকিয়ে সুখ পায়। লীলাবতীর দিকে তাকালে সে পরিপূর্ণ পুরুষ হয়ে ওঠে। লীলাবতী তরী, আটি বছরের বড়ো তার থেকে, কিন্তু শুভ্রতের মনে হয় সে লীলাবতীকে নিজের মুঠোতে পুরে রাখতে পারে, মুখের ভেতরে ফেলে চুরতে পারে। লীলাবতীকে নগ্ন দেখতে তার ইচ্ছে হয়, অন্যদের ইচ্ছে করে না; অন্যরা তারই সমান, তাদের শরীর লীলাবতীর শরীরের মতো সোনার খনি মনে হয় না শুভ্রতের; তাদের নগ্ন দেখে সে কোনো চাঞ্চল্য বোধ করবে না। লীলাবতী তাকে নগ্ন দেখে বাল্যকাল থেকে, এখনো দেখে; স্নান করানোর সময় লীলাবতী তাকে নগ্ন দেখে, বন্দু পরানোর সময় দেখে; তার আজকাল নগ্ন দেখতে ইচ্ছে করছে লীলাবতীকে। লীলাবতীকে নগ্ন দেখতে চাইলে ত্রুটি হবে লীলাবতী? তার কথা অমান্য করবে? কেউ তার কথা অমান্য করে না; লীলাবতীও করবে না। ঘুমানোর আগে লীলাবতী তার সব কিছু ঠিকঠাক করে দেয়—বাল্যকাল থেকেই; তাকে শুইয়ে দেয়, ঘুম পাড়ায়, আগে গানও গাইতো, এখন গায় না। লীলাবতী অনেক আঙুল বুলোয় তার মাথায়, আঙুল দিয়ে কপালে মিষ্টি করে

টোকা দেয়, এবং সে ঘুমিয়ে পড়ে। আজকাল তার সেভাবে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে না; লীলাবতীর শরীরের ভাবনা তাকে অনেক রাত পর্যন্ত জাগিয়ে রাখে।

শুভ্রতকে পইয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিলো লীলাবতী, হয়তো ভেবেছিলো ঘুমিয়ে পড়েছে শুভ্রত, কিন্তু শুভ্রত ঘুমোয় নি।

শুভ্রত ডাকে, 'লীলাবতী।'

লীলাবতী ফিরে তাকিয়ে বলে, 'বলুন, যুবরাজ।'

শুভ্রত বলে, 'তুমি আমার সামনে এসে দাঁড়াও।'

একটু চমকে ওঠে লীলাবতী; এবং ধীরে ধীরে তার সামনে এসে দাঁড়ায়।

লীলাবতী বলে, 'আপনার কী প্রয়োজন, বলুন যুবরাজ।'

শুভ্রত বলে, 'তুমি আমার সামনে সম্পূর্ণ নগ্ন হও।'

আবার চমকে ওঠে লীলাবতী; চুপ করে থেকে বলে, 'এটা অন্যায়, যুবরাজ।'

শুভ্রত বলে, 'তুমি সম্পূর্ণ নগ্ন হও।'

লীলাবতী বলে, 'এমন অভিলাষ আপনার কেনো হলো, যুবরাজ?'

শুভ্রত বলে, 'তা জানি না, কিন্তু তোমাকে আমি সম্পূর্ণ নগ্ন দেখতে চাই।'

লীলাবতী বলে, 'আপনি কি আমাকে সঙ্গে করতে চান, যুবরাজ?'

শুভ্রত বলে, 'তোমাকে আমি মনে মনে সব সময়ই সঙ্গে করি।'

লীলাবতী বলে, 'আপনি অপবিধি বাক্য বলছেন, যুবরাজ।'

শুভ্রত বলে, 'আমি তোমাকে মনে দেখতে চাই।'

লীলাবতী বলে, 'আমি আপনার দুঃখী, যুবরাজ।'

লীলাবতী ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দাঁড়ায়। শুভ্রত তাকিয়ে থাকে।

শুভ্রত বলে, 'লীলাবতী, তুমি কি আগ্নিকুমারের কথায় নগ্ন হ'তে?'

লীলাবতী বলে, 'না, যুবরাজ।'

শুভ্রত বলে, 'তুমি কি পিতার ক্ষম্যত্বের কথায় নগ্ন হ'তে?'

লীলাবতী বলে, 'না, যুবরাজ।'

শুভ্রত জিজেস করে, 'আমার কথায় কেনো নগ্ন হলে?'

লীলাবতী বলে, 'আপনি আমার প্রভু, আপনি বিক্রমপন্থীর যুবরাজ, আপনার আদেশ পালন করা আমার কর্তব্য।'

শুভ্রত বলে, 'লীলাবতী, আমি শুধু তোমার নয়, এ-মহারাজ্যের প্রভু হতে চাই।'

লীলাবতী বলে, 'আপনি অবশ্যই তা হবেন, যুবরাজ।'

শুভ্রত দাঁড়িয়ে তার পা দুটি দেখিয়ে দেয় লীলাবতীকে। নগ্ন লীলাবতী মাটিতে প্রণত হয়ে চুম্বন করে শুভ্রতের পদতল।

শুভ্রত বলে, 'তুমি চিরকাল আমার আদেশ পালন করবে, লীলাবতী।'

লীলাবতী বলে, 'আপনার আদেশ কেউ অমান্য করবে না।'

শুভ্রত বলে, 'যারা অমান্য করবে, তারা আলো দেখবে না, বায়ু গ্রহণ করবে না।'

লীলাবতী বলে, 'আমার নগু দেহ দেখে কি আপনি ত্প্ত হয়েছেন?'

শুভ্রত লীলাবতীকে শয্যায় তুলে নেয়। সুগন্ধবতীর শেখানো কলা শুভ্রত স্মরণ করতে চায়, তার মনে পড়ে না; কিন্তু লীলাবতীকে শয্যায় তোলার পর সম্পূর্ণ বিকট হয়ে ওঠে শুভ্রত, লীলাবতীকে ডেঙে চুরে ধুলোবালিকাদায় পরিণত করার বাসনা জেগে ওঠে তার মধ্যে। লীলাবতীও বিস্মিত হয়; সে ডেবেছিলো শুভ্রত বালক, তার থেকে অনেক কনিষ্ঠ, বালকের সংস্পর্শে তার শরীর হয়তো একটু কেঁপে উঠবে যেমন মৃদু বাতাসে কেঁপে ওঠে সরোবর, কিন্তু সে বোধ করে মন্ত হাতির পদতলে সে দলিত হচ্ছে গাঁদাফুলের মতো। শুভ্রত তাকে সংস্কার করছে না, ভাঙছে; পান করছে না, খাচ্ছে; সে যেনো বিদেশি রাজ্য, যাকে দখল করছে শুভ্রত।

লীলাবতী কেঁদে ওঠে, 'প্রভু, যুবরাজ!'

শুভ্রতের রঞ্জ শিউরে ওঠে; এবং বলে, 'লীলাবতী, তুমি আবার আমাকে প্রভু ব'লে ডাকো।'

লীলাবতী বলে, 'প্রভু, আপনি মন্তহষ্টির থেকেও বলশালী। আমি ডেবেছিলাম আপনি বালক, কিন্তু আপনি বন্য মন্তহষ্টি—'

সুখী হয় শুভ্রত; কিন্তু দীপার্বিতা জাকে বেদনার মধ্যে রেখেছে; দীপার্বিতা তার ডাকে সাড়া দেয় না, সাড়া দেয় অগ্নিকুমাৰের ডাকে। দীপার্বিতা কি বোঝে না তার ডাকে সাড়া দেয়া দীপার্বিতার কর্তব্য? দীপার্বিতা লীলাবতীর মতো তার পরিচারিকা নয়, তাই তার ডাকে সাড়া দেয়া তার কর্তব্য নয়? তার ডাকে সাড়া দেয়া সকলেরই কর্তব্য, শুভ্রতের মনে হয় আজ না হলেও একদিন সাড়া দিতে হবে। দীপার্বিতাকেও দিতে হবে। পিতা চায় সে যথারাজ হবে স্বর্ণশাহী সে হবে মহারাজ—মহারাজের থেকে বৃহৎ মহারাজ; এমন মহারাজ হবে, যার স্বর্ণত্ল্য কেউ নয়। রাজগৃহের নগুরা বলেছিলো সে আতা হবে, নগুরা তাকে দেখেই চিনতে পেরেছে; সে অবশ্যই আতা হবে। আতা হ'লে কি সবাই সাড়া দেবে তার ডাকে? কীভাবে হবে? বিদ্যার সাহায্যে? না, বিদ্যা তাকে আর আকর্ষণ করে না, প্রভু তাকে পীড়া দেয়; বিদ্যা দিয়ে কেউ কখনো প্রভু হ'তে পারে না। অনেক বিদ্বানকে সে দেখে পিতার রাজসভায়, পিতার থেকে তারা অনেক বিদ্বান; কিন্তু তারা প্রভু নয়, তারা পিতার পদতল চুম্বন করে বেঁচে আছে। অগ্নিকুমার বিদ্বান হবে, সে বিদ্বান হ'তে চায় না। সে প্রভু হবে, আতা হবে। কিন্তু দীপার্বিতা তা বোঝে না। সে একদিন দীপার্বিতাকে রাজকীয় উদ্যানে আসতে বলেছিলো, দীপার্বিতা আসে নি; এবং দীপার্বিতা অগ্নির সাথে গিয়েছিলো সরোবরের তীরে, সে দূর থেকে দেখেছে। তার ইচ্ছে করছিলো দীপার্বিতাকে তুলে নিয়ে আসে অগ্নির পাশ থেকে, টেনে ছিঁড়ে ফেলে।

শুভ্রতের মৃহারোগটি আবার দেখা দিয়েছে। উদ্যানে বন্ধুদের সাথে সে আলাপ করছিলো,— অগ্নি, আদিত্য, অঞ্চলমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস ছিলো, এবং দীপার্বিতাও ছিলো, কথা বলছিলো দেবতা ও দেবীদের সম্পর্কে। কথা তুলেছিলো শুভ্রতই, এ-সম্পর্কে ভাবতে আর কথা বলতেই তার ভালো লাগে। সে ঠিক বুঝতে পারে না দেবতা

কী, দেবী কী, তারা কতোজন; তবে রাজগৃহের নগ্নরা তাকে একজনের কথাই
বলেছিলো, সেটাই তার মনে গেঁথে আছে; তার মনে হচ্ছে আছে একজনই।

শুভ্রত জানতে চায়, 'তোমরা দেবতাদের সম্পর্কে কি ভাবো?'
বন্ধুরা বলে, 'হ্যা, যুব ভাবি।'

শুভ্রত জানতে চায়, 'কতো দেবতা আছে আকাশে?'

আদিত্য বলে, 'আকাশে কতো দেবতা আছে জানি না; তবে গৃহে চতুর্শ কোটি
দেবতার পূজা করি।'

শুভ্রত হেসে ওঠে, 'এতো দেবতা কি থাকতে পারে?'

আদিত্য বলে, 'আছে ব'লেই আমি বিশ্বাস করি।'

অঞ্চলমান বলে, 'আমরা পূজা করি দশদেবতার, তাদের মূর্তি আছে আমাদের
গৃহে।'

জিতেন্দ্রিয় বলে, 'আমরা পূজা করি পঞ্চদেবতার, তাদের পূজা না করে আমি
জলও পান করি না।'

বিভাস বলে, 'দেবতারা আছে ব'লেই তো আমরা আছি। তারাই সৃষ্টি করেছে সব
কিছু।'

শুভ্রত বলে, 'এতো দেবতা থাকতে পারে না, আছে শুধু একজন।'

হেসে ওঠে অগ্নিকুমার, 'তা কী করে তুমি জানলে, যুবরাজ?'

শুভ্রত বিব্রত হয়, কিন্তু বলে, 'আমি জানি।'

অগ্নি বলে, 'আসলে কোনো দেবতা নেই, কোটি কোটি নেই, একজনও নেই,
এসব ভুল বিশ্বাস।'

শুভ্রত বলে, 'কোটি কোটি নেই, কিন্তু একজন আছে আমি জানি।'

অগ্নি বলে, 'আমাদের বলো তুমি কীভাবে জানো?'

শুভ্রত বলে ওঠে, 'বিধাতা, বিধাতা! এবং বলতে বলতে সে মূর্ছিত হয়ে পড়ে।

বন্ধুরা ভয় পায়, অগ্নিকুমার তাকে জেড়িয়ে ধরে। দীপাবিতা ঝরনা থেকে জল নিয়ে
আসে, তার মুখে ছিটোয়, এবং অনেকক্ষণ পর শুভ্রত জ্ঞান ফিরে পায়।

শুভ্রত বলে, 'কে যেনো আমাকে গগনে নিয়ে গিয়েছিলো।'

সব বন্ধু বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকায়, শুধু অগ্নি বলে, 'না, যুবরাজ, কেউ
তোমাকে গগনে নিয়ে যায় নি, তুমি এখানেই ছিলে।'

শুভ্রত বলে, 'না, আমি গগনে অপূর্ব আলোকের মধ্যে ছিলাম।'

অগ্নি বলে, তুমি আমার কোলে ছিলে, যেমন এখনো আছো।'

শুভ্রত বলে, 'আমি তোমার কোলে ছিলাম না, অপূর্ব আলোকে ছিলাম।'

শুভ্রত অগ্নির কোল থেকে উঠে প্রাসাদের দিকে হাঁটতে থাকে; তার বন্ধুরা
বিস্মিত বিভ্রান্ত হয়ে তাকে অনুসরণ করে। শুভ্রত যখন প্রাসাদে ঢুকবে আদিত্য তার
সামনে গিয়ে মাটিতে প্রণত হয়ে তাকে প্রণাম করে, এবং বলে, 'আমি বিশ্বাস করি তুমি
গগনে অপূর্ব আলোকে ছিলে।'

২৬ শুভ্রত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার

আদিত্য তার পদযুগলে চুমো খায়; তারপর অন্য বঙ্গুরা তাকে ধণাম করে, তার পদযুগল চুমন করে। শধু দাঁড়িয়ে থাকে অগ্নিকুমার ও দীপাবিতা; শুভ্রত তাদের দিকে একবার তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আসাদে প্রবেশ করে।

সুপ্রীতি অনেক দিন ধ'রেই পুত্রকে বিয়ে দিতে চাছে, ন্যূনতও চাছে তাই; শুভ্রত পনেরোতে পা দিতেই ন্যূনত পুত্রের বিয়ের সব কিছু স্থির করে ফেলে। বিয়ে স্থির করে ন্যূনত শুভ্রতকে নিজের কক্ষে ডাকে।

ন্যূনত বলে, ‘শুভ্রত, তুমি পুরুষ হয়ে উঠেছো, তাই আমি তোমার বিয়ে স্থির করেছি।’

শুভ্রত বলে, ‘আপনার আদেশ সব সময়ই আমি মান্য করি।’

ন্যূনত বলে, ‘আমি শুনেছি তুমি মন্ত্রহস্তীর সমতুল্য।’

শুভ্রত চমকে ওঠে, চমকে ওঠে সুপ্রীতিও।

ন্যূনত বলে, ‘যুবরাজদের মন্ত্রহস্তীই হওয়া দরকার।’ পুত্রের দিকে তাকিয়ে গৌরব বোধ করে ন্যূনত, এবং বলে, ‘একনারী ধ্বাজন্যদের জন্যে যথেষ্ট নয়। শধু রাজন্য কেনো, কোনো পুরুষই একনারীতে তৃপ্ত হ্যান্তা।’

ন্যূনতের কথায় সুপ্রীতি একটু বিব্রত ক্ষার্থ করে; সে কিছু একটা বলতে চায়।

ন্যূনত তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, ‘পিতা আমাকে প্রথম তিনকন্যার সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন, পরে আমি আরো আট নারীকে পাণিশ্রহণ করেছিলাম।’

শুভ্রত বলে, ‘আপনার আদেশ আমি স্বালন করবো, পিতা।’

ন্যূনত বলে, ‘তোমার বিয়ে স্থির করেছি পাঁচকন্যার সাথে। প্রধান অমাত্যের পাঁচটি কন্যা, তাদের মধ্যে প্রথমা তোমার থেকে জোষ্ট, পূর্ণবিকশিত রূপসী নারী; দ্বিতীয়া তোমার সমবয়স্ক। এদের বিয়ে হয়ে যেতে পারতো অনেক আগে।’ ন্যূনত পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, এবং বলে, ‘তোমার সাথে বিয়ে দেবো ব'লেই এদের বিয়ে দিতে দিই নি; তোমার জন্মে পুত্রের পিতার গৃহে রেখে বিকশিত করেছি। তোমার মাতা তা জানেন।’

সুপ্রীতি বলে, ‘এখন তারা বিকশিত।’

ন্যূনত বলে, ‘অন্যরা তোমার থেকে কনিষ্ঠ। প্রথম রাজনীতেই যাতে তুমি চরিতার্থ হ'তে পারো, তাই আছে জোষ্টা, আব যাতে পরেও চরিতার্থ হতে পারো সেজন্যে আছে কনিষ্ঠারা; এবং লীলাবতী ও পরিচারিকারাও রয়েছে।’

শুভ্রত বলে, ‘আচার্যকন্যা দীপাবিতার পাণিশ্রহণও আমি করতে চাই, পিতা।’

ন্যূনত বলে, ‘তা সম্ভব নয়; আচার্যের একটিই কন্যা, তার পাণিশ্রহণ করলে একটি নারী নিয়েই তোমাকে আপাতত সন্তুষ্ট থাকতে হবে।’

শুভ্রত একটি নারী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারবে না, দীপাবিতা যতো উৎকৃষ্ট হোক সে একটি নারীমাত্র, পাঁচটি নয়; পাঁচটি যথেষ্ট নয় তার জন্যে, নারীর কথা ভাবলে তার কল্পনায় কখনোই একটি নারী আসে না, শতো শতো নারী আসে। কোনো নারীর সাথেই সব সময়ের জন্যে জড়িয়ে থাকার কথা সে ভাবতে পারে না; তার মনে হয়

নারীরা থাকবে তার জন্যে, সে কোনো নারীর জন্যে থাকবে না। প্রধান অমাত্যের কন্যাদের সে চেনে, প্রথমা পারমিতা রূপে অঙ্গুলনীয়া; অন্যরাও অপরূপ রূপসী। তারা তাকে ত্ণ করতে পারবে, কিন্তু সে শুধু তাদের নিয়েই ত্ণ পাবে না; দীপাবিতার পাণিও প্রহণ করতে হবে তাকে। কিন্তু তারই আগে যদি অগ্নিকুমার পাণিহণ করে দীপাবিতার? যদি তাই হয়, সে জানে না কী হবে ভবিষ্যতে। আর সে কি চিরকাল নারী নিয়েই ত্ণ থাকতে পারবে? বা, পারবে সে বিক্রমপঞ্জীর ক্ষুদ্র রাজা নিয়ে ত্ণ থাকতে? রাজকীয় আড়ম্বরের মধ্য দিয়ে বিয়ে হয়ে যায় শুভ্রতের। পাঁচ বছর শুভ্রত লিঙ্গ থাকে কামে, পাঁচ নারীর সাথে অবিরাম কল্লোলিত হিল্লোলিত তীব্র প্রচও মধুর কোমল নির্মম কাতর রক্তাক্ষ পুষ্পগন্ধময় আকর্ষ্য কামের ভেতরে কাটে তার দিবারাত্রি, মাস, ও বর্ষগুলো। বঙ্গুদের সাথে তার সম্পর্ক শিথিল হয়ে আসে; তাদের কথা শুভ্রতের মনে পড়ে, কিন্তু পরমুহৃত্তেই ভুলে যায়—পারমিতা, প্রজ্ঞা, মেঘকুম্ভলা, তরঙ্গিনী, বা রত্নবতীর বাহু বা ওষ্ঠ, জগন বা গ্রীবা, নাভিমূল বা নিতম্বে জড়িয়ে পড়ে সে, এবং ভুলে যায় সব কিছু। কিন্তু শুভ্রত বোধ কঠিক্রান্ত হয়ে উঠছে সে, নারীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয়ে উঠছে কারা, সে বন্দী হয়ে পড়ছে, ঝুঁটু হচ্ছে। তাকে ঝুঁটু করছে আলিঙ্গন, চূমন, দন্তকর্ম, নখক্ষত, নখবিলেখন, সীৎকুত, পাণিঘাত; ক্রান্ত করছে তাকে উচ্চরত, নিচরত, উৎকুলক, বিজ্ঞিতক, ইন্দ্রানিক, বেণুদারিতক, পদ্মাসন, পরাবৃত্তক, চিত্রসংঘাটক, গোযুক্তিক। কোমলতার পুড়নে ভেঙে পড়ছে সে।

এক বিকেলে সে পত্নীদের নিষে~~শ্রমোদ্বাননের~~ উদ্দেশে বেরোচ্ছে, তোরণের বাইরে শকট বেরোতেই একদল নগু~~প্রাণ~~ত হয় তার শকটের সামনে। চালক তাদের ওপর দিয়েই শকট চালানোর উপক্রম করছিলো, প্রহরীরা নেমে নগুদের প্রহার করতে যাচ্ছিলো, তার পত্নীরা বিরক্ত হয়ে উঠেছিলো, শুভ্রত নিরস্ত করে সকলকে। একটা গর্জন সে শুনতে পায়।

শুভ্রত শকট থেকে নেমে জিজ্ঞেস করে, ‘নগু পুরুষেরা, তোমাদের পরিচয় আমি জানতে চাই।’

নগুরা উঠে দাঢ়ায়, এবং বলে, ‘তোমার সামান্য ভক্ত আমরা, সুদূর রাজগৃহ থেকে তোমার কাছে এসেছি, তুমি আমাদের আতা, কিন্তু প্রভু তুমি আজো কেনো আমাদের আগ করছো না?’

শুভ্রত বলে, ‘না, আমি কারো আতা নই, আমি যুবরাজ শুভ্রত।’

নগুরা বলে, ‘প্রভু, দশ বছর ধ’রে আমরা তোমার প্রতীক্ষায় আছি।’

শুভ্রত বলে, ‘আমি তা জানি না।’

নগুরা বলে, ‘প্রভু, তুমি যখন বালক ছিলে, রাজগৃহে তোমার পদাঘাতে আমরা আশ্বাস পেয়েছিলাম তুমি আমাদের উদ্ধার করবে, মহাবেশ্যা রাজগৃহকে ধ্বংস করবে। আমরা তোমার প্রতীক্ষায় আছি।’

শুভ্রত বলে, ‘আমি কারো প্রভু নই, আমি কাউকে উদ্ধার করতে চাই না, আমি কাউকে ধ্বংস করতে চাই না। তোমরা বিভ্রান্ত।’

নগুরা বলে, 'আমরা সত্যই বিভান্ত প্রভু, তুমি আমাদের উদ্ধার করছো না ব'লে, তুমি বিধাতার কথা বলছো না ব'লে, তুমি মহাবেশ্যাকে ধ্বংস করছো না ব'লে আমরা বিভান্ত। প্রভু আমাদের উদ্ধার করো।'

নগুদের গুরু এগিয়ে এসে শুভ্রতের পায়ে চুমো খায়।

শুভ্রত বলে, 'এই নারীরা আমার পত্নী, তাদের রূপের সীমা নেই; আমার নারী আছে, বিক্রমপত্নী আছে, তোমাদের নারী নেই, রাজ্য নেই, তাই তোমরা বিধাতার কথা বলো, আমি কোনো বিধাতার কথা জানি না।'

নগুরা বলে, 'প্রভু, সময় এসে গেছে, তাই আমরা তোমার কাছে এসেছি, এই নারীরা তোমার জন্যে তুচ্ছ, এই রাজ্য তোমার তুচ্ছ, তুমি হবে মহারাজের মহারাজ, আমাদের আতা।'

শুভ্রত বলে, 'তোমরা চ'লে যাও।'

তারা বলে, 'তোমাকে নিয়েই আমরা রাজগৃহে ফিরবো, প্রভু।'

শুভ্রত বলে, 'তোমাদের আচরণে আমি খুবই প্রীত, কিন্তু তোমাদের সাথে আমি যাবো না, আমি আতা নই।'

নগুদের গুরু বলে, 'সময় এসেছে, প্রভু, তাই আমরা এসেছি, নগরের বাইরে প্রধান পথের পাশে আমরা তোমার প্রতীক্ষায় থাকবো, তুমি ডাকলেই আমরা আসবো প্রভু।'

নগুরা পথ ছেড়ে দেয়, শুভ্রত পত্নীদের নিয়ে প্রমোদকাননের দিকে যাত্রা করে। তারা সবাই চুপ ক'রে থাকে, কারো মুখ কেটেই কোনো কথা বেরোয় না; প্রমোদকাননে পৌছেও তারা নিশ্চুপ থাকে। তাদের শরীর চঞ্চল হয় না। জলকেলির প্রবল আগ্রহ নিয়ে তারা বেরিয়েছিলো, মে-আগ্রহ পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। শুভ্রত কোনো ফুলের রূপে মুক্ত হয় না, কোনো ফুলের সৃগন্ধ তাকে আকুল করে না। তার আদেশে পরিচারকেরা কুঞ্জেকুঞ্জে পুঁপশুঁপশুঁ পেতে রেখেছে, অন্য দিন হ'লে শয়াগুলো দলিত হয়ে পুঁশের রঙে তাদের দেহ রঙিন হয়ে উঠতো, সরোবরে গিয়ে ওই রঙ ধোয়ার জন্যে তারা মেতে উঠতো কেলিতে কিন্তু তারা তাতে কোনো আগ্রহ বোধ করে না। শুভ্রত কোনো কুঞ্জেই ঢোকে না, একটি বিশাল আমগাছের গোড়ায় ব'সে দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে আবার সেই গর্জন উন্নতে পায়, দশ বছর আগের গভীর গর্জন, সে কেঁপে ওঠে। পত্নীদের মধ্যে পারমিতাই তাকে সুবী করে বেশি, পারমিতাই সাধারণত কথা বলে তার সাথে; অন্যদের সাথে তার যোগাযোগ দেহসংযোগের মাধ্যমে; পারমিতার সাথে দেহ ছাড়াও তার যোগাযোগ ঘটে—ভাষার সাহায্যে। পারমিতা তার সাথে কথা বলে, সেও কথা বলে পারমিতার সাথে; আর কারো সাথে তার কথার সম্পর্ক নেই।

পারমিতা এগিয়ে এসে দাঁড়ায় শুভ্রতের পাশে।

শুভ্রত বলে, 'পারমিতা, কামে-পুঁশে-কেলিতে আমি ক্লান্ত।'

পারমিতা বলে, 'তোমাকে দেখেই তা বুঝতে পারছি। আমার মনে হয় আমাকে তোমার অনেক কথা বলার আছে।'

উত্তৃত বলে, 'ওই নগুৱা কাৰা তুমি জানো?'

পারমিতা বলে, 'আমি জানি না, তবে আমি বুঝতে পাৰি তাৰা তোমাৰ ভক্ত।'

উত্তৃত বলে, 'আমি যখন দশ বছৱেৰ বালক আমি রাজগৃহে গিয়েছিলাম, আমাৰ দেৰা হয়েছিলো নগুদেৱ সাথে।'

পারমিতা জানতে চায়, 'তাৰা কেনো এসেছে বিক্ৰয়পণীতে?'

উত্তৃত বলে, 'রাজগৃহে আমি তাদেৱ গৰ্জন উনেছিলাম, সেই গৰ্জন আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো তাদেৱ কাছে। তাৰা সবাই আমাৰ পায়ে চুমো খেয়ে বলেছিলো, আমি তাদেৱ উদ্ধাৰ কৰবো, এক বিধাতাৰ কথা বলবো, আমি তাদেৱ আতা হবো, রাজগৃহ এক মহাবেশ্যা, আমি রাজগৃহ ধৰংস কৰবো।'

পারমিতা বলে, 'নগুৱা কি এখন তোমাকে নিতে এসেছে?'

উত্তৃত বলে, 'তাৰা বলছে সময় এসে গেছে, বিধাতাৰ কথা বলতে হবে, তাই তাৰা আমাকে নিতে এসেছে।'

পারমিতা বলে, 'আমোৱা কেউ আমাদেৱ নিয়তি জানি না।'

উত্তৃত হঠাৎ মূৰ্ছিত হয়ে পারমিতাৰ কোশেৱ ওপৰ ঢ'লে পড়ে। পারমিতা বিশ্বল হয়, কিন্তু বিচলিত হয় না। উত্তৃতেৰ প্রমুখ দিকে তাকিয়ে থাকতে তাৰ ভালো লাগে।

উত্তৃতেৰ মুখটিকে তাৰ অচেনা মুখ মনে হয়, অপূৰ্ব মুখ মনে হয়। সে একবাৰ জুমা বায় উত্তৃতেৰ ঠোটে, তাৰ মনে জুজে সে কোনো দেবতাকে চুমো খাচ্ছে। সে তাৰ কনিষ্ঠাদেৱ ডাকে; তাৰা ছুটে এসে প্ৰথমে পৱিহাস কৰে পারমিতাকে, পৰে যখন বুঝতে পাৰে উত্তৃত অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, তাৰা সবাই বিমৃঢ় হয়ে পড়ে। পারমিতা তাদেৱ ঘৰনা থেকে অঞ্জলি ভ'ৱে জলত্বনে উত্তৃতেৰ চোখেমুখে ছিটোতে বলে, তাৰা কাপতে কাপতে জল আনতে আৱ ছিটোষ্টো থাকে উত্তৃতেৰ মুখমণ্ডলে।

প্ৰজ্ঞা জিজেস কৰে, 'কী হয়েছে প্ৰমুখ, তিনি কেনো এমন কৰছেন?'

পারমিতা বলে, 'তিনি এখন বাহ্যজ্ঞানহীন।'

প্ৰজ্ঞা বলে, 'আমাদেৱ পতি কি অসুস্থ, প্ৰথমা?'

পারমিতা বলে, 'তা আমি জানি না, তবে তিনি এখন বাহ্যজ্ঞানহীন।'

প্ৰজ্ঞা বলে, 'প্ৰথমা, তুমি বলছো তিনি বাহ্যজ্ঞানহীন, আমাৰ মনে হয় তিনি মৃগীৱোগী, তিনি অসুস্থ।'

মেঘকুতলা কেঁদে বলে, 'নবযৌবনেই পতি অসুস্থ হয়ে পড়লে কী হবে আমাদেৱ?'

তৱঙ্গিনী বলে, 'যা ভোগ কৰাৰ সবই তো কৰেছেন প্ৰথমা, আমাদেৱ ভাগ্য দেবতাৰা কোনো ভোগ লেখে নি।'

ৱৱুবতী বলে, 'আমি সবচেয়ে অভাগিনী।'

পারমিতা বলে, 'তোমোৱা কি এখনো কামার্তা? পতিকে মূৰ্ছিত দেখেও?'

তৱঙ্গিনী বলে, 'প্ৰমোদকাননে তবে আমোৱা কেনো এসেছি, ভগিনী? পতিৰ চিকিৎসা কৰাৰ জন্যে তো আসি নি।'

পারমিতা উত্তৃতেৰ চোখেমুখে নিষ্ফ আঙুল বুলোতে থাকে; তাৰ বোনেৱা স্থামীৰ মুখেৰ দিকে তাকিয়ে থাকে। উত্তৃত একবাৰ কথা ব'লে ওঠে।

৩০ শুভ্রত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার

শুভ্রত বলে, 'অপূর্ব আলোক ভূমঙ্গল জুড়ে ।'

পারমিতা বলে, 'পতি, আপনি সংবিধি ফিরে পাচ্ছেন ।'

শুভ্রত বলে, 'তুমি কিসের সংবিতের কথা বলছো, পারমিতা ?'

পারমিতা বলে, 'আপনার সংবিতের কথা বলছি, পতি আপনি সংবিধি হারিয়ে

ফেলেছিলেন বলে আমরা অত্যন্ত উদিষ্ট হয়ে পড়েছিলাম; আপনি সংবিধি ফিরে পাওয়ায় আমরা প্রাণ ফিরে পেলাম ।'

শুভ্রত বলে, 'পারমিতা, তুমি ভুল বলছো ।'

পারমিতা বলে, 'কী ভুল বলছি, পতি ?'

শুভ্রত বলে, 'আমি সংবিধি হারাই নি, ফিরেও পাই নি; অপূর্ব আলোকে গগনে গগনে আমি বিহার করছিলাম ।'

পারমিতা বলে, 'আমার ভুল হয়েছে, প্রভু !'

শুভ্রত বলে, 'তোমার কনিষ্ঠারা ভাস্তু, সম্প্রয়োগ ভিন্ন তারা অন্য কিছুতে অসমর্থ; কিন্তু তুমি তো অন্য প্রকৃতির ।'

পারমিতা বলে, 'আমি আর কখনো বিশ্বাস হবো না, প্রভু !'

শুভ্রত বলে, 'তোমার পতি সমোধনের থেকে প্রভু সমোধন আমাকে বেশি পরিত্ন্য করে ।'

পারমিতা বলে, 'চিরকাল আপনাকে স্মর্ত বলেই সমোধন করবো, প্রভু !'

শুভ্রত বলে, 'নগদের ডাকে আমাকে সাড়া দিতে হবে, পারমিতা ।'

পারমিতা বলে, 'যখন সাড়া দেবেন আমাকেও ডাকতে বিশ্বৃত হবেন না, প্রভু !'

পারমিতা প্রণত হয়ে শুভ্রতের পদত্বত্ত্বে চুমো খায়; দীর্ঘ সময় ধ'রে সে শুভ্রতের পায়ে তার ওষ্ঠের স্পর্শ নিচল ক'রে রাখে এবং অনেকটা ভুলে যায় যে তাকে ওষ্ঠ তুলতে হবে। শুভ্রতের শরীর থেকে একটা অনিবাচনীয় তরঙ্গ তার শরীরে চুকছে, এমন অনুভূতি হয় পারমিতার, যা তার আসে কখনো হয় নি। কনিষ্ঠারা তাকে পতির পায়ে চুমো খেতে দেখে হেসে উঠতে গিয়ে থেমে যায়, ধামতে গিয়ে আবার নিঃশব্দে তারা হেসে ওঠে। অঞ্জাকে তারা বাল্যকাল থেকেই একটু ভিন্ন প্রকৃতির দেখে আসছে; তারা যা দেখে খিলখিল করে হাসে পারমিতা তা দেখে কাতর হয়ে পড়ে; তাদের যেদিকে তাকাতেও আগ্রহ হয় না পারমিতা সেদিকে তাকিয়ে বিভোর হয়ে যায়। অঞ্জার এ-স্বভাবটি দিন দিন প্রবল হচ্ছে। শুভ্রত পারমিতার মাথায় ডান হাত রেখে অন্যমনক্ষভাবে তাকিয়ে থাকে দূর আকাশের দিকে। প্রাসাদে ফেরার সময় তারা কোনো কথা বলে না। পারমিতা শুধু শুভ্রতের মুখের ওপর নিবন্ধ ক'রে রাখে তার দুটি মুঝ চোখ, আর কনিষ্ঠারা ব'সে থাকে মাথা নত ক'রে। প্রাসাদে চুকে শুভ্রত নিজের কক্ষে যায়, কারো দিকে তাকায় না; এবং তার পত্নীরা নিজ নিজ কক্ষে না গিয়ে দেকে পারমিতার কক্ষে। অন্যান্য দিন প্রমোদকানন থেকে ফিরে তারা কেউ পারমিতার কক্ষে আসে না, আজ তাদের সবাইকে নিজের কক্ষে আসতে দেখে বিশ্মিত হয় পারমিতা।

ପ୍ରଜ୍ଞା ବଲେ, ‘ଆମାଦେର ପତି ତୋ ଆସଲେ ତୋମାରଇ ପତି, ତୁମି ଦଯା କ'ରେ ଯାଏମାକେ ଆମାଦେର ଏକଟେ ଅଳ୍ପ ଦିଯେ ଥାକୋ ।’

পারমিতা বলে, ‘নির্ময় কথা বলছো কেনো, বোন? প্রভু আমাদের সকলের।’

ପ୍ରଜ୍ଞା ବଲେ, ‘ତୋମାର ମତୋ ଆମରା ଦେହକଳା ଓ ପାରି ନା, ଅମନ ଦେହ ନେଇ ଆମାଦେର; ଆବାର ପାଯେ ଚମ୍ପ ଝାଓଯାର ମତୋ ଛଳାକଳା ଓ ପାରି ନା ।’

ମେଘକୁଞ୍ଜଲା ବଲେ, ‘ପତିକେ ଆମରା ପ୍ରଭ ବ'ଲେଓ ଡାକତେ ପାରି ନା ।’

পারমিতা বলে, ‘আমাকে তোমরা এতোটা অপবাদ দিয়ো না। তাঁকে প্রভু ব’লে ডাকতে একদিন তোমারও পারবে।’

তরসিন্ন বলে, ‘পতিকে আমাদের কাছে থেকে সম্পূর্ণ কেড়ে নিয়ো না তুমি, প্রথমা: আমরা এখনো কিছই ভোগ কৰি নি।’

ରତ୍ନବତୀ ବଲେ, ‘ପତିର ପଦଧଳି ଆମରା ଓ ଚାଇ, ଅଗ୍ରଭା ।’

ପାରମିତା ବଲେ, ‘ପତି ଆମାଦେର ସକଳେର, ପତିକେ ତୋମରା ପୁରୋପୁରିଇ ପାବେ, ତବେ ଆମାର କାହିଁ ତିନି ଆଜି ଥେକେ ପତିର ଥୋକ୍ଷଣ୍ଵ ବଡ଼ୋ ।’

কনিষ্ঠারা বলৈ ওঠে, ‘পতির থেকে আমি বড়ো কী আছে, প্রথমা?’

ପାରମିତା ବଲେ, 'ତିନି ଆସାର ପ୍ରଭୁ ଆମି ତାର ଡକ୍ଟର' ।

তারা বলে, ‘আমরা অতো বুঝি না, আমিরা পতিকে পতিক্রপে চাই। পতিভোগ থেকে তমি আমাদের বাস্তিত করবো না জড়স্তা।’

পারমিতা বলে, ‘তোমরা তার দেহ[অস্তি], আমিও তাই চাইতাম, আজ থেকে আমি তাঁর আজ্ঞাটা কামনা করি তোমাদের ভুক্ত দেহ দিয়ে দিলাম।’

শুভ্রত শ্রীদের মধ্যে বটন ক'রে দিয়েছে তার রাত্রিগুলো; পারমিতার জন্যে আছে
দু-রাত, অন্যদের প্রত্যেকের জন্যে একপ্রতি ক'রে; এবং একটি রাত তার নিজের, যে-
রাতে সে ইচ্ছেমতো যায় কারো কক্ষে—স্বার কক্ষে যেতে তার সুখ লাগে। আজকের
রাত্রিটি প্রজ্ঞার। প্রজ্ঞা মধ্যরাত পর্যন্ত জেপে থাকে শুভ্রতের জন্যে, কিন্তু শুভ্রত আসে
না দেখে কষ্ট পায়, পরে ঈর্ষা বোধ করতে থাকে; —তার মনে হয় শুভ্রত গেছে
পারমিতার কক্ষে, পারমিতার দেহকেই সে পছন্দ করে, পারমিতারই রয়েছে শ্রেষ্ঠ
দেহ। তার ওষ্ঠ পারমিতার ওষ্ঠের মতো লালাভ মাংসল নয়, তার বাহু পারমিতার বাহুর
মতো কোমল মসৃণ নয়, তার স্তনযুগল পারমিতার স্তনযুগলের মতো বিস্তৃত উচ্চ নয়,
তার সাথে রমণ পারমিতার সাথে রমণের মতো তীব্র সুখকর নয়। প্রথমে সে অভিমান
বোধ করে, বারবার শপথ করে যে শুভ্রত যদি তার জন্যে বরাদ্দ আগামী রাত্রিটিতে
আসে তার কক্ষে, সে ফিরিয়ে দেবে পতিকে, যেতে বলবে পারমিতার কক্ষে, অঙ্গের
একটি তিলও ছুঁতে দেবে না; পরে ভেতরে তীব্র খেকে তীব্রতর হয়ে উঠতে থাকে
ঈর্ষা। তার মনে হয় পারমিতাকে নিয়ে মন্ত হয়ে উঠেছে শুভ্রত, পারমিতার
লোমকুপরাশি থেকে পান করছে শ্বেদমধু, হারিয়ে যাচ্ছে পারমিতার নদী উপত্যকা
অরণ্য পাহাড় মেঘমালা জ্যোৎস্না বৃষ্টিতে। প্রজ্ঞা মধ্যরাতে পাগলের মতো গিয়ে ঢোকে
পারমিতার কক্ষে।

৩২ শুভ্রত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার

প্রজ্ঞা চিৎকার ক'রে বলে, 'অঘজা, তুমি কি আমার রাতেও নিজের শয্যায় বেঁধে
রাখবে পতিকে?'

পারমিতা ঘুমোয় নি, সে একটি গ্রন্থ পড়ছিলো।

পারমিতা উঠে এসে বোনকে জড়িয়ে ধ'রে বলে, 'এ কী বলছো তুমি, প্রজ্ঞা?'

প্রজ্ঞা বলে, 'আমার রাত্রে আমার পতি কোথায়?'

পারমিতা বলে, 'আমি তো ভেবেছি প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।'

প্রজ্ঞা বলে, 'পতি কি তোমার কক্ষে আসেন নি তাহলে?'

পারমিতা বলে, 'আমার কক্ষে এলেও প্রভুকে তোমার কক্ষে পাঠিয়ে দিতাম, এ-
রাত তোমার। কিন্তু প্রভু কি তোমার কক্ষে যান নি?'

প্রজ্ঞা বলে, 'না, পতির অপেক্ষা ক'রে ক'রে আমার পাকস্থলি ও দেহ জীর্ণ হয়ে
গেছে, প্রথমা।'

পারমিতা খুব চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়, বলে, 'প্রভু আজ তাহলে খাদ্যও গ্রহণ করেন
নি?'

প্রজ্ঞা বলে, 'আমি এটুকু জানি তিনি আমার কক্ষে আসেন নি, আমি আর কিছু
জানি না, অঘজা।'

পারমিতা বলে, 'প্রভু তাহলে কোথায় আছেন?'

প্রজ্ঞা বলে, 'আমি জানি না।'

ভয় পায় পারমিতা; নিজেকে সে প্রশ্ন করে, প্রভু নগ্নদের কাছে চ'লে যান নি তো?'
একা নগ্নদের কাছে যাওয়া কি নিরাপদ হ'বে তার জন্যে? নগ্নরা প্রভুর ভজ, বুঝতে
পারে পারমিতা, কিন্তু তিনি যুবরাজ, তাঁর প্রকল্প কোথাও যাওয়া বিপজ্জনক হ'তে
পারে। অত্যন্ত বিচলিত হয় পারমিতা।

পারমিতা বলে, 'চলো, প্রভু তাঁর কক্ষে আছেন কি না দেখে আসি।'

প্রজ্ঞা বলে, 'আমি তাঁর কক্ষে কখনো আই নি, সেখানে যেতে আমি ভয় পাবো।'
পারমিতা বলে, 'আমার সাথে চলো, অনুজ্ঞা প্রভুর কক্ষে যাওয়ার ভয়ের থেকেও বড়ো
ভয়ে আমার বুক কাঁপছে।'

পারমিতা ও প্রজ্ঞা শুভ্রতের কক্ষের দরোজায় এসে দাঁড়ায়। পারমিতা একবার
কেপে ওঠে, দীর্ঘক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে সে দরোজা ঠেলে একলা অল্প ভেতরে
ঢেকে, এবং মেঝের দূর প্রান্তে স্থির বসে থাকা শুভ্রতকে দেখে অচল হয়ে যায়।
মুহূর্ত পরে পারমিতা বোধ ফিরে পায়, এবং প্রজ্ঞাকে জড়িয়ে ধরে ভেতরে ঢেকে।
পারমিতা পা ফেলতে গিয়ে কেপে ওঠে, তার মনে হয় শুভ্রতের মাথার চারদিকে স্থির
হয়ে আছে জ্যোতিশক্ত, অপার্থিব জ্যোৎস্না, যা সে পৌষ ফাল্গুন আর বৈশাখের পূর্ণিমায়
দেখে নি।

পারমিতা বলে, 'প্রভুর মাথার চারদিকে জ্যোতিশক্ত জুলছে।'

প্রজ্ঞা বলে, 'আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, অঘজা। জ্যোতিশক্তও কাকে
বলে আমি জানি না।'

পারমিতা বলে, 'প্রভুর চারদিক পার্বিব জ্যোৎস্নায় আলোকিত হয়ে আছে।'

প্রজ্ঞা বলে, 'আমার ঘরের মতোই আলো দেখতে পাচ্ছি আমি, অংজা। কোনো অপার্থিব জ্যোৎস্না আমার চোখে পড়ছে না।'

পারমিতা বলে, তুমি কেনো দেখতে পাচ্ছো না, প্রজ্ঞা?'

প্রজ্ঞা বলে, 'আমি যা দেখতে পাচ্ছি তা-ই বলছি, অংজা। আমার চোখ তোমার চোখের মতো নয়, যা আছে শুধু তাই দেখতে পাই আমি।'

পারমিতা বলে, 'যা নেই, তাও কখনো কখনো দেখতে হয় মানুষের।'

তারা ধীরেধীরে শুভ্রতের দিকে এগোয়। পারমিতা শুভ্রতের সামনে প্রণত হয়, প্রজ্ঞা দাঁড়িয়ে থাকে।

পারমিতা বলে, 'প্রভু, আপনার জন্যে আমরা উদ্ধিগ্নি হয়ে আছি।'

শুভ্রত কথা বলে না।

প্রজ্ঞা বলে, 'পতি, আজ রজনী আমার, আমি কেনো বশিষ্ট হলাম? আমি তো কোনো অপরাধ করি নি।'

শুভ্রত কথা বলে না।

পারমিতা বলে, 'প্রভু, আপনি আজ রাত্রে কোনো খাদ্য গ্রহণ করেন নি।'

প্রজ্ঞা বলে, 'অপেক্ষায় থেকে অম্যার পাকস্থলি জীর্ণ হয়ে গেছে, পতি।'

পারমিতা বলে, 'প্রভু, আপনি অম্বাদের মতো তুচ্ছ নারীদের দেখতে পাচ্ছেন? আমরা আপনার জন্যে অত্যন্ত উদ্ধিগ্নি।'

শুভ্রত ধীরেধীরে বলে, 'গগনে সূর্যে অপূর্ব আলোক।'

প্রজ্ঞা পারমিতাকে জিজ্ঞেস করে, 'পতি কী বলছেন? অংজা, তুমি কি বুঝতে পারছো?'

পারমিতা বলে, 'আমরা সাধারণ মূল্য, কনিষ্ঠা। প্রভুর বাণী বোঝা কি সম্ভব আমাদের পক্ষে?'

প্রজ্ঞা বলে, 'পতি কি সুস্থ আছেন?

পারমিতা বলে, 'তুমি বুবই কৃদ্রু ভুরু, প্রজ্ঞা।'

প্রজ্ঞা বলে, 'আমি মূর্ব, প্রথমা, সব বুঝে উঠতে পারি না।'

পারমিতা শুভ্রতকে জিজ্ঞেস করে, 'প্রভু, আপনি কি গগনে গগনে অপূর্ব আলোকে এখনো বিহার করছেন?'

শুভ্রত ফিসফিস করে কী যেনো বলে, থেমে থেমে, কখনো অনবরত; তার কিছুই বুঝতে পারে না পারমিতা ও প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা ভয় পেয়ে দৌড়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায় একবার, বেরিয়ে আরো ভয় পায়, এবং ফিরে এসে বসে পারমিতার গা ঘেঁষে। শুভ্রত মৃদু শরে নির্থক শব্দমালা উচ্চারণ করতেই থাকে, এবং কাঁপতে থাকে তার সারা শরীর, মাথাটি দূলতে থাকে সামনে-পেছনে। পারমিতা শুভ্রতকে জড়িয়ে ধ'রে ডাকে, 'প্রভু, প্রভু'; শুভ্রত সাড়া দেয় না, ফিসফিস নির্থক শব্দ সে উচ্চারণ ক'রে যেতে থাকে স্বগতোঙ্গির মতো। শুভ্রত হঠাৎ পারমিতাকে ঠেলে ফেলে দাঁড়িয়ে নাচতে শুরু করে, গান গাইতে থাকে নির্থক শব্দে, প্রজ্ঞা ভয় পেয়ে দু-হাতে চোখ চেপে মেঝেতে

৩৪ শুভ্রত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার

পড়ে যায়, চোখ খুলতে তার সাহস হয় না। পারমিতা শুভ্রতের নাচ দেখতে থাকে; শুভ্রতের নাচের ছন্দে মুক্তি হয় পারমিতা; সে শুভ্রতের গানের একটি শব্দও বুঝতে পারে না, কিন্তু ওই ধ্বনিরাশি তাকে সম্মোহিত করে। শুভ্রত কক্ষের একদিক থেকে আরেক দিকে যেতে থাকে নেচে নেচে গেয়ে গেয়ে; পারমিতার মনে হয় শুভ্রত আর পারবে না, তার পা টলছে, মাথা খুব দুলছে। পারমিতা উঠে শুভ্রতকে জড়িয়ে ধরে; এবং ধরতেই শুভ্রত জ্ঞান হারিয়ে তার কোলে ঢ'লে পড়ে। পারমিতা শুভ্রতকে টেনে নিয়ে শয়ায় শুইয়ে দেয়, তার চোখেমুখে জল ছিটোয়, এবং বাতাস করতে থাকে।

প্রজ্ঞা উঠে বলে, ‘অঞ্জা, পতি কি উন্নাদ হয়ে গেছেন?’

পারমিতা বলে, ‘প্রজ্ঞা, তুমি মৃত্যু নারী।’

প্রজ্ঞা বলে, ‘তাহলে পতি এমন করলেন কেনো?’

পারমিতা বলে, ‘তা তুমি বুঝবে না। কিন্তু তুমি কি প্রভুর নাচের তাল দেখে মুক্তি হও নি?’

প্রজ্ঞা বলে, ‘ভয়ে আমি দু-হাতে মুখ চেপে মেঝেতে প’ড়েছিলাম।’

পারমিতা বলে, ‘তাই তুমি প্রভুর মৌসূর্য দেখতে পাও নি।’

প্রজ্ঞা বলে, ‘আমাদের এখন কী হচ্ছে অঞ্জা?’

পারমিতা বলে, ‘তুমি কি যৌবনের কথা ভাবছো, কনিষ্ঠা?’

প্রজ্ঞা বলে, ‘যৌবন ছাড়া আর কী আছে আমাদের?’

পারমিতা বলে, ‘তুমি অপরাধ করেছো, প্রজ্ঞা। প্রভুর পায়ে চুমো খেয়ে বলো যে তুমি ক্ষমা চাও, তুমি তার ভক্ত।’

প্রজ্ঞা বলে, ‘এসব আমি বলতে পারবো না, অঞ্জা। আমরা তাঁর পত্নী, তিনি আমাদের পতি, আমি এই জানি।’

প্রজ্ঞা তার নিজের কক্ষে চলে যায়, প্রারমিতা শুভ্রতের পাশে সারারাত বসে থাকে। প্রজ্ঞা চলে যাওয়ার পর পারমিতার মনেও জাগে, পতি কি পাগল হয়ে গেছেন? পতি কি হয়ে যাচ্ছেন অপ্রকৃতিস্থ? ভাবনা আসার সাথে সাথে পারমিতা ভাবনাটিকে জোর করে পরিত্যাগ করে, বারবার মনে মনে বলতে থাকে, প্রভু অপ্রকৃতিস্থ হ’তে পারেন না, প্রভুকে সে অপ্রকৃতিস্থ হতে দেবে না। তার মনে প্রশ্ন জাগে শুভ্রতের মুখের দিকে তাকালে সে কেনো অনিবচ্চনীয় উজ্জ্বলতা দেখতে পায়, যা দেখতে পায় না তার বোনেরা? সে কেনো শুভ্রতের মাথা ঘিরে দেখেছে জ্যোতিশক্ত, এবং কেনো তা দেখতে পায় নি প্রজ্ঞা? সেও কি একটু একটু করে উন্নাদ হয়ে যাচ্ছে? না, সে উন্নাদ হ’তে পারে না, মনে মনে চিংকার ক’রে ওঠে পারমিতা, সে উন্নাদ হ’তে পারে না, প্রভু উন্নাদ হ’তে পারেন না। তার মনে এক আলোর ঝিলিক ঢোকে—মনে হয় প্রভু অলৌকিক শক্তির অধিকারী, তাই নগ্নরা তাকে অনেক আগেই মেনে নিয়েছে আতা হিসেবে, প্রভু একদিন বিধাতার কথা বলবেন, প্রভু মহাবেশ্যা রাজগৃহকে ধ্বংস করবেন।

কিন্তু বিধাতা কী, বিধাতা কে? পারমিতা পিতার গৃহে পূজা করতো পাঁচদেবীর, বিয়ের পর শুভ্রতের গৃহে পূজো করছে তিনদেবীর। সে পূজো করছে রোদের দেবীর,

জলের দেবীর, মাটির দেবীর, আরো অনেক দেবী হয়তো আছে, তাদের সে পুজো করে না। বিধাতা কি কোনো নতুন দেবী? পারমিতা 'বিধাতা' শব্দের গঠন বোঝে, এবং বুঝতে পারে এটি কোনো দেবী নয়, এটি দেবতা। কোনো নতুন দেবতা কি দেখা দিয়েছে আকাশে, যার কথা বলতে হবে প্রভুকে? সে এতোদিন দেবীদের কথাই শনে এসেছে, কোনো দেবতার কথা শোনে নি। এখন কি দেবতারা দেখা দিচ্ছেন? শুধু একজন দেবতা দেখা দিচ্ছেন? পারমিতার মনে হয় এমন হ'তে পারে, হয়তো দেবীরা হেরে যাচ্ছে; হয়তো কোনো শক্তিশালী দেবতা দেখা দিয়েছেন, যার মতো শক্তি নেই দেবীদের, যেমন পুরুষের মতো শক্তি নেই নারীদের। পারমিতার কাছে দেবীর থেকে দেবতাকেই বেশি আকর্ষণীয় মনে হয়, কেনো তা সে বুঝতে পারে না, কিন্তু তার মনে হয় শৰ্গেমর্ত্যে পুরুষদেরই প্রধান হওয়ার কথা। হয়তো শৰ্গ জয় করেছেন বিধাতা, তিনি এখন সর্বশক্তিধর। তিনি কি বাণী পাঠাচ্ছেন প্রভুর কাছে? পারমিতার শরীরে বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে যায়, সে নিজেকে সবলে সংযত রাখে।

তোরবেলা কনিষ্ঠারা পারমিতার কক্ষে আসে দল বেঁধে; তাকে না পেয়ে শুভ্রতের কক্ষের দরোজায় দাঁড়িয়ে থাকে, কক্ষে হৃতকে তাদের সাহস হয় না। পারমিতা বেরোতেই তারা ঘিরে ধরে তাকে। পারমিতা তাদের সবাইকে দরোজায় দেবতে পেয়ে বিশ্বিত হয়।

মেঘকুন্তলা বলে, 'পতির জন্যে অসুস্থ উঞ্চিগু হয়ে আছি, অগ্রজা। তিনি কি সুস্থ আছেন?' ০০

পারমিতা বলে, 'প্রভু কখনো অসুস্থ হিলেন না, তোমরা প্রভুর সম্পর্কে ভুল ধারণা কোরো না।'

তরঙ্গিনী বলে, 'আমরা সবাই তেম্ভার থেকে কম বুঝি, অগ্রজা; কিন্তু আমরা সত্যিই উঞ্চিগু। পতির কী হয়েছে, আমকের বুঝিয়ে বলো তুমি।'

পারমিতা বলে, 'সময় এলে আমি তোমাদের অবশ্যই বলবো; তোমরা উঞ্চিগু হোয়ো না, বোনেরা।'

প্রজ্ঞা বলে, 'কাল রাতের ঘটনাটি কি পতির পিতাকে জানানো প্রয়োজন নয়, অগ্রজা?' ০০

পারমিতা বলে, 'সময় এলে তাঁকেও অবশ্যই জানানো হবে; বোনেরা, তোমরা উঞ্চিগু হোয়ো না।'

পারমিতার কথায় বোনদের উঞ্চিগুতা কেটে যায়; তারা ফিরে যায় নিজেদের কক্ষে, যেনো তাদের মনে এর আগে কোনো প্রশ্ন দেখা দেয় নি। পারমিতা কক্ষে ফিরে গিয়ে চূপ হয়ে ব'সে থাকে, শুভ্রতের দিকে তাকায় যেনো সে শুভ্রতকে দেবতে পাচ্ছে না; তার ডেতরে উঞ্চিগুতা ঘন হয়ে জমে ওঠে। সত্যিই কি প্রভুর কিছু হয় নি? সে বোনদের যা বললো, তা কি সে নিজে বিশ্বাস করে যে প্রভুর কিছু হয় নি? সত্যিই কি তিনি অসুস্থ নন? সত্যিই তিনি অপ্রকৃতিস্থ হচ্ছেন না? প্রভুর আচরণে কি লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না? উন্মাদতা ও মৃষ্টারোগের? তবে তাঁর নাচ আর ফিসফিস নির্বর্থক শব্দরাশি কেনো অলৌকিকের আভাস বয়ে আনে—তাঁর চোখে? সত্যিই কি এর মাঝে কোনো

৩৬ শুভ্রত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার

অলৌকিকের আভাস আছে, না কি সে ভুল দেখছে? নগুদের বিধাতা কি সত্যিই মনোনীত করেছে প্রভুকে? কে ওই বিধাতা? সে তো কোনো বিধাতার কথা জানে না। তিনি দেখা দিছেন, না কি এটা শুধু নগুদের মূর্খ বিশ্বাস? পারমিতা শুভ্রতের পাশে সারাদিন ব'সে থাকে, এবং তারী হয়ে উঠে অসংখ্য প্রশ্নে ও উত্তরে।

শুভ্রত, বিকেলে, জেগে পারমিতাকে দেখে মধুরভাবে হাসে। তার হাসিতে পারমিতার বুক আলোতে ভরে উঠে।

শুভ্রত বলে, 'বাঙ্কবদের সাথে অরণ্যে এক বছর কাটালাম।'

শুভ্রতের কথা শুনে পারমিতা ভয় পায়, খুব গভীরভাবে তাকায় শুভ্রতের চোখ ও মুখের দিকে; সেখানে সে একরাশ ভয়ংকর দুঃস্মপ্নের দাগ ঝোঁজে; তবু প্রিন্সিপাবে বলে, 'প্রভু, বাঙ্কবদের সাথে এক বছর কাটালেন, আমার কথা কি একবারও মনে পড়লো না?'

শুভ্রত বলে, 'পারমিতা, তুমি তো সাধেই ছিলে। কী করে ভুলে গেলে?'

পারমিতা বিব্রত হয়, আবার সে দোষাতে চেষ্টা করে শুভ্রতের চোখের কোণে দুঃস্মপ্নের কোনো দাগ আছে কি না; এবং কাতর কঢ়ে বলে, 'আমাকে ক্ষমা করুন, প্রভু, আজকাল আমার বড়োবেশি ভুল হয়।'

শুভ্রত বলে, 'তুমি ছিলে, আর অস্তিতা, অঙ্গমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস ছিলো; অগ্নিকে কিছুতেই সাথে নিতে পারলাম না, দীপাবিতাও গেলো না। ওরা গেলে সুষী হতাম।'

পারমিতা বলে, 'অগ্নি আর দীপাবিতার জন্যে আপনি বড়ো বেশি ভেবেছেন, প্রভু; তাদের আপনি বেশি গুরুত্ব দেন।'

শুভ্রত বলে, 'তাদের আমি সবচেয়ে ভালোবাসি, পারমিতা।'

পারমিতা বলে, 'তারা যায় নি বলে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় নি, প্রভু। আমরা তো ভালোই ছিলাম।'

শুভ্রত বলে, 'ভালো ছিলাম, তবে কঠো ছিলাম; অরণ্যে বাস তো সহজ কাজ নয়;

পারমিতা বলে, 'প্রভু, আপনি ক্ষুধার্ত, অরণ্যে ভালো খাদ্য দুর্লভ ব'লে আপনাকে ভালো খাবার দিতে পারি নি; এখন গৃহে খাদ্যের কোনো অভাব নেই; আপনি হাতমুখ ধুয়ে আসুন, আমি খাবার দিই।'

শুভ্রত খেতে শুরু করে, পারমিতা একটি একটি ক'রে খাবার এগিয়ে দেয়। শুভ্রত খুবই ক্ষুধার্ত, যেনে সত্যিই সে একবছর ধ'রে বনে ছিলো, ভালো খাবার খেতে পায় নি, এখন খাচ্ছে প্রাণভরে।

খাওয়া শেষ হ'লে শুভ্রত শয্যায় বিশ্রাম নেয়ার জন্যে বসে।

পারমিতা পাশে ব'সে বলে, 'প্রভু, এবার আপনার অরণ্যবাসের আরো কাহিনী বলুন।'

শুভ্রত পারমিতার কথা বুঝতে পারে না, বলে, 'অরণ্যবাস? কখন? কার?'

পারমিতা অত্যন্ত বিব্রত হয়, তার মনে হয় সে বিপজ্জনক দুর্ঘটনায় পড়েছে; কিন্তু তাকে সব দুর্ঘটনা থেকে নিরাপদে উদ্ধার পেতে হবে। সে শুভ্রতের চোখে আবার দৃঃশ্যপ্রের দাগ খোজে।

পারমিতা বলে, 'না, না, প্রভু, আমি কী বলতে কী বলে ফেলেছি।'

শুভ্রত বলে, 'এলোমেলো কথা আমি পছন্দ করি না, পারমিতা, উন্মাদরাই শধু বিশৃঙ্খল কথা বলে।'

পারমিতা বলে, 'প্রভু, আমাকে ক্ষমা করুন।'

শুভ্রত বলে, 'তোমার প্রভু ডাক শনলে আমার বুক ড'রে যায়, সে-মুহূর্তেই আমি তোমাকে ক্ষমা ক'রে দিই।'

পারমিতা বলে, 'একটি অনুরোধ করতে চাই, প্রভু।'

শুভ্রত বলে, 'কী অনুরোধ?'

পারমিতা বলে, 'কনিষ্ঠারা আপনার সঙ্গ পায় নি, তারা আপনার সাথে মিলনের জন্যে কাতর হয়ে আছে, প্রভু। তাদের এখানে আমন্ত্রণ করি? আপনি তাদের সাথে বিলাস করুন।'

শুভ্রত বলে, 'কনিষ্ঠারা কোনো ক্ষেত্রে আজো শিখতে পারলো না।'

পারমিতা বলে, 'তারা বালিকা, প্রভু।'

শুভ্রত বলে, 'তারা আশুক্লান্ত, তেওঁর মতো অক্লান্ত কলা তারা অর্জন করতে পারলো না।'

পারমিতা বলে, 'আপনি তাদের প্রশংসনে পারেন, প্রভু।'

শুভ্রত বলে, 'তোমাকে তো আমি শেখাই নি, তুমিই আমাকে শিখিয়েছো।'

পারমিতা বলে, 'তবু তারা আপনার দেহসঙ্গ চায়, প্রভু। আপনার দেহসঙ্গে তারা সুস্থ হয়।'

পারমিতা কনিষ্ঠাদের ডেকে আনে, এবং তারা উন্মাদে অধিকার করে শুভ্রতের শয্যা। সহস্র বছরের ক্ষুধা যেনো জ'মে আছে তাদের মাংসে, পারমিতা দূরে ব'সে দেখে, সুব পায়, এবং একটুকু তীক্ষ্ণ কষ্টেন্তু তাকে পীড়ন করে। বোনেরা প্রথম কয়েক মুহূর্ত বিব্রত লজ্জায় ছিলো, কিন্তু শুভ্রত-ব্যবন তাদের উন্মোচন করতে শুরু করে, তারা দ্রুত উন্মোচিত হয়ে যায়, শুভ্রতের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভাগ নেয়ার জন্যে প্রতিযোগিতামূল্য হয়ে ওঠে। শুভ্রত তার সাথে কখনো বর্বরতা করে না; শুভ্রতকে সে দেহের যে—অংশ দেয়; তা নিয়েই অনেকক্ষণ অস্তুত বালকের মতো খেলে শুভ্রত, তারপর সে শুভ্রতকে দেয় তার দেহের আরেক খণ্ড, শুভ্রত তা নিয়ে মন্ত হয়ে পড়ে, এবং এক সময় শুভ্রত রক্তজবার মতো রঙিন ক'রে তোলে তার সমগ্র শরীরটিকে। বোনদের সাথে তিনি সম্পর্ক শুভ্রতের; শয্যাকে আর্তনাদপূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করে ফেলছে সে। কামড়ে রক্তাঙ্গ ক'রে ফেলছে কনিষ্ঠাদের ওষ্ঠ, তাদের স্তন গেঁথে রাখছে দাঁতে, তারা চিংকার করছে, কিন্তু ছাড়ছে না শুভ্রত; এবং সে প্রচণ্ডভাবে প্রবেশ ক'রে তাদের ভেঙেচুরে ফেলছে, ছিঁড়ে ফেলছে, শুভ্রত তাদের মুক্তি দিচ্ছে না। কঠোটা ক্লান্ত হ'তে পারে শুভ্রত, তা জানে পারমিতা, কিন্তু কনিষ্ঠাদের সাথে সে ক্লান্ত হচ্ছে না; ভেঙেচুরে এদিক-সেদিক প'ড়ে থাকছে কনিষ্ঠারা, শুভ্রত তাদের ঠেলে সরিয়ে

৩৮ শুভ্রত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার

দিছে, আবার টেনে আনছে কাউকে। কনিষ্ঠাদেরও মনে হচ্ছে না ক্লান্ত, বিক্ষত মনে হচ্ছে তাদের, আহতদের মতো তারা পড়ে আছে; শুভ্রত আবার তাদের টেনে নিছে, দংশন করছে, পিশছে, চেপে কুকড়ে ফেলছে, প্রচণ্ড সুখ পাচ্ছে। তার দিকে হাত বাড়াচ্ছে না শুভ্রত, সে যে আছে তাও বুঝতে পারছে না; এজন্যে সে কৃতজ্ঞ, — কনিষ্ঠাদের সামনে সে নগু হ'তে পারবে না, লড়াইও করতে পারবে না। শুভ্রত, মনে হচ্ছে, সুখ পাচ্ছে লড়াই ক'রে, কনিষ্ঠাদের ভেঙেচুরে ফেলে ত্যন্তি পাচ্ছে; না কি সুখ আর ত্যন্তির অভাবই প্রকাশ পাচ্ছে তার ক্রীড়ায়? তাকে তো পীড়ন ক'রে না শুভ্রত, বরং তার একেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে বিশ্বায়কর বালকের মতো খেলে, খেলে খেলে তাকে নদী বানায়, তার শরীরকে ঢেউয়ে পরিণত করে; কিন্তু কনিষ্ঠাদের সাথে তার একী সম্পর্ক? ক্লান্ত না হ'লে কেউ সুখী হয় না, সুখী না হ'লে কেউ ক্লান্ত হয় না; সে দেখতে পাচ্ছে বোনেরা ক্লান্ত নয়, আহত; আর শুভ্রত ক্লান্ত নয়, পরিশ্রান্ত।

শুভ্রতকে চোখে চোখে রাখছে পারমিতা; তার মনে হচ্ছে অসাধারণ কিছু ঘটে যেতে পারে যে-কোনো সময়, বা ঘটতে পারে কোনো ভয়ংকর দুর্ঘটনা, তাই চোখে চোখে রাখা দরকার শুভ্রতকে। একটি স্টোর্টনা নিয়মিত হয়ে দাঁড়াচ্ছে এখন—প্রত্যেক সক্ষ্যায় প্রাসাদের প্রধান তোরণের বাইরে দুর্ঘটনায়ে দাঁড়াচ্ছে শুভ্রত, আর নগুরা মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম করছে তাকে। শুভ্রত একটি যাচ্ছে, পারমিতা তার সাথে যেতে চাইলেও শুভ্রত তাকে নিছে না; পারমিতা দূর থেকে চোখ রাখছে, প্রাসাদের ছাদে দাঁড়িয়ে দেখছে কী ঘটছে। সে অবশ্য তাদের কথা শনতে পায় না, দেখতেও পায় না স্পষ্ট ক'রে, কিন্তু বুঝতে পারে নগুরা প্রতিদিনই একই ভঙ্গিতে আবেদন জানাচ্ছে, শুভ্রত একই ভঙ্গিতে সাড়া দিচ্ছে; পারমিতা শুভ্রতের দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখেই বুঝতে পারছে শুভ্রত সাড়া দিচ্ছে না তাদের ভাকে, কিন্তু অত্যন্ত ভেতরে সে সাড়া দিচ্ছে। এতে পারমিতা ভয় পায়, সুখও পায়; কিন্তু কেনো সে জানে না। শুভ্রত যদি সাড়া দেয় নগুদের ডাকে, কী হবে তখন? আর যদি সাড়া না দেয়, কী হবে না তখন? এক অসূত ভয় আর সুখে সে শিউরে ওঠে ব্যর্থার।

নগুদের শুরু বলে, ‘প্রভু, তুমি আজো আমাদের ত্রাণ করলে না।’

শুভ্রত বলে, ‘আমি তোমাদের ত্রাতা নই, আমি যুবরাজ।’

নগুদের শুরু বলে, ‘তুমি যুবরাজ নও, তুমি মহারাজ; তুমি ধ্বংস করবে মহাবেশ্যা রাজগৃহকে, ধ্বংস করবে সব মূর্তি, তুমি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিধর বিধাতার মনোনীত।’

শুভ্রত বলে, ‘আমি তোমাদের বিধাতাকে চিনি না।’

নগুদের শুরু বলে, ‘বিধাতা তোমাকে চেনে, বিধাতা তোমাকে পাঠিয়েছে। তুমি আমাদের ত্রাতা।’

শুভ্রত বলে, ‘আমি বিক্রমপল্লীর যুবরাজ, আমরা পুজো করি তিনদেবীর, কোনো বিধাতার কথা আমি জানি না।’

নগুদের শুরু বলে, ‘জগতে কোনো দেবী নেই, প্রভু, ওগুলো মেয়েমানুষ, ওগুলো বেশ্যা, ওগুলো প্রতিমা, জগতে আছে শুধু এক বিধাতা, তুমি তার মনোনীত।’

কেপে ওঠে শুভ্রত, হাত আর পায়ের তালুতে সে বিজলির ঝিলিক অনুভব করে। নগদের তার ভালো লাগে না, কিন্তু ভালো লাগার থেকে বেশি ভালো লাগে; তাদের দেখলেই শুভ্রত শনতে পায় সে-গর্জন, যা সে শুনেছিলো রাজগৃহে। বিধাতা নামটি তাকে কাঁপাছে আজকাল, মনে হচ্ছে নামটিতে অগ্নি আছে, নামটি অগ্নিতে তৈরি, নামটির প্রতিটি বর্ণে ও ধ্বনিতে দাউদাউ ক'রে আশুন জুলছে; এবং চোখ বুজলেই সে দেখতে পাচ্ছে এক মহাজাগতিক পুরুষকে, কিন্তু পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছে না। ওই বিধাতা তাকে মনোনীত করেছে? সহ্য করতে পারে না শুভ্রত, সে দূর থেকে চলে যেতে চায় নগদের থেকে। সে আর দাঁড়ায় না নগদের সামনে, ফিরে প্রাসাদের দিকে হাঁটতে শুরু করে। ছাদ থেকে পারমিতা দেখে শুন্দি আলো মাথার চারদিকে নিয়ে অনুপ্রাণিত পদক্ষেপে হেঁটে ফিরছে শুভ্রত, কেপে উঠছে দু-একবার, এখনই প'ড়ে যাবে হয়তো; কিন্তু শুভ্রত পড়ে যায় না, বরং দৃঢ় হয়ে ওঠে। পারমিতার ভালো লাগে ওই দৃঢ়তা, তার মনে হয় মহারাজ হয়ে উঠেছে শুভ্রত, তার মাথা আকাশে গিয়ে ঠেকছে। নগদের মতো তারও প্রণাম কর্তৃতে ইচ্ছে করে শুভ্রতকে; সে দ্রুত নেমে শুভ্রতের কক্ষের দরোজার পাশে দাঁড়ায়। শুভ্রত মহারাজের মতো পা ফেলে তার কক্ষে ঢোকে, তাকে দেখতে পায় না। পারমিতা শুভ্রতের কক্ষে ঢোকে না, দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ, শেষে উকি দিয়ে দেখে শুভ্রত কক্ষের কোণে ধ্যাননিমগ্ন হয়ে আছে। কিছুক্ষণ পর ফিসফিস ক'রে কথা বলতে শুরু করে শুভ্রত; তার এ-নির্ধক কথা বলা শনতেই শুধু ভয় লাগে পারমিতাকে। কিন্তু দিনের পর দিন শনে শনে সে ভয়টাও কাটিয়ে উঠছে, তার ভালো লাগতেই শুরু করছে, নির্ধক ধ্বনিপুঞ্জ; সে ভাবতে চেষ্টা করছে শুভ্রতের ধ্বনিরাশি নির্ধক শব্দ, তার অর্থ আছে, —কোনো গভীর অর্থ আছে, শুধু সে-ই বুঝতে পারছে না।

পারমিতা এগিয়ে গিয়ে শুভ্রতকে স্পর্শ করে। শুভ্রত এলিয়ে পড়ে তার বাহ্য ওপর, ঘন ঘন নিখাস নেয়, এবং চোখ মেলে তাকায়। আজ চোখ মেলতে বেশি সময় নেয় নি শুভ্রত, পারমিতা তাতে পরম শান্তি পায়।

শুভ্রত বলে, ‘পাহাড়ের গুহায় আঙ্গুলোনার বৃষ্টি হচ্ছিলো, পারমিতা।’

পারমিতা ভেতরে ভেতরে কেপে ওঠে, এবং বলে, ‘আজই কি প্রথম আপনি গুহায় গিয়েছিলেন, প্রভু?’

শুভ্রত বলে, ‘আজকাল প্রতিদিনই আমি সেখানে যাই।’

পারমিতা বলে, ‘আমাকে নিলে আমি ধন্য হতাম, প্রভু।’

শুভ্রত বলে, ‘ওই গুহায় নারীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ, পারমিতা।’

পারমিতা বলে, ‘আপনি নিলেই নারীদের প্রবেশ সিদ্ধ হবে, প্রভু।’

শুভ্রত বলে, ‘না, না, পারমিতা, আমার অতো শক্তি নেই।’

পারমিতা বলে, ‘প্রভু, আমাকে একদিন গুহায় নিয়ে গেলে সুখী হবো।’

শুভ্রত বলে, ‘তুমি কোন গুহার কথা বলছো, পারমিতা?’

পারমিতা নিজেও এবার বাস্তবে ফিরে আসে।

পারমিতা বলে, ‘প্রভু, আজ আপনার রত্নবতীর কক্ষে থাকার রাত। আসুন, আপনাকে প্রস্তুত ক'রে দিই।’

উত্তৃত একদিন কাউকে না জানিয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যায়। অনেক দিন পর তার বন্ধুদের দেখতে ইচ্ছে হয়, বন্ধুদের মুখগুলো দেখার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে তার মন; সে একের পর এক বন্ধুর বাড়ি যেতে থাকে। অগ্নিকুমারকে মনে পড়ে সবার আগে, এবং দীপাবিতাকে; অগ্নিকুমারের বাড়ির দিকেই সে প্রথম তার শকট চালায়, অনেকটা পথ যাওয়ার পর আদিত্যকে মনে পড়ে, এবং আদিত্যের বাড়িতে গিয়েই সে ওঠে প্রথম। আদিত্য বাড়ির আঙ্গিনায় উদ্যান পরিচর্যা দেখছিলো, উত্তৃত শকট চালিয়ে তার বাড়িতে এসেছে দেখে আদিত্য দৌড়ে গিয়ে তার শকটের সামনে প্রণত হয়। উত্তৃত শকট থেকে নেমে এসে আদিত্যের মাথা স্পর্শ করে। আদিত্য উত্তৃতের পা থেকে ধূলো নিয়ে নিজের ললাটে মাখে।

আদিত্য বলে, 'প্রভু, আমাকে স্মরণ করেছেন ব'লৈ আমি ধন্য। আমাকে সংবাদ দিলে আমিই প্রণাম করতে যেতাম, প্রভু, আপনার কষ্ট হতো না।'

উত্তৃত বলে, 'তোমাদের সেখার জন্যে আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।'

আদিত্য বলে, 'আমি সব সময়ই মনে মনে আপনাকে প্রণাম করি।'

উত্তৃত বলে, 'আমি জানি তুমি আমার একনিষ্ঠতম ভক্ত, আদিত্য।'

আদিত্য বলে, 'এটাই আমার বড়ো গৌরব, প্রভু।'

উত্তৃত আদিত্যকে নিষেচনশুমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাসের বাড়িতে যায়; তারা সবাই প্রণাম করে উত্তৃতকে ক্রং সে এক এক ক'রে সবাইকে তার শকটে তুলে নেয়, অবশেষে যাত্রা করে অগ্নিকুমারের বাড়ির দিকে।

উত্তৃত বলে, 'অগ্নি ও দীপাবিতা বুব সুবে আছে, তাই নয় বন্ধুরা?'

সবাই বলে, 'হ্যা, প্রভু।'

উত্তৃত বলে, 'অগ্নি কি সেবা কোনো নারী গ্রহণ করে নি?'

সবাই বলে, 'না, প্রভু। আমরাই শুধু একাধিক নারীর পাণিগ্রহণ করেছি।'

উত্তৃত বলে, 'অগ্নিকে আমি ভালোবাসি, কিন্তু সে আমাকে ভালোবাসে না।'

সবাই বলে, 'আমাদের শুধু মনে হয়, প্রভু।'

আদিত্য বলে, 'এমনকি আপনাকে প্রভু সম্মোধনও করে না, প্রণাম করে না।'

উত্তৃত বলে, 'সবাই একদিন তার নিজের প্রাপ্য পুরস্কার পায়, আদিত্য।'

উত্তৃতের শকট গিয়ে অগ্নির গৃহের দরোজায় থামে। তারা সবাই নেমে অগ্নির নাম ধরে ডাকতে থাকে, কোনো সাড়া পাওয়া যায় না। এক সময় দীপাবিতা বেরিয়ে এসে সবাইকে দেখে আনন্দে উঞ্চসিত হয়ে ওঠে।

দীপাবিতা মাথা নত ক'রে তাদের অভ্যর্থনা জানায়।

আনন্দমুখের কষ্টে দীপাবিতা বলে, 'স্বপ্নেও ভাবি নি যুবরাজ আসবেন, সাথে আসবেন বন্ধুরা। কতো দিন বন্ধুদের দেখি না, আজ আমাদের সবচেয়ে সুবের দিন।'

উত্তৃত বলে, 'অনেক দিন পর তোমাকে দেখলাম, দীপাবিতা। সুবী হলাম।'

দীপাবিতা বলে, 'শুনে আমি সুবী হলাম, যুবরাজ। পতি পাঠাগারে আছেন, সেখানে চলুন যুবরাজ, চলুন বন্ধুরা।'

গ্রহ লিখছিলো অগ্নিকুমার, শুভ্রত ও বঙ্গদের দেখে লেখা থেকে সে লাফিয়ে
ওঠে, এবং জড়িয়ে ধরে সবাইকে।

শুভ্রত বলে, 'তোমাকে এবং দীপাবিতাকে দেখতে আমার বড়ো সাধ হলো।'
অগ্নিকুমার বলে, 'আমরা ধন্য বোধ করছি, যুবরাজ।'

আপ্যায়নে ব্যস্ত হয়ে পড়ে দীপাবিতা।

শুভ্রত বলে, 'আচার্য অগ্নিকুমারের গৃহে কি এখনো একটিই নারী?'

শুভ্রতের কথা শনে দীপাবিতা বিব্রত হয়, অগ্নিকুমার উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে।
অগ্নিকুমার বলে, 'একটিই নারী—সহস্রাধিকের সমান, যুবরাজ।'

দীপাবিতা বলে, 'নারী একটিই, যুবরাজ, কিন্তু তাকে নিতে হয় সহস্রকণ।'

শুভ্রত বলে, 'সব নারী তা পারে না, যা তুমি পারো।'

দীপাবিতা বলে, 'নারী পারে যখন সঙ্গী প্রতিভাবান পুরুষ, যুবরাজ।'

শুভ্রত বলে, 'জানি অগ্নিকুমার! স্মাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা। অগ্নিকুমারের নাম যাতে
শর্ণাঙ্গের লেখা হয় রাজা হ'লে তা বুদ্ধস্থা আমি করবো, দীপাবিতা, যদি আমি রাজা
হই।'

অগ্নিকুমার বলে, 'আমি শর্ণাঙ্গের প্রার্থী নই, যুবরাজ।'

আদিত্য বলে, 'তোমার প্রতিভা অমরা সবাই স্বীকার করি, অগ্নি। কিন্তু তুমি যে
প্রভুকে প্রণাম করো না, এটা আমাদের বড়ো অসুবী করে।'

অগ্নিকুমার বলে, 'প্রণাম নিরধার্য প্রণাম অমানবিক, আদিত্য; কিন্তু যুবরাজকে
আমি ভালোবাসি।'

জিতেন্দ্রিয় বলে, 'আমরা তো প্রশংসন করি, শ্রদ্ধা করি যুবরাজকে।'

অগ্নিকুমার বলে, 'বঙ্গরা, তোমরা প্রণাম করো, আমি তাতে কখনো বাধা দিই নি,
কিন্তু আমাকে তোমরা বাধ্য কোরেন্তো।'

শুভ্রত তাদের ধার্মিয়ে দেয়ার জন্মে বলে, 'অগ্নি, বলো, তুমি কী লিখছো?'

অগ্নি বলে, 'না, না, তেমন কিছু নেই।'

শুভ্রত বলে, 'গ্রহ আমি পঁয়ে উঠতে পারি না, কিন্তু আমার জ্যোষ্ঠা পঁয়ী গ্রহের
অত্যন্ত অনুরাগী; অগ্নি, বলো তুমি কী লিখছো।'

অগ্নিকুমার বলে, 'দেবদেবীদের নিয়ে আমি একটি গ্রহ লিখছি, যুবরাজ।'

আদিত্য বলে, 'তুমি দেবদেবীদের অসম্মান করছো না তো, অগ্নি? দেবদেবীদের
অসম্মান আমরা একেবারে সহ্য করতে পারি না।'

জিতেন্দ্রিয় বলে, 'অগ্নিকুমারের সবই আমাদের প্রিয়, শুধু দেবদেবী সম্পর্কে তার
মতামত আমাদের অপ্রিয়।'

বিভাস বলে, 'একজন দেববিহৃষ্টীর সঙ্গে দীপাবিতা কীভাবে সহবাস করে, আমি
ভেবে পাই না। দীপাবিতা তোমার কি ঘেন্না লাগে না?'

দীপাবিতা বলে, 'আপনারা কঠোর বাক্য বলছেন, বঙ্গরা। আমার পতি দেবদেবী
সম্পর্কে যা বলেন, তা তার জ্ঞানের প্রকাশ, আমি তা মান্য করি।'

অগ্নিকুমার যুবই বিব্রত বোধ করে, মাথা নিচু করে ধাকে।

৪২ শুভ্রত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার

শুভ্রত বলে, 'দেবদেবীতে আমিও বিশেষ ভক্তি করি না, বন্ধুরা। তবে অগ্নি কী
বলে, আমি তা শনতে চাই।' শুভ্রত অগ্নির দিকে তাকায়, এবং বলে, 'বলো, অগ্নি,
তুমি কী লিখছো।'

অগ্নিকুমার বলে, 'না, না, আমি যা লিখছি, তা এমন কিছু শোনার মতো নয়, আমি
তা কাউকে শোনাতেও চাই না।'

শুভ্রত বলে, 'আমি শনতে চাই, অগ্নি; কেননা এসব নিয়ে আমি অনেক বছর
ভাবছি। আমি শনতে চাই, অগ্নি।'

অগ্নিকুমার বলে, 'আমার কথা শনলে বন্ধুরা ক্ষুক্ষ হতে পারে, বন্ধুদের আমি ব্যবিত
করতে চাই না, যুবরাজ।'

আদিত্য বলে, 'প্রত্যু শনতে চাচ্ছেন, তুমি বলো, আমরা রঞ্জ হবো না, অগ্নি।'

অগ্নিকুমার বলে, 'আমার মূলকথা দেবদেবী ব'লে কিছু নেই, এগুলো মানুষের ভুল
কল্পনা। মানুষের অবস্থা ব্যাখ্যা ক'রে আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি যে মানুষ বিশ্বকে ঠিক
মতো বুঝতে আর ব্যাখ্যা করতে পারে নি ক'লে কল্পনা করেছে দেবদেবী। ওসব কিছু
নেই।'

আদিত্য বলে, 'এসব লিখতে তোমাকে কৃত্য করে না, অগ্নি?'

অগ্নিকুমার বলে, 'না তো; জ্ঞান কোনোভাবে জানে না। অজ্ঞানতা থেকেই ভয়ের
উৎপত্তি, আর ভয় থেকেই উৎপত্তি দেবদেবীর।'

অংশুমান বলে, 'তোমার কথা শনেই আমি ভয় পাচ্ছি, অথচ তুমি এসব লিখতে
ভয় পাচ্ছো না, অগ্নি? দীপার্বিতা শীঘ্ৰই বিশ্বস্ত হবে ব'লে মনে হচ্ছে।'

দীপার্বিতা শিউরে ওঠে।

অগ্নিকুমার বলে, 'দীপার্বিতা বিধবা হৃষ্ট পারে, একদিন হবেই; তবে দেবতাদের
ক্ষেত্রে নয়, অন্য কারো ক্ষেত্রে, বন্ধুরা।'

শুভ্রত বলে, 'দেবদেবী না ধাকতে পারে, আমারও তাই মনে হয়; তোমার কী
মনে হয় আদিত্য?'

আদিত্য বলে, 'প্রত্যু, আপনি যা মনে করেন, আমিও তাই মনে করি।'

শুভ্রত বলে, 'অগ্নি, আমারও মনে হয় দেবদেবী প্রতিমামাত্র, এগুলো নেই, কিন্তু
একজন সুষ্ঠা কি নেই?'

অগ্নিকুমার বলে, 'না, যুবরাজ, কোনো সুষ্ঠা নেই; বিশ্বলোকের কোনো সুষ্ঠার
দরকার নেই।'

শুভ্রত একটি মৃদু গর্জন শনতে পায়।

শুভ্রত বলে, 'তুমি তাই মনে করো, অগ্নি? তুমি তাই মনে করো?'

শুভ্রত এবার প্রচণ্ড গর্জন শনতে পায়, সে কেঁপে কেঁপে ওঠে, গড়িয়ে পড়ার
উপক্রম করে; অগ্নিকুমার দৌড়ে এসে শুভ্রতকে জড়িয়ে ধরে। দীপার্বিতা বাতাস
করতে থাকে, শুভ্রতের চোখেমুখে জলের ছিটোতে থাকে। আদিত্য ও অন্যরা
শুভ্রতের পায়ে চুমো খায়।

আদিত্য বলে, 'জয় হোক প্রত্যু, জয় হোক যুবরাজের।'

অন্যরাও ব'লে ওঠে, 'জয় হোক প্রভুর, জয় হোক যুবরাজের।'

অগ্নিকুমার বলে, 'যুবরাজের মূর্খারোগটি এখনো সারে নি।'

আদিত্য বলে, 'প্রভুর এটা মূর্খারোগ নয়, অগ্নিকুমার।'

বিভাস বলে, 'প্রভুকে মূর্খারোগীর অপবাদ দিয়ে অপরাধ করছো, অগ্নি।'

অগ্নিকুমার বলে, 'আমার তো তাই মনে হয়।'

তারা সবাই বলে, 'তোমার ভূল মনে হয়।'

অগ্নি ও দীপাবিতা কোনো কথা বলে না। কিছুক্ষণ পর শুভ্রত জান ফিরে পেয়ে দাঁড়ায়; আদিত্য, অংশমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস তার পায়ে প্রণাম করে।

অগ্নি জিজ্ঞেস করে, 'যুবরাজ আপনি সুস্থ বোধ করছেন?' ॥

শুভ্রত বলে, 'আমি কখনো অসুস্থ ছিলাম না।'

শুভ্রত ধীরেধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে শকটে ওঠে, অগ্নির মনে হয় শুভ্রত সম্পূর্ণ বাস্তবে ফেরে নি। তার পেছনে পেছনে শকটে গিয়ে ওঠে অগ্নিকুমার, দীপাবিতা, আদিত্য, অংশমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস। শুভ্রত শকট চালাতে থাকে, যেনো তার কিছুই হয় নি। শুভ্রত প্রত্যেককে তার নিজের গৃহের দরোজায় পৌছে দেয়, তারা শুভ্রতের পদতলে চুম্বন করে শকট থেকে নামে, নামার সময় বারবার বলে, প্রভু, দরকার হ'লেই আমাকে ঝাকবেন।' শুভ্রত খেয়াল করে নি যে অগ্নি ও দীপাবিতা শকটে রয়েছে; তাদের মুখ্য সে সুবী বোধ করে, আবার অসুবী বোধ করে। তাদেরও সে গৃহে পৌছে দিতে চায় ॥

অগ্নি বলে, 'যুবরাজ, আপনার সঙ্গে আমরা প্রাসাদ পর্যন্ত যেতে চাই।'

শুভ্রত বলে, 'তোমরা ভাবছে আমি অসুস্থ।'

অগ্নি বলে, 'যুবরাজ, আপনি অত্যিই সুস্থ নন; রাজচিকিৎসকের সাথে আপনার পরামর্শ করা অত্যন্ত দরকার।' ॥

শুভ্রত বলে, 'তোমরা আমাকে অসুস্থ দেখতে চাও।'

অগ্নি ও দীপাবিতা চমকে ওঠে ॥

প্রাসাদের তোরণে এসে শকট অঞ্চলে নেমে যায় অগ্নি ও দীপাবিতা, শুভ্রত শকট চালিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। আমি কি অসুস্থ, তার মনে প্রশ্ন জাগে, অগ্নি ও দীপাবিতা কি আসলেই দেখতে চায় আমি অসুস্থ? আমি কি অসুস্থ নই? সুস্থ? প্রশ্ন করতে করতে শুভ্রত প্রাসাদের ভেতরে ঢোকে, কোনো দিকে তাকায় না। পারমিতাই শুধু জানতো শুভ্রত প্রাসাদে নেই; কিন্তু সে কাউকে জানায় নি, জানালে বিক্রমপল্লীতে ভৈতিকর সাড়া প'ড়ে যেতে পারতো, পারমিতা তা চায় নি, তাই সংবাদ দেয় নি কাউকে; তার বদলে সে ছাদে উঠে তোরণের দিকে তাকিয়ে খেকেছে সারাবেলা। শুভ্রতকে চুক্তে দেখে সে স্বত্ত্ব পায়, কিন্তু একটা ভয় তাকে ভাবী ক'রে রাখে। সে এসে শুভ্রতের কক্ষের দরোজায় পাশে দাঁড়ায়, শুভ্রত তাকে না দেখে কক্ষের ভেতরে ঢোকে।

ভেতরে চুক্তে শুভ্রত হাঁটতে থাকে, একটি বড়ো আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে তার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে; নিজেকে সে চিনতে পারে না।

শুভ্রত প্রতিবিম্বকে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কে?' ॥

প্রতিবিষ্ট কোনো উন্নত দেয় না ।

শুভ্রত আবার জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কে?'

প্রতিবিষ্ট কোনো উন্নত দেয় না ।

শুভ্রত আয়নায় নগদের দেখতে পায় । নগুরা দলবেঁধে প্রণত হয়ে আছে, সে দেখতে পায়; এবং তাদের কষ্ট শনতে পায় ।

নগদের আবেদন প্রতিধ্বনিত হ'তে থাকে : 'প্রভু, তুমি বিধাতার কথা বলো, আমাদের উদ্ধার করো ।'

শুভ্রত হো হো ক'রে হাসে ।

আবার প্রতিধ্বনিত হ'তে থাকে : 'প্রভু, সর্বশক্তিধর বিধাতার কথা বলো; ধ্বংস করো মহাবেশ্যা রাজগৃহকে ।'

শুভ্রত চিৎকার করে, 'আমি তোমাদের বিধাতাকে চিনি না ।

শুভ্রত ঘরের চারদিকে নগদের দেখতে পায়, তারা তাকে ঘিরে ধরেছে; আবার দেখে তারা নেই । আয়নায় একবার তাদের দেখে, তারপর আর দেখতে পায় না; তার বদলে দেখতে পায় নিজেকে, এবং চিনতে পেরে তয় পায় শুভ্রত, শিউরে ওঠে, তার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যেতে চায় । শুভ্রত ব'সে প্রভু; এবং অস্ফুট স্বরে চিৎকার করতে থাকে: আমি কি অসুস্থ? আমি বিক্রমপল্লীর যুবরাজ? শুভ্রত? শুভ্রত, তুমি কি অসুস্থ? তুমি কি মৃচ্ছিত হও? না, আমি মৃচ্ছিত হই না । আমি গগনে গগনে অপূর্ব আলোকে বিহার করি । শুভ্রত, তুমি কেনো অস্ফুট স্বরে কথা বলো? কার সাথে কথা বলো? কার কষ্টস্বর শনতে পাও? কে কথা বলে তোমার আথে? তুমি কি সত্যিই শনতে পাও কারো কষ্টস্বর? নগুরা তোমাকে কার কথা বলে? তুমি কি তাকে চেনো? কে সে, কে বিধাতা? আমি কোনো বিধাতা চিনি না । আমি যুবরাজ? আমি কে? আমি মহারাজা হবো? আমি রাজগৃহ ধ্বংস করবো? কেনো ধ্বংস করবো গুহা, চুকচি, সোনা, বৃষ্টি । আমি শুভ্রত, আমি কী বলছি? আমি সুস্থ নই? আমি সুস্থ থাকতে চাই । আমি অসুস্থ হ'তে চাই না । আমি বিক্রমপল্লীর যুবরাজ, রাজা হবো বিক্রমপল্লীর । আমি আর কিছু হ'তে চাই না । আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি, আমি পাগল হয়ে আছি ।

শুভ্রত জোরে চিৎকার ক'রে ওঠে, 'পারমিতা, পারমিতা ।'

পারমিতা দৌড়ে গিয়ে শুভ্রতকে জড়িয়ে ধ'রে বলে, 'প্রভু, এই আমি ।'

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, 'পারমিতা, আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি?'

পারমিতা শুভ্রতের চোখেমুখে দুঃস্মপ্নের কালো দাগ দেখতে পায় । সে আতঙ্কিত করে উঠতে চায়, কিন্তু বলে, 'না, প্রভু, আপনি পাগল হচ্ছেন না ।'

শুভ্রত বলে, 'পারমিতা, তুমি কি দেবদেবীর পুজো করো?'

পারমিতা বলে, 'করি, প্রভু ।'

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, 'কেনো করো?'

পারমিতা বলে, 'তা আমি জানি না, প্রভু ।'

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, 'দেবদেবীরা কি আছে, না কি নেই?'

পারমিতা বলে, 'তা, আমি আপনার কাছেই শিখতে চাই, প্রভু ।'

ଶ୍ରୀମତୀ ବଲେ, 'ଆଗ୍ନିକୁମାର ବଲେ ଦେବଦେବୀ ନେଇ, ସବଇ ମାନୁଷେର ଭୂଲ କଲନା ।'

ପାରମିତା ବଲେ, 'ଆପନାର କୀ ମନେ ହୟ, ପ୍ରତ୍ୱ ?'

ଶ୍ରୀମତୀ ଅନେକଙ୍କଣ ଧ'ରେ ହାଟାହାଟି କରେ କଞ୍ଚ ଜୁଡ଼େ, ଶୈୟେ ବଲେ, 'ଆମାରଓ ତାଇ ମନେ ହୟ ।'

ପାରମିତା ବଲେ 'ଆପନି ଯା ମନେ କରେନ, ତାଇ ସତ୍ୟ; ତାଇ ଆମି ବିଶ୍ୱାସ କରି ।'

ଶ୍ରୀମତୀ ଫିସଫିସ କ'ରେ କୀ ଯେନୋ ବଲେ, ପାଯାଚାରି କରେ; ପାରମିତା ତାକିଯେ ଧାକେ ତାର ଦିକେ ।

ଶ୍ରୀମତୀ ଜିଜ୍ଞେସ କରେ, 'ଦେବଦେବୀ ନେଇ, ସତ୍ୟ, ପାରମିତା; କିନ୍ତୁ କେଉଁ କି ନେଇ ?'

ପାରମିତା ଜିଜ୍ଞେସ କରେ, 'କାର କଥା ବଲେଛେନ, ପ୍ରତ୍ୱ ?'

ଶ୍ରୀମତୀ ବଲେ, 'କୋଣେ ସ୍ରଷ୍ଟା ନେଇ ?'

ପାରମିତା ବୁଝେ ଉଠିଲେ ପାରେ ନା ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କେ । ସେ ବଲେ, 'ଆମି ଜାନି ନା, ପ୍ରତ୍ୱ, ଆପନି ଯା ବଲବେନ ତାଇ ଆମି ବିଶ୍ୱାସ କରବୋ ।'

ଶ୍ରୀମତୀ ବଲେ, 'ଆମି କିନ୍ତୁ ଜାନିନ୍ଦା, ଜାନେ ଆଗ୍ନିକୁମାର ।'

ପାରମିତା ଜିଜ୍ଞେସ କରେ, 'ଆଗ୍ନିକୁମାର କୀ ଜାନେନ, ପ୍ରତ୍ୱ ?'

ଶ୍ରୀମତୀ ବଲେ, 'ଆଗ୍ନି ବଲେ, କୋଣେ ସ୍ରଷ୍ଟା ନେଇ, ବିଶେର ସ୍ରଷ୍ଟାର ଦରକାର ନେଇ ।'

ପାରମିତା ଜିଜ୍ଞେସ କରେ, 'ଆପନି କୀ ମନେ କରେନ, ପ୍ରତ୍ୱ ?'

ଶ୍ରୀମତୀ ବଲେ, 'ଆମି କିନ୍ତୁ ଜାନିନ୍ଦା, ଆମି କିନ୍ତୁ ଜାନି ନା ।'

ଯୁବରାଜେର ବାର୍ଷିକ ମୃଗ୍ୟାଧ୍ୟାତ୍ରାର ଦ୍ୱାରା ଏସେହେ; ଶ୍ରୀମତୀ ମୃଗ୍ୟାଯ ଚଲଛେ । ପୂର୍ବିଦେର ନେଯାର ବିତି ନେଇ ମୃଗ୍ୟାଯ; ପାରମିତା, ପ୍ରତ୍ୱ, ମେଘକୁଞ୍ଜା, ତରଙ୍ଗିନୀ, ରତ୍ନବତୀ କେଉଁ ଯାଚେ ନା, ତାରା କଥନୋ ମୃଗ୍ୟାଯ ଯାଯ ନି, ଯାତ୍ରୀର କଥାଇ ଉଠେ ନା; ତାରା କଥନୋ ଯେତେ ଚାଯ ନା, ଶ୍ରୀମତୀରେ କଥନୋ ନେଯାର କଥା ମର୍ମେ ପଡ଼େ ନା । ଶୁଦ୍ଧ ଉଦ୍ବେଗେ ଧାକେ ପାରମିତା । ଶ୍ରୀମତୀ ମୃଗ୍ୟାଯ ଯାଯ ପଢ଼ାଶଜନ ଶିକାରୀ ସୈରିକି ଓ ବନ୍ଦୁଦେର ନିଯେ; ସଙ୍ଗେ ଧାକେ ନଗରୀର ଏକଦଳ ବାରାଙ୍ଗନାଓ । ଶ୍ରୀମତୀ ଶିକାରେ ନିପୁଣ, ତମ ମତୋ ତୀରନ୍ଦାଜ ନୟବ୍ରତେର ସେନାବାହିନୀତେ ନେଇ । ଶ୍ରୀମତୀ ଠିକ କରେଛେ ମୃଗ୍ୟାଯ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ପଣାରାଜ୍ୟର ପାର୍ଶ୍ଵବତୀ ଅରଣ୍ୟ; ଛେଲେବେଳା ଥେକେଇ ଯେ-ରାଜ୍ୟେର କଥା ସେ ଥିଲେ ଆମଛେ, ଅଥଚ କଥନୋ ଯାଯ ନି; ଏବଂ କଥନୋ ଯାଯ ନି ଓଇ ମୃଗ୍ୟାଯ ମୁଦ୍ରାରୀଅରଣ୍ୟ । ଶ୍ରୀମତୀ ବନ୍ଦୁଦେର ନିଯେ ଏକଇ ଶକଟେ ଉଠେଛେ । ବନ୍ଦୁରା ସବାଇ-ଆଦିତ୍ୟ, ଅଂଶୁମାନ, ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ବିଭାସ ଚଲଛେ ତାର ସାଥେ, ଶୁଦ୍ଧ ଆଗ୍ନିକୁମାର ଯାଚେ ନା; ଆଗେ ସେ ଯେତୋ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚହତ୍ୟା ଥେକେ ସେ ଦୁ-ବର୍ଷର ଧ'ରେ ବିରତ ରାଖେ ନିଜେକେ, ଆର କଥନୋ ସେ ଆନନ୍ଦେର ଜନ୍ୟେ ପଞ୍ଚହତ୍ୟା କରବେ ନା । ଶିକାରେ ସେ ଶ୍ରୀମତୀର ମତୋଇ ଦକ୍ଷ, ଆଗ୍ନିକୁମାରେର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ ଦେଖେ ଶ୍ରୀମତୀର, ଅନେକ ସମୟ, ମନେ ହେଲେ ଆଗ୍ନିର ବୃଦ୍ଧାକୁଳ ଛିନ୍ନ କ'ରେ ଦିଇ । ଶିକାରେ ଯେତେଇ କ୍ଯେତେ ଦିନ ଲେଗେ ଯାଚେ, ଶ୍ରୀମତୀର ଶକଟେ ଏସେ ସଂଗୀତ ଓ ନାଚ ପରିବେଶନ କରେଛେ ବାରାଙ୍ଗନାକେ ବିଶେଷଭାବେଇ ନିଜେର ଜନ୍ୟେ ମନୋନୀତ କରେଛେ ଶ୍ରୀମତୀ, ତାଦେର କେଉଁ ଛୁଟେ ନା; କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମତୀ ଦେବତାତେ ପେଯେଛେ ଆଦିତ୍ୟର ରୂପ ତାରି ମତୋ ଉଠୁକୁଟ, ତାର ପ୍ରିୟତମ ବାରାଙ୍ଗନା ଲଲିତାର ଦିକେ ସେ କାତରଭାବେ ତାକାଚେ । ମନେ ମନେ ସେ କୌତୁକ ବୋଧ କରଛେ; ଇଚ୍ଛେ କରଲେଇ ସେ ଆଦିତ୍ୟର କାମନା ପୂରଣ କରତେ ପାରେ, କିନ୍ତୁ କରବେ ନା; ସେ ଆଦିତ୍ୟର ମଧୁର ଯତ୍ରଣାଟି

৪৬ শুভ্রত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার

দেখতে চায়। ললিতা রূপসী, তবে শুভ্রতের মনে হয়, সে বারাঙ্গনামাত্; তার জন্যে সে কোনো কাতরতা বোধ করে না, সে একে আদিত্যকে দিতে পারে, কিন্তু দেবে না। আদিত্যের চোখ একটু জু'লে উঠেছে। আদিত্যের জন্যে মায়া হয় শুভ্রতের। আদিত্য তার শ্রেষ্ঠ ভক্ত।

মৃগয়ায় উল্লাসে দু-সঙ্গাহ কাটে শুভ্রত, ও সঙ্গীদের। প্রতিদিন তারা শিকার করে দশ দশটি ক'রে মৃগ, বন্য বৃষ, বরাহ; একটি বাঘও শিকার করে একদিন। ফেরার দু-দিন আগে শুভ্রত ও আদিত্য শিকার করতে করতে অরণ্যের একপাশে ফুল ও পাতায় ঘেরা এক কুটিরপ্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হয়। খুব তৎক্ষণা পেয়েছে শুভ্রতের, তার জল পান খুব দরকার।

শুভ্রত কুটিরের দরোজায় এসে ডাকে, ‘কে আছো, জল দাও।’

একটি তরুণী বেরিয়ে এসে প্রণাম করে শুভ্রতকে। শুভ্রত তরুণীর মুখ দেখে মুঞ্ছ হয়, তার ভেতরে দুধের মতো আলো জু'লে ওঠে; আদিত্য বারবার কেঁপে ওঠে, তার রক্ষে উন্নেজনা ছড়িয়ে পড়ে। শুভ্রত প্রকৃতিক্রিয়ার আদিত্যের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে; তার হাসি দেখে আদিত্য ভয় ~~প্রস্তুত~~

শুভ্রত বলে, ‘আমরা পিপাসার্ত।’

তরুণী একটি ছোটো কুঠ ভ'রে জল নিয়ে আসে, শুভ্রত অঞ্জলি পাতে। তরুণী কুঠ থেকে জল ঢেলে দেয় শুভ্রতের অঞ্জলিক্ষণে।

শুভ্রত এক অঞ্জলি পান ক'রে আবার অঞ্জলি বাড়িয়ে দেয় তরুণীর দিকে, এবং বলে, ‘বড়োই সুমিষ্ট জল।’

তরুণী কয়েকবার জল ঢেলে দেয় শুভ্রতের অঞ্জলিতে। শুভ্রতের পিপাসা মেটে ব'লে মনে হয়; সে আর অঞ্জলি বাড়ায় না, আকায় তরুণীর মুখের দিকে। তরুণী কুঠটি একপাশে রেখে মাথা নত ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। আদিত্যেরও তৎক্ষণা পেয়েছে; সে কামনা করছিলো তরুণী তারও অঞ্জলিতে জুলে ঢেলে দেবে; একবার সে অঞ্জলি পাতার উপক্রমও করেছিলো; তরুণী কুঠটি মাটিক্ষেত্রে দেয়ায় সে দ্রুত অঞ্জলি সরিয়ে নেয়। আদিত্য তরুণীর কাছে জল চাইতে সাহস করে না। আদিত্যের বুক জুলছে তৎক্ষণায়, তবু সে ঠিক করে জল সে খাবে না; কিন্তু তৎক্ষণায় বুক শুকিয়ে এসেছে তার। কুঠ থেকে জল ঢেলে পান করে আদিত্য।

শুভ্রত আদিত্যকে জিজ্ঞেস করে, ‘তোমার তৎক্ষণা মিটেছে, আদিত্য?’

আদিত্য বলে, ‘না, প্রতু।’

শুভ্রত বলে, ‘এমন সুমিষ্ট জলেও তোমার তৎক্ষণা মিটলো না?’

আদিত্য বলে, ‘আমার সুমিষ্ট বোধ হলো না, প্রতু।’

শুভ্রত বলে, ‘একজনের কাছে যা অমৃত অনেক সময় অন্যজনের কাছে তা গরলও মনে হ'তে পারে।’

তরুণী শুভ্রতকে বলে, ‘প্রতু, আপনি ক্লান্ত; ঘরে চুকে বিশ্রাম করুন।’

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, ‘তোমার পিতা কি গৃহে আছেন?’

ତକୁଣୀ ବଲେ, 'ପିତା ପରଲୋକଗତ । ଆମାର କନିଷ୍ଠ ଭାଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ମା, ଆର ଆମି ଏଥାନେ ଥାକି ।'

ଶ୍ରୀବ୍ରତ ବଲେ, 'ତୋମାର ନାମ ଜାନତେ ବଡ଼ୋ ଇଚ୍ଛେ କରାଇ ।'

ତକୁଣୀ ବଲେ, 'ଆମାର ନାମ ଗୀତାଞ୍ଜଳି, ପ୍ରଭୁ ।'

ଶ୍ରୀବ୍ରତ ବଲେ, 'ଆମାର ନାମ ଜାନତେ ତୋମାର ଇଚ୍ଛେ କରେ ନା ?'

ତକୁଣୀ ବଲେ, 'ଶୁଣେଛି ବିକ୍ରମପଣ୍ଡିର ଯୁବରାଜ ଯୁଗଯାଯ ଏସେହେନ ସୁନ୍ଦରୀଅରଣ୍ୟେ । ଆମି ଯୁବରାଜେର ନାମ ଜାନି । ଆମାର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁ, ଆପନିଇ ଯୁବରାଜ ଶ୍ରୀବ୍ରତ ।'

ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଣାମ କରେ ଶ୍ରୀବ୍ରତକେ ।

ଶ୍ରୀବ୍ରତ ବଲେ, 'ତୁମି ଶୁଧୁ ରଂପମୟୀ ନଓ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି, ତୁମି ପ୍ରଜ୍ଞାମୟୀଓ ।'

ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଆବାର ପ୍ରଣାମ କରେ ଶ୍ରୀବ୍ରତକେ ।

ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବଲେ, 'ପ୍ରଭୁ, ଘରେ ଚାକେ ବିଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରନ ।'

ଶ୍ରୀବ୍ରତ ବଲେ, 'ବିଶ୍ୱାସର ସମୟ ହ'ଲେ ଆସବୋ ଗୀତାଞ୍ଜଳି, ଅବଶ୍ୟାଇ ବିଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରବୋ ।'

ଶ୍ରୀବ୍ରତ ଗୀତାଞ୍ଜଳିର ମାଥା ଏକଟି ଛୁଟେ ହାଁଟତେ ଶୁରୁ କରେ ।

ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବଲେ, 'ପ୍ରଭୁ, ତୁମି ଆମ୍ବାର ଏସୋ, ଧନ୍ୟ କୋରୋ ଗୀତାଞ୍ଜଳିକେ ।'

ଏକ ଜ୍ଞାଲାମୟ ଅଭିଜ୍ଞତାର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଯାଇ ଆଦିତ୍ୟ; ତାର ମନେ ହ୍ୟ ସେ ଜୁଲାହେ, ତାର ରଙ୍ଗେ କୁଧା ଦାଉଦାଉ କ'ରେ ଜୁ'ଲେ ଅର୍ବକେ ଛାଇଯେ ପରିଣିତ କରାଇ । ନିଜେକେ ଦମନ କରାର ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେ; ମନେ କୁନ୍ତେ ବଲତେ ଥାକେ—ଗୃହେ ଆମାର ରଂପସୀ ଶ୍ରୀରା ରଯେଛେ, ତାଦେର ଦେହେର ଶ୍ଵାସ ଆମି ଶ୍ରୀରା ରାତେର ପର ରାତ, ଏମନକି ଦିବସେବ ଦେହ ତାଦେର କୋମଳ ମୟୁର, ତାଦେର ତୁକ ଏଥନୋ କର୍ମଶ ହ୍ୟ ନି, ତାଦେର ମୁଖମୁଲ୍ବା ବିକୃତ ନଯ, ତବୁ କେନୋ ଏ-ତକୁଣୀ ଆମାକେ ନାଡ଼ା ଦିଲ୍ଲାଭ କେନୋ ଜୁ'ଲେ ଉଠିଲାମ ଆମି? କେନୋ ଲୁକ ହଲୋ ଆମାର ମାଂସ? ପ୍ରଭୁର ଭାଲୋ ଲେଗେଛେ ତକୁଣୀକେ, ପ୍ରଭୁର ନାରୀର ଜନ୍ୟ ଆମାର ଲୋଭ ଅପରାଧ; ତବୁ କେନୋ ଆମି ବିଚଲିତ ତକୁଣୀ ଆମାକେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଇ । ସେ ଆମାକେ ଏକ ଅଞ୍ଜଳି ଜଳ ଢେଲେ ଦେଇନି । ସେହିତେ ପ୍ରଭୁର ଜନ୍ୟ ଜଳ ଢେଲେଛେ, ସେ-ହାତେ କି ଏକବାରଓ ଆମାର ଅଞ୍ଜଳିତେ ଜଳ ଢେଲେ ପାରନ୍ତେ ନା? ଜଳ ଆମାର ବିଷାକ୍ତ ଲେଗେଛେ, ସେ ଏକା ଅଞ୍ଜଳି ଜଳ ଢେଲେ ଦିଲେ ଆମାର କାହେବେ ସୁମିଷ୍ଟ ଲାଗନ୍ତେ ଓଇ ଜଳ ।

ଶ୍ରୀବ୍ରତ ଆଦିତ୍ୟକେ ଜିଜ୍ଞେସ କରେ, 'ଆଦିତ୍ୟ, ତୋମାର ମନ କି ଅଶାନ୍ତ ?'

ଆଦିତ୍ୟ ଶିଉରେ ଉଠେ ବଲେ, 'ନା, ପ୍ରଭୁ, ଆମାର ଚିନ୍ତ ଶାନ୍ତ ।'

ଶ୍ରୀବ୍ରତ ବଲେ, 'ତୋମାର ମୁଖେ ଆମି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଦାଗ ଦେଖାଇ ପାଇଁ ।'

ଆଦିତ୍ୟ ବଲେ, 'ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ କୁନ୍ତେ କୁନ୍ତେ କରିବାକୁ ।'

ଶ୍ରୀବ୍ରତ ବଲେ, 'ଲଲିତାକୁ ତୋମାକେ ଦିଲାମ ।'

ଆଦିତ୍ୟ ଶ୍ରୀବ୍ରତର ପା ଜଡ଼ିଯେ ଧ'ରେ ବଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆମାକେ କ୍ଷମା କରନ, ଆମାର ଅପରାଧେର ଶେଷ ନେଇ ।'

ଶ୍ରୀବ୍ରତ ବଲେ, 'ଆମି ଜାନି ତୁମି ଆମାର ପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତ, ଆଦିତ୍ୟ ।'

আদিত্য বলে, ‘চিরকাল পায়ে রাখবেন, প্রভু। চিরকাল আমি আপনার পায়ে
থাকতে চাই।’

সক্ষায় যখন প্রমোদশিবিরে উৎসব চলছে শুভ্রত একটি ঘোষণা দেয়; হঠাৎই
তার মনে আসে ঘোষণাটি, এবং সে জানিয়ে দেয় যে মৃগয়ার কাল শেষ হয়েছে,
আগামী ভোরে সুন্দরীঅরণ্য ছেড়ে যাবে, যাত্রা করবে বিক্রমপট্টী। সঙ্গীরা বিস্মিত হয়।
আরো এক সন্তান মৃগয়ায়াপনের কথা ছিলো, অনেক শিকারের স্বপ্নে তাদের রক্ত
বিভোর হয়ে আছে; তারা ভুলে গেছে নগরের কথা, নগরে না ফিরলেও কোনো ক্ষতি
নেই। তবে কেনো যুবরাজ হঠাতে উদ্ধৃত হয়ে উঠলেন নগরে ফেরার জন্য? শুভ্রত
ঘোষণা করেছে, ফিরে যেতেই হবে; ফেরার কথায় তারা উল্লাস প্রকাশ করতে থাকে।

অংশমান বলে, ‘বনে বাস ক’রে বন্যপ্রাণী হয়ে যাচ্ছিলাম, প্রভু।’

বিভাস বলে, ‘আমাদের মনের বাসনা আমাদের অজ্ঞাতেই জানতে পেরেছেন,
প্রভু।’

জিতেন্দ্রিয় বলে, ‘পত্নীদের মুখ দেখার জন্যে চিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠছিলো, প্রভু।’
শিগগিরই তাদের চাদমুখ দেখতে পাবে। তার মনে হয় সে ফিরতে চায়
না।

শুভ্রত উৎসব ছেড়ে নিজের শিবিরে প্রায়ে ঢোকে। শুভ্রতের মনে প্রশ্ন জাগে :
সত্যিই আমি আগামী কাল বিক্রমপট্টীতে কিন্তে চাই? তার মনে হয় সে ফিরতে চায়
না। আমি ফেরার কথা কেনো ঘোষণা করলাম, নিজের সাথে কথা বলে শুভ্রত, আমার
ভেতরে কি কোনো অস্বস্তি জন্মেছে? স্ত্রীদের মনে পড়েছে আমার? না, মনে পড়ে নি;
পারমিতাকেও মনে পড়ে নি; নারীর অস্ত্রালঘুমি বোধ করি নি। তাহলে কেনো আমি
ফেরার কথা ঘোষণা করলাম? আমি কি অর্থন্যের আকাশছোয়া গাছ দেখে সুখ পাচ্ছি
না? আমি কি সুখী হচ্ছি না সবুজের ছায়ায়? আর ওই সুস্মাদু মাংসের পশ্চলো? তাদের
শিকারের উদ্দেশ্যনা কি আমাকে আনন্দ দিচ্ছে না? শুভ্রত শয্যায় ব’সে বিশ্রাম নিতে
চায়।

এমন সময় আদিত্য চুকে শুভ্রতের পায়ে প্রণত হয়।

আদিত্য তার পায়ে মাথা রেখে বলে, ‘প্রভু, আমাকে ক্ষমা করুন।’

শুভ্রত বলে, ‘তুমি কেনো অপরাধ করো নি, আদিত্য।’

আদিত্য বলে, ‘যাওয়ার আগে একবার গীতাঞ্জলিকে দেখে যাবেন না, প্রভু?’

শুভ্রত বলে, ‘তাহলে কি সুখী হবে?’

আদিত্য বলে, ‘ক্ষুদ্রদের জন্যে জগতে কোনো সুখ নেই, প্রভু।’

শুভ্রত আদিত্যকে নিয়ে শিবির থেকে বেরিয়ে পড়ে। একটি কিশোর শিবিরের
দিকে আসছিলো; সে এসে শুভ্রতের পায়ে প্রণত হয়।

কিশোরটি বলে, ‘প্রভু, আমি জ্যোতির্ময়; গীতাঞ্জলির অনুসন্ধি।

শুভ্রত বলে, ‘তোমার মুখ দেখে মুক্ষ হলাম।’

জ্যোতির্ময় বলে, ‘আপনাকে প্রণাম করতে যাচ্ছিলাম, প্রভু।’

শুভ্রত বলে, ‘আমরা তোমাদের কুটিরে যাচ্ছি, জ্যোতির্ময়।’

জ্যোতির্ময় বলে, ‘আমাদের সৌভাগ্য, প্রভু।’

କୁଟିରପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ଏସେ ଶୁଭ୍ରତ ଦେଖେ ଏକଟି ବିଶାଳ ଚାନ୍ଦେର ନିଚେ ଗୀତାଞ୍ଜଲି ଦାଁଡ଼ିଯେ ଆଛେ । ଚାନ୍ଦେର କଥା ଏତୋକ୍ଷଣ ମନେ ପଡ଼େ ନି ଶୁଭ୍ରତେର, ଗୀତାଞ୍ଜଲିକେ ଦେଖେଇ ସେ ଆକାଶେ ଚାନ୍ଦ ଓ ଅରଣ୍ୟ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦେଖିତେ ପାଯ ।

ଶୁଭ୍ରତକେ ପ୍ରଣାମ କ'ରେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବଲେ, 'ଆମାର ଏତୋ ସୌଭାଗ୍ୟ ହବେ କଥନୋ ଆଶା କରି ନି, ପ୍ରଭୁ ।'

ଉତ୍ସର୍ଗ ଗୀତାଙ୍ଗଲିର ସାଥେ କୁଟିରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସାଥେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଆଦିତ୍ୟଓ ।
ଗୀତାଙ୍ଗଲିର ମା ଏସେ ପ୍ରଣାମ କରେ ଉତ୍ସର୍ଗକେ ।

‘গীতাঞ্জলির মা বলে, ‘যুবরাজ, আমাদের সৌভাগ্যের শেষ নেই, কোনো দিন ভাবি
নি যুবরাজের পা পড়বে আমাদের কৃটিরে।’

শুভ্রত বলে, ‘এ-কুটিরে এসে আমি যে সুখ পাই, তা কোথাও পাই না।’

গীতাঞ্জলি শুভ্রতকে কুটিরের ভেতরের কক্ষে নিয়ে যাওয়া, অরণ্যের নিবিড়তম
খণ্ডের মতো ঘনোরম ওই কক্ষ; এবং কারুকার্যস্থচিত একটি আসন পেতে আবার প্রণাম
করে শুভ্রতকে। শুভ্রত তার দুটি হৃত বাখে গীতাঞ্জলির মাথায়। গীতাঞ্জলি অরণ্যের
ঝ'রে পড়া নামহীন ফুলের মতো প'ঢ়ে থাকে শুভ্রতের পদতলে। পাশের কক্ষ থেকে
আদিত্য দেখে গীতাঞ্জলি আসন পাতঙ্গে প্রণাম করছে শুভ্রতকে, শুভ্রত তার দুটি
হাত দিয়ে ছুঁচে গীতাঞ্জলির মাথা, প্রণাম থেকে উঠে গীতাঞ্জলি তাকাচ্ছে শুভ্রতের
দিকে যেনো উৎসর্গ করে দিচ্ছে নিজেকে। আদিত্য কেঁপে ওঠে, তার রক্ষের ভেতরে
প্রচও ভূমিকম্প হয়, তবু সে অটেল থেকে ওই দিকে তাকিয়ে থাকে। এমন সুন্দর দৃশ্য
সে আগে দেখে নি, এমন বিশাঙ্ক দশ সে আগে দেখে নি।

ପୀତାଙ୍ଗଲିର ମା କୁପୋର ପାତ୍ରେ ସଗନ୍ଧି ତେଲ ନିଯେ ଆସେ ।

সে বলে, 'যুবরাজ, আপনাকে বন্ধন করার মতো কিছু নেই আমাদের।'

ଶୁଭସ୍ତୁତ ବଳେ, ‘ଯେଭାବେ ବୁଦ୍ଧ ହେଲିଛି ତାର ଥେକେ ପରିଷତ୍ତକର ଆବ କିଛ ନେଇଁ ।’

গীতাঞ্জলির মা বলে, ‘সংগৰ্হী তেল যেখে রাজাকে বরণ করতে হয় যবন

গীতাঞ্জলি বলে, ‘প্রভু, করতলে সুপ্রস্তুতি তেল মধ্যে বরণ করতে চাই।’
গীতাঞ্জলি শুভ্রতের করতলে সুপ্রস্তুতি তেল মধ্যে; কোমল মসৃণ রেশমি তার ছোয়া,
শুভ্রত সুগঙ্গী তেল আর গীতাঞ্জলির ছোয়ার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। বিস্মিত
হয় শুভ্রত, সে কাম বোধ করছে না, যদিও নারীমাত্রই তার ভেতরে কাম জাগায়; তার
এক অপূর্ব অনুভূতি হচ্ছে, যা সে বুঝতে পারছে না। আদিত্য দূর থেকে দেখে, তার
পায়ের নিচের মাটি স'রে যেতে চায়, মুখমণ্ডল শক্ত হয়ে ওঠে, নিশাস বক্ষ হয়ে আসে।
গীতাঞ্জলি নিবিড় কোমল আঙুলের ছোয়ায় ধীরে ধীরে তেল মধ্যে শুভ্রতের করতলে,
যেনো গীতাঞ্জলি অনুভব করছে তার করতলের প্রতিটি রেখা, খাদ, শিখর। করতলে
তেল মাখা হয়ে গেলে গীতাঞ্জলি তেল মাখে শুভ্রতের পদতলে, তার পদতলের
প্রতিটি রেখা অনুভব করে গীতাঞ্জলি; শুভ্রত তেল আর স্পর্শের মধ্যে পার্থক্য করতে
পারে না।

ଶ୍ରୀତାଙ୍ଗଲି ବଲେ ‘ପଦ ଆମି ଧନ୍ତା ହଲାମ ।’

ଶୁଦ୍ଧବ୍ୟାକ ବଲେ, 'ଆମି ସଖୀ ହଲାମ ।'

গীতাঞ্জলি বলে, 'আমার সব দুঃখ কাটলো, প্রভু।'

শুভ্রত জানতে চায়, 'তোমার কিসের দুঃখ?'

গীতাঞ্জলি বলে, 'জানি না, প্রভু।'

আদিত্য দূর থেকে দেখে শুভ্রত হাত রাখছে গীতাঞ্জলির মাথায়; সে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে থাকে, ছাইয়ের ভেতর থেকে আবার দেখা দিতে থাকে, আবার ছাই হয়ে যেতে থাকে।

গীতাঞ্জলি বলে, 'অন্ন গ্রহণ ক'রে আমাদের ধন্য করুন, প্রভু।'

শুভ্রত বলে, 'আমি সক্ষ্যার ভোজ সম্পন্ন করেছি।'

গীতাঞ্জলি বলে, 'অন্তত একপাত্র দুর্ঘট গ্রহণ করুন, প্রভু।'

শুভ্রত বলে, 'দাও।'

গীতাঞ্জলি ভেতরে গিয়ে ঘন সরে ঢাকা একপাত্র দুধ নিয়ে আসে।

গীতাঞ্জলি বলে, 'জ্যোতির্ময়ের গাতীর দুধ অত্যন্ত মধুর, প্রভু।'

শুভ্রত বলে, 'জ্যোতির্ময়ের সব কিছুই মধুর, আমি তার মুখ দেখেই অনুভব করেছি।'

গীতাঞ্জলি শুভ্রতের মুখে তুলে ধূম-ধূধের পাত্র।

গীতাঞ্জলি বলে, 'জ্যোতির্ময়ের প্রিয় শুখ ছাড়া মা ও আমার আর কিছু নেই, প্রভু।'

শুভ্রত বলে, 'আমি আছি।'

গীতাঞ্জলি নত হয়ে চুমো খায় শুভ্রতের পায়ে।

আদিত্য দেখতে পায় গীতাঞ্জলি চুমো খাচ্ছে শুভ্রতের পদতলে; তার শ্রীবা থেকে কাপড় স'রে গেছে, জ্যোৎস্নায় বনের মাঝে বলমল করছে তার শ্রীবা আর শ্রীবার নিম্নভাগ। আদিত্য শুকনো পাতার মঙ্গে পুড়তে থাকে।

শুভ্রত বলে, 'আমার যাওয়ার সময় ছিলো।'

শুভ্রত উঠে দাঁড়ায়। শুভ্রত পা ধারিয়ে হঠাৎ থেমে যায়, সে ফিসফিস শব্দে কী যেনো বলতে থাকে, গীতাঞ্জলি তার মুখের দিকে তাকিয়ে মুক্ষ হয়; শুভ্রত এলিয়ে পড়ে। গীতাঞ্জলি তাকে জড়িয়ে ধরে অস্ফুট স্বরে ডাকতে থাকে, 'প্রভু, প্রভু।' শুভ্রত সাড়া দেয় না। গীতাঞ্জলির মনে হয় শুভ্রতের শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসছে; সে ঘষতে থাকে শুভ্রতের করতল, আর পদতল; কোলে শুভ্রতের মুখ দেখে তার মনে হয় সে কোনো চিরঘুমস্ত দেবতাকে কোলে নিয়ে বসে আছে, দেবতা সাড়া দিচ্ছে না।

গীতাঞ্জলি শুভ্রতের ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে চুমো খায়, নিজের সম্পূর্ণ নিখাস প্রবাহিত করে দেয় শুভ্রতের ভেতরে। জ্ঞান ফিরে পেয়ে নিজেকে গীতাঞ্জলির কোলে দেখে উঠে বসে শুভ্রত; গীতাঞ্জলি মাথা নিচু ক'রে থাকে।

শুভ্রত বলে, 'শুভ আলোকে গগনে গগনে বিহার করছিলাম।'

গীতাঞ্জলি চমকে উঠে স্থিরভাবে তাকায় শুভ্রতের দিকে।

শুভ্রত বলে, 'যাই, গীতাঞ্জলি।'

গীতাঞ্জলি বলে, 'আমি অপেক্ষা ক'রে থাকবো, প্রভু।'

শুভ্রত বেরিয়ে যায়, আদিত্যের কথা তার মনে পড়ে না, শিবিরের দিকে হাঁটতে থাকে। এককোণে দাঁড়িয়ে ছিলো আদিত্য, শুভ্রতের সাথে সেও বেরোতে চেয়েছিলো, পারে নি; বারবার সামনের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে পা থেমে গেছে, জাড়িয়ে গেছে মাটির সাথে। গীতাঞ্জলি খেয়াল করে নি তাকে। সে শুভ্রতের চ'লে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে আছে, যেনো বনের গাছপালার ভেতর দিয়ে শুভ্রতের হেঁটে যাওয়া দেখতে পাচ্ছে, এবং দেখতে পাচ্ছে না আর কিছু। সে দেখতে পাচ্ছে না কিছুই, চোখ বন্ধ ক'রে একরাশ জ্যোৎস্না দেখছে, জ্যোৎস্নায় দেখছে শুভ্রতকে, এবং শুভ্রত তার চোখে জ্যোৎস্না হয়ে যাচ্ছে। আদিত্য পা বাড়াতে চাচ্ছে, বেরোতে চাচ্ছে, কিন্তু দরোজায় দাঁড়িয়ে আছে গীতাঞ্জলি; আদিত্যের মনে হচ্ছে গীতাঞ্জলি সারারাত দাঁড়িয়ে থাকবে দরোজায়, এবং সে বেরোতে পারবে না। সে সুখ পাচ্ছে, সে দেখতে পাচ্ছে গীতাঞ্জলিকে; গীতাঞ্জলি বাহুর ওপর জ্যোৎস্না পড়েছে, সে-বাহু দেখছে আদিত্য, গ্রীবা দেখছে, গ্রীবার নিচের জ্যোৎস্নালোকিত বনভূমি দেখছে। কিন্তু তার মনে হয় এতো সৌন্দর্য সে সহ্য করতে পারবে না, তাকে বেরোতে হবে।

আদিত্য দরোজার কাছে এসে, খালেক, 'গীতাঞ্জলি !'

গীতাঞ্জলি চমকে ওঠে, 'আপনি আপনি কে ?'

আদিত্য বলে, 'আমি প্রভু যুবরাজের ভক্ত—আদিত্য।'

গীতাঞ্জলি বলে, 'আপনি কী করছেন এখানে ?'

আদিত্য বলে, 'প্রভুর সাথে তেমন্তেদের গৃহে এসেছিলাম।'

গীতাঞ্জলি বলে, 'প্রভু চ'লে গেছেন, আপনি কেনে যান নি ?'

আদিত্য বলে, 'একই সাথে অমৃত ও গরল পান ক'রে আমি বিমৃত, তাই প্রভুর সাথে যেতে পারি নি।'

গীতাঞ্জলি বলে, 'অপরাধ করেছেন আপনি !'

আদিত্য বলে, 'ক্ষুদ্ররা সব সময়ই অপরাধী, গীতাঞ্জলি, আমি ক্ষুদ্র।'

গীতাঞ্জলি বলে, 'ক্ষুদ্র হ'লেই ক্ষেত্র অপরাধী হয় না, অপরাধীরাই ক্ষুদ্র হয়।'

আপনি চ'লে যান, প্রভুর ভক্ত হ'লে আপনি অবিলম্বে যান।'

আদিত্য বলে, 'আমি আজ যে-রূপ দেখেছি, তা দেখার বাসনা থেকে আমি মুক্তি পাই নি। তাই প্রভুর সাথে যেতে পারি নি।'

গীতাঞ্জলি বলে, 'প্রভুর জন্যে আমার ভয় হচ্ছে।'

আদিত্য জিজেস করে, 'কেনো, গীতাঞ্জলি ?'

গীতাঞ্জলি বলে, 'না, না, আপনি যান।'

আদিত্য গীতাঞ্জলির মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'একবার এ-মুখ চোখ ভ'রে দেখে নিই।'

গীতাঞ্জলি আঁচলে মুখ ঢেকে পথ ছেড়ে দেয়।

আদিত্য বেরিয়ে যায়; একবার ফিরে তাকিয়ে কিছু দেখতে পায় না। আমি কি ভোরেই সৌন্দর্যের পরিপার্শ থেকে, আদিত্য ভাবতে থাকে, বেরিয়ে যাবো? আর দেখতে পাবো না এ-সৌন্দর্য? না, আমি যাবো না; আমার মন যেতে চায় না। পর

৫২ শুভ্রত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার

মুহূর্তেই মনে হয় তাকে যেতেই হবে, প্রভুর সে অনুগত, প্রভুর পদতলে ছাড়া সে বাঁচবে না; গীতাঞ্জলির সৌন্দর্য যতোই তাকে বিমুক্ত করুক, তাকে যেতে হবে। সে পথ হারিয়ে ফেলে, শিবির কোন দিকে বুঝতে পারে না; বেশ দূর যাওয়ার পর বুঝতে পারে সে শিবির থেকে দূরে চলে এসেছে। নিজেকে ক্লান্ত মনে হয় আদিত্যের, সে আর হাঁটতে পারবে না; সে বুঝতে পারছে না শিবির কোন দিকে। একরাশ সবুজ ঘাসের ওপর ব'সে পড়ে আদিত্য। অনেকক্ষণ ব'সে থাকে।

হঠাৎ আদিত্য কেন্দে উঠে, 'আমি অপরাধী, আমি অপরাধী।'

আদিত্যের মনে হয় শিবিরে সে আর ফিরে যেতে পারবে না, দাঁড়াতে পারবে না শুভ্রতের সামনে। চারপাশের জ্যোৎস্না তার চোখে অঙ্ককার হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু অঙ্ককারের মধ্যে সে একটি মুখ দেখতে পায়, গ্রীবা দেখতে পায়, গ্রীবার নিচে অরণ্য দেখতে পায়; এবং দেখতে পায় ওই মুখ ওষ্ঠ দিয়ে স্পর্শ করছে শুভ্রতের ওষ্ঠ। সে শক্ত হয়ে উঠে।

সে শুনতে পায় কারা যেনো ডাকছে, 'আদিত্য, আদিত্য।'

বনের গাছপালার ভেতর দিয়ে তাৰ নাম বাজের মতো উড়ে আসছে। নিজের নাম শুনতে তার ঘেন্না লাগে, সে উঠে দাঁড়ায় এবং বুঝতে পারে বন্ধুরা বুজছে তাকে, ডাকছে তার নাম ধ'রে।

আদিত্য চিংকার ক'রে বলে, 'আমি এখানে।'

বন্ধুরা তার উত্তর শুনতে পায় না।

সে শিবিরের দিকে হাঁটতে থাকে; শিবিরে গিয়েই দেখে শুভ্রত দাঁড়িয়ে আছে। আদিত্য শুভ্রতের পায়ে মুর্ছিত হয়ে পড়ে কোনো কথা বলে না।

মৃগয়া থেকে ফেরার পথে শুভ্রত প্রক্রিয়া ওষ্ঠে তার শকটে, সবাইকে নিষেধ করে তার শকটে উঠতে। শকটে সে একা থাক্কুন্ত চায়। তার বন্ধুরা কোনো কথা বলতে সাহস করে না, আদিত্য ভয় পেয়ে যায়, ক্ষেত্রে প্রণাম করে অন্য শকটে গিয়ে ওষ্ঠে; শুধু ললিতা উঠতে চায় তার শকটে, শুভ্রত তাকেও নিষেধ করে; তাকে বলে আদিত্যের শকটে উঠতে, আদিত্যকে বিনোদিত কর্মকৃত। ললিতা দুঃখ পায়, এবং যে-শকটে আদিত্য নেই, সেটিতে গিয়ে ওষ্ঠে। ললিতা সঙ্গীনীদের জানায় যে প্রভুই যেহেতু প্রমোদে আগ্রহী নয়, তাদেরও বিরত থাকা উচিত প্রমোদ থেকে। তার কথা শনে সঙ্গীনীরা মুখের হয়ে ওষ্ঠে পরিহাসে।

মাধুরীলতা বলে, 'যে শুধু যুবরাজের সংযোগ চায়, সে যুবরাজ নিয়েই থাকুক; আমি যুবরাজ বুঝি না, পুরুষ বুঝি।'

খিলখিল ক'রে হাসে মাধুরীলতা; তার সাথে অন্যরাও যোগ দেয়।

কদম্পালী বলে, পুরুষই আমার কাছে রাজা, ভিখিরি ই'লেও তার দেহ আমি ভক্তি করি, যদি কোমে মুদ্রা থাকে।'

খিলখিল ক'রে ওষ্ঠে সবাই।

তিলোক্য বলে, 'যুবরাজের জন্যে ললিতা না আবার পাগল হয়ে যায়, ওকে সবাই ধ'রে রাখিস।'

বিলখিল কৱে তাৰা হাসে ।

ওভৰত শকটে একলা । একলা তাৰ ভালো লাগে । সে চোখ বুজে প'ড়ে থাকে, তাৰ চোখেৰ ওপৰ ধৰধৰে শৰ্প আলো জমাট বেঁধে আছে ব'লে তাৰ মনে হয়, এবং কখনো দেখতে পায় গীতাঞ্জলিৰ মুখ কখনো পারমিতাৰ কখনো নগুদেৱ, নগুদেৱই সে বেশি দেখতে পায় । সে দেখে নগুৱা তোৱণ জুড়ে দিনেৰ পৱ দিন দাঁড়িয়ে আছে । নগুদেৱ দেখাৰ সময় সে কেপে কেপে ওঠে, ল্লুট শৰে কথা বলতে থাকে ।

নগুৱা বলে, ‘প্ৰভু, তুমি আমাদেৱ উদ্ধাৱ কৱো, আমৱা কতোকাল অপেক্ষা ক'ৱে ধাকবো?’

ওভৰত বলে, ‘আমি উদ্ধাৱ কৱতে জানি না ।’

নগুৱা বলে, ‘বিধাতা তোমাকে ডাকছে ।’

ওভৰত বলে, ‘না, কেউ আমাকে ডাকে নি; আমি কোনো ডাক শুনি নি ।’

নগুৱা বলে, ‘প্ৰভু বিধাতা তোমাকে ডাকছে, তুমি শোনো, তুমি মন দাও; তুমি শৰ্প প্ৰমোদে মগ্ন থেকো না ।’

ওভৰত বলে, ‘আমি তাঁৰ ডাক শুনতে চাই, তাঁৰ ডাক শুনতে চাই ।’

নগুৱা বলে, ‘তুমি বিধাতাৰ মনেন্মত, তুমি তাঁৰ নাম বলো ।’

ওভৰত বলে, ‘আমি তাঁৰ নাম জানি না ।’

নগুৱা বলে, ‘বিধাতা তিনি, তাঁৰ [অসংখ্য] নাম; তিনি সৰ্বশক্তিধৰ, তুমি তাঁৰ নাম বলো ।’

নগুৱা সৱে যায়, ওভৰত শূন্যতা দেখতে পায় । শূন্যতাৰ মধ্যে, ওভৰতেৰ মনে হয়, কে যেনো তাকে বলে, আমাৰ নাম বলো ।’

শকট এগোতে থাকে; তাৰ আপোৱ ও পেছনেৰ শকট থেকে নাচ আৱ গানেৱ শব্দ ছড়িয়ে পড়তে থাকে পথেৰ দু-পাশে, ওভৰত ওই শব্দ শুনতে পায় না, তাৰ শকটে মহাস্তৰ্কতা নেমেছে, ওভৰতেৰ মনে হচ্ছে এতো স্তৰ্কতা সে আগে কখনো অনুভব কৱে নি ।

তাৰ মনে সে শুনতে পাচ্ছে কে যেনো বলছে, ‘আমাৰ নাম বলো ।’

আবাৰ তাৰ মনে হয় সে কিছু শুনতে পায় নি । সে হো হো কৱে হেসে ওঠে; এবং গষ্ঠীৰভাৱে চুপ কৱে থাকে অনেকক্ষণ ।

আবাৰ মনে হয় যেনো সে শুনছে, ‘আমাৰ নাম বলো ।’

ওভৰত হো হো কৱে হাসে, বলে ‘ওভৰত, তুমি পাগল হয়ে যাচ্ছো ।’

সে তাৰ কৱতলেৰ দিকে তাকিয়ে কী যেনো খুজতে থাকে ।

ওভৰত চিৎকাৱ কৱে ওঠে, না, না, আমি পাগল হৰো না ।’

ওভৰত উঠে দাঁড়ায়, আবাৰ বসে, তাকাতে থাকে চাৱদিকে, আবাৰ উঠে শিথিল পায়ে হাঁটে শকটেৰ ভেতৱে; শেষে হাহাকাৱ কৱতে থাকে, কে তুমি কথা বলছো? সত্যিই কি কেউ কথা বলছো? সত্যিই আমি কাৱো কথা শুনছি? এতো স্তৰ্কতাৰ ভাৱ কেনো? কে তুমি স্তৰ্কতা দিয়ে পীড়ন কৱছো? পীড়ন কৱছো শব্দ দিয়ে? তোমাকে চিনি না, যুবরাজ আমি, ওভৰত, মৃগয়া থেকে বিক্ৰমপল্লী নগৱে ফিৱছি আমাৰ গৃহে, আমাৰ

পিতা আছেন মাতা, পঞ্জীয়া, পারমিতা। গীতাঞ্জলি অরণ্যে, কে তুমি কথা বলছো? আমি কি সত্ত্বাই কারো কথা শনছি, না কি এ আমার বিভাসি? তোমার কথা কেনো আমি বুঝতে পারি না? আমি রাজা হবো, আমি পিতার প্রিয় পুত্র, যুবরাজ, কারো নাম বলতে চাই না, কে তুমি নাম বলতে বলো?' শুভ্রত মৃহিত হয়ে পড়ে, কিন্তু ফিসফিস ক'রে কথা বলতে থাকে, তার কথা বোঝা যায় না। শকট এগিয়ে চলছে, সামনের ওপেছনের শকটে চলছে মন্ত নাচগান; এ-শকটের শূন্যতার মধ্যে ধ্রুব ব'কে চলছে শুভ্রত।

ললিতা তার শকট থেকে নেমে এসে ওঠে শুভ্রতের শকটে, কেউ তাকে দেখতে পায় না। তার শকটের সবাই মাতাল মদে ও নৃত্যগীতে।

ললিতা বলে, 'যুবরাজ, আমি চ'লে এলাম।'

ফিসফিস ক'রে কথা বলছে শুভ্রত, শুনে ললিতা ভয় পায়। শুভ্রতের আলিঙ্গন ও ওঠের সাথে সে পরিচিত, কখনো সে ভাবতে পারে নি যুবরাজ এমন উন্নাদের মতো কথা ব'লে চলতে পারে। সে শিউরে ওঠে।

ললিতা বলে, 'যুবরাজ, আমি ললিতা আপনি কি আমাকে কিছু বলছেন?'

শুভ্রত তার কথার কোনো উত্তর নেই মা; তখন ঘোরের মধ্যে শুভ্রতের দেখা হয়েছে নগদের সাথে; সে বলে, 'বিধাতাকে আমি চিনি না, তোমরা যাও।'

আবার ভয় পায় ললিতা, সে কোনো কথা বলতে পারে না; থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে। তার ইচ্ছে হয় লাফিয়ে প'ড়ে নিজের শকটে ফিরে যেতে, কিন্তু সে ফিরতে পারে না; শুভ্রতের দিকে চেয়ে থাকে।

ঘোরের মধ্যে নগরা শুভ্রতকে বলে অঙ্গু, মহাবেশ্যা রাজগৃহকে ধ্বংস করো, বিধাতার নাম বলো।'

শুভ্রত বলে, 'রাজগৃহ মহাবেশ্যা, তুমি আমি তাকে ধ্বংস করবো, শুধু ওই নগর নয়, নগরের পর নগর ধ্বংস করবো, সব কিছু ধ্বংস করবো।'

ললিতা ভয় পায়, বলে, 'আমি ও বেঞ্জু প্রভু।'

শুভ্রত ম্লুট শব্দ ক'রে চলে। লম্বিতর মনে হয় অসুস্থ হয়ে পড়েছে শুভ্রত; চিৎকার ক'রে শকট থামিয়ে সকলকে সে ডাকতে চায়, কিন্তু সে শকট থামানোর কোনো উদ্যোগ নেয় না। সে শুভ্রতের দিকে স্থির দৃষ্টিতে আকিয়ে থাকে, শুভ্রতের ম্লুট শব্দগুলো বোঝার চেষ্টা করে; কিছুই বুঝতে পারে না। শুভ্রতকে সে বাতাস করতে থাকে, তার মুখে জল ছড়িয়ে দিতে থাকে। শুভ্রত অনেকক্ষণ পর চোখ মেলে তাকায়।

ললিতা বলে, 'যুবরাজ, এখন ভালো আছেন?'

শুভ্রত বলে, 'সব সময়ই আমি ভালো ছিলাম।'

ললিতা বলে, 'যুবরাজ, আপনি ম্লুট স্বরে কথা বলছিলাম।'

শুভ্রত বলে, 'না, আমি ম্লুট কথা বলছিলাম না।'

ললিতা বলে, 'আপনি সব কিছু ধ্বংস করার কথা বলছিলাম। মহাবেশ্যা রাজগৃহকে ধ্বংস করার কথা বলছিলাম।'

ଶୁଭ୍ରତ ବଲେ, ‘ତୁମି ଉନ୍ନାଦ, ବେଶ୍ୟା ।’

ଲଲିତା ବଲେ, ‘ଯୁବରାଜ, ଆମି ସାମାନ୍ୟ ବେଶ୍ୟା, ଆମି ଉନ୍ନାଦ ନହିଁ ।’

ଶୁଭସ୍ତୁତ ବଲେ, ‘ତୁଁ ରାଜଗହେର ସହୋଦରା, ତୋମାକେ ଧ୍ୱଂସ କରବୋ ।’

ললিতা শুভ্রতের পায়ে পড়ে আবেদন করে, ‘আমাকে ধ্বংস করবেন না, প্রভু; আমি ক্ষমা চাই।’

শুভ্রত দু-হাতে শক্তভাবে ললিতার গলা চেপে ধরে; ললিতা চিৎকার করতে চায়, কোনো শব্দ হয় না।

তত্ত্বত বলে, 'রাজগৃহ মহাবেশ্যা, তাকে আমি ধ্রংস করবো।'

ଶ୍ରୀମତେବେର ମୁଠୋ ଶିଥିଲ ହୟେ ଆସେ । ତାର ହାତ ଥେକେ ଖ'ସେ ପଡ଼େ ଲାଲିତା—ମୃତ ।

ମୁଗ୍ଯା ଥେକେ ଫେରାର ପର ଶ୍ଵରତେର ନିଜେରଇ ସନ୍ଦେହ ଦେଖା ଦିତେ ଥାକେ ତାର ନିଜେର
ସମ୍ପର୍କେ; ମନେ ହ'ତେ ଥାକେ ସେ ଅସୁନ୍ଧ, ସେ ପାଗଳ ହୟେ ଯାଚେ; ସେ ବଡ଼ୋବେଶି କଥା ବଲଛେ
ଏକା ଏକା; ମାଝେମାଝେଇ ନିଜେର ଦୁ-ହାତେର ମୁଠୋର ଭେତର ଦେଖତେ ପାଚେ ଲଲିତାର
ବୁଲେ-ପଡ଼ା ମୁଖ; ଆର ଏକଳା ଥାକଲେଇ ଶୁନଛେ କାର ସ୍ଵର, ଯାକେ ସେ ଦେଖତେ ପାଚେ ନା,
ଯାର ସ୍ଵର ସେ ବୁଝତେ ପାରଛେ ନା । ସେ କୁଣ୍ଡଳୀଙ୍କିତିଇ କାରୋ ସ୍ଵର ଶୁନଛେ, ନା କି ଏଟା ତାର
ବିଭାଗିତି? ଶ୍ଵରତେର ମନେ ହୟ ସେ ଆଶିଲେ କାରୋ କଥା ଶୁନଛେ ନା, ଓଇ ସ୍ଵର ଉଠେ ଆସଛେ
ତାରଇ ଭେତର ଥେକେ; ଆବାର ମନେ ହୟ ସେ ସତିଇ ଶୁନଛେ । ଏକା ଥାକତେ ସେ ଭୟ ପାଯ,
କିନ୍ତୁ ଏକା ଥାକତେଇ ତାର ଇଚ୍ଛେ କରେ, ପାରମିତା, ପ୍ରଜା, ମେଘକୁନ୍ତଳା, ତରଙ୍ଗିନୀ, ବା
ରତ୍ନବତୀର ସାଥେ ସେ ବେଶି ସମୟ କାଟିଲୁ ସୁଖ ପାଯ ନା; ତାଦେର ଠୋଟେ ଠୋଟ ଲାଗିଯେଇ ସେ
ଓଇ ଅନ୍ତର ସ୍ଵର ଶୋନାର ଜନ୍ୟେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୟେ ଓଠେ, ଚନ୍ଦନ ଓ ସଂଯୋଗେର ମାଝବାନେ ସେ
ଅନେକବାର ଥେମେ ଗେଛେ, ଉଠେ ଚାଲେ ଗେଇ ନିଜେର କଙ୍କେ, ପେଛନେ ଫିରେ ତାକାଯ ନି,
ଯେମେ କୋଣୋ ଅଦୃଶ୍ୟ ସନ୍ତା ତାକେ ଉଚ୍ଛିତର ନିଯେ ଗେଛେ । ଏଟା ତାର ପକ୍ଷେ ଅସହ୍ୟ ହୟେ
ଉଠେଇ, ଆର ପେରେ ଉଠେଇ ନା । ସେ ମୁମ୍ଭୁତେ ପାରଛେ ନା; ରାତର ପର ରାତ ଜେଗେ ଥାକଇଛେ;
ଏକା ଏକା କଥା ବଲଛେ ଆର ଶୁନଛେ ମେମୋ କାର କଥା, ଯାକେ ସେ ଦେଖତେ ପାଚେ ନା,
ବୁଝତେ ପାରଛେ ନା । ଶ୍ଵରତେର ଆଶ୍ରମ୍ୟାନ୍ତର କଥା ମନେ ଜାଗେ । ସେ କି ଆଶ୍ରମ୍ୟା କରବେ,
ଆଶ୍ରମ୍ୟା କ'ରେ ମୁଣ୍ଡି ପାବେ ପିତନ କୁଣ୍ଡଳ?

ଶୁଭସ୍ତ୍ରତ ଆର ସହ୍ୟ କରାତେ ପାରେ ନା । ଏକରାତେ ଶୁଭସ୍ତ୍ରତ ଦୌଡ଼େ ଗିଯେ ଢାକେ
ପାରମିତାର କଙ୍କେ । ପାରମିତା ପଡ଼ିଛିଲୋ ଶ୍ୟାମ ବ'ସେ, ଦର୍ଶକାଯ ଶଦ୍ଦ ଶୁନେଇ ଚମକେ ଓଠେ;
ଦେଖିତେ ପାଯ ପାଗଲେର ମତୋ ଛୁଟେ ଆସିଛେ ଶୁଭସ୍ତ୍ରତ ।

শুভবৃত্ত পারমিতাকে জড়িয়ে ধ'রে বলে, 'পারমিতা, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।'

ପାରମିତା ଶୁଭସ୍ଵରୂପରେ ମୁଖେର ଦିକେ ତାକିଯେ ଆଗେର ମତୋଇ ଡୟ ପାଯ । ତାର ମୁଖ ଭ'ରେ ପାରମିତା ଦୁଃସ୍ଵପ୍ନେର ଦାଗ ଦେଖିଲେ ପାଯ । ପତି କି ସତିଇ ପାଗଳ ହେଁ ଯାଚେହେ ? ତାରଓ ତା-ଇ ମନେ ହଛେ; ସେଓ ଭାବରେ ଏ-ସମ୍ପର୍କେ, କିନ୍ତୁ ପତିକେ ରଙ୍ଗା କରତେଇ ହବେ, ପ୍ରଭୁକେ ପାଗଳ ହ'ତେ ଦେଯା ଯାବେ ନା ।

পারমিতা বলে, ‘প্রতু, আপনি পাগল হচ্ছেন না।’

ଶୁଦ୍ଧତ ପାରମିତାକେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ; ପାରମିତା ତାର ଥେବେ ଅନେକ ବେଶ ଜାନେ ଓ ବୋଲେ ଏଟା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଶୁଦ୍ଧତ ।

শুভ্রত বলে, ‘আমি ওই সব কী দনি, আর কেনো একলা হ’লেই একা একা কথা বলি?’

পারমিতা হিঁর করে সুস্থ ক’রে তুলতে হবে শুভ্রতকে। অনেক দিন ধ’রেই সে ভাবছে কী ক’রে শুভ্রতকে সুস্থ ক’রে তোলা যায়, কিন্তু কোনো উপায় সে বের করতে পারে নি; আজ রাতে পারমিতার মাথার ভেতরে একটা যিলিক জু’লে ওঠে, তার মনে হয় সে উপায় পেয়ে গেছে।

পারমিতা বলে, ‘আপনি বিধাতার কথা শুনতে পান, প্রভু।’

পারমিতার কথা শুনে শুভ্রতের মুখ ঝুড়ে শান্তি নামে, অনেকটা শাভাবিক হয়ে ওঠে শুভ্রত; এবং জিজ্ঞেস করে, ‘তোমার কি তা-ই মনে হয়?’

পারমিতা বলে, ‘আপনি মাঝেমাঝে একজন বিধাতার কথা আমাকে বলেন।’

শুভ্রত বলে, ‘হ্যা, বলি, পারমিতা।’

পারমিতা বলে, ‘বিধাতা সর্বজ্ঞ।’

শুভ্রত বলে, ‘হ্যা, পারমিতা।’

পারমিতা বলে, ‘বিধাতা সর্বশক্তিধর।’

শুভ্রত বলে, ‘হ্যা, পারমিতা।’

পারমিতা বলে, ‘আপনাকে ডাকছেন সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিধর বিধাতা।’

পারমিতা উঠে প্রণাম করে শুভ্রতকে।

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, ‘তুমি কেনো এখন আমাকে প্রণাম করলে, পারমিতা?’

পারমিতা বলে, ‘বিধাতা আপনাকে মনোনীত করছেন। আপনি তাঁর মনোনীত পুরুষ। আমি আপনার এধূম অনুসারী, প্রভু।’

শুভ্রত খুব বিব্রত হ্রস্ব, খুব সুবী হয়।

শুভ্রত বলে, ‘কিন্তু আমি তাঁর কথা বুঝি না।’

পারমিতা বলে, ‘আর কথা আপনি শিগগিরই বুঝবেন, প্রভু।’

শুভ্রত বলে, ‘তিনি আমাকে পাগল করছেন কেনো, পারমিতা?’

পারমিতা বলে, ‘তিনি আপনাকে পরীক্ষা করছেন।’

শুভ্রত বলে, ‘আর কতো দিন তিনি আমাকে পরীক্ষা করবেন?’

পারমিতা বলে, ‘আপনি যখন তাকে গভীরভাবে বিশ্বাস করবেন, তখন আর তিনি আপনাকে পরীক্ষা করবেন না; স্পষ্ট কথা বলবেন।’

শুভ্রতের মুখে শান্তির ছাপ গাঢ়ভাবে পড়তে দেখে পারমিতা শান্তি পায়।

শুভ্রত বলে, ‘আমি তাঁকে গভীরভাবে বিশ্বাস করবো।’

পারমিতা বলে, ‘আপনি ধ্যান করবেন, প্রভু, তাহলে বিধাতা দেখা দেবেন।’

শুভ্রত বলে, ‘আমি ধ্যান করবো।’

পারমিতা বলে, ‘আপনি নতুন ধর্ম প্রচার করবেন।’

শুভ্রত বলে, ‘আমি বিধাতার ধর্ম প্রচার করবো; বিধাতা এক, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিধর।’

পারমিতা বলে, ‘আপনি বিধাতার মনোনীত পুরুষ।’

শুভ্রত বলে, 'তুমি আমার প্রথম অনুসারী।'

পারমিতা প্রণাম করে, ধ্যানস্থ মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে শুভ্রত। তার চোখমুখ থেকে, প্রণাম থেকে উঠে দেখতে পায় পারমিতা, দুঃখপ্রের দাগগলো মুছে গেছে, শান্ত অমল হয়ে উঠেছে শুভ্রতের মুখমণ্ডল। শুভ্রত ঘুমে ভেঙে পড়েছে, পারমিতা ঠিক মতো উইয়ে দেয় তাকে, ঘুমিয়ে পড়ে শুভ্রত। পরদিন থেকে খুব প্রশান্ত গন্ধীর দেখাতে থাকে শুভ্রতকে, কিছুই তাকে আর চক্ষু করছে না, সব কিছু করছে সে অচলভাবে। একা থাকতে পছন্দ করছে শুভ্রত, কখনো উদ্যানে, কখনো নিজের কক্ষে, পারমিতা উকি দিয়ে দেখছে ধ্যানস্থ হয়ে আছে শুভ্রত, ফিসফিস শব্দ করছে না, তার ঠোট একটুও নড়েছে না, শরীর মূর্তির মতো হিঁর হয়ে আছে; যেনো কোনো গভীর অতলে ডুব দিয়েছে, যেখান থেকে কোনো রত্ন নিয়ে উঠে আসবে। তবে একটা অদ্ভুত বদল ঘটেছে তার। পারমিতা সব সময়ই তার পাশে রেখে আসছে খাদ্য; ধ্যান থেকে উঠেই সে খাদ্য গ্রহণ করছে; কাউকে ডাকছে না; খাবার শেষ হলেই উঠে ধীরভাবে গিয়ে চুকছে পারমিতা অন্য কোনো পত্নী ঘরে। গিয়ে পত্নীকে মৃদুরে ডাকছে, নগ্ন করছে, দীর্ঘ সময় ধরে প্রস্তুতি নিচ্ছে, এবং দীর্ঘতর সময় ধরে ধীরশান্তভাবে সঙ্গম করছে। সঙ্গমে একটা শুণগত বদল ঘটেছে শুভ্রতের। পারমিতা খেয়াল করছে তাকে সম্পূর্ণরূপে ক্লান্ত করেই শুধু সমাপ্ত হচ্ছে শুভ্রত। কিন্তু সে নিজে ক্লান্ত হচ্ছে না। শুধু ক্লান্ত নয়, অধিকাংশ সময়ই পারমিতা জেগে থাকতে পারছে না, ঘুমিয়ে পড়েছে; যখন ঘুম ভাঙছে, তখন সম্পূর্ণ মনে করতে পারছে না ঘুমের আগে কী করেছিলো। সব কিছু দূর স্মৃতি মতো মনে হয়। বোনদেরও একই অবস্থা হচ্ছে, তারা বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছে। প্রজ্ঞা মেঘকুণ্ডলা, তরঙ্গীনী ও রত্নবতী খুবই ভয় পাচ্ছে; তারা পারমিতাকে জানিয়ে যাচ্ছে পতি ও নিজেদের অবস্থা; তারা বলছে পতির মিলনরীতি বদলে গেছে, আগের থেকে সুখ পাচ্ছে অনেক বেশি, এবং ভয়ও পাচ্ছে, কেননা পতি ঘরে চুকে মৃদুরে ভাকার পর আর কোনো কথা বলছেন না, নিঃশব্দে দীর্ঘ সময় ধরে সম্পন্ন করছেন, তারপর কখন উঠে চলে যাচ্ছেন তারা কেউ বুঝতে পারছে না, তারপর তাদের পক্ষে জেগে থাকাই অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তাদের অনেক সময় মনে হচ্ছে যিনি তাদের সাথে সঙ্গম করছেন, তিনি পতি নন; অন্য কেউ। তাদের বর্ণনার সাথে অবিকল মিলে যাচ্ছে পারমিতার অভিজ্ঞতা, কিন্তু পারমিতা তাদের মতো ভয় পাচ্ছে না, আলো দেখতে পাচ্ছে। পারমিতার মনে হচ্ছে প্রতু সব কিছুকেই ধ্যানে পরিণত করেছেন, সঙ্গমও তার কাছে ধ্যান, যেখানে বাচাল ভাষা আর চক্ষুলতা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে; তাই তিনি ধ্যানস্থ সঙ্গম করছেন।

শুভ্রত, সংযোগ আর ঘুমের সময়টুকু বাদ দিয়ে, সব সময় ভাবছে বিধাতাকে, যদিও সে পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারছে না সে ঠিক কাকে ভাবছে, তার রূপ কী, আর কী তার আচরণ, মাঝেমাঝে ধ্যানের সময় তার মনে কিলিক দিয়ে উঠেছে একেক বোধ-মনে হচ্ছে, নিষ্ঠয়ই কেউ সৃষ্টি করেছেন পঞ্চাশি জলমেঘ নদী আকাশ পর্বত সূর্য চাঁদ তারা মানুষ, যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি বিধাতা, তিনি একলা, তার কোনো সঙ্গী নেই,

৫৮ শুভ্রত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার

দেবদেবী ব'লে কেউ নেই, তারা সব মিথ্যা, সত্য শুধু বিধাতা, যিনি একলা, যিনি সব জানেন, যিনি সব শক্তির আধার। শুভ্রতের মনে হচ্ছে বিধাতার প্রার্থনা করতে হবে, বিধাতা প্রার্থনা চান, ভেঙে ফেলতে হবে দেবদেবীর মূর্তি, কেননা বিধাতা ঘেঁঠা করেন ওই সব মূর্তি, যারা দখল ক'রে আছে তাঁর স্থান। তাঁর বিধাতা কি কোমল না কি প্রচও? শুভ্রতের মনে হয় বিধাতা হবেন প্রচও; তিনি কারো প্রেম চান না, তিনি যেহেতু স্বষ্টা, তাই তিনি চান শর্তহীন ভক্তি, আত্মসমর্পণ; মানুষ তাঁর দাস। কখনো তার মনে হচ্ছে, সে ঘরে নেই, প্রাসাদে নেই, কে যেনো তাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছেন মহাকাশে, কিন্তু তিনি দেখা দিচ্ছেন না, কথা বলছেন না; আবার তাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন। মৃহূর্তে সে যেনো সাত আকাশ ঘুরে আসছে। পারমিতাকে সে কখনো কখনো বলে তার অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথা, তার কথা ওনে পারমিতা তাকে প্রণাম করে, কিন্তু শুভ্রত অন্য স্তীদের তার অভিজ্ঞতার কথা বলে না, মনে হয় ওই নারীরা অত্যন্ত লঘু, তারা উপলক্ষ্য করতে পারবে না তাকে। ওই নারীদের ভয়ই লাগে তার, শুধু পারমিতাকে ভয় লাগে না। শুভ্রত বিকেল হ'লেই একবার তোমার বাইরে যায়, গিয়ে দেখে দাঁড়িয়ে আছে নগুরা, তাদের দেখে সে শান্তি পায়। তার প্রণাম করে তাকে, বিধাতার কথা বলতে বলে; কিন্তু শুভ্রত কিছু বলে না, তাদের অভ্যামের পর সে শ্রিত হেসে যাচ্ছে উদ্যানের পশ্চিম কোণে, যেখানে রয়েছে বিশাল এক ঝট, যার ডালপালায় চারদিক ঢেকে আছে, যার মূলে বসলে কিছু দেখা যায় না, শুধু নগুর এক চিলতে আকাশ ছাড়া, এবং কেউ তাকে দেখতে পায় না, সেখানে বসলে অস্থায়ান প্রগাঢ় হয়ে ওঠে। শুভ্রত সমস্ত সকাল সেখানে কাটাচ্ছে, নগুরের প্রণাম নেওয়ার পর দীর্ঘ সময় কাটাচ্ছে সেখানে, তার মনে হচ্ছে সে যেনো বিধাতার মুখ দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছে না। পারমিতা শুভ্রতের আচরণ দেখে শান্তি পাচ্ছে, তার মনে হচ্ছে প্রভু অসামান্য হয়ে উঠেছে দিন দিন, একদিন পুরোপুরি অস্থায়ান হয়ে উঠবেন। তার বোনদের ভয় বেড়েই চলছে, তারা ভেতরে ভেতরে খুবই উদ্বিগ্ন বোধ করছে; পারমিতাকে জানাচ্ছেও, পারমিতা নিষেধ করছে উদ্বিগ্ন হ'তে, বিশ্বাস আনতে বলছে পতির ওপর। পারমিতা বোঝাচ্ছে যিনি সংযোগ করতে পারেন, পারেন ধ্যানস্থ সংযোগ করতে, তাঁকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া অনুচিত। পারমিতা তাদের আর কিছু বলছে না, কেননা সংযোগ ছাড়া আর কিছু বুঝতে পারবে না তারা; তাই সে বোনদের কোনো অলৌকিক কথা বলছে না, বলছে শুধুই লৌকিক কথা।

শুভ্রত বিশ্বাস করছে বিধাতা মনোনীত করেছেন তাকে। তিনি এখনো পুরোপুরি দেখা দেন নি, কিন্তু নগুর আর পারমিতা বলছে, তার মনেও ধীরেধীরে বিশ্বাসটি প্রবল হচ্ছে, তিনি দেখা দেবেন; সে বিধাতার ধর্ম প্রচার করবে, প্রতিষ্ঠা করবে বিধাতার রাজ্য। মাটি পাপে ভ'রে গেছে, পাপে ভ'রে গেছে মানুষ, তাদের উদ্ধার করতে হবে, দেখাতে হবে সত্য ও বিধাতার পথ। তার কথা কি মানবে মানুষ? মানুষ সম্পর্কে গভীর সন্দেহ শুভ্রতের; তবে মানুষকে মেনে নিতেই হবে। যদি না মানে? বিধাতা তাকে তলোয়ার দেবেন, সে তলোয়ার দিয়ে সবাইকে দেখাবে বিধাতার পথ। বিধাতার পথ

পরিচ্ছন্ন করার জন্যে রক্ষণাত্মক করতে হবে? হ্যাঁ, সে রক্ষণাত্মক করবে, বিধাতার পথে কোনো বাধা সে সহ্য করবে না। সে প্রতিষ্ঠা করবে বিধাতার রাজ্য। পারমিতার সাথে সে আলোচনা করছে, সে নিজে বেশি কথা বলছে না, জিজেস করছে, আর শুনছে। পারমিতা অনেক গ্রহণ পড়েছে, সে নিজে গ্রহণ পড়তে পারে নি, পড়তে তার ভালো লাগে না; পারমিতার কাছে সে জানতে চাচ্ছে আগে যারা ধর্ম প্রচার করে গেছেন, তাঁরা কী বলেছেন, কী করেছেন, কীভাবে চলেছেন? পারমিতা তাকে বলছে অনেক ধর্ম এসেছে, অনেক ধর্ম তলিয়ে গেছে, এবং সেগুলোর কোনোটিই সত্য নয়, সত্য ধর্ম আসতে বাকি আছে। পারমিতা বলছে সত্য ধর্ম হবে বিধাতার ধর্ম, আগের ধর্মগুলোকে বাতিল করে দেখা দেবে, তবে আগের ধর্মগুলো থেকে নিতে হবে অনেক, নইলে মানুষ সহজে মানবে না। শুভ্রত ভেবে দেখছে মানুষ লোভী আর ভীত। বিধাতা মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষকে জানেন; তিনি মানুষকে ভয় দেখাবেন, ভয় দেখালে মানুষের আস্থা কেঁপে উঠবে, আর তিনি লোভ দেখাবেন, লোভে মানুষ তার দিকে ছুটে চলবে। তার অনেক অনুসারী লাগবে, প্রথম অনুসারী হবে পারমিতা; কিন্তু পারমিতা নারী, নারী দিয়ে কিছুই হবে না। পুরুষের কাম ক্ষমতা করা ছাড়া নারী কিছু পারে না। পারমিতা গ্রহণ পড়ে, তাকে অনেক জ্ঞানের কথা বলে; তবে তার কোনো মূল্য নেই, তার পুরুষের দরকার হবে। আদিত্য আছে, আদিত্য ভক্ত, আদিত্যকে নিতে হবে, আদিত্য হবে প্রধান ভক্ত; নিতে হবে অগ্নিকুমার, অগ্নিমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাসকে। অগ্নিকুমার কি শুনবে তার কথা? অগ্নিকুমার যদি ভক্তিহীন আদিত্যের মতো! তার কথা শুনে অগ্নিকুমার আর দীপার্বিতা হয়তো হাসিয়ে। যদি হাসে তার মূল্য তারা পাবে। শুভ্রত ভাবছে বিধাতা তাকে মনোনীত করেছেন, এখনো স্পষ্ট ভাষায় ডাকেন নি, ডাকবেন। সে প্রচার করবে বিধাতার ধর্ম, শাপ্তক করবে বিধাতার রাজ্য। মাটির ওপর বিধাতার রাজ্য ছাড়া আর কোনো রাজ্য থাকবে না, বিধাতার ধর্ম ছাড়া আর কোনো ধর্ম থাকবে না।

সঙ্ক্ষ্যায় পর শুভ্রত উদ্যানের ক্ষেত্রের বটের নিচে ব'সে ধ্যান করছে, অমন সময় শুনতে পায়, 'আমি তোমার বিধাতা বলছি, আমার কথা শোনো।'

শুভ্রত প্রথমে কিছু বুঝতে পারে না, সে ভয় পায়।

বিধাতা আবার বলে, 'আমি তোমার বিধাতা বলছি, আমার কথা শোনো।'

শুভ্রত একবার প্রণাম করে মুখ তোলে, এবং বলে, 'প্রভু, আমি আপনার বাণী বুঝতে পারছি না।'

শুভ্রত গাছের শাখায় অলৌকিক আলো দেখতে পায়।

বিধাতা বলে, 'এখন থেকে তুমি আমার বাণী বুঝতে পারবে। আমি বিধাতা।'

শুভ্রত বলে, 'আপনার বাণীর জন্যে আমি প্রতীক্ষায় রয়েছি, প্রভু।'

চারপাশ একবার শুন্দি আলোকিত হয়ে ওঠে।

বিধাতা বলে, 'আমি তোমার বিধাতা, তোমার পূর্বপুরুষের বিধাতা, সমগ্র সৃষ্টির বিধাতা।'

শুভ্রত শিউরে ওঠে ।

শুভ্রত বলে, 'আমার পূর্বপুরুষেরা দেবদেবীর পুজো করতো, প্রভু !'

বিধাতা বলে, 'আমাকে ভুলে তারা বিপথে চ'লে গিয়েছিলো, তাই আমি তোমাকে মনোনীত করেছি ।'

শুভ্রত বলে, 'প্রভু, আমি আপনার অনুগত ভক্ত ।'

শুভ্রত আকাশ জুড়ে শুভ আলোর খেলা দেখতে পায়; এপাশ থেকে ওপাশে বিদ্যুৎ স্থির হয়ে থাকে ।

বিধাতা বলে, 'আমি বিধাতা, আকাশ আর মাটির স্রষ্টা, আমি সর্বজ্ঞ, আমি সর্বশক্তিধর, আমার সহস্র নাম ।'

শুভ্রত দেখতে পায় গাছে গাছে আলোর ফুল ফুটেছে ।

শুভ্রত বলে, 'আপনি বিধাতা, আকাশ আর মাটির স্রষ্টা, আপনি সর্বজ্ঞ, আপনি সর্বশক্তিধর, আপনার সহস্র নাম ।'

আকাশে ভয়ংকর গর্জন ওঠে, কেঁপে ঝুঁকে মাটি ফাটতে থাকে ।

বিধাতা বলে, 'আমি সৃষ্টি করেছি বর্ণ আৰু নৰক ।'

শুভ্রত বলে, 'আপনি সৃষ্টি করেছেন বস্ত্র আৰু নৰক ।'

বিধাতা বলে, 'আমি যাকে বাঁচিয়ে রাখি সে বেঁচে থাকে, আমি যাকে বাঁচিয়ে রাখি না সে বাঁচে না ।'

শুভ্রত বলে, 'প্রভু, আমাকে নির্দেশ দিন ।'

বিধাতা বলে, 'আমি বিধাতা, আমি সুবীজ, আমি সর্বশক্তিধর, আমার সহস্র নাম, আমি স্রষ্টা, আমি ধ্বংসকারী ।'

শুভ্রতের চারদিকে গভীর অঙ্ককার মাঝে, আবার প্রথম আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে জগৎ, মনে হয় জগৎ আৰু আগের মন্ত্রে নেই ।

শুভ্রত বলে, 'আপনি বিধাতা, আপনি সর্বজ্ঞ, আপনি সর্বশক্তিধর, আপনার সহস্র নাম, আপনি স্রষ্টা, আপনি ধ্বংসকারী ।'

বিধাতা বলে, 'তুমি আমার মনোনীত, তোমাকে আমি মনোনীত করেছি ।'

শিউরে ওঠে শুভ্রত; তার ভেতর দিয়ে ঠাণ্ডা বিদ্যুৎ বয়ে যায় ।

শুভ্রত বলে, 'আমি আপনার সামান্য ভক্ত ।'

শুভ্রতের মনে হয় সে চাদ সূর্য নক্ষত্রের ভেতর দিয়ে ঘুরে এলো ।

বিধাতা বলে, 'তুমি আমার মনোনীতজন ।'

চারদিকে কালো মেঘের মধ্যে প্রচণ্ড সুন্দর তীব্র আলো জুলে ওঠে, শুভ্রত মূর্ছিত হয়; আর কিছু শুনতে পায় না ।

মূর্ছা কেটে গেলে ভয় পায় শুভ্রত, সে দৌড়ে উদ্যান পেরিয়ে প্রাসাদে পারমিতার কক্ষে গিয়ে ঢোকে, এবং মূর্ছিত হয়। পারমিতা জানে কীভাবে পতিকে সেবা করলে দ্রুত মূর্ছা কাটে। পারমিতার সেবায় মূর্ছা থেকে জেগে ওঠে শুভ্রত ।

শুভ্রত বলে, 'আমার ভেতরে আগুন বইছে, আমি জু'লে যাচ্ছি, পারমিতা ।'

পারমিতা জিজেস করে, কী হয়েছে, প্রভু?’

শুভ্রত বলে, ‘বিধাতা দেখা দিয়েছেন, আমাকে আদেশ দিয়েছেন।’

পারমিতা প্রণাম করে শুভ্রতকে।

শুভ্রত বলে, ‘তুমি আর আমাকে প্রণাম করবে না, প্রণাম করবে বিধাতাকে;

বিধাতা ছাড়া কেউ প্রণাম নেই, বিধাতা অনন্য।

শুভ্রত বলে, ‘আমি প্রভু নই, বিধাতাই একমাত্র প্রভু, আমি তাঁর মনোনীতজন।

বিধাতা অনন্য।’

পারমিতা বলে, ‘বিধাতা একমাত্র প্রভু, আপনি তাঁর মনোনীতজন; বিধাতা অনন্য।’

শুভ্রত বলে, ‘বিধাতা সর্বজ্ঞ, তিনি সর্বশক্তিধর, তাঁর সহস্র নাম, তিনি স্তুষ্টা, তিনি ধ্বংসকারী।’

শুভ্রত জিজেস করে, ‘তুমি আমাকে বিশ্বাস করো, পারমিতা?’

পারমিতা বলে, ‘আমার মনে কেন্দ্রস্থ সন্দেহ নেই, হে মনোনীতজন। আপনাকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।’

শুভ্রত বলে, ‘আমার অন্য পত্নীরাণুকি আমাকে বিশ্বাস করবে?’

পারমিতা বলে, ‘আমার তো তাঁই সন্মে হয়।’

কিন্তু শুভ্রতের সন্দেহ হয়; সে দেখেছে তার অন্য পত্নীরা ভিন্ন রকম।

শুভ্রত বলে, ‘তোমার পর তারাণুকোক আমার অনুসারী।’

পারমিতা বলে, ‘তা তাদের পরম সৌভাগ্য, হে মনোনীতজন।’

শুভ্রত বলে, ‘তাদের ডাকো।’

পারমিতা বলে, ‘তাদের এখানে ডাকা কি ঠিক হবে, হে মনোনীতজন?’

শুভ্রত বলে, ‘তুমি ঠিকই বলেছে পারমিতা।’

পারমিতা বলে, ‘আপনার কক্ষে পিলো বিশ্বাম করুন, হে মনোনীতজন, আমি তাদের নিয়ে আপনার কক্ষে আসছি।’

শুভ্রত বলে, ‘পারমিতা, তুমি বিশ্বাসী ও জ্ঞানী।’

শুভ্রত নিজের কক্ষে চলে যায়। পারমিতা সংবাদ দেয় বোনদের, তারা এসে জড়ো হয় পারমিতার কক্ষে। তারা ভয় পেয়ে গেছে। এভাবে তাদের সবাইকে কথনে একসাথে আসতে বলা হয় নি। তারা বুবই উদ্ধিগু, পতির কি কিছু ঘটেছে?

তরঙ্গিনী বলে, ‘প্রথমা, আমার শরীর কাঁপছে, শিগগির বলো, কী হয়েছে প্রাণেশ্বরের?’

প্রজ্ঞা বলে, প্রাণেশ্বর কি সম্পূর্ণ পাগল হয়ে গেছেন, অঝজা?

পারমিতা বলে, ‘পতি সম্পর্কে এমন কথা বলা তোমার ঠিক হয় নি, প্রজ্ঞা।’

মেঘকুস্তলা বলে, ‘তাহলে কী হয়েছে অঝজা? কেনো সবাইকে ডেকেছো?’

রত্নবতী বলে, ‘আজ রাতটি আমার, প্রাণেশ্বর কি আমার ঘরে আসবেন না? আমার রাত কি নষ্ট হয়ে যাবে? রাত নষ্ট হলে আমার ঘুম হয় না।’

৬২ শুভ্রত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার

পারমিতা বলে, পতি আমাদের সকলকে ডেকেছেন।

তারা বলে, ‘এতেই তো ভয় হচ্ছে। তিনি কি আরো নারীর পাণিগ্রহণ করবেন? আমরা কি প্রাণেশ্বরকে পরিত্ণ করতে পারছি না?’

পারমিতা বলে, ‘তিনি উম্মাদ হন নি, তিনি আরো নারীর পাণি গ্রহণ করবেন না; তিনি আজ থেকে মনোনীতজন।’

বোনেরা সবাই চিৎকার করে ওঠে, সে আবার কী, অঞ্জলা?

পারমিতা বলে, চলো, তিনিই তোমাদের বলবেন।’

তারা শুভ্রতের কঙ্গে গিয়ে দেখে শুভ্রত ধ্যান করছে। পারমিতা সবাইকে নিষেধ করে শব্দ করতে, তারা নিচুপ নিঃশব্দ দাঁড়িয়ে থাকে; অনেকক্ষণ পর শুভ্রত ধ্যান ভেঙে তাদের দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসে। শুভ্রত প্রথম স্থির করতে পারে না কীভাবে শুরু করবে, বিশেষ করে কনিষ্ঠা রত্নবতীকে সে একটু ভয় পাচ্ছে আজকাল, ওই নির্বোধ নারী তাকে যা কিছু বলতে দিখা করছে না।

শুভ্রত বলে, ‘আমার প্রাণেশ্বরীরা, তোমরা আজ থেকে আর আগের মতো সামান্য নারী থাকবে না।’

রত্নবতী বলে, ‘আজ থেকে কি আশুরী রানী হবো, প্রাণেশ্বর?’

শুভ্রতের রাগ হয়, কিন্তু গল্পীর স্বরে বলে ‘রানীর থেকেও বড়ো।’

অঞ্জলা জিজ্ঞেস করে, সে আবার কী আশুরী?

শুভ্রত বলে, ‘তোমরা হবে আমার অনুসারী।’

মেঘকুস্তলা বলে, ‘আমরা তো সব স্বর্যাই আপনার অনুসারী পতি।’

শুভ্রত বলে, ‘না, ওই অনুসারী নয়, তোমাদের বিশ্বাস আনতে হবে বিধাতায়।’

পারমিতা ছাড়া সবাই বলে, ‘আমাদের কী করতে হবে, প্রাণেশ্বর?’

শুভ্রত বলে, বলো—বিধাতা অনন্ত।

পারমিতা আবৃত্তি করে কথাটি, অনন্ত তাকিয়ে থাকে শুভ্রতের দিকে।

শুভ্রত বলে, ‘সবাই বলো—বিধাতা অনন্ত।’

পারমিতা ছাড়া সবাই বলে, ‘আপনার কথা আমরা বুঝতে পারছি না, পতি।’

শুভ্রত বলে, ‘বলো তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, তিনি সৃষ্টি ও ধ্বংসের প্রভু।’

পারমিতা ছাড়া আর কেউ শুভ্রতের কথা আবৃত্তি করে না। রত্নবতী হেসে ওঠে একবার; তার হাসি ও সকলের নিঃশব্দতায় ঝুঁক হয়ে ওঠে শুভ্রত।

শুভ্রত গর্জন করে, ‘পারমিতা ছাড়া তোমরা সবাই অভিশঙ্গ, নরক উপযুক্ত হ্যান তোমাদের।’

কেন্দে ওঠে পারমিতা, ‘ওদের অভিশাপ দেবেন না, হে মনোনীতজন, ওরা নির্বোধ, ওরা আপনাকে বুঝতে পারছে না।’

শুভ্রতের পত্নীরা সবাই বলে, ‘আমরা বুঝতে পারছি না আপনি কী করছেন।’

শুভ্রত বলে, ‘তোমরা স্থির মেঘের ভেতর স্থির বিদ্যুৎ দেখতে পাচ্ছে না?’

পারমিতা বলে, ‘পাচ্ছি, হে মনোনীতজন।’

অন্যরা বলে, 'কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি না, প্রাণেশ্বর !'

শুভ্রত বিচলিত হয়; সে আকাশ ঝুড়ে স্থির মেঘের ভেতর স্থির বিদ্যুৎ দেখতে পাচ্ছে, কেনো দেখতে পাচ্ছে না নির্বোধ নারীরা ?

শুভ্রত বলে, 'বিধাতা এক, আমি তাঁর মনোনীতজন ।'

প্রজ্ঞা বলে, 'কখনো বিধাতার কথা শুনি নি, পতি ।'

শুভ্রত বলে, 'না শনে ধাকলে শোনো, নির্বোধ কামিনী নারীরা ।'

তরঙ্গিনী বলে, 'বিধাতা কী আমরা জানি না, হে পতি, আমরা জানি না মনোনীতজন কী ?'

শুভ্রত বলে, 'তোমাদের জানতে হবে, আমাকে তোমরা অনুসরণ করো ।'

রত্নবর্তী খিলখিল করে হেসে ওঠে; শুভ্রত বলে তাকে ধমক দেয়, তবু সে খিলখিল ক'রে হাসতে থাকে ।

শুভ্রত বলে, 'নির্বোধ নারী, তুমি হাসছো কেনো ?'

'রত্নবর্তী বলে, 'প্রাণেশ্বর, আপনির কি মনে নেই আজ রজনী আমার ? আমি আপনার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছি । এসব রেখে আপনি চলুন আমার কক্ষে, আপনাকে আমি সুবী করবো ।'

শুভ্রত বলে, 'থামো, নির্বোধ কামিনী ।'

প্রজ্ঞা, মেঘকুস্তলা, আর তরঙ্গিনী-কুলে, 'পতি, আমাদের তিরক্ষার করবেন না, আমরা ভয় পাচ্ছি । আমরা আপনার মৃগ্ধাল চাই ।'

শুভ্রত প্রচও শব্দে গর্জন করে ওঠে, 'আমার মঙ্গল চাওয়ার অধিকার নেই তোমাদের, আমিই চাইবো তোমাদের মঙ্গল ।'

শুভ্রতের গর্জনে নারীরা ভয় পেয়, তাদের মনে হয় তাদের পতি অসুস্থ হয়ে পড়েছে । রত্নবর্তীর খিলখিল করে হেসে উঠতে ইচ্ছে করে ।

শুভ্রত বলে, 'আমি বিধাতার মনোনীতজন ।'

পারমিতা বলে, 'আপনি বিধাতা মনোনীতজন ।'

অন্যরা মাথা নত ক'রে থাকে, আর গর্জন করে শুভ্রত, 'আমি বিধাতার মনোনীতজন ।'

অন্যরা বলে, 'আমরা এসব বুঝি না, প্রাণেশ্বর !'

শুভ্রত চূপ ক'রে থাকে অনেকক্ষণ, এবং জিজ্ঞেস করে, 'তোমরা কার পুজো করো ?'

তারা বলে, আমরা দেবদেবীর পুজো করি, শ্বামী ।

শুভ্রত বলে, 'কোনো দেবতা নেই, দেবী নেই; ওগলো মৃত্তি, মৃত্তিপুজোরীরা নরকে জুলবে । বিধাতা অনন্য ।'

তারা বলে, 'ওই দেবদেবীর পুজো করতেই আমরা শিখেছি ।'

শুভ্রত বলে, 'ওইসব মিথ্যা । বিধাতা অনন্য ।'

তারা বলে, 'তাহলে কী সত্য প্রাণেশ্বর ?'

শুভ্রত বলে, 'সত্য হচ্ছে একমাত্রা বিধাতা। বলো—বিধাতা অনন্য।'

পারমিতা বলে, 'বলো বোনেরা,—বিধাতা অনন্য।'

তারা সবাই নিম্নকঠে বলে, 'বিধাতা অনন্য।'

শুভ্রত বলে, 'বলো—আপনি বিধাতার মনোনীতজন।'

একবার ফিক ক'রে হেসে ওঠে রত্নবতী।

পারমিতা বলে, 'বলো—আপনি বিধাতার মনোনীতজন।'

তারা বলে, 'আপনি বিধাতার মনোনীতজন।'

শুভ্রত গর্জন ক'রে বলে, 'যাও, তোমরা এখন যাও।'

শুভ্রতের মনে হয় এ নির্বোধ নারীদের না ডাকলেই ভালো হতো। এগুলো সত্য
বোঝে না। শধু পারমিতাই বোঝে তাকে, এবং বিধাতাকে। ওই নির্বোধ নারীরা
শুভ্রতের কক্ষ থেকে বেরিয়ে খিলখিল করে হাসতে হাসতে ঢোকে পারমিতার কক্ষে।

পারমিতা বলে, তোমাদের এভাবে হাসাহাসি অন্যায়, বোনেরা। প্রাণেশ্বর সত্য
লাভ করেছেন, তোমরা তা বুঝতে পারছো না।'

তারা বলে, 'আমরা সত্য বুঝি না, প্রজ্ঞা। কিন্তু পতির আচরণে আমাদের ভয়ও
লাগছে, আবার হাসিও পাচ্ছে। আমরা কী করবো, বলো অঞ্জলা।'

পারমিতা বলে, 'তোমরা বিশ্বাস করো পতিকে।'

প্রজ্ঞা বলে, 'কী বিশ্বাস করবো, প্রথমের।'

পারমিতা বলে, 'পতি বিধাতার মনোনীতজন।'

তারা সবাই হেসে ওঠে।

মেঘকুণ্ডলা বলে, 'এতো দিনে বুঝলুম পতিকে কোন রোগে ধরেছে।'

তরঙ্গনী বলে, 'পতি কি আর আমাদের ঘরে আসবেন না?'

রত্নবতী বলে, 'আমার রজনীটাই আজ দ্রুত যাবে, অঞ্জলার কোনো রজনী তো ব্যথা
যায় না।'

নারীরা কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরে শুভ্রত চুপ ক'রে ব'সে থাকে, বিমর্শ
বোধ করে, এবং তার মনে প্রশ্ন জাগে—সন্ধ্যায় সে কী দেখেছে, কী শনেছে? সে কী
সত্যিই কিছু দেখেছে, এবং সত্যিই কিছু শনেছে? তার মনে সন্দেহ জাগে। আবার মনে
হয় আকাশ জুড়ে সে দেখেছে স্থির বিদ্যুৎ আর শুন্দি আলো; শনেছে কথা, এমন কষ্টস্বর,
যা আর কখনো শোনে নি। সত্যিই বিধাতা কথা বলছেন, না কি অন্য কিছু ওই
কষ্টস্বর? সে কি সত্যিই বিধাতার মনোনীতজন? কাকে বলে মনোনীতজন? তাকে কী
করতে হবে? বিধাতা কি একবারই দেখা দেবেন তার সাথে, না দেখা দেবেন যখন তাঁর
ইচ্ছে হবে না, কি যখন সে ডাকবে? নিজেকে খুব অসহায় লাগতে থাকে শুভ্রতের।
পারমিতা ছাড়া তাকে কেউ বিশ্বাস করছে না। কেনো বিশ্বাস করছে না? তারা কি মনে
করে বিধাতা নেই? মৃদু হাসে শুভ্রত—ওই নারীরা নির্বোধ, দেহ ছাড়া ওদের আর
কিছু নেই, ওদের প্রতি লোমকৃপে অর্দ্ধতা, কাম ছাড়া আর কিছু বোঝে না। সে ক্ষমা
করে দিচ্ছে তাদের; তারা একদিন বুঝতে পারবে সত্য। কিন্তু সে কী দেখেছে, সে কী

ଥିଲେ? ତାର ଗଭୀର ସନ୍ଦେହ ଲାଗେ, ମନେ ହୟ କିଛି ଶୋନେ ନି, କିଛି ଦେଖେ ନି ସେ; ତଥନ ମେ ଶନତେ ପାଯ—ଶ୍ରୀମତୀ କି ସନ୍ଦେହ କରଛେ? ତୁମି ସନ୍ଦେହ କୋରୋ ନା । ଆମି ତୋମାର ବିଧାତା, ଆମି ଜଳ ସ୍ତଳ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, ପଶ ମାନୁଷ ସୃଷ୍ଟି କରେଛି, ପ୍ରତିଟି ପତଙ୍ଗକେ ଆମି ନିଶ୍ଚାସ ଦିଯେଛି, ଆମି ସୃଷ୍ଟି କରେଛି ସ୍ଵର୍ଗ ଓ ନରକ, ତୁମି କୋନୋ ସନ୍ଦେହ କୋରୋ ନା । ଆମି ବିଧାତା, ତୁମି ଆମାର ମନୋନୀତଜନ । ଯେ ସନ୍ଦେହ କରେ, ମେ ଆଶ୍ରମ ଛାଇ ହୟ ।

ଶିଉରେ ଓଠେ ଶ୍ରୀମତୀ, ତାର ଶରୀରେ ଧାମ ଦେଖା ଦେଯ । ମେ ମେବେତେ ବସେ ପଡ଼େ, ମନେ ହୟ ମେ ଶନ ଆଲୋ ଦେଖତେ ପାଞ୍ଚେ, ଯେ ଆଲୋର ତାପ ନେଇ, ଆଛେ ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋଂତ୍ମା; ତାର ମନେ ହୟ ମେ ମେଘରେ ଓପର ଦିଯେ ଭେସେ ଚଲଛେ, ତାକେ ଘିରେ ଆଛେ ଅଜସ୍ର ଆଲୋର ମୂର୍ତ୍ତି; ମୂର୍ତ୍ତିରା ତାକେ ପ୍ରଣାମ କରଛେ, ତାର ନାମ ଧ'ରେ ଗାଇଛେ, ମେ ତାଦେର ଛୁଟେ ଚେଷ୍ଟା କରଛେ, କିନ୍ତୁ ଛୁଟେ ପାରଛେ ନା, ତାର ସ୍ପର୍ଶ ଆଲୋର ଭେତର ଦିଯେ ଅନ୍ୟ ଆଲୋତେ ପ୍ରବେଶ କରଛେ, ମେ ଶନତେ ପାଞ୍ଚେ, ସନ୍ଦେହ କୋରୋ ନା, ତୁମି ଆମାର ମନୋନୀତଜନ, ଆମି ସୃଷ୍ଟି କରେଛି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଚାନ୍ଦ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଜଳ ସ୍ତଳ ଅରଣ୍ୟ ମାନୁଷ ପ୍ରାଣୀ, ସବ ଆମି ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟେ ସୃଷ୍ଟି କରେଛି, ଆବାର ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟେ ଧରିବାରେ, ଆମି ବିଧାତା, ଆମି ଏକା, ଆମାର କୋନୋ ସଙ୍ଗୀ ନେଇ, ତୁମି ଆମାର ମନୋନୀତଜନ—ସନ୍ଦେହ କୋରୋ ନା; ଯେ ସନ୍ଦେହ କରେ, ତାକେ ଆମି ଭାଷ୍ମେ ପରିଣତ କରି ।

ଶ୍ରୀମତୀର ଚୋର୍ବେର ସବ ଆଲୋ ଲିଭେ ଯାଇ ଏକ ସମୟ । ଗଭୀରତମ ଅନ୍ଧକାରେ ପଡ଼େ ଶ୍ରୀମତୀ, ମେ ଅତଳ କାଳୋ ଜଲେର ଗଭୀରତର ଡୁବେ ଗେଛେ, ତାର ମନେ ହୟ, ମେ ନିଶ୍ଚାସ ନିତେ ପାରଛେ ନା, ମେ ଚିଢ଼ିକାର କରଛେ, ହାତ୍ତେ ଦିଯେ ଜଳ ଠେଲେ ଓପରେ ଉଠିତେ ଚାଞ୍ଚେ, ଉଠିତେ ପାରଛେ ନା, ଦମ ବନ୍ଧ ହୟେ ଆସଛେ । କିମ୍ବା ଶାଦା ଆର ରଙ୍ଗିନ ମାଛ ତାର ପାଶ ଦିଯେ ଚାଲେ ଯାଞ୍ଚେ, ମେ ଜଡ଼ିଯେ ଧରତେ ଚାଞ୍ଚେ ସ୍ତରିଲୋକେ, ଧରତେ ପାରଛେ ନା, ଆରୋ ଅତଳ ନିଃଶବ୍ଦ ଜଲେ ଡୁବେ ଯାଞ୍ଚେ, ପ'ଡେ ଗେଛେ ମେ ଛନ୍ଦମିର ଭେତର, ଜଳ ତାକେ ନିଯେ ପାକ ଥାଞ୍ଚେ, ଗଭୀର ଥେକେ ଆରୋ ଗଭୀରେ ଚୁକଛେ, ତାମ ନିଶ୍ଚାସ ବନ୍ଧ ହୟେ ଯାଞ୍ଚେ, ବିଶାଳ ତିମି ଛୁଟେ ଆସଛେ ତାର ଦିକେ, ମେ ଶିଥିଲ ହୟେଅଭ୍ୟାସେ, ତିମି ତାକେ ଗିଲେ ଛୁଟିଛେ ସମୁଦ୍ର ଥେକେ ସମୁଦ୍ର, ମେ ତିମିର ପେଟେର ଭେତରେ ତିମିରତମ ଅନ୍ଧକାରେ ବୁଝିଛେ ନିଜେକେ, ନିଜେକେଇ ପାଞ୍ଚେ ନା, ତିମି ଏକ ସମୟ ତାକେ ଉଗରେ ଦେଯ ତୁଷାର ଜଲେର ଭେତରେ, ମେ ତୁଷାର ହୟେ ଯାଞ୍ଚେ ହଠାତ୍ ଏକ ଉଷ୍ଣ ପ୍ରବାହ ଆସେ, ତାର ଶରୀର ତୁଷାର ଥେକେ ଆବାର ମାଂସ ପରିଣତ ହୟ, ମେ ଖଡକୁଟୋର ମତୋ ଗଭୀର ଅତଳ କାଳୋ ଜଲେର ଭେତରେ ଭେସେ ଯେତେ ଥାକେ, ତାର ଆର ନିଶ୍ଚାସ ନେଯାର ଦରକାର ପଡ଼େ ନା, ମେ ଶ୍ୟାମଳା ହୟେ ଗେଛେ, ଭେସେ ଚଲଛେ ପ୍ରଚ୍ଛ ସ୍ରୋତେର ଟାନେ, ତାର ମନେ ହିତେ ଥାକେ ମେ କଥନୋ ଛିଲୋ ନା, କଥନୋ ଥାକବେ ନା, ତାର ନିଜେର ମୁଖ ତାର ମନେ ପଡ଼େ ନା, ପୃଥିବୀର ଆଲୋ ଆର ରୋଦ, ମେଘ ଆର ବୃଷ୍ଟି, ଗାଛ ଆର ନାରୀ, ମାଟି ଓ ପାଥର ମନେ ପଡ଼େ ନା, ଚିଢ଼ିକାର କ'ରେ ଉଠେ ଶ୍ରୀମତୀ ଦେଖେ ମେ ଗଡ଼ାଞ୍ଚେ ମେବେତେ ।

ପୃଥିବୀ ଓ ମାନୁଷ ସମ୍ପର୍କେ ଚେତନା ଫିରେ ଆସେ ନା ଶ୍ରୀମତୀର; ଶୁଦ୍ଧ ତାର ଦମ ବନ୍ଧ ହେୟାର ଆର ଅନ୍ଧକାରେ ହାରିଯେ ଯାଓଯାର ଅନୁଭୂତିଟା ସ'ରେ ଗେଛେ, ମେ ପ'ଡେ ଆଛେ ଏକ ଘୋଲାଟେ ଆଲୋର ମଧ୍ୟ, ଅଜସ୍ର ମୁଖ ମେ ଶ୍ରୀମତୀର ମୁଖଟାଳେ ଅଚେନା ହୟେ ଯାଞ୍ଚେ, ନିଜେକେ ବୁବ୍ରାହ୍ମ ଲାଗଛେ । ନିଜେର ମୁଖେ ହାତ ବୁଲୋଯ ଶ୍ରୀମତୀ, ଚୋଖ ବନ୍ଧ କ'ରେ

৬৬ শুভ্রত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার

থাকে, নিজের মুখটি মনে করার চেষ্টা করে, তার মনে হয় যে-মুখ সে অজস্র বছর ধৈরে
দেখতে পাচ্ছে না। তখন অগ্নিকুমারের মুখটি সে দেখতে পায়; প্রথম সে অগ্নির মুখকে
নিজের মুখ মনে করে, অল্প পরেই বুঝতে পারে এটা তার মুখ নয়, অগ্নির মুখ, তার
বন্ধু। তার মনে হয় অগ্নি আর তার বন্ধু থাকবে না, দীপালিতাও তার বন্ধু থাকবে না।
পারমিতাকে সে দেখতে পায়, তবে তা পারমিতার মুখ নয়, পারমিতার দেহ; তার দেহ
দেখতে ভালো লাগে শুভ্রতের। সে পারমিতার দেহটি কাছে টেনে নেয়, আদর করে,
অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে উদ্যত হয়; পারমিতা যেনো তাকে বাধা দেয়। ঘোলাটে
অঙ্ককারেই শুভ্রত স্মরণ করতে পারে যে পারমিতা কখনো তাকে কোনো বাধা দেয়
না, পারমিতা তার জন্যে সব রাস্তা তৈরি করে, যে-রাস্তা সে আগে চিনতো না, সে-রাস্তা
দেখিয়ে দেয় পারমিতা, আর যেখানে কোনো রাস্তা ছিলো না, সেখানে পারমিতা তার
জন্যে তৈরি করে রাস্তা। শুভ্রত উঠে বসতে চায়, একটা ভার তাকে মেঝের সাথে
আটকে রাখে; ভারটা তার ভালোই লাগে, সে ওয়েং থাকে। শুভ্রত শুনতে পায় বিধাতা
তাকে বলছে—সন্দেহ কোর না, কোনো সন্দেহ রেখো না; আমি বিধাতা, তুমি আমার
মনোনীতজন। শুভ্রত নিঃশব্দে বলত্তে শীঁকে—আমি কোনো সন্দেহ করি না; আপনি
সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর, আপনি সৃষ্টি করেছেন সব কিছু, আমি আপনার মনোনীতজন।
কখনো, আমার কখনো সন্দেহ হবে না, প্রত্যু যদি কখনো সন্দেহ দেখা দেয় আপনি দূর
ক'রে দেবেন আমার সন্দেহ; আপনি সর্বশক্তিধর, আপনি সর্বজ্ঞ।

শুভ্রত বসে, উঠে দাঢ়ায়, ধীরে ধীরে গিয়ে পারমিতার কক্ষে প্রবেশ করে।

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, ‘এখন আপনি কি করবো, পারমিতা?’

পারমিতা বলে, ‘আপনি বিধাতার কথা বলবেন।’

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, ‘কী কথা বলবো আমি?’

পারমিতা বলে, ‘আপনি বিধাতার কথা বলবেন, হে মনোনীতজন।’

শুভ্রত বলে, ‘কিন্তু আমি কী বলবো? কাদের বলবো?’

পারমিতা বলে, ‘আপনি কী বলবেন, বিধাতাই আপনাকে বলে দেবেন, হে
মনোনীতজন।’

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, ‘সত্যাই বিধাতা বলে দেবেন?’

পারমিতা বলে, ‘বিধাতা তাঁর মনোনীতজনকে ত্যাগ করতে পারেন না। আপনি
কোনো সন্দেহ পোষণ করবেন না।’

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, ‘আমি কাদের বলবো?’

পারমিতা বলে, ‘প্রথমে আপনি বিক্রমপঞ্চীর মানুষদের বলবেন, হে মনোনীতজন,
তারাই হবে আপনার প্রথম অনুসারীদল।’

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, ‘তারা কি আমাকে বিশ্বাস করবে? বিক্রমপঞ্চী বড়োই
অবিশ্বাসী, বিক্রমপঞ্চীর মানুষদের সত্ত্বের প্রতি কোনো অনুরাগ নেই, তারা অঙ্ককারে
থাকতে ভালোবাসে।’

পারমিতা বলে, ‘যারা বিধাতার মনোনীতজনকে বিশ্বাস করবে না, তারা হবে
অভিশঙ্গ, হে মনোনীতজন।’

ଭବ୍ରତ ବଲେ, 'ହ୍ୟା, ଆମି ବିଧାତାର କଥା ବଲବୋ, ଯାରା ଆମାକେ ବିଶ୍ୱାସ କରବେ ନା ତାରା ଅଭିଶଙ୍ଗ, ତାରା ନରକେ ପୁଡ଼ିବେ ।'

ପାରମିତା ବଲେ, 'ଆପନି ସବ କିଛୁ ବଦଳେ ଦେବେନ, ହେ ମନୋନୀତଜନ ।'

ଭବ୍ରତ ବଲେ, 'ହ୍ୟା, ଆମି ଅନ୍ଧକାର ଯୁଗେର ଅବସାନ ଘୟାବୋ, ଯନ୍ତି ତାରା ବିଶ୍ୱାସ ନା କରେ ଆମି ତରବାରି ତୁଲେ ନେବୋ; ବିଧାତା ଏକ, ବିଧାତା ଛାଡ଼ା ଆର କୋନୋ ପ୍ରଗମ୍ୟ ନେଇ ।'

ପାରମିତା ଜିଜ୍ଞେସ କରେ, 'ଆପନାର ବାନ୍ଧବଦେର ଆପନି ଡାକବେନ, ତାଦେର ପ୍ରଥମ ଦୀକ୍ଷିତ କରବେନ, ହେ ମନୋନୀତ ।'

ଭବ୍ରତ ବଲେ, 'ଆମି ତାଦେର କଥା ଭାବଛି । ଅଗ୍ନିକୁମାର, ଆଦିତ୍ୟ, ଅଂତମାନ, ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ବିଭାସକେ ଆଗାମୀ କାଳଇ ଡାକବୋ ।'

ପାରମିତା ବଲେ, 'ତୋରା ଆର ଆପନାର ବନ୍ଧୁ ଥାକେନ ନା, ତୋରା ହବେନ ଆପନାର ଭକ୍ତ, ଆପନାର ଅନୁସାରୀ, ହେ ମନୋନୀତଜନ । ବିଧାତା ଯାକେ ମନୋନୀତ କରେନ, ତୋର କୋନୋ ବନ୍ଧୁ ଥାକତେ ପାରେ ନା ।'

ଭବ୍ରତ ବଲେ, 'ତୁମି ଠିକ ବଲେଛୁ, ପାରମିତା । ତାରା ହବେ ଆମାର ଅନୁସାରୀ । କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିକୁମାର ଆର ଦୀପାବିତାକେ ନିଯେ ମୁଦେହ ହୟ ।'

ପାରମିତା ଜିଜ୍ଞେସ କରେ, 'କୀ ମୁଦେହ ହୟ ଆପନାର?'

ଭବ୍ରତ ବଲେ, 'ଅଗ୍ନିକୁମାର ଆମୀକେ ବିଶ୍ୱାସ କରବେ ନା ।'

ପାରମିତା ବଲେ, 'ତିନି ଜ୍ଞାନୀ, ଜ୍ଞାନୀରା ଚିରକାଳଇ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ।'

ଭବ୍ରତ ବଲେ, 'କିନ୍ତୁ ଆମି ମାନୁଷଙ୍କ କୋନୋ ଜ୍ଞାନ, କୋନୋ ଅବିଶ୍ୱାସ ସହ୍ୟ କରବୋ ନା; ବିଧାତା ସର୍ବଜ୍ଞ, ବିଧାତା ସର୍ବଶକ୍ତିଧର ।'

ପାରମିତା ବଲେ, 'ଆପନି କୀ ବରମେ, ହେ ମନୋନୀତଜନ, ବିଧାତାଇ ଆପନାକେ ବଲେ ଦେବେନ ।'

ମଧ୍ୟରାତ ପେରିଯେ ଯାଓଯାର ପରେ ଭବ୍ରତ ଘୁମୋଡ଼େ ପାରେ ନା; ଏକେକବାର ତାର ଇଚ୍ଛେ ହୟ ରତ୍ନବତୀର ଘରେ ଯେତେ, କିନ୍ତୁ ରତ୍ନବତୀକେ ତାର ଭୟ ଲାଗେ; ଏକ ସମୟ ସେ ଘୁମିଯେ ପଡ଼େ, ଏବଂ ପର ଦିନ ଘୁମ ଥେକେ ଉଠିଲେ ଦେଖି ହୟ ଭବ୍ରତରେ; ପାରମିତା ତାର କଙ୍କେ ଚୁକେ ଦେଖେ ଭବ୍ରତ ଘୁମୋଡ଼େ, କୁକୁଡ଼େ ଆହେ ଛେଟିଶିତର ମତୋ, ତାକେ ଆଦର କରତେ ଇଚ୍ଛେ କରେ ପାରମିତାର, କିନ୍ତୁ ସେ ଭବ୍ରତରେ ଘୁମ ଭାଙ୍ଗ୍ୟ ନା । ଖାବାର ସାଜିଯେ ରେଖେ ନିଜେର ଘରେ ଫିରେ ଆସେ ପାରମିତା । ପାରମିତା ଏକଟି ପୋଶାକ ତୈରି କରଛେ, ଅନେକ ଦିନ ଧରେଇ କରାଇ, ଶେଳାଇ ହୟ ଗେଛେ; ଘରେ ଫିରେ ଏସେ ସେ ପୋଶାକଟିକେ ଘୁରିଯେ ଫିରିଯେ ଦେଖେ, ତାତେ ଆରୋ ଦୁ-ଏକଟି ଶେଳାଇଯେର କାଜ କରେ । ପୋଶାକଟି ତାର ନିଜେରଇ ଅନ୍ତରୁ ମନେ ହୟ; ଶୁଣ କରାର ସମୟ କୋନୋ ଧାରଣାଇ ଛିଲେ ନା ସେ କୀ ପୋଶାକ ତୈରି କରତେ ଯାଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଥି ଦେଖିଛେ ଏକଟି ଅପୂର୍ବ ପୋଶାକ ହୋଇଛେ, ଯା ମାନାବେ ଭବ୍ରତକେ । ଏ-ପୋଶାକେ ତାକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଦେଖାବେ, ଅନ୍ୟଦେର ଥେକେ ମହି ଦେଖାବେ, ଏବଂ ଦେଖାବେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦପ୍ରାଣ । ତଥନ ଦରୋଜା ଠେଲେ ଢେକେ ଭବ୍ରତ, ପାରମିତା ଦାଢ଼ିଯେ ତାକେ ଅଭିବାଦନ କରେ ।

ଭବ୍ରତ ବଲେ, 'ହାତେ ଏଟା କୀ, ପାରମିତା?'

ପାରମିତା ବଲେ, 'ଆପନାର ଜନ୍ୟେ ଏକଟି ବନ୍ଧୁ, ହେ ମନୋନୀତଜନ ।'

ଭବ୍ରତ ବଲେ, 'ବନ୍ଧୁ? ବନ୍ଧୁ କୋନୋ, ପାରମିତା?'

পারমিতা বলে, ‘বিধাতার মনোনীতজনতে মানায় না যুবরাজের বন্দে, হে মনোনীত।’

শুভ্রত বলে, ‘কী বন্দে, দেখি?’

পারমিতা পোশাকটি মেলে ধরে শুভ্রতের বুকের কাছে; এবং বলে, ‘আপনার কি পছন্দ হয়েছে, হে মনোনীত?’

শুভ্রত বলে, ‘অপূর্ব এ-বন্দে। এ-বন্দে তুমি আমাকে নতুন জন্ম দিচ্ছো।’

পারমিতা বলে, ‘আমি আপনাকে নতুন জন্ম দিতে পারি না, হে মনোনীত, আপনাকে নতুন জন্ম দিয়েছেন বিধাতা, আমি আপনার ভাগ্যবত্তী বস্ত্রপ্রস্তুতকারিণী।’

শুভ্রত বলে, ‘তোমার কল্যাণ হোক, পারমিতা; আজ থেকে এটাই হবে আমার বন্দে।’

পারমিতা বন্দটি পরিয়ে দেয় শুভ্রতকে। কার্পাস সুতোর সহজ সরল বন্দ, কাঁধ থেকে সরলভাবে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লেমে গেছে; কোনো রাজকীয়তা নেই, কোনো মুক্ষো নেই, মাণিক্য নেই; শুধু বুকেরাঙ্গ পাশে আছে একটি লাল সূর্যের প্রতীক।
পোশাকটি প’রে খুব শৃঙ্খল পায় শুভ্রত।

শুভ্রত বলে, ‘তুমি কী ক’রে এমন অপূর্ব বন্দের কথা ভাবতে পারলে?’

পারমিতা বলে, ‘আমি এ-বন্দে স্বৈর্ণ পেয়েছি, হে মনোনীতজন।’

পারমিতা শুভ্রতের পা থেকে টেন্টোর কারককাজ করা পাদুকা খুলে নেয়; এবং একজোড়া সরল শক্ত পাদুকা বের করে।

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, ‘আমার পাদুকা খুলে নিচ্ছো কেনো, পারমিতা?’

পারমিতা বলে, ‘যুবরাজের পাদুকা তো মনোনীতজনের চলবে না।’

শুভ্রত বলে, ‘হ্যা, আমার সব কিছু বদলে ফেলতে হবে।’

পারমিতা তার তৈরি পাদুকা দুটি শুভ্রতের পায়ে পরিয়ে দিয়ে বলে, ‘আজ থেকে এ-দুটোই হবে মনোনীতজনের পাদুকা।

শুভ্রত বলে, ‘এ-পাদুকা বড়োই কঠিন, পারমিতা।’

পারমিতা বলে, ‘আপনি আর যুবরাজ নন, হে মনোনীতজন।’

শুভ্রত একবার কেঁপে উঠে তাকায় পারমিতার দিকে।

পারমিতা বলে, ‘এখন থেকে আপনি আর মৰমলের ওপর বিচরণ করবেন না। আপনাকে ইঁটতে হবে কঠিন মাটির ওপর, পাথরের ওপর, মানুষের কঠিনতম মনের ওপর। তাই কঠিন পাদুকাই আপনার দরকার।’

শুভ্রত বলে, ‘আমার ডয় হচ্ছে, পারমিতা।’

পারমিতা বলে, ‘যিনি বিধাতার মনোনীত, তাঁর কোনো ডয় থাকতে পারে না; বিধাতা যাকে মনোনীত করেন, তাঁর জন্যে কুসুমাঞ্চীর্ণ পথ থাকতে পারে না।’

শুভ্রত বলে, ‘আজ থেকে আমার কোনো শক্ট নেই?’

পারমিতা বলে, ‘না, মনোনীতজন।’

শুভ্রত বলে, ‘আজ থেকে আমার কোনো সারথি নেই?’

পারমিতা বলে, ‘আজ থেকে আপনিই সকলের সারথি।’

ଶ୍ରୀମତୀ ବଲେ, 'ଆଜ ଥେକେ ଆମାର କୋନୋ ପ୍ରହରୀ ନେଇ?'
 ପାରମିତା ବଲେ, 'ବିଧାତାଇ ଆପନାର ପ୍ରହରୀ, ହେ ମନୋନୀତଜନ।'
 ଶ୍ରୀମତୀ ବଲେ, 'ଆଜ ଥେକେ ପ୍ରାସାଦେର ଆମି କେଉଁ ନେଇ?'
 ଫୁଲିଯେ କେଂଦେ ଓଠେ ପାରମିତା, ଏବଂ ବଲେ, 'ନା, ମନୋନୀତଜନ, ଆପଣି ଆର ତୁଛ
ପ୍ରାସାଦେର ନନ, ବିଧାତା ଆପନାର ଜନ୍ୟେ ସୋନାର ପ୍ରାସାଦ ତୈରି କରେଛେ।'
 ଶ୍ରୀମତୀ ବଲେ, 'ଆମି ଆର ଯୁବରାଜ ନେଇ?'
 ପାରମିତା ବଲେ, 'ନା, ମନୋନୀତଜନ, ଆପଣି ମହାରାଜ।'
 ଶ୍ରୀମତୀ ବଲେ, 'ବିଧାତା ଅନନ୍ୟ, ବିଧାତା ଛାଡ଼ା ଆମାର ଆର କେଉଁ ନେଇ।'
 ପାରମିତା ବଲେ, 'ଆପଣି ବିଧାତାକେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରନ୍ତି।'
 ଶ୍ରୀମତୀ ବେରିଯେ ଯାଯ ପାରମିତାର କକ୍ଷ ଥେକେ; ଧୀର ପାଯେ ହେଟେ ବେରୋଯ ପ୍ରାସାଦ
ଥେକେ, ଉଦ୍ୟାନ ପେରିଯେ ତୋରଣେର ବାଇରେ ଏସେ ଦେଖେ ନଗ୍ନରା ଦାଁଡିଯେ ଆଛେ । ତାରା
ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କେ ପ୍ରଣାମ କରତେ ଉଦ୍ୟାନ ହୁଏ ।
 ଶ୍ରୀମତୀ ଗଣ୍ଠିର ଶରେ ବଲେ, 'ଧାରୀ—
 ତାରା ବିଶ୍ଵିତ ହୟେ ଥମକେ ଦାଢ଼ି— ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କେର ମୁଖ ଦେଖେ ଶାନ୍ତି ପାଇ ।
 ଶ୍ରୀମତୀ ବଲେ, 'ବିଧାତା ଅନନ୍ୟ; ବିଧାତା ସର୍ବଜ୍ଞ, ବିଧାତା ସର୍ବଶକ୍ତିଧର ।'
 ନଗ୍ନରା ସମବେତ କଟେ ବଲେ, 'ବିଧାତା ଅନନ୍ୟ; ବିଧାତା ସର୍ବଜ୍ଞ, ବିଧାତା ସର୍ବଶକ୍ତିଧର ।'
 ଶ୍ରୀମତୀ ବଲେ, 'ବିଧାତା ଛାଡ଼ା ଆମି କେଉଁ ପ୍ରଣମ୍ୟ ନେଇ ।'
 ନଗ୍ନରା ବଲେ, 'ବିଧାତା ଛାଡ଼ା ଆମି କେଉଁ ପ୍ରଣମ୍ୟ ନେଇ ।'
 ଶ୍ରୀମତୀ ବଲେ, 'ବିଧାତାର ମନୋନୀତଜନ ।'
 ନଗ୍ନରା ବଲେ, 'ଆପଣି ବିଧାତାର ମନୋନୀତଜନ ।'
 ନଗ୍ନରା ମୁକ୍ତ ଚୋବେ ତାକାଯ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କେ ମୁଖେର ଦିକେ; ଏବଂ ବଲେ, 'ଆମରା ପ୍ରତୀକ୍ଷା
କରେ ଛିଲାମ ଆପଣି ଉଦ୍ଧାର କରବେନ ଆମାଦେର । ଆମାଦେର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସାର୍ଥକ ହଲୋ ।'
 ଶ୍ରୀମତୀ ବଲେ, 'ଆମି ବିଧାତାର ଧାରୀ ପେଯେଛି, ଆମି ଆଜ ସବ କିଛୁ ହେବେ ଏସେହି ।
 ବିଧାତା ଛାଡ଼ା ଆମାର ଆର କେଉଁ ନେଇ—
 ନଗ୍ନରା ବଲେ, 'ବିଧାତାକେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରନ୍ତି, ମହାବେଶ୍ୟା ରାଜଗୃହକେ ଧଂସ କରନ୍ତି, ହେ
ବିଧାତାର ମନୋନୀତଜନ ।'
 ଶ୍ରୀମତୀ ବଲେ, 'ଆମି ଆର ଯୁବରାଜ ନେଇ, ପେଚନେର ପ୍ରାସାଦ ଆର ଆମାର ବାସଥାନ ନୟ ।
 ବିଧାତା ଆମାର ଜନ୍ୟେ ସୋନାର ପ୍ରାସାଦ ତୈରି କରେଛେ । ଆମି ତୁଛ ମୁକୁଟ ହେବେଛି,
ରତ୍ନବ୍ରଚ୍ଛିତ ବନ୍ଦ ଆର ପାଦୁକା ହେବେଛି, ଦୂରେ ଫେନାର ମତୋ କୋମଳ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହେବେଛି ।'
 ନଗ୍ନରା ବଲେ, 'ଜୟ, ବିଧାତାର ଜୟ, ଜୟ, ମନୋନୀତଜନର ଜୟ । ମହାବେଶ୍ୟା ରାଜଗୃହ
ଧଂସ ହୋଇ ।'
 ଶ୍ରୀମତୀ ବଲେ, 'ଆମି କଠିନ ପାଦୁକା ପରେଛି । କଠିନ ଆମାର ପଥ, ତୋମାଦେର ପଥ
କଠିନ । ଆମାର ରଯେଛେ ଶୁଦ୍ଧ ବିଧାତା । ବିଧାତା ଆମାକେ ଯା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେନ, ଆମି ତାହି
ପାଲନ କରବୋ । ତୋମରା ବିଶ୍ୱାସ ଥାପନ କରଛୋ ବିଧାତାଯ,—ବିଧାତା ଅନନ୍ୟ,—ଏବଂ
ଆମାର ଓପର ।'

নগুরা বলে, 'আমরা আপনার চিরঅনুচর, হে মনোনীতজন।'

শুভ্রত বলে, 'আজ থেকে তোমরাই আমার সবচেয়ে প্রিয়, তোমরা বিধাতার ধর্মে
বিশ্বাস স্থাপন করেছো সম্ভাব আগে। অবশ্য প্রথম বিশ্বাস স্থাপন করেছে আমার প্রথম
পত্নী পারমিতা, তারপর আমার অন্য পত্নীরা।'

নগুদের গুরু বলে, 'এতোদিন পর আমাদের প্রত্যাশা পূরণ হলো, হে বিধাতার
মনোনীতজন। আমরা আপনার চিরবিশ্বস্ত অনুসরী।'

শুভ্রত বলে, 'আমি বস্ত্র বদল করেছি, তোমরাও বস্ত্র বদল করো।'

নগুরা বলে, 'আমরা কোথায় বস্ত্র পাবো, হে মনোনীতজন?'

শুভ্রত বলে, 'অনুসরণ করো, হে অনুসরীগণ। বিধাতায় বিশ্বাসীদের কোনো
অভাব থাকে না।'

শুভ্রত এগোয়, রাজপ্রাসাদ দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যেতে থাকে ছায়ার মতো;
এবং সাড়া প'ড়ে যায় রাজপ্রাসাদতোরণের প্রহরীদের মধ্যে। যুবরাজের এ-পোশাক
তারা কখনো দেখে নি; যুবরাজ যে হেঁটে ক্ষোধাও যেতে পাবে, তারা কখনো কল্পনাও
করে নি; এ-পোশাকে যুবরাজকে হেঁটে হেঁটে দেখে তারা ভয় পায়, যুবরাজের
নিরাপত্তার কথা ভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। তারা এগোতে থাকে শুভ্রতের শোভাযাত্রার
পাশে পাশে। পথচারীরাও বিশ্বিত হয়, এবং শকট দিয়ে যাতায়াত করছিলো যে-
সমাজপতিরা, তারা শকট থেকে নেমে যুবরাজের শোভাযাত্রায় যোগ দেয়। শুভ্রত
সামনের দিকে এগোয়, মাঝেমাঝে উচ্চস্থিতি বলে, 'বিধাতা অনন্য', নগুরা সমবেত
কঠে বলে, 'বিধাতা অনন্য।' তাদের কষ্টস্বরে রাতার দু-পাশের ঘরবাড়ি থেকে বেরিয়ে
আসে নারীপুরুষশিশুরা; যারা শুভ্রতকে ছেন তারা দূর থেকে প্রণাম করে, আর যারা
চেনে না, তারা অন্যদের কাছে ব্যাকুলভাবে জানতে চায় ওই একপাল নগুদের আগে
রাজপুত্রের মতো পুরুষটি কে, আর কেসেই বা সে নগুদের নিয়ে পথপরিক্রমা করছে।
যখন তারা শোনে যে রাজপুত্রের মতো পুরুষটি যুবরাজ শুভ্রত, যে-একদিন রাজা
হবে, তারা তাকে দেখার জন্যে তার পেছনে পেছনে ছুটতে থাকে। রাজপ্রাসাদের
প্রহরীরা তাদের কাছে আসতে দেয় না শুভ্রতের। শুভ্রত এগোতে থাকে, শহরের
মধ্যস্থলের প্রধান বিপণিকেন্দ্রের সামনের বিশাল বটগাছের ছায়ায় দাঁড়ায়, এবং ফিরে
দেখে দাঁড়িয়ে আছে আবালবৃক্ষবনিতার এক বিশাল জনতা।

শুভ্রতের প্রথম চোখ পড়ে রাজপ্রাসাদের প্রহরীদের ওপর, তারা দাঁড়িয়ে ছিলো
শুভ্রতের খুবই কাছে, অনেকটা তাকে ঘিরে।

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, 'রাজপ্রহরীরা, তোমরা কাকে পাহারা দিচ্ছো? এখানে
কোনো রাজপুরুষ নেই।'

প্রহরীরা বলে, 'যুবরাজ, আপনি একা নগুদের নিয়ে বেরিয়েছেন, এরা ভয়ঙ্কর
দস্য, তাই আপনার নিরাপত্তার জন্যে আমরা সাথে এসেছি। আমরা সব সময়ই
আপনার প্রহরী।'

শুভ্রত বলে, 'প্রহরী আমার অপ্রয়োজনীয়, আমার প্রহরী বিধাতা। তিনি সর্বজ্ঞ ও
সর্বশক্তিধর। তোমরা ফিরে যাও।'

ତାରା ବଲେ, 'ଯୁବରାଜ, ଆପନାକେ ଏକା ରେଖେ ଗେଲେ ଆମାଦେର ମୃତ୍ୟୁଦୂଷ ହବେ ।'

ଶ୍ରୀବ୍ରତ ବଲେ, 'ଆମି ଆର ଯୁବରାଜ ନଇ ।'

ତାରା ବଲେ, 'ଏମନ କଥା ବଲବେନ ନା, ଯୁବରାଜ । ଆମରା ଅଭ୍ୟାସ ଉଦ୍‌ଦିଗ୍ନ ।'

ଶ୍ରୀବ୍ରତ ବଲେ, 'ଆମାର ଏଥନ ସମ୍ମି ଶୁଦ୍ଧ ବିଧାତା ଓ ବିଶ୍ୱାସୀରା ।'

ଶ୍ରୀବ୍ରତରେ କଥା ଶୁଣେ ଆବାଲବୃଦ୍ଧବନିତା ତାର ଦିକେ ଏମନଭାବେ ତାକାଯ ଯେନୋ ତାରା କିଛୁଇ ବୁଝିତେ ପାରଛେ ନା; ତାରପର ପରମ୍ପରେର ଦିକେ ତାକାତେ ଥାକେ, ନିଃଶବ୍ଦେ ଏକେ ଅନ୍ୟକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରେ ଥାକେ, କିନ୍ତୁ ତାରା କୋନୋ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ନା । ବିଧାତା କୀ, କାକେ ବଲେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ତାରା ବୁଝିବାରେ ପାରେ ନା; କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀବ୍ରତର କାହେ ଏ-ସମ୍ପର୍କେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାର ସାହସ ଓ ତାଦେର ହୟ ନା ।

ଶ୍ରୀବ୍ରତ ବଲେ, 'ବିକ୍ରମପଣ୍ଡିର ଆବାଲବୃଦ୍ଧବନିତା, ଆଜ ଅଞ୍ଚକାର କାଳ ଶେଷ ହଲୋ, ଆଲୋର କାଳ ଶୁରୁ ହଲୋ ।

ଶ୍ରୀବ୍ରତରେ କଥା ତାରା ବୁଝିବାରେ ପାରେ ନା । ତାରା ଚାରଦିକେ ତାକିଯେ ଆଲୋ ଦେଖିବାରେ ପାଇଁ, ଯେମନ ଦେଖେ ଆସିଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିକ୍ଟ; ଯେମନ ଆଲୋ ସମ୍ପର୍କେ ତାଦେର ମନେ କଥିନୋ ସନ୍ଦେହ ଜାଗେ ନି, ଆଜୋ ଜାଗେ ନା ଆଲୋ-ଅଞ୍ଚକାର ତାଦେର କାହେ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ । ଆଲୋର ପରଇ ତୋ ଆସେ ଅଞ୍ଚକାର, ଆର ଅଞ୍ଚକରେର ପର ଆଲୋ, ଏଇ ତାରା ଜାନେ; ତବେ କି ଆଜକେର ପର ଆର ରାତ୍ରି ଆସିବେ ନା । ତାରା ବୁଝିବାରେ ପାରେ ନା ।

ରଙ୍ଗନ ନାମେର ଏକ ଯୁବକ ସାହସିରୀରେ ବଲେ, 'ଯୁବରାଜ, ଆପନାର କଥା କିଛୁଇ ବୁଝିବାରେ ପାରିଛି ନା ଆମରା । ବିଧାତା କୀ, ବିଶ୍ୱାସୀ କୀ, ଅଞ୍ଚକାର କାଳ ଆର ଆଲୋର କାଳଇ ବା କୀ? ଆମରା ଆପନାର କଥା ବୁଝିବାରେ ଚାଇ ।

ଶ୍ରୀବ୍ରତ ବଲେ, 'ବିକ୍ରମପଣ୍ଡିର ଆଲୋଲବୃଦ୍ଧବନିତା, ବଲୋ—ବିଧାତା ଅନ୍ୟ, ଶ୍ରୀବ୍ରତ ତାର ମନୋନୀତଜନ ।'

ଶୁଦ୍ଧ ନଗ୍ନରା ଆବୃତ୍ତି କରେ ଶ୍ରୀବ୍ରତରେ କଥା, ଅନ୍ୟରା ସାଡା ଦେଇ ନା । ତାଦେର କାହେ ଏଟା ବଲାର ମତୋ କୋନୋ କଥା ବ'ଲେ ମନ୍ତ୍ରେ ହେଁ ନା, ଏକଥାର ମଧ୍ୟେ ତାରା କୋନୋ ଆଲୋ ଦେଖିବାରେ ପାଇଁ ନା । ଶ୍ରୀବ୍ରତ ତାଦେର ଦିକେ ତାକିଯେ ଥିଲେ କଟି ପାଇଁ; ମାନୁଷ ସତ୍ୟକେ ସହଜେ ବୁଝିବାରେ ପାରେ ନା ଭେବେ ତାର ବୁକ ଭାରୀ ହେଁ ଓଠେ ।

ଶ୍ରୀବ୍ରତ ବଲେ, 'ଏଥାନେ କେ ଆହେ ଯେ ଆମାକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ପାରେ? ବିଧାତା ତାକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନ ।'

ରଙ୍ଗନ ଜିଜ୍ଞେସ କରେ, 'କୀ ସାହାଯ୍ୟ, ଯୁବରାଜ?'

ଶ୍ରୀବ୍ରତ ନଗ୍ନଦେର ଦେଖିଯେ ବଲେ, 'ଏରା ଆମାର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଏଦେର ବନ୍ଦ ନେଇ । କେ ଆହେ ଯେ ବନ୍ଦେର ଦାନ କରିବାରେ ପାରେ?'

ଉପାସ୍ତିତ ସମାଜପତ୍ତିଦେର ମନେ ଶିହରଣ ବବ୍ୟେ ଯାଏ । ତାଦେର ସାମନେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଉପାସ୍ତିତ; ତାଦେର ମନେ ହେଁ ଯୁବରାଜକେ ଆଜ ସାହାଯ୍ୟ କରାର ସୁଯୋଗ ପାଓୟା ଗେଲେ ସବୁନ ତିନି ରାଜା ହବେନ ତଥନ ପାଓୟା ଯାବେ ବହୁ ସମ୍ପଦ ଆର ଉପାଧି । ତାରା ସବାଇ ନିଜେଦେର ଦୀର୍ଘ ଦୀର୍ଘ ସମାଜବନ୍ଦ ନାମ ଚିତ୍କାର କ'ରେ ଘୋଷଣା କରିବାରେ ଥାକେ, ତାଦେର ନାମେର ଶର୍ଦେ ଚାରଦିକ କୋଲାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଁ ଓଠେ ।

৭২ শুভ্রত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার

সমাজপতিরা কাতরভাবে আবেদন জানাতে থাকে, 'মহান যুবরাজ, আমি আপনাকে সাহায্য করার দুর্ভ সুযোগ লাভের প্রার্থনা জানাই; আপনাকে সাহায্য করার সুযোগ পেলে ধন্য বোধ করবে আমার পিতা-পিতামহক্রমে চতুর্দশপুরুষ; মহান যুবরাজ, প্রার্থনা করি আমাকে সুযোগ দানের; যুবরাজ, আমার নামটি শুধু স্মরণে রাখবেন; একদিন আপনি রাজা হবেন, সেদিন আমার নামটি শুধু স্মরণে রাখবেন, যুবরাজ, এই আমার বিনীত আবেদন।'

শুভ্রত বলে, 'আমি কখনো রাজা হবো না।'

তারা বলে, 'না, আপনি অবশ্যই রাজা হবেন, আমাদের রাজা হবেন।'

শুভ্রত বলে, 'আমি তোমাদের জানাচ্ছি আমি কখনো রাজা হবো না। তবু তোমাদের কে আমাকে বস্ত্র দিতে পারো?'

কেউ কথা বলে না; অনুপ্রাণিত সমাজপতিরা নিষ্ঠক হয়ে যায়। শুভ্রত চারদিকে তাকাতে থাকে; কেউ হাত তোলে না, কারো কষ্টে কোনো শব্দ হয় না। বিত্রতভাবে শুভ্রত সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

রঞ্জন হাত তুলে বলে, 'আমি পারি যুবরাজ।'

শুভ্রত বলে, 'বিধাতার প্রশংসা করিম তুমি তোমার নাম বললে না, তরুণ?'

রঞ্জন বলে, 'আমি বিক্রমপত্নীর এক স্মান্য তরুণ, আমার নাম অতিশয় তুচ্ছ, যুবরাজ। আমি সন্দ্যার আগেই আপনার জ্যোতি বস্ত্র পৌছে দেবো।'

রঞ্জন শুভ্রতের বস্ত্রটি ভালো করে পেঁচাইয়ে যেনো বস্ত্র সংঘের জন্যেই তাড়াতাড়ি চ'লে যায়।

শুভ্রত বলে, 'বিক্রমপত্নীর আবালবৃক্ষবনিতা, তোমরা বলো—বিধাতা অনন্য, শুভ্রত তাঁর মনোনীতজন।'

শুভ্রত কোনো সাড়া শুনতে পায় না। আবালবৃক্ষবনিতার ভিড় ধীরেধীরে কমতে থাকে; তারা কোলাহল ক'রে কেউ কেউ নিঃশব্দে কেউ কেউ স্থান ছেড়ে যেতে থাকে; তাদের চ'লে যাওয়া দেখে শুভ্রতের দুর্ভ্যবস্থ, ভেতর থেকে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসতে চায়; সে মনে মনে নিজেকে বলে যে সত্যমানুষ কখনোই সহজে গ্রহণ করে না; মানুষ পাথরের থেকেও নির্বোধ। কিন্তু বিধাতার বাণী তাকে পৌছে দিতেই হবে, সবাইকে দীক্ষিত করতে হবে বিধাতার ধর্মে; একদিন এদের মনের অঙ্ককার যুগ্ম কেটে যাবে, সেখানে সূচনা হবে আলোর যুগের। বিধাতা নিশ্চয়ই দয়ালু; কিন্তু শুভ্রতের মনে হয়, বিধাতা নির্মাণ, অসত্যকে বিধাতা নির্মাণভাবে দমন করবেন।

শুভ্রত সবাইকে সমোধন ক'রে বলে, 'নগরীর আবালবৃক্ষবনিতা, আমার কথা শোনো; তোমরা চ'লে যেয়ো না, তোমরা বিধাতার কাছে ফিরে এসো।'

কিছু লোক চিৎকার ক'রে বলে, 'যুবরাজ, আপনি সুস্থ নন, মনে হচ্ছে আপনি পাগল হয়ে গেছেন, পাগলের কথা শোনার মতো সময় আমাদের নেই। আমাদের অনেক কাজ প'ড়ে আছে, আমরা যাই।'

শুভ্রত বলে, 'তোমরা বিভাস্ত, তাই তোমরা সত্য বুঝতে পারছো না। সত্যবাদীকে প্রথম পাগল মনে করা মানুষের স্বভাব, প্রিয় নগরবাসীরা।'

তারা বলে, 'আমরা সামান্য মানুষ, সত্য বোঝার শক্তি আমাদের নেই; কিন্তু আমরা জানি না আপনার কী হয়েছে। জানি না রাজপরিবারে কলহ দেখা দিয়েছে কি না, জানি না, আপনি কোনো ষড়যজ্ঞ করছেন কি না। আপনি আমাদের বিপদে ফেলবেন না, যুবরাজ।'

শুভ্রত বলে, 'তোমাদের সব সন্দেহ অমূলক, আবালবৃক্ষবনিতা। আমি বিধাতার বাণী পেয়েছি, বিধাতার বাণী আমি তোমাদের কাছে পৌছে দিতে চাই।'

তারা বলে, 'আমরা এভাবেই ভালো আছি, আপনি আমাদের বিপদে ফেলার চেষ্টা করবেন না, যুবরাজ। আমাদের কোনো বিধাতার দরকার নেই, কোনো বাণীর দরকার নেই।'

শুভ্রত বলে, 'বিপদে তোমাদের আমি ফেলতে চাই না, আমি তোমাদের উদ্ধার করতে চাই বিপদ থেকে, নিশ্চয়ই বিধাতা তোমাদের উদ্ধার করবেন।'

তারা বলে, 'আমাদের শাস্তিতে থাকতে দিন, যুবরাজ।'

শুভ্রত খুবই বিমর্শ বোধ করেন সে কোনো কথা বলে না, চুপ ক'রে বসে থাকে; সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। পারমিতাকে তার মনে পড়ে; পারমিতা থাকলে সে এতোটা বিব্রত হতো না, পারমিতা ক্ষমিতা বলে দিতে পারতো তার কী করতে হবে, কী বলতে হবে; কীভাবে দূর করতে হবে এই অবিশ্বাসীদের মনের অঙ্গকার। পারমিতাকে তার প্রয়োজন, পারমিতাকে ছাড়া স্বেচ্ছার প্রারবে না। এই জনতা তার অন্য পত্নীদের মতো, মূর্খ নির্বোধ মাংসময়, তাদের ক্ষিতরে সত্য সহজে চুকবে না। একবার শুভ্রতের মনে হয় পারমিতা তার পাশে আছে আরেকবার মনে হয় পারমিতা কোথাও নেই,— সে খুব শূন্যতা বোধ করে, হাহাকার ক্ষরতে তার ইচ্ছে হয়। হঠাৎ তার মনে হয় পারমিতা তাকে বলছে, চিন্তা কোরেন না, ধৈর্য ধরো। হ্যাঁ, সে ধৈর্য ধরবে। শুভ্রতের মনে পড়ে বন্ধুদের, তাদের সংবাদ দেশ্য দরকার; দেখা দরকার তারা বিশ্বাস স্থাপন করে কি না বিধাতায়। তারা নিশ্চয়ই বিশ্বাস স্থাপন করবে, শুধু অগ্নিকে নিয়েই তার চিন্তা; অগ্নি যদি বিশ্বাস স্থাপন করতে, কোনো চিন্তা থাকতো না। অগ্নি না থাক, সে চিন্তা করবে না; সে বিধাতার সম্ভাজ্জ প্রতিষ্ঠা করবে। শুভ্রতের মনে হয় সে যুবরাজ ছিলো, সে রাজা হতো বিক্রমপল্লীর; কিন্তু সে শুধু বিক্রমপল্লীর রাজা হবে না, ক্ষুদ্র বিক্রমপল্লীর রাজা হয়ে সে সুখ পাবে না; সে হবে মহারাজ, বিধাতার মহারাজ্যের মহারাজ, নিশ্চয়ই বিধাতা তাকে সাহায্য করবেন। তাকে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করতে হবে বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে; এক পর্বত থেকে আরেক পর্বত, এক সমুদ্র থেকে অন্য সমুদ্র, এক আকাশ থেকে আরেক আকাশ পর্যন্ত সে প্রতিষ্ঠা করবে বিধাতার মহারাজ্য; সে পর্বত আর সমুদ্র পেরিয়ে যাবে, সহস্র অযুত লক্ষ অনুসারী দরকার হবে তার, নিশ্চয়ই বিধাতা তাকে অনুসারী দেবেন, তারা হবে বিধাতার সৈনিক, সে প্রতিষ্ঠা করবে বিধাতার মহারাজ্য। বিধাতা এক, বিধাতা অদ্বিতীয়; তার মহারাজ্যে কোনো দেবতা থাকবে না, দেবী থাকবে না, কোনো মূর্তি থাকবে না; থাকবেন শুধু বিধাতা। ভেঙে ফেলতে হবে সব মূর্তি, চুরমার ক'রে ফেলতে হবে মন্দির, সেখানে উঠবে বিধাতার উচ্চতম গৃহ। বিধাতা এক, তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর।

৭৪ শুভ্রত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার

শুভ্রত গৃহত্যাগ করেছে, সে বিধাতা নামের এক অদ্ভুত দেবতার কথা বলছে, এ-সংবাদ ন্মুব্রতের রাজসভায় পৌছোতে বেশি দেরি হয় না, এবং দেরি হয় না শুভ্রতের বন্ধুদের কাছে পৌছোতে। ন্মুব্রত রাজসভায় ছিলো, যখন দৃত তার কাছে সংবাদ পৌছায় যে শুভ্রত প্রাসাদ ছেড়ে হেঁটে একপাল ভয়ঙ্কর নগদের সাথে বেরিয়ে গেছে, এবং নগরের মধ্যস্থলের বিপণিকেন্দ্রের সামনের পুরোনো বটগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে বিধাতা নামের এক অদ্ভুত দেবতার কথা বলছে, যে ছাড়া আর কোনো দেবতা নেই ব'লে ঘোষণা করছে; এবং দাবি করছে যে যুবরাজ তার মনোনীতজন। শুনে সভাসদরা ছি ছি ক'রে ওঠে, আবার রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে ভয় পায়; সভাসদ এক কবি শুভ্রতের দেবতার নামে একটি ছড়াও রচনা ক'রে ফেলে; এবং ন্মুব্রত খুব উৎসোজিত বোধ করে, কিন্তু সে স্থির থাকার চেষ্টা করে, কিছুতেই সে বিচলিত হবে না ব'লে পণ করে। শৈশব থেকেই সে দেখে আসছে শুভ্রত অস্বাভাবিক; তার প্রিয় পুত্রের আচরণ তার মনে যেমন বিস্ময় জাগিয়েছে, তেমনি চিন্তিত করেছে তাকে; তার মনে হয়েছে শুভ্রত সামান্য রাজা হবে না, হয়তো মহারাজ হবে, বা হয়তো কিছুই হবে না, তার রাজ্য হয়তো অন্য কেউ অধিকার ক'রে নেন্তব। ন্মুব্রত কষ্ট বোধ করে, কিন্তু ভেতরে সে হাহাকার করতে থাকে, প্রিয় পুত্র শুভ্রত তাকে ছেড়ে গেলেন? সে যা শুনেছিলো, তা কি সত্য হ'তে যাচ্ছে; অর্থাৎ শুভ্রত কি শেষে সতিই উন্মুক্ত হয়ে গেলো? না কি অন্য কিছু? তার মতো অস্বাভাবিক যুবকের পক্ষে সবই সম্ভব। ন্মুব্রত সভার কাজ শেষ করে নিজের কক্ষে ফিরে এসে একলা ব'সে থাকে। সে নিজে তিন দেবীর পুজো করে, যদিও দেবীতে খুব বিশ্বাস নেই, কিন্তু দেবীদের সে অধীকার করে না; তার প্রজারা বিভিন্ন দেবীর পুজো করে, সে কখনো তাদের পুজোর ওপর হাত দেয় না; তার কাজ রাজত্ব করা, ধর্ম নিয়ে মাতামাতি করা নয়; কিন্তু প্রতি শুভ্রত কী করতে যাচ্ছে? অনেক বাসনা ছিলো তার শুভ্রতকে নিয়ে; শুভ্রতের অস্বাভাবিকতাটাই তার ভালো লাগতো বেশি, কিন্তু শুভ্রত এতো অস্বাভাবিক হবে, সে তা বলতে পারে নি।

ন্মুব্রত শুভ্রতের জননী সুপ্রীতি আর শুভ্রতের প্রথমা পত্নী পারমিতাকে তার কক্ষে ঢেকে পাঠায়।

ন্মুব্রত জিজ্ঞেস করে, 'শুভ্রতজননী, তুমি কি জানো এখন আমাদের প্রিয় পুত্র যুবরাজ শুভ্রত কোথায়?'

সুপ্রীতি চমকে ওঠে; বিপদের আশঙ্কায় সে কেঁপে ওঠে।

রাজাকে সে জিজ্ঞেস করে, 'কেনো, কী হয়েছে আমার বুকের ধন যুবরাজ শুভ্রতের? আমি তো জানি না সে এখন কোথায়।'

ন্মুব্রত পারমিতাকে জিজ্ঞেস করে, 'প্রিয় পুত্রবধু, তুমি কি জানো তোমার পতি এখন কোথায়?'

পারমিতা বলে, 'এখন প্রাণেশ্বর কোথায় তা আমি জানি না, তবে নগদের নিয়ে হেঁটে প্রাসাদ ছেড়ে তিনি চ'লে গেছেন, তা আমি জানি।'

ন্মুব্রত জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি তাকে যেতে দেখেছো?'

পারমিতা বলে, 'আমি তাকে যেতে দেখেছি, হে সম্মানিত রাজা।'
 ন্যূনত জিজ্ঞেস করে, 'তুমি তাকে কেনো বাধা দিলে না?'
 পারমিতা বলে, 'তাকে বাধা দেয়া নির্বর্থক, হে সম্মানিত রাজা।'
 ন্যূনত জিজ্ঞেস করে, 'কেনো নির্বর্থক, প্রিয় পুত্রবধু?'
 পারমিতা বলে, 'বিধাতা যাকে ডেকেছেন, তাকে ফেরানো যায় না; তাই তাকে
 বাধা দেয়া নির্বর্থক।'

চমকে ওঠে ন্যূনত, এবং ক্ষুক্ষণ হয়; সে বলে, 'বিধাতা? সেটা আবার কী?'
 পারমিতা বলে, 'প্রাণেশ্বরই তা ভালো জানেন।'
 ন্যূনত জিজ্ঞেস করে, 'কিন্তু তুমি কি কিছুই জানো না, প্রিয় পুত্রবধু?'
 পারমিতা বলে, 'সম্মানিত রাজা, আমি সামান্যই জানি।'
 ন্যূনত জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কী জানো, প্রিয় পুত্রবধু?'
 পারমিতা বলে, 'তিনি বিধাতার বাণী পেয়েছেন, বিধাতা তাকে মনোনীত
 করেছেন। ন্যূনত হা হা করে হেসে ওঠে।'

ন্যূনত বলে, 'বিধাতাটি কে? আর সে কীভাবে বাণী পাঠায়? কাকে মনোনীত
 করে? কেনো মনোনীত করে?

পারমিতা বলে, 'তা আমি জানি না, হে সম্মানিত রাজা।'
 সুপ্রীতি কেন্দে ওঠে, ন্যূনতের পাশে পড়ে আবেদন করতে থাকে, 'প্রভু, শিগগির
 ফিরিয়ে আনুন প্রিয় পুত্র যুবরাজ শুভ্রতাকে। তার মুখ না দেখলে আমি বাঁচবো না।'
 ন্যূনত বলে, 'আমি প্রধান অমৃত্যুকে পাঠাচ্ছি। তুমি তো জানো আমাদের পুত্র
 শৈশব থেকেই অস্বাভাবিক, আমি জানি তা সে ফিরবে কি না।'

সুপ্রীতি কানায় ভেঙে পড়ে, পারমিতা স্থিরভাবে ব'সে থাকে।
 শুভ্রতের বন্ধু—অগ্নিকুমার, আদিত্য, অঞ্চলান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাসের কাছে
 সংবাদ পৌছে যে যুবরাজ শুভ্রত প্রাপ্তি হেতু হেতু এসেছেন; তিনি নগরীর মধ্যস্থলের
 প্রধান বিপণিকেন্দ্রের সামনের বটগাম্ভীর নিচে দাঁড়িয়ে বিধাতা নামের এক অর্বাচীন
 দেবতার কথা বলছেন, তিনি বলছেন তিনি যুবরাজ নন, তিনি রাজা হবেন না, এবং
 তার সাথে রয়েছে একপাল নগু। আদিত্যের কাছে যখন সংবাদ পৌছে, সে পাগল হয়ে
 ওঠে অনেকটা, স্থির থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে তার পক্ষে; তবু থেকে সে ছুটে বেরোয়
 নগরীমধ্যস্থল বিপণিকেন্দ্রের উদ্দেশে, এবং অঞ্চলান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস সংবাদ শুনে
 বিচলিত হয়, একে একে তারা বিপণিকেন্দ্রের দিকে যাত্রা করে। খুব বেশি চিন্তিত হয়
 অগ্নিকুমার; সে তার গ্রহণচন্তা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে বিষণ্ণ মনে ডাকে
 দীপার্থিতাকে।

অগ্নিকুমার বলে, 'আজ থেকে সম্ভবত বিক্রমপট্টীর বিপর্যয়ের সূচনা হলো
 দীপার্থিতা।'

দীপার্থিতা জিজ্ঞেস করে, 'কেনো, কী হয়েছে, প্রিয়তম?'
 অগ্নিকুমার বলে, 'যুবরাজ শুভ্রত গৃহত্যাগ করেছেন, শুনলাম তিনি এক অর্বাচীন
 দেবতার কথা বলছেন।'

৭৬ শুভ্রত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার

দীপাৰিতা জানতে চায়, ‘কিন্তু তাতে বিপৰ্যয়ের সূচনা হবে কেনো?’

অগ্নিকুমার বলে, ‘তিনি একদেবতার কথা বলছেন, এক রাজা যেমন শৈৱাচারী, তেমনি একদেবতাও হবে শৈৱাচারী।’

দীপাৰিতা জিজ্ঞেস কৰে, ‘যুবরাজ এখন কোথায়?’

অগ্নিকুমার বলে, ‘তিনি নগৰীয়েষ্যস্থ বিগণিকেন্দ্ৰের বটগাছের নিচে অশ্বে
নিয়েছেন।’

দীপাৰিতা বলে, ‘তুমি তাঁকে দেখতে যাবে না, প্ৰিয়তম?’

অগ্নিকুমার বলে, ‘অবশ্যই যাবো, তুমিও যাবে আমাৰ সাথে। যুবরাজেৰ জন্যে
খাদ্য নিয়ে যেতে চাই আমি।’

দীপাৰিতা বলে, ‘আমি এখনই খাদ্য প্ৰস্তুতেৰ ব্যবস্থা কৰছি।’

অগ্নিকুমার বলে, ‘একজনেৰ নয়, শতাধিক লোকেৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰতে হবে।
যুবরাজেৰ সাথে একদল নগৰীয়েষ্যস্থাৰী রয়েছে।’

ন্যূনতেৰ আদেশ পাওয়াৰ সাথে সাথে প্ৰধান অমাত্য কয়েক দল সৈনিক ও প্ৰহৱী
নিয়ে বিগণিকেন্দ্ৰেৰ বটগাছেৰ নিচে এসে উপস্থিত হয়, এবং দেখে চাৰদিকে ছড়িয়ে
ছিটিয়ে থাকা নাগৱিকদেৰ উচ্ছৃঙ্খল কথা বলছে শুভ্রত। সে প্ৰথমে শুভ্রতকে চিনতেই
পাৰে না; শুভ্রত যে-পোশাঙ্গ পৰেছে তাতে সে কখনো দেখে নি এবং দেখাৰ কল্পনা
কৰে নি শুভ্রতকে, যখন চিনতে পাৰে সে এসে প্ৰণাম ক'ৱে দাঢ়ায় শুভ্রতেৰ
সামনে।

প্ৰধান অমাত্য বলে, ‘যুবরাজ, মহান পৰাক্ৰান্ত বিক্ৰমপণ্ডীৰ রাজা ন্যূনতেৰ
আদেশ শিরোধাৰ্য কৰে আপনাৰ কাছে এসেছি, যুবরাজকে তিনি প্ৰাসাদে ফিরে
যেতে আদেশ কৰেছেন।’

শুভ্রত বলে, ‘বলো—বিধাতা অনন্য।’

প্ৰধান অমাত্য বলে, ‘অপনাৰ কথা আমি বুঝতে পাৰছি না, যুবরাজ।’

শুভ্রত বলে, ‘তিনি অনুজ্ঞাৰ্য, তিনি সৰ্বজ্ঞ, তিনি সৰ্বশক্তিশূৰ।’

প্ৰধান অমাত্য বলে, ‘যুবরাজ, মহান পৰাক্ৰান্ত বিক্ৰমপণ্ডীৰ রাজা ন্যূনত
আপনাকে প্ৰাসাদে ফিরে যেতে আদেশ কৰেছেন।’

শুভ্রত বলে, ‘বিধাতা ছাড়া আমাৰ আৱ কোনো মহান পৰাক্ৰান্ত রাজা নেই, মহান
পৰাক্ৰান্ত বিধাতা ছাড়া আৱ কোনো রাজাৰ আদেশ মানাৰ কালেৰ অবসান হয়েছে।

আমি মানি শধু বিধাতাকে।’

প্ৰধান অমাত্য উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তবু হিৱ থাকে।

সে বলে, ‘যুবরাজ, আপনাৰ কথা রাজদ্রোহিতামূলক।’

শুভ্রত বলে, ‘বিধাতাই আমাৰ একমাত্ৰ রাজা, ভূমওলে আৱ কোনো রাজা নেই।’

প্ৰধান অমাত্য বলে, ‘আপনি কি প্ৰাসাদে ফিরে যাবেন না, যুবরাজ?’

শুভ্রত বলে, ‘বিধাতাই আমাৰ জন্যে সোনাৰ প্ৰাসাদ তৈৰি কৰেছেন, আমি ওই
ইটেৰ প্ৰাসাদে কেনো ফিরবো, বলো?’

প্রধান অমাত্য বলে, 'মহান পরাক্রান্ত বিক্রমপন্থীর রাজা শুভ্রতের কাছে আমি আপনার বাণী পৌছোতে যাচ্ছি, যুবরাজ, মহান রাজা আদেশ দিলে আমি আবার আসবো।'

প্রধান অমাত্য তার সৈন্য আর প্রহরী নিয়ে ফিরে যায়।

শুভ্রতের কাছে আসতে ধাকে আদিত্য, অংশমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস এবং আসে অগ্নিকুমার ও দৌপারিতা। আদিত্য দৌড়ে এসেই পায়ে পড়ে শুভ্রতের, শুভ্রত তাকে ধ'রে দাঁড় করায়।

শুভ্রত বলে, 'বলো—বিধাতা অনন্য; শুভ্রত তাঁর মনোনীতজন।'

আদিত্য বলে, 'বিধাতা অনন্য; শুভ্রত তাঁর মনোনীতজন।'

শুভ্রত বলে, 'বিধাতা ছাড়া আর কেউ প্রণম্য নেই।'

আদিত্য বলে, 'বিধাতা ছাড়া আর কেউ প্রণম্য নেই।'

শুভ্রত বলে, 'তোমার কিছু বলার আছে, আদিত্য?'

আদিত্য বলে, 'আমি আপনার প্রধান শুভ হ'তে চাই, হে মনোনীতজন।'

শুভ্রত বলে, 'তাই হবে, আদিত্য, তুমি আমার প্রধান শুভ। তুমি সব সময় আমার পাশে থাকবে, তুমি হবে আমার ছায়া।'

আদিত্য বলে, 'এ-গৌরব অঙ্গি সব সময় বহন করবো, হে মনোনীতজন।'

শুভ্রত তার নগ্ন অনুসারীদেরও সামনের সকলকে সম্মোধন করে বলে, 'তোমরা সবাই দেখো, তোমরা সবাই স্মরণে রাখো, আদিত্য আমার প্রধান শুভ, সে সব সময় আমার পাশে থাকবে, সে হবে আমার ছায়া।'

নগ্নরা সবাই বলে, 'হে মনোনীতজন আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনার প্রধান শুভকে, আমরা স্মরণে রাখবো আপনার প্রধান শুভকে।'

শুভ্রত চুমো খায় আদিত্যের সু-গালে।

আদিত্য বলে, 'মনোনীতজন ত্যাগ করেছেন রাজপ্রাসাদ, আমিও তেমনি ত্যাগ করলাম আমার গৃহ। আমার রঙিন গৃহ আর আমার গৃহ নয়, মনোনীতজনের পদতলই আমার গৃহ।'

নগ্নরা সমবেত কঢ়ে বলে, 'বিধাতা মহান, বিধাতা অনন্য। তিনি ধ্বংস করবেন মহাবেশ্যা রাজগৃহকে।'

আসে অংশমান, বিভাস ও জিতেন্দ্রিয়; তারা প্রণাম করে শুভ্রতকে।

শুভ্রত বলে, 'আমি আর প্রণম্য নই, একমাত্র বিধাতাই প্রণম্য। তোমরা আজ থেকে প্রণাম করবে বিধাতাকে।'

তারা কিছু বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকে শুভ্রতের মুখের দিকে।

শুভ্রত বলে, 'বলো—বিধাতা অনন্য; শুভ্রত তাঁর মনোনীতজন।'

তারা বলে, 'বিধাতা অনন্য; শুভ্রত তাঁর মনোনীতজন।'

শুভ্রত বলে, 'বিধাতা ছাড়া আর কেউ প্রণম্য নেই।'

তারা বলে, 'বিধাতা ছাড়া আর কেউ প্রণম্য নেই।'

শক্তি জিজ্ঞেস করে, 'তোমাদের কিছু বলার আছে, অংশমান, জিতেন্দ্রিয়?'

তারা বলে, 'চিরকাল আমরা আপনার পদতল, হে মনোনীতজন, চিরকাল আপনার পদতলে থাকতে চাই।'

শক্তি বলে, 'তোমরা আমার খ্রিয় ভক্ত, সব সময় আমার পেছনে থাকবে, আমার পাশে থাকবে, পদতলে থাকবে।'

তারা বলে, 'আপনার পদতলে আমরা চিরআশ্রয় চাই, হে মনোনীতজন।'

আদিত্য, অংশমান, জিতেন্দ্রিয় ও বিভাসকে দীক্ষিত করে সুর্যী হয় শক্তি; তার মনে হয় বিধাতার প্রতিষ্ঠার যে-সূচনা হলো, তা শেষ হবে শধু বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু অগ্নিকুমারকে তার মনে পড়ে; অগ্নি কি আসবে না? অগ্নি কি দীক্ষা নেবে বিধাতার ধর্মে? যদি সে দীক্ষা না নেয়, তাহলে সে যেনো না আসে। এমন সময় সে দেখতে পায় অগ্নিকুমার ও দীপাবিতা আসছে। অগ্নিকুমারকে দেখে অভ্যন্ত উৎফুল্পন হয় শক্তি, এবং একটু পর্দেই বিশ্বত বোধ করে, এবং আবার উৎফুল্পন হয়ে ওঠে।

অগ্নিকুমার বলে, 'আমদের আসতে দেরি হলো, যুবরাজ, এজন্যে ক্ষমা চাই।'

শক্তি বলে, 'আমি ক্ষমজন নই, অগ্নি। আমি বিধাতার মনোনীতজন।'

অগ্নিকুমার বলে, 'আমদের বিলম্বের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করি।'

শক্তি বলে, 'বলো—বিধাতা অনন্য।'

অগ্নিকুমার জিজ্ঞেস করে, 'এটা কিসের শ্লোক, যুবরাজ?'

শক্তি বলে, 'বিধাতা পুর্ণের, বিধাতা পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাঁর ধর্ম।'

অগ্নিকুমার ও দীপাবিতা জয়ে থাকে শক্তির মুখের দিকে।

অগ্নিকুমার বলে, 'যুবরাজ, এ সম্পর্কে পরে আপনার কথা শুনবো। আপনি ক্ষান্ত ও ক্ষুধার্ত। আমরা খাদ্য নিয়ে এসেছি, যুবরাজ। আপনারা খাদ্য গ্রহণ করুন।'

শক্তি বলে, 'আমি ক্ষমজন নই, খাদ্য আমার দরকার নেই।'

নগুরা বলে, 'আমরা ক্ষুধার্ত, হে মনোনীতজন।'

নগুর বিশাসীদের কথা শুন্নে চমকে ওঠে শক্তি। সে ক্ষান্তি বোধ করছে না, ক্ষুধাও লাগে নি তার, সব কিছু তরিত্বের আছে বিধাতায়; খাদ্যের কোনো দরকার তার নেই। কিন্তু সবাই তার মতো নয়? এদের ক্ষুধা লেগেছে? বিধাতায় বিশ্বাস আনার পরও এদের ক্ষুধা লাগে? তব পায় শক্তি।

অগ্নিকুমার বলে, 'যুবরাজ আমি দেখতে পাই আপনি ক্ষান্ত, আপনি ক্ষুধার্ত।'

শক্তি বলে, 'এটা তোমার ভুল, অগ্নি।'

নগুরা বলে, 'হে মনোনীতজন, আমরা ক্ষান্ত, আমরা ক্ষুধার্ত। আপনি যদি খাদ্য গ্রহণ করেন, তাহলেই শধু আমরা আমাদের ক্ষুধা দূর করতে পারি।'

দীপাবিতা বলে, 'খাদ্য গ্রহণ করতে আপনাকে আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করি, যুবরাজ।'

শক্তি বলে, 'নায়ীদের প্রকাশ্য শোকসমাজে আসা অন্যায়, দীপাবিতা।'

দীপাবিতা বলে, 'আপনি খাদ্য গ্রহণ করুন, যুবরাজ।'

দীপাবিলি সবুজ পাতায় খাদ্য পরিবেশন করতে শুরু করে। প্রথমেই সে খাদ্য তুলে দেয় শুভ্রতের হাতে, তার হাত থেকে খাবার নিতে শুভ্রতের হাত কেঁপে ওঠে। নগুরা দীপাবিলির হাত থেকে খাদ্য নিতে থাকে, তাদের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে খাদ্যের রূপে ও সুগন্ধে, ও দীপাবিলির মুখের দিকে তাকিয়ে। দীপাবিলি তাদের চোখেমুখে প্রবল ক্ষুধা দেখতে পায়। আদিত্য, অঞ্চলান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাসের সামনে দীপাবিলি নিজ হাতে খাদ্য এনে রাখে, খেতে অনুরোধ করে; তারা মুক্ত চোখে তাকায় তার দিকে, তারপর খাবারের দিকে। দীপাবিলি আর অগ্নি ও খেতে বসে। খেতে ব'সে সবুজ পাতায় সাধারণ অন্ন ও ব্যঞ্জন দেখে কেঁপে ওঠে শুভ্রত; এবং পরমুহুর্তেই তার মনে হয় সে বেরিয়েছে বিধাতার পথে, বিধাতা তাকে পথে পথে যে-খাদ্য দেবেন, তাই তাকে বিধাতার আশীর্বাদ, অপার করুণা ব'লে গ্রহণ করতে হবে। একথা ভাবতেই সে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে; —সে তো খাবারের কথা ভাবেই নি, কোনো দিন তার ক্ষুধা পাবে তার মনেই হয় নি, কিন্তু বিধাতা তার অন্নের কথা তুলে যাননি, অগ্নি ও দীপাবিলির মাধ্যমে তিনি পাঠিয়েছেন অন্ন। তার মনে হয় এ-অন্ন বিধাতার অন্ন, বিধাতা তাকে ভোলেন নি, তার আনন্দের কথাও তিনি মনে রেখেছেন। তিনি মনে না রাখলে কেনো মনে পড়বে অগ্নি ও দীপাবিলির? আদিত্য, অঞ্চলান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাসের মনে পড়ে নি, বিধাতা তান্ত্রির স্মরণ করিয়ে দেন নি বলে; বিধাতা শুধু তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তার কাছে ছুটে আসতে, তাদের অন্নের কথা স্মরণ করিয়ে দেন নি। বিধাতা অগ্নি ও দীপাবিলিকে ছুটে আসার কথা মনে করিয়ে দেন নি, মনে করিয়ে দিয়েছেন অন্ন নিয়ে অঙ্গৃহীত; এ-অন্ন বিধাতার, তাই এর সুস্বাদের শেষ নেই। শুভ্রত প্রতিটি অন্নকণা বিধাতার নিজের হাতে রান্না করা ভেবে পাতা থেকে কুড়িয়ে খেতে থাকে; যে কয়েকটি অন্নকণা নিচে প'ড়ে গিয়েছিলো সেগুলো সে বিধাতার নামের প্রশংসা করতে কর্ম্মতে মাটি থেকে তুলে নিয়ে মুখে দেয়, সবুজ কলাপাতা চেটে চেটে থাকে। এবং স্তব করতে থাকে সর্বজ্ঞ বিধাতার। খাওয়া শেষ হ'লে শুভ্রতকে অত্যন্ত পরিষ্কার দেখায়। দীপাবিলি তার দিকে তাকিয়ে শান্তি পায়।

শুভ্রত বলে, ‘সমস্ত স্তব বিধাতার জন্যে, যিনি ধান্যকে অন্নে পরিণত করেন, যিনি বিশ্বাসীদের জন্যে সুস্বাদু অন্ন প্রস্তুত ক'রে পাঠান।’

আদিত্য বলে, ‘সমস্ত স্তব বিধাতার জন্যে, যিনি ধান্যকে অন্নে পরিণত করেন, যিনি বিশ্বাসীদের জন্যে সুস্বাদু অন্ন প্রস্তুত ক'রে পাঠান।’

নগুরাও একই কথা ব'লে স্তব করে বিধাতার। অগ্নি ও দীপাবিলি বিশ্বিত চোখে তাকায় তাদের দিকে তাদের পরিতৃপ্তি দেখে তারা সুখী বোধ করে।

দীপাবিলি হেসে বলে, ‘খাবার রান্না করেছি আমি, যুবরাজ।’

শুভ্রত বলে, ‘সব স্তব বিধাতার জন্যে; যিনি অন্ন প্রস্তুত করিয়েছেন তোমাকে দিয়ে; তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি সর্বশক্তিধর।’

অগ্নিকুমার জিজ্ঞেস করে, ‘প্রাসাদে কখন ফিরবেন, যুবরাজ?’

শুভ্রত বলে, ‘বিধাতা আমার জন্যে সোনার প্রাসাদ তৈরি করেছেন, আমি সেই প্রাসাদে যাবো, অন্য কোনো প্রাসাদে আমি যাবো না, অগ্নিকুমার।’

অগ্নি জিজ্ঞেস করে, ‘এই বটের নিচে আপনি কীভাবে বাস করবেন, যুবরাজ?’

শুভ্রত উত্তেজিত হয়, কিন্তু শান্ত কষ্টে বলে, বিধাতা সর্বজ্ঞ ও মহান।’

আদিত্য শুনতে পায় তাদের কথা; সে উত্তেজিত হয়ে বলে, ‘বিধাতার মনোনীতজন কেনো এই বটের নিচে বাস করবেন? নগরীতে আমার পাঁচখানি গৃহ রয়েছে, মনোনীতজন বাস করবেন আমার গৃহেই।’

শুভ্রত বিরক্ত হয় আদিত্যের কথায়; তবু সে স্থিষ্ঠ শব্দে বলে, ‘যে-গৃহ মূর্তিতে অপবিত্র, সেখানে আমি যাবো না আদিত্য।’

আদিত্য বিচলিত হয়ে বলে, ‘আমাকে ক্ষমা করুন, হে মনোনীতজন।

শুভ্রত বলে, ‘সব শুব্দ বিধাতার জন্যে। তিনি এই বটের নিচেই আমাদের নীড় তৈরি ক'রে দেবেন।’

আদিত্য বলে, ‘সব শুব্দ বিধাতার জন্যে, হে মনোনীতজন।’

শুভ্রতের অনুমতি নিয়ে আদিত্য মুক্তিয়ে যায়। তার মুখে শুভ্রত উত্তেজনা দেখতে পায়, এবং একটু বিস্মিত হয়। অঙ্গ পরেই আদিত্য পদ্মাশঙ্খ সুতোর ও বিপুল পরিমাণ গৃহনির্মাণসামগ্রিসহ দিকে দিকে সৌভাগ্য ফিরে আসে। সে উচ্চকষ্টে আবৃত্তি করে-বিধাতা অনন্য; শুভ্রত তাঁর মনোনীতজন। শুভ্রত প্রথম বুঝতে পারে না কী হচ্ছে; যখন বুঝতে পারে তার চিন্তা ভুলে গৃহে ওঠে, তার এক অলৌকিক অনুভূতি হয়। বটের নিচে একটি গৃহ উঠতে থাকে, শুভ্রত বিধাতার শুব্দ আবৃত্তি করতে করতে স্থাপন করে গৃহের প্রথম শুল্কটি। শুভ্রত স্বাগে কখনো গৃহ উঠতে দেখে নি, সে প্রাসাদে বাস করছে, এখন গৃহ উঠতে দেখে মুহূর্তে মুহূর্তে বিস্মিত হতে থাকে। তার সাথে নগরী উচ্চকষ্টে বিধাতার শুব্দ ক'রে চারদিকে মুখ্য ক'রে তোলে। শুভ্রতের মনে হয় বিধাতাই এ-গৃহের নির্মাতা, এ-গৃহ বিধাতার গৃহ, তিনি আদিত্যকে দিয়ে এ-গৃহ নির্মাণ করাচ্ছেন। এ-গৃহ কাঠ দিয়ে তৈরি হচ্ছে, কিন্তু এ-গৃহ পাথরের গৃহের থেকে দৃঢ়, আর সোনার গৃহের থেকে মূল্যবান। সে বিধাতার শুব্দ করতে থাকে। নগরী প্রবলতম উৎসাহে সাহায্য করতে থাকে সুতোরদের, বিশাল জ্যায়গা জুড়ে থামের পর থাম স্থাপন করতে থাকে তারা; আদিত্যের আদেশে নিরলস পরিশৃঙ্খল করে সুতোরণ; এবং সন্ধ্যার আগেই একটি বিশাল গৃহের কাঠামো সবার দ্রুতি আকর্ষণ করে। শুভ্রত গৃহের প্রতিটি শুল্কে বিধাতার আশীর্বাদ দেখতে পায়, প্রতিটি কাঠের টুকরোয় লেখা দেখতে পায় বিধাতার মহান নাম। সে প্রতিটি শুল্কে ছুয়ে ছুয়ে বিধাতার নাম উচ্চারণ করতে থাকে; প্রতিটি শুল্কে সে সোনার শুল্ক বলে মনে করতে থাকে। সে গৃহের নাম দেয় বিধাতাগৃহ। ভূল প্রমাণিত হলো অগ্নিকুমারের ধারণা, তার ধারণা সব সময়ই ভূল-মনে হয় শুভ্রতের; অগ্নি মনে করেছিলো বিধাতার মনোনীতজনকে বাস করতে হবে উন্মুক্ত গগনের তলে, বটগাছের নিচে, কিন্তু বিধাতা মহান ও সর্বজ্ঞ, তিনি গৃহ নির্মাণ ক'রে দিয়েছেন শুভ্রতকে; তিনি তাঁর মনোনীতজনকে ভূলে যেতে পারেন না।

সন্ধ্যার আগে একটি গোয়ান ভ'রে বক্ষ নিয়ে আসে রঞ্জন।

রঞ্জন বলে, 'যুবরাজ, আপনার বন্দের আদলে তৈরি করিয়েছি বস্ত্রগুলো।'

শুভ্রত বলে, 'সব স্ব বিধাতার জন্যে; বিধাতা নিশ্চয়ই তোমাকে পুরস্কার দেবেন।'

রঞ্জন বলে, এগুলো আপনার নিজের বস্ত্রটির মতো উন্ম হয় নি। রাজকীয় বস্ত্রকারের কাছে যাওয়ার অধিকার আমার নেই, যুবরাজ।'

শুভ্রত বলে, 'এটি রাজকীয় বস্ত্রকারের তৈরি নয়, তরুণ।'

রঞ্জন জানতে চায়, 'আমি কি জানতে পারি কে এটি তৈরি করেছেন, "যুবরাজ?"'

শুভ্রত বলে, 'বিধাতা এটি তৈরি ক'রে পাঠিয়েছেন, তরুণ।'

শুভ্রত ডাকে নগদের, তারা এসে দাঁড়ায় শুভ্রতের চারদিকে; বস্ত্র দেখে তারা অশ্বত্তি বোধ করে, আবার সুখীও বোধ করে। অনেক বছর তারা বস্ত্র পরে নি; শুধু নিম্নাংসে এক টুকরো ছেড়া কাপড় বেঁধে রেখেছে, এখন তাদের সম্পূর্ণ বস্ত্র পরতে হবে, রোদবৃষ্টিতে তাদের যে-শরীর অনাবৃত থেকেছে, তা আবৃত হবে বন্দে। শুভ্রত একটি-একটি করে বস্ত্র তুলে দেয় তাদের স্কুলে। তারা বস্ত্র পরতে থাকে, এবং চিংকার ক'রে বলতে থাকে, 'বিধাতা সর্বশক্তিধর [সব স্ব বিধাতার জন্যে, নিশ্চয়ই তিনি ধংস করবেন মহাবেশ্যা রাজগৃহকে]'।

শুভ্রত বলে, 'বস্ত্র মানুষকে সুশৰ করে, বিধাতা মানুষকে দিয়েছেন বস্ত্র।
বস্ত্রহীনেরা পশ্চর সমান।'

নগরা বলে, 'আমাদের নগ দেহের কথা ভেবে আমরা লজ্জা পাচ্ছি, হে
মনোনীতজন।'

শুভ্রত বলে, 'বিধাতা সর্বজ্ঞ, [তিনি] নিশ্চয়ই করুণাময়।'

রঞ্জন বলে, 'যুবরাজ, আমি তুম্হালে যাই।'

শুভ্রত বলে, 'তুমি বলো—বিধাতা অনন্য; শুভ্রত তাঁর মনোনীতজন।'

রঞ্জন বলে, 'আমি পঞ্চদেবীর স্মৃতিক, যুবরাজ; আমি দেবীদের ত্যাগ করতে
পারবো ব'লে মনে হয় না, যুবরাজ।'

শুভ্রত বিব্রত হয়। একবার তরুণের গালে তার একটি চড় মারার ইচ্ছে হয়, আরেকবার মনে হয় বস্ত্রগুলো ফিরিয়ে দিই; কিন্তু শুভ্রত চুপ ক'রে থাকে। তার মনে হয় কে যেনো তাকে বলছে, এটা ক্রোধের কাল নয়, অভিমানের সময়ও নয়; অনেক ক্রোধ আর অভিমান তাকে জয় করতে হবে বিধাতার মহারাজ্য স্থাপনের জন্যে। আবার মনে হয় সে শুনতে পাচ্ছে বিধাতাই বস্ত্র পাঠিয়েছেন; তিনি কার হাতে কী পাঠাবেন, তা কেউ বলতে পারে না। শুভ্রত বিধাতার অপার মহিমা অনুভব করে। সে কি একই দিনে বিধাতার তিনটি আশীর্বাদ লাভ করে নি? বিধাতা কি তার জন্যে অবিশ্বাসীর হাত দিয়ে অন্ন পাঠান নি, পাঠান নি বস্ত্র, এবং বিশ্বাসীকে দিয়ে গ'ড়ে তোলেন নি শাশ্বত পরিত্ব গৃহ? শুভ্রতের মনে হয় বিধাতা তার দিকে সব সময়ই তাকিয়ে আছেন, তাকে আশীর্বাদ করছেন।

৮২ শুভ্রত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার

শুভ্রত নতুন বন্ধু পরা অনুসারীদের উদ্দেশে বলে, ‘এতোকাল নগ্ন ছিলে, আজ থেকে তোমরা আর বন্ধু ত্যাগ করবে না।’

তারা বলে, ‘আপনার নির্দেশ আমরা শেষ নিশ্চাস পর্যন্ত মেনে চলবো, হে মনোনীতজন।’

শুভ্রত বলে, ‘তোমরা তিরিশ জন প্রথম সংঘবন্ধভাবে বিধাতায় বিশ্বাস স্থাপন করেছো, তাই বিধাতার তোমরা বিশেষ প্রিয়। বিধাতা তোমাদের নাম নিজের হাতে লিখে রেখেছেন।’

তারা বলে, ‘বিধাতা অনন্য, তিনি সর্বশক্তিধর।’

শুভ্রত বলে, ‘বিধাতার ধর্মে তোমরা বিশেষ সম্মানের অধিকারী, বিধাতা তোমাদের দিচ্ছেন এক গৌরবজনক উপাধি।’

তারা বলে, ‘সব স্তুতি বিধাতার জন্যে, বিধাতা অনন্য।’

শুভ্রত বলে, ‘তোমাদের উপাধি হচ্ছে—বিধাতার তিরিশ সৈনিক।’

তারা সমবেত কঠে বলে, ‘বিধাতা অনন্য।’

শুভ্রত বলে, ‘আদিত্য আমার পঁখান ভক্ত, অঞ্চলান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস আমার প্রিয় ভক্ত; আর তোমরা বিধাতার তিরিশ সৈনিক, তোমরা বিশেষ সম্মানিত।’

তারা বলে, ‘বিধাতা অনন্য; বিধাতা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশক্তিধর; আমরা বিধাতার তিরিশ সৈনিক।’

তাদের বন্ধু দেয়ার পর বহু বন্ধু উন্মত্ত থেকে যায়; শুভ্রত রঞ্জনকে একবার দেখার জন্যে চারদিকে তাকায়, কিন্তু দেখতে পায় না। শুভ্রত বন্ধুগুলোকে ভালোভাবে রাখার নির্দেশ দেয়। এমন সময় একটি রাজস্তুরি শকট এসে থামে গৃহের সামনে। শকট থেকে নেমে আসে পারমিতা; এবং তুক নামতে দেখে শুভ্রতের অনুসারীরা দূরে স'রে যায়।

পারমিতা বলে, ‘হে মনোনীতজন! আমি চ'লে এলাম। আপনার থেকে আমি দূরে থাকতে পারি না।’

শুভ্রত বলে, ‘তুমি চ'লে আসো আসো, বিধাতাই তোমাকে পাঠিয়েছেন; সব স্তুতি বিধাতার জন্যে।’

পারমিতা বলে, ‘আপনার পাশে থেকে আমি বিধাতার স্তুতি করতে চাই; যখন দরকার হবে তখন যুদ্ধও করতে চাই।’

চমকে ওঠে শুভ্রত।

শুভ্রত বলে, ‘বিধাতা কি আমাকে দিয়ে যুদ্ধও করাবেন, পারমিতা?’

পারমিতা বলে, ‘আমার তো তাই ধারণা, হে মনোনীতজন।’

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, ‘কেনো এমন ধারণা করছো তুমি?’

পারমিতা বলে, ‘আপনি কি বুঝতে পারছেন না, হে মনোনীতজন, বিধাতা আগের দেবদেবীদের হচ্ছিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছেন নিজেকে? আগের দেবদেবীরা তো সহজে হটবে না।’

শুভ্রত বলে, ‘কেনো হটবে না? তারা তো মিথ্যে।’

পারমিতা বলে, 'হে মনোনীতজন, মিথ্যে সর্বশক্তিধর না হলেও মিথ্যে প্রচণ্ড শক্তিমান। মিথ্যেকে পরাজিত করা অত্যন্ত কঠিন।'

শুভ্রত বিচলিত হয়, এবং জিজ্ঞেস করে, 'তার জন্যে কি যুদ্ধের দরকার হবে?'

পারমিতা বলে, 'দরকার হবে, হে মনোনীতজন। আগের দেবদেবীরা যুদ্ধ ছাড়া পরাজয় শীকার করবে না।'

শুভ্রত বলে, 'তবে তাই হবে, যুদ্ধকে আমি ভয় করি না। বিধাতার জন্যে যদি রক্ষের নদী বহাতে হয় আমি তাই বহাবো, পারমিতা।'

পারমিতা বলে, 'তখনও আমি আপনার সঙ্গী থাকবো, হে মনোনীতজন।'

শুভ্রত বলে, 'মানুষ কেনো পরম সত্যকে সহজে বিশ্বাস করে না?'

পারমিতা বলে, 'মানুষ বুঝতে পারে না, হে মনোনীতজন, কোনটি পরম সত্য আর কোনটি চরম মিথ্যে।'

শুভ্রত বলে, 'আমি রক্তাঙ্গ ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি; বিধাতা অনন্য।'

পারমিতা বলে, 'আপনাকে তার জন্যে প্রস্তুত হ'তে হবে, হে মনোনীতজন; সব স্তব বিধাতার জন্যে।'

শুভ্রত কঠিন হওয়ার চেষ্টা করে, কঠিন তাকে হ'তেই হবে, এবং অনুভব করে সে কঠিন হয়ে উঠছে। চোখ বন্ধ করলেই সে রক্ষের দৃশ্য দেখতে পায়, তার খারাপ লাগে না। তিন দিন সে বিশেষ কোনো কঠিন বলে না; শুধু বিধাতার গৃহের নির্মাণ দেখে, গৃহ নির্মাণের সময় একটি-দুটি নির্দেশ দেয়, এবং গৃহের মধ্যস্থলে ব'সে চোখ বন্ধ ক'রে ধ্যান করতে করতে রক্ষের নদী দেখে। রক্ত দেখতে তার খারাপ লাগে না; কেননা এ-রক্ত বিধাতার জন্যে। সে সিদ্ধান্ত নেয় যে-দিন বিধাতার মহারাজ্য স্থাপিত হবে, এ গৃহই হবে কেন্দ্র, এখান থেকেই বিধাতা পরিচালনা করবেন মহারাজ্য। বটের নিচে একটি বিশাল পাথরখণ্ড প'ড়ে ছিলে, শুভ্রত আদিত্যের কাছে জানতে চায় পাথরটি কী? আদিত্য জানায় পাথরটি বহু বছু আগে পড়েছে মহাকাশ থেকে, এটিকে পুঁজো করে বিক্রমপন্থীর মানুষেরা, এটা পুঁজো প্রস্তর। শুভ্রত পাথরটিকে চুমো খায়, বলে বিধাতা এটি বহুকাল আগে পাঠিয়েছেন স্বর্গ থেকে, তিনি আগেই জানতেন তাঁর মনোনীতজন একদিন এখানে তাঁর জন্যে গৃহ নির্মাণ করবেন, সেই গৃহ পৰিদ্রব হবে এ পাথরের উপস্থিতিতে। শুভ্রত পাথরটিকে গৃহের মধ্যস্থলে স্থাপন করতে নির্দেশ দেয়, সবাই গোলাকার পাথরটি গড়িয়ে এনে বিধাতাগৃহের মধ্যস্থলে স্থাপন করে। চতুর্থ দিন শুভ্রত বিধাতাগৃহের মধ্যকক্ষে ব'সে কথা বলছিলো অনুসারীদের সঙ্গে, হঠাৎ সে মৃহিত হয়ে পড়ে, এবং চারদিকে কোলাহল শুরু হয়। পারমিতা সবাইকে ডেকে বলে কোলাহল করার কোনো দরকার নেই; এ-মূর্ছা ভয়ের নয়, এ মূর্ছা আনন্দের, বিধাতা যখন মনোনীতজনের কাছে কোনো বাণী পৌছে দেন, তাঁর মনোনীতজন যেহেতু মানুষ, তাই তাঁর পক্ষে অনেক সময় বিধাতার বাণীর অপার অগ্নি সহ্য করা সম্ভব হয়ে ওঠে না, তিনি মৃহিত হয়ে পড়েন। এ-মূর্ছা বিধাতার সঙ্গে সম্পর্কের মূর্ছা, বাণীলাভের মূর্ছা, এতে ভয়ের কোনো কারণ নেই। পারমিতা অংশমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাসকে বলে কক্ষের

৪৪ শুভ্রত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার

সমস্ত দরোজাজানালা বক্ষ ক'রে দিতে, আদিত্যকে কক্ষ পাহারা দেয়ার জন্যে নিযুক্ত করে; এবং অন্যদের গৃহনির্মাণ শেষ করার জন্যে আদেশ দেয়। সে একা থাকে কক্ষের ভেতরে শুভ্রতকে নিয়ে। পারমিতা জানে কীভাবে পরিচর্যা করলে শুভ্রত জ্ঞান ফিরে পায়। তার পরিচর্যায় শুভ্রতের জ্ঞান ফিরতে বেশি দেরি হয় না।

পারমিতা বলে, 'বিধাতার সাথে আপনার সম্পর্ক দেখে সবাই আনন্দিত।'

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, 'আমি কি মৃছিত হয়ে পড়েছিলাম?'

পারমিতা বলে, 'না, হে মনোনীতজন। বিধাতা আপনাকে বাণী দেবেন ব'লে আপনি গগনে গগনে বিহার করছিলেন।'

শুভ্রত বলে, 'ইঠা, তাইতো, আমি গগনে গগনে অপূর্ব আলোকে বিহার করছিলাম। বিধাতার বাণী লাভ করছিলাম। সব শব বিধাতার জন্যে।'

পারমিতা সবাইকে ডাকে, এবং শনতে বলে বিধাতা কি বাণী দিয়েছেন তার মনোনীতজনকে। সবাই চুপে দিকে ডিঢ় ক'রে দাঁড়ায়।

পারমিতা বলে, 'হে মনোনীতজন, আপনি কি প্রকাশ করবেন কী বাণী আপনাকে দান করেছেন বিধাতা; কীমুন সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর?'

শুভ্রত বলে, 'নিচুরাটি বিধাতা সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর।'

সবাই বলে, 'নিচুরাটি বিধাতা সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর।'

শুভ্রত বলে, বিধাতার শ্লেন, বিক্রমপট্টির মানুষ, বিশ্বাস করো, বিশ্বাসের খেকে মৃল্যবান কিছু নেই। যারা বিশ্বাস করে না, তারা ধ্বংস হয়। বিধাতা অনন্য বিধাতা সর্বশক্তিধর। যারা বিধাতার বিশ্বাস করে, তারা সত্ত্বের পথে আছে, যারা বিশ্বাস করে না, তারা মিথ্যার সত্তান্তু অধ্যাই আমি পরাজিত করবো সব মিথ্যাকে, আমি সর্বশক্তিধর।'

পারমিতা বলে, 'বলুন হে মনোনীতজন।'

শুভ্রত বলে, 'মিথ্যাকে আর গ্রহণ কোরো না, গ্রহণ করো সত্যকে, আমি সত্য। দেবদেবীরা মৃত্তিমাত্র; হাতের কোনো শক্তি নেই। সব মিথ্যা ধ্বংস হবে, মৃত্তির একটি টুকরোও ধাকবে না। অবিশ্বাসীরা হাহাকার গগন পূর্ণ করবে, তখন সময় ধাকবে না।'

পারমিতা বলে, 'সব শব বিধাতার জন্যে।'

সবাই বলে, 'সব শব বিধাতার জন্যে; বিধাতা অনন্য।'

শুভ্রত বলে, 'বিশ্বাসীরা, পাহাড় উঠবে তোমাদের সামনে, অগ্নি উদগীরণ শুরু করবে অগ্নিগিরি তোমাদের জন্য পাহাড়কে সমতল ভূমিতে পরিণত করবো; লাভাস্ত্রোতকে পরিণত করবো ঝরনাধারায়। বিশ্বাসীরা, তোমাদের সামনে মরুভূমি প্রসারিত হবে, আমি মরুভূমিকে পরিণত করবো শস্যশামল ধান্যক্ষেত্রে; তোমাদের পথের প্রতিটি কট্টককে পরিণত করবো সুগন্ধী কুসুমে।'

পারমিতা বলে, 'বিধাতা অনন্য।'

শুভ্রত বলে, 'অবিশ্বাসীদের পথকে করবো দুর্গম দূর্ক্ষ। তাদের পথের ফুলকে পরিণত করবো বিশাঙ্ক কষ্টকে, সমতল ভূমিকে পরিণত করবো দুর্গম পাহাড়ে, তাদের

পিপাসার্ত অঞ্জলি অগ্রসর হলে ঘরনা নিঃশেষিত হবে, নদী জলহীন হবে। নিচয়ই
আমি যা বলি, তা সম্পূর্ণ সত্য।'

সবাই বলে, 'বিধাতা অনন্য।'

শুভ্রত বলে, 'রক্ষের প্রাবন দেখা দেবে তোমাদের সামনে; রক্ষের প্রাবন দেখেও
তোমরা ভয় পাবে না; বিশ্বাসীদের ওপর আমি করবো আশীর্বাদ, যা তোমরা কেউ
কল্পনাও করতে পারো না।'

সবাই বলে, 'হে বিধাতা, পরম বিধাতা।

শুভ্রত বলে, 'এই গৃহ বিধাতাগৃহ, এর প্রতিটি ধূলোকণা পরিত্ব।'

সবাই বলে, 'সব শুব বিধাতার জন্য।'

শুভ্রত বলে, 'বিধাতা সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর, তিনি দেখতে চান সপ্তম দিবসের
মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে বিধাতার গৃহের নির্মাণ।'

অনুসারীরা বলে, 'বিধাতার আশীর্বাদে অবশ্যই সম্পন্ন হবে, হে মনোনীতজন।'

রাজা ন্যূন্তর কয়েকবার প্রধান অমীভুকে পাঠিয়েছে শুভ্রতকে ফিরিয়ে নিতে;
শুভ্রত জানিয়ে দিয়েছে সে আর প্রাসাদে ফিরবে না, সে আর যুবরাজ নয়, প্রাসাদ তার
জন্যে নয়, তার জন্যে বিধাতা সোনার প্রাসাদ তৈরি করেছে। রাজ্যের কথাও বলেছে
প্রধান অমাত্য; শুভ্রত জানিয়েছে রাজা জ্ঞান কাছে তুচ্ছ, সে কোনো মানুষের কাছে
থেকে তুচ্ছ রাজ্য পেতে চায় না; সে মহান্তিজ্ঞ পাবে বিধাতার কাছ থেকে, সে প্রতিষ্ঠা
করবে বিধাতার মহারাজ্য। বিক্রমপল্লীর শুভিবাসীরা পরম্পরের সাথে দেখা হলোই
একই কথা বারবার বলছে যে, যুবরাজ শুভ্রত রাজপ্রাসাদ ছেড়ে এসেছেন, তিনি রাজা
হবেন না; এতে তারা বিশেষ উত্তেজিত হন্তু করবে না; কিন্তু তারা উত্তেজিত বোধ
করেছে যে যুবরাজ এক নতুন অঙ্গুত দেবতার কথা বলছেন, যার থেকে শক্তিমান না কি
আর কেউ নেই। গৃহস্থদের অনেকেই ভয় পেতে শুরু করেছে, নিজেদের দেবদেবীর
মুখের দিকে দীর্ঘ সময় তাকিয়ে থাকছে শক্তির প্রকাশ খুঁজছে তাদের চোখেমুখে, কিন্তু
দেখতে পাচ্ছে না; আবার কেউ কেউ শুঙ্গালী হয়ে উঠেছে নতুন শক্তি দেবতার কথা
তেবে। বৃক্ষরা বলছে নতুন দেবতা দেখা দেয়া যুবই অঙ্গুত, তাতে স্বর্গে অশান্তি আর
রাজ্য বিপর্যয় দেখা দেয়, তাতে রাজ্যের পর রাজ্য অনেক সময় ধৰ্বস হয়ে যায়; তারা
শুব আতঙ্কের মধ্যে সময় কাটাচ্ছে। তারা আরো শুনছে যুবরাজের দেবতা যুবরাজের
সাথে সরাসরি কথা বলে, যুবরাজ তখন মৃহিত হয়ে পড়েন; তারা ভয় পাচ্ছে, কেননা
তাদের দেবতা আর দেবীরা তাদের সাথে কখনো কথা বলে না। তারা দেবদেবীদের
পুজো করে, নিজেদের প্রার্থনা জানায় তাদের কাছে; দেবদেবীরা কখনো সাড়া দেয় না,
তারাও সাড়া চায় না; তারা শুধু তাদের প্রার্থনা গিয়ে দেবদেবীর কাছে পৌছুক। তাদের
প্রার্থনা পৌছালে দেবদেবীরা বিবেচনা মতো কল্যাণ করবে তাদের, তারা কখনো চায়
না তাদের দেবদেবীরা তাদের সাথে কথা বলুক। শুধু তারা কেনো, তাদের দেবদেবীরা
পুরোহিতদের সাথেও কখনো কথা বলে না। তাদের অনেকেই পুরোহিতদের কাছে
গিয়ে জানতে চেয়েছে তাদের দেবদেবীরা কখনো পুরোহিতদের সাথে কথা বলতো কি
না। পুরোহিতরা তাদের বলেছে দেবদেবীরা কখনো মর্ত্যের সামান্য মানুষের সাথে কথা

৮৬ অন্তর্ভুক্ত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার

বলে নি, কখনো বলে না। তাহলে যুবরাজের দেবতাটি কী? শর্গে কি কোনো নতুন দেবতার উৎপত্তি হয়েছে, যে আগের রীতিনীতি অস্থীকার ক'রে প্রত্যক্ষ কথা বলছে মানুষের সাথে? তারা খুব ভয় পায়। তারা অনেক দেবদেবীর পুজো করে, তাদের দেবদেবীরা একে অন্যের সাথে কলহ করে না; কিন্তু তারা শুনেছে যুবরাজের দেবতা বলছে এই দেবদেবীরা মিথ্যে, এদের ধ্বংস করতে হবে। তারা শুনেছে যুবরাজের দেবতা ভেঙে ফেলতে চায় দেবদেবীর মূর্তি, একটি টুকরোও রাখতে চায় না। তারা অত্যন্ত ভয় পায়। তারা শুনেছে তাদের দেবতারা অজস্র কাল আগে যুদ্ধবিঘাত করতো, তবে এখন আর করে না, তারা একে অন্যকে হটাতে চায় না। তাদের দেবতারা মূর্তির মতোই নীরব নিশ্চল নিরূপদ্রুব।

বিক্রমপল্লীর পুরোহিতেরা ভয় পায় সবচেয়ে বেশি। অধিকাংশ পুরোহিত যুবরাজের অন্তর্ভুক্ত দেবতাকে হেসেই উড়িয়ে দেয় প্রথমে, তারা বলে আর কোনো নতুন দেবতা নেই, নতুন দেবতা আসতে পারে না, শর্গে আর কোনো দেবতার জন্ম হচ্ছে না, যারা আছে তারাই শেষ দেবতা ওটা যুবরাজের পাগলামো; কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি প্রাসাদে ফিরে যাবেন, কামিনীদের ছেঁটে বটগাছের নিচে থাকতে ভালো লাগবে না। বিক্রমপল্লীর প্রধান পুরোহিত, প্রভুযজ্ঞ, যুবরাজের হিংস্র অন্তর্ভুক্ত নতুন দেবতার কথা শুনে নিশ্চৃপ হয়ে যায়। প্রভুযজ্ঞ প্রবীণ তাঁর সব কিছুই শুন, তার চুল, তুক, আর হাসি সবই শুন, তার গাণ্ডীর্ঘ আর বাক্যালাপন শুন। তাকে যারা সংবাদটি দেয়, তারা প্রধান পুরোহিতের নিশ্চৃপতা দেখে ভয় পায়; তারা বহু বছর ধরে প্রধান পুরোহিতের হাসি আর নিশ্চৃপতা দেখে আসছে, কিন্তু এমন জীতিকর নিশ্চৃপতা দেখে নি; তাই তারা তার সামনে থেকে দ্রুত বেরিয়ে যায়। প্রধান পুরোহিত কারো সাথে এ বিষয়ে আর কথা বলে না; সে এক সহকারীকে পাঠায় নম্রমধ্যস্থ বিপণিকেন্দ্রের বটগাছের নিচে কী ঘটছে দেখে আসার জন্যে; এবং তিনি দিন ধরে ওই সহকারী সব কিছু দেখে এসে যে-বিবরণ দেয়, তাতে প্রধান পুরোহিত আরে নিশ্চৃপ হয়ে যায়। সে কারো সাথে কোনো কথা বলে না। সে বিক্রমপল্লীর পাঁচজন জ্যোতি পুরোহিতকে তার সাথে সঙ্গ্যায় সাক্ষাৎ করার জন্যে অনুরোধ জানায়। তাদের মধ্যে চারজন প্রবীণ, একজন—আনন্দযজ্ঞ—তরুণ। পুরোহিতেরা ঠিক সময়ে উপস্থিত হয়।

প্রভুযজ্ঞ জিজ্ঞেস করে, ‘সম্প্রতি আপনাদের মনে কি কোনো ভয় জেগেছে?’

চারজন প্রবীণ পুরোহিতই নির্বাধের মতো হেসে ওঠে। প্রভুযজ্ঞ তাদের হাসি শুনে আরো গম্ভীর হয়ে ওঠে।

তারা বলে, না ভয়ের কোনো কারণ ঘটে নি; আমাদের মনে কোনো ভয় নেই। আপনি কেনো ভয়ের কথা বলছেন, প্রভুযজ্ঞ?’

তারা নির্বাধ শিশুর মতো হাসে; হেসে সুবী বোধ করে। আনন্দযজ্ঞ বুড়োদের নির্বুদ্ধিতায় করণ বোধ করে।

আনন্দযজ্ঞ গম্ভীরভাবে বলে, ‘আমি উদ্ধিগ্নি, হে সম্মানিত শ্রদ্ধেয় পুরোহিত।

তার কণ্ঠস্বর শুনে চার প্রবীণ ভয় পেয়ে হাসি বন্ধ করে।

প্রভুযজ্ঞ জিজ্ঞেস করে, ‘তুমি উদ্ধিগ্নি কেনো, আনন্দযজ্ঞ?’

ଆନନ୍ଦସ୍ତରେ ବଲେ, 'ଯୁବରାଜେର କାର୍ଯ୍ୟକଲାପ ଆମାକେ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରେଛେ ।'

ପ୍ରବୀଣରା ଆବାର ହେସେ ଓଠେ; ଏବଂ ବଲେ, 'ଓଇ ସବ ଅର୍ବାଚୀନ ପାଗଲେର କାଜ,
ରାଜପୁତ୍ରେର ଅଚିରଙ୍ଗାୟୀ ଉନ୍ନତତା ।'

ପ୍ରଭୁସ୍ତରେ ବଲେ, 'କିନ୍ତୁ ଆମି ଓ ଆନନ୍ଦସ୍ତରେ ମତୋ ଉଦ୍‌ଘାଟନ, ବନ୍ଧୁଗଣ ।'

ପ୍ରବୀଣ ପୁରୋହିତେରା ଭୟ ପେଯେ ଏକସଙ୍ଗେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରେ ଓଠେ; କେନୋ ଆପଣି ଉଦ୍‌ଘାଟନ,
ପ୍ରଭୁସ୍ତରେ ?'

ପ୍ରଭୁସ୍ତରେ ବଲେ, 'ଆନନ୍ଦସ୍ତର ତରଣ, ତବେ ପ୍ରବୀଣଦେର ଥେକେ ଓ ଜାନି; ସେ-ଇ ବଳୁକ
କେନୋ ସେ ଉଦ୍‌ଘାଟନ; ଏବଂ ସେ ଆନନ୍ଦସ୍ତରେ ସମୋଧନ କରେ ବଲେ, 'ଆନନ୍ଦ, ତୁମି ବଲୋ
ତୋମାର ଉଦ୍‌ଘେଗେ କୀ କାରଣ ?'

ପ୍ରବୀଣ ପୁରୋହିତେରା ଶ୍ରଦ୍ଧାଭରେ ତାକାଯ ଆନନ୍ଦସ୍ତରେ ଦିକେ; ତାରା ଆଶା କରେ ଆନନ୍ଦ
ଏମନ କିନ୍ତୁ ବଲବେ, ଯାତେ ତାଦେର ଉଦ୍‌ଘେଗ କେଟେ ଯାବେ; କିନ୍ତୁ ତାରା ଭୟ ପାଯ ଯେ ଆନନ୍ଦ
ତାଦେର ଆରୋ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କ'ରେ ତୁଳବେ ।

ଆନନ୍ଦସ୍ତରେ ବଲେ, 'ଯୁବରାଜ ମହାବିଷ୍ଣୁମି ସୃଷ୍ଟି କରବେନ ବଲେ ଆମାର ସନ୍ଦେହ ହୟ ।'

ପ୍ରବୀଣରା ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରେ, 'କେନୋ ? କେନୋ ବିପର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରବେନ ?'

ଆନନ୍ଦସ୍ତରେ ବଲେ, 'ଯୁବରାଜ ଯେ-ଦେଖୁତାର କଥା ବଲଛେନ, ତା ଆମାର ପାଗଲାମୋ ବ'ଳ
ମନେ ହୟ ନା । ତିନି ଏକ ହିଂସ୍ର ଦେବତା କଥା ବଲଛେନ, ତାର ହିଂସ୍ରତାମ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟ
ସୃଷ୍ଟି ହବେ ।'

ପ୍ରବୀଣ ପୁରୋହିତେରା ବଲେ, 'ଆମାଦେଇ ବୁଝିଯେ ବଲୋ, ଆନନ୍ଦ । ଆମରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟ
ପାଛି ।'

ଆନନ୍ଦସ୍ତରେ ବଲେ, 'ପ୍ରପିତାମହକ୍ରମେ ଆମରା ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀର ପୁଜୋ କରି, ଆମାଦେର
ଦେବଦେବୀରା ଅନାଦିକାଳେ; ସହସ୍ରବର୍ଷେ ଆମରା କୋମୋ ଦେବଦେବୀର କଥା ଶୁଣି ନି ।
ଯୁବରାଜଇ ପ୍ରଥମ ଏକ ନତୁନ ଦେବତାର କଥା ବଲଛେନ ।'

ପ୍ରଭୁସ୍ତରେ ବଲେ, 'ନତୁନ ଆର କୋନେ ଦେବଦେବୀର ଆବିର୍ଭାବେର କଥା ଆମରା କୋନୋ
ପାଇଁ ନି, ଆମାଦେର ପୂର୍ବପୁରୁଷେରା କୋନୋ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ଵାଣୀ କରେନ ନି ।'

ଆନନ୍ଦସ୍ତରେ ବଲେ, ଯୁବରାଜ ଏକ ଅତ୍ୱତ ଅର୍ବାଚୀନ ଦେବତାର କଥା ବଲଛେନ; ତିନି
ବଲଛେନ ତାର ଦେବତା ସର୍ବଜ୍ଞ ଓ ସର୍ବଶକ୍ତିଧର ତିନି ଓଇ ଦେବତାର ମନୋନୀତଜନ; ତିନି
ବଲଛେନ ତାର ଦେବତା ଛାଡ଼ା ଆର କୋନୋ ଦେବତା ନେଇ । ଆମରା କଥନୋ ଦେବତାଦେର
ମନୋନୀତଜନରେ କଥା ଶୁଣି ନି । ଆମି ବୁଝେଛି ଯେ ଯୁବରାଜେର ଦେବତା ହିଂସ୍ର, ସେ ଆର
କୋନୋ ଦେବଦେବୀକେ ସହ୍ୟ କରବେ ନା ।'

ପ୍ରବୀଣ ପୁରୋହିତେରା ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରେ ଓଠେ, ତାର ଦେବତା କି ଧର୍ମ କ'ରେ ଦେବେ ।
ଆମାଦେର ଦେବଦେବୀଦେର ?'

ପ୍ରଭୁସ୍ତରେ ବଲେ, 'ଯୁବରାଜେର ଦେବତା ଧର୍ମରେ ଦେବତା, ତାର ଦେବତା ଆର କୋନୋ ଦେବତା
ସହ୍ୟ କରେ ନା ।'

ପ୍ରବୀଣରା ବଲେ, 'ଦେବତାର ଏମନ ଆଚରଣ ତୋ ଦେବସୂଲଭ ନାହିଁ ।

আনন্দযজ্ঞ বলে, ‘আমরা জানি না আমাদের দেবতারা কীভাবে আমাদের পূর্বপুরুষদের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। আমরা পুরুষানুক্রমে তাঁদের পুজো ক’রে আসছি। তাঁরা কখনো মানুষের সাথে যোগাযোগ করেন না। আমাদের দেবদেবীরা তাঁদের মৃত্তির মতোই নন্দ। কিন্তু যুবরাজের দেবতা হিংস্র, তাঁর দেবতা একটি, তাঁর দেবতা অন্য কোনো দেবদেবী শীকার করে না। যুবরাজ আমাদের সব দেবদেবীকে ধংস ক’রে দেবেন, বিক্রমপল্লীতে যুবরাজের দেবতা ছাড়া আর কোনো দেবদেবী থাকবে না।’

প্রবীণ পুরোহিতেরা হাহাকার করে ওঠে, ‘তাহলে আমাদের জীবিকা কী হবে, আমাদের ধর্ম কী হবে? আমাদের সন্তানদের জীবিকা কী হবে, আমাদের সন্তানদের ধর্ম কী হবে?’

আনন্দযজ্ঞ বলে, ‘যুবরাজ আমাদের বাধ্য করবেন তাঁর ধর্ম গ্রহণ করতে। আমাদের সন্তানরাও বাধ্য হবে যুবরাজের ধর্ম গ্রহণ করতে।’

প্রবীণেরা চিংকার ক’রে দাঁড়িয়ে যান্তা, তা কখনো হয় না; প্রপিতামহক্রমে প্রাণ অনাদি ধর্ম আমরা ত্যাগ করতে পাইন্তেন। আমরা পুরোহিত, আমরাই যদি অনাদি ধর্ম ছেড়ে দিই তাহলে সাধারণ মানুষেরা ক’রবে?

আনন্দযজ্ঞ বলে, ‘যুবরাজ সাধারণ মনুষ্যদেরই আগে দীক্ষিত করবেন নিজের ধর্মে; এবং সাধারণ মানুষেরা আমাদের বাধ্য করবে যুবরাজের ধর্ম গ্রহণ করতে। আমাদের ধর্ম বিপন্ন; দেবদেবীরা বিপন্ন।’

প্রবীণেরা চিংকার করে ওঠে, ‘না, ন্তা, তা হয় না; প্রাণ থাকতে তা হয় না।’

আনন্দযজ্ঞ বলে, ‘আমি এজনেই উদ্ধিগ্নি।’

প্রভুযজ্ঞ বলে, ‘আমিও উদ্ধিগ্নি এজনেই।’

প্রবীণেরা বলে, ‘আমরা এখন শুধু উদ্ধিগ্নি নই, আমরা ভীত।’

আনন্দযজ্ঞ বলে, ‘আমার একটি কথা আছে।’

প্রভুযজ্ঞ বলে, ‘আনন্দ, তোমার কথা বলো।’

আনন্দযজ্ঞ বলে, ‘যুবরাজের ধর্মকে প্রতিরোধ করতে হবে, নইলে আমাদের ধর্ম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।’

প্রভুযজ্ঞ বলে, ‘প্রতিরোধ করতে গেলে বিপর্যয় দেখা দেবে, আর প্রতিরোধ না করলে মহাবিপর্যয়।’

প্রবীণেরা বলে, ‘কিন্তু বিপর্যয়কে ডয় পেলে চলবে না; আমাদের ধর্মই যদি না থাকে তাহলে বেঁচে থেকে কী প্রয়োজন?’

আনন্দযজ্ঞ বলে, ‘আমরা যে দেবদেবীদের পুজো করি তারা হিংস্র নন, তাঁরা অন্য দেবদেবীদের ধংস করতে বলেন না, তাই আমাদের ধর্মের শোকেরাও হিংস্র নয়। যুবরাজের ধর্মের ভক্তরা হিংস্র হবে, কেননা তাঁর দেবতা বলে বিধাতা অনন্য, আর কোনো দেবতা নেই।’

প্রভুযজ্ঞ বলে, ‘হিংস্রতাই চিরকাল জয়লাভ করে।’

ପ୍ରୀଣେରା ବଲେ, ‘ଆଜ ଥେକେ ଆମାଦେର ଆର ନିନ୍ଦା ଆସବେ ନା । ଆମରା ବୃଦ୍ଧ, ଆମରା କିନ୍ତୁ କରତେ ପାରବୋ ନା, ଆନନ୍ଦ, ତୁମି ଦେବଦେବୀଦେର ରକ୍ଷା କରୋ ।’

ବିଧାତାଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହ'ଲେ ଗୃହର ଦିକେ ତାକିଯେ ଶ୍ରୀବିଜେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରାଣ ଡରେ ଯାଏ; ତାର ମନେ ହୟ ବିଧାତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଛାଡ଼ା ଏ-ଗୃହ ନିର୍ମିତ ହତୋ ନା; ବିଧାତାଇ ତାକେ ନିଜ ହାତେ ନିର୍ମାଣ କରେ ଦିଯେଛେନ ଏ-ଗୃହ । ସେ ବିଧାତାର ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜାନାନୋର ତୀର୍ତ୍ତ ଆବେଗ ବୋଧ କରେ; ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଦିନେ ଆୟୋଜନ କରେ ବିଧାତାର ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତାଜ୍ଞାପନେର ଅନୁଷ୍ଠାନ । ତାର ମନେ ହୟ ବିଧାତାର ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତାଜ୍ଞାପନେର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ ବିଧାତାର ନାମେ ପଣ୍ଡ ଉତ୍ସର୍ଗ କରା । ଶୁଦ୍ଧ ତାର ମନେ ହୟ ନା, ସେ ଅନେକଟା ଶୁନତେ ପାଯ ବିଧାତା ତାକେ ପଣ୍ଡ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଛେନ । ଶ୍ରୀବିଜେନ୍ଦ୍ର ଆଦିତ୍ୟକେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଯ ତିନ ଶ୍ରେଣୀର ପଣ୍ଡ-ବୃଷ, ଛାଗ, ଓ ମେଷ—ବିଧାତାର ନାମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରତେ; ଶ୍ରୀବିଜେନ୍ଦ୍ରର ମନେ ହୟ ବିଧାତାର ଶସ୍ୟେର ଥେକେ ମାଂସ ବେଶ ପଛନ୍ଦ, ଏବଂ କୃଷକେର ଥେକେ ବେଶ ପ୍ରିୟ ଶିକାରୀ । ଆଦିତ୍ୟ ପଣ୍ଡସଂଘର କରେ, ଶ୍ରୀବିଜେନ୍ଦ୍ର ମେଷ-ବୃଷକେ ବିଧାତାକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦାନ ଓ କୃତଜ୍ଞତାଜ୍ଞାପନ । ଭୋଜେ ଶ୍ରୀବିଜେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶେ ଆଦିତ୍ୟ ଶ୍ରୀବିଜେନ୍ଦ୍ର ଜାନାଯ ବିକ୍ରମପଣ୍ଠୀବାସୀଦେର, ତାଦେର ଅଧିକାଂଶ ଦୂରେ ଥାକେ ଭୋଜ ଥେକେ, କିନ୍ତୁ ଶତାଧିକ ଦରିଦ୍ର ଭୋଜେ ଉପାସିତ ହୟ । ଏମନ ଭୋଜ କଥନେ ବିକ୍ରମପଣ୍ଠୀତେ ହୟ ନି; ବିକ୍ରମପଣ୍ଠୀ କ'ରେ ଦରିଦ୍ରରା କଥନେ ବିଚିତ୍ର ପଣ୍ଡର ମାଂସ ଖାଯ ନି; ଏହି ପ୍ରଥମ ତାରା ବୃଷ, ଛାଗ ଓ ମେଷର ମାଂସ ଖାଓଯାର ବ୍ୟାଦ ପାଯ, ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜାନାଯ ଶ୍ରୀବିଜେନ୍ଦ୍ରକେ । ଶ୍ରୀବିଜେନ୍ଦ୍ର ତାଦେର ବୃଷେ କୋନୋ କୃତଜ୍ଞତା ବା ପ୍ରଶଂସାଇ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ନାୟ, ସବ କୃତଜ୍ଞତା ଓ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରାପ୍ୟ ବିଧାତାଙ୍କ, ଯିନି ସର୍ବଜ୍ଞ ଓ ସର୍ବଶକ୍ତିଧର, ଯିନି ନିର୍ମାଣ କରେଛେ ପବିତ୍ର ଗୃହ । ଭୋଜେ ପର ଶ୍ରୀବିଜେନ୍ଦ୍ରର ଭେତରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦାନେର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶୁଣି ହୟ; ତାତେ ଅଂଶ ନେଯ ଶ୍ରୀବିଜେନ୍ଦ୍ର, ତାର ପ୍ରାପ୍ୟର ଭକ୍ତ ଆଦିତ୍ୟ, ତାର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଅଂତମାନ, ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ବିଭାସ, ତାର ଅନୁସାରୀ ବିଧାତାଙ୍କର ତିରିଶ ସୈନିକ, ଏବଂ ବିକ୍ରମପଣ୍ଠୀର ଶତାଧିକ ଦରିଦ୍ର । ପାରମିତାକେ ସବାର ସାମନେ ଦେଖିଦେୟାର ଅନୁମତି ଦେଯ ନା ଶ୍ରୀବିଜେନ୍ଦ୍ର, କେନଳା ବିଧାତା ତା ପଛନ୍ଦ କରେନ ନା; ଶ୍ରୀବିଜେନ୍ଦ୍ର ବିଧାତାଙ୍କରେ ଏକଟି କଷ୍ଟ ତୈରି କରିଯେଛେ, ପାରମିତା ମେ କଷ୍ଟ ଥେକେ ଅଂଶ ନେଯ, ବିଧାତାର ପ୍ରତି ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନେ । ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୀବିଜେନ୍ଦ୍ର ଦୀକ୍ଷିତ କରେ ବିଧାତାର ଧର୍ମ; ଦରିଦ୍ରରା ଆନନ୍ଦେର ସାଥେ ଗ୍ରହଣ କରେ ବିଧାତାର ଧର୍ମ; ତାରା ବଲେ ତାରା ସାରାଜୀବନ ଦେବଦେବୀର ପୁଜୋ କରେ ଏସେହେ, କିନ୍ତୁ କୋନୋ ଦେବଦେବୀ ତାଦେର ମୁଖେ ଏକ ଟୁକରୋ ମାଂସ ତୁଲେ ଦେଯ ନି, ଏମନକି ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ଅନ୍ନ ଓ ଦେଯ ନି । ତାରା ଘୋଷଣା କରେ ତାଦେର ଦେବଦେବୀ ମିଥ୍ୟେ; ତାରା ଉଚ୍ଚକଟେ ବଲେ ଓଇ ଦେବଦେବୀଦେର ତାରା ଘେନ୍ନା କରେ । ତାଦେର ଦୀକ୍ଷିତ କରାର ପର ଶ୍ରୀବିଜେନ୍ଦ୍ର ତାଦେର ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରେ, ବଞ୍ଚିର ସୁଗଙ୍କେ ତାଦେର ଆଜ୍ଞା ଡରେ ଯାଏ; ନତୁନ ବଞ୍ଚି ପ'ରେ ତାରା ବିଧାତାର ଶ୍ଵରେ ମୁଖ ହୟେ ଓଠେ । ଶ୍ରୀବିଜେନ୍ଦ୍ର ତାଦେର ଉପାୟ ଦେଯ ‘ବିଧାତାର ଅଟଳ ଦାସ ।’ ତାରା ଶପଥ କରେ ତାରା ଏ-ଉପାୟର ସମସ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରବେ; ଏତୋ ଦିନ ତାରା ଅନେକଟା ନାମପରିଚୟହୀନ ପଣ୍ଡରପେଇ ଜୀବନଧାରଣ କରିଛିଲୋ, ଏହି ପ୍ରଥମ ତାରା ମାନୁଷେର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପେଲୋ; ଏବଂ ବିଧାତାର ଦାସରୂପେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପାଲନେ ତାଦେର ଅଟଳତା କଥନେ ବିଚଲିତ ହବେ ନା ।

শুভ্রত বিধাতার প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে; তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে শ্লোকের পর শ্লোক। তার শ্লোকগুলো স্তব ও ঘৃণার, আশীর্বাদ ও অভিশাপের, উদ্বাস ও আসের। সে অভিশাপ বর্ষণ করে দেবদেবীপুজোরীদের ওপর, ঘৃণা করতে থাকে দেবদেবীদের। সে বারবার বলে বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বশক্তির, বিধাতা ছাড়া আর কারো স্তব প্রাপ্য নয়; যে-সব দেবদেবীকে পুজো করে বিক্রমপন্থীবাসীরা তারা মিথ্যে, তারা মৃত্যুমাত্র, বিধাতার ক্ষেত্রে তারা টুকরো টুকরো হয়ে ছাইয়ে পরিণত হবে, তাদের পুজোরীরা ব্যবহৃত হবে নরকের খড়রূপে। বিধাতার অটল দাসেরা শুভ্রতের কথা শুনে প্রথমে ভীত, এবং পরে উদ্বাস বোধ করে। তাদের মধ্যে দুজন, পক্ষজ ও হীনযান, দৌড়ে বেরিয়ে যায়, বাড়ি গিয়ে কয়েকটি দেবদেবীর মৃত্যি নিয়ে আসে, বিধাতাগৃহের সামনে সেগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো করে আগুন ধরিয়ে দেয়। সবাই ওই আগনের দিকে তাকিয়ে বিধাতার লেলিহান ক্রোধ দেখে শান্তি পায়; শুভ্রত পক্ষজ ও হীনযানকে উপাধি দেয় ‘বিশ্বাসের অগ্নি।’ শুভ্রত বলে, বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দেরি নেই, হাতের পাঁচ আঙুলের খুবই সামনে বিধাতার মহারাজ্য; কেননা তাদের মধ্যে আছে আদিত্যের মহেন্দ্রীর, বিধাতার তিরিশ সৈনিকের মতো যোদ্ধা, আর পক্ষজ ও হীনযানের মতো অচল বিশ্বাসের অগ্নি। শুভ্রত বলে, ‘বিধাতা বিশ্বাসীদের দেবেন অপরিমেয় মণিমাণিক্য আনিতমন্ত্রিত কেশ, গৌর গও, ও কদলিতরঙ্গুল্য উরু আর পীনোন্নত সুনসম্পত্তি চিরযৌবনা চিরকুমারী নারী, এবং সোনার প্রাসাদ। বিধাতার সম্পদের কোম্পী শেষ নেই, বিধাতা ভক্তদের দান করেন অক্ষণভাবে। শুভ্রতের নারীবিষয়ক কথা সবাই উৎসুকিত বোধ করে, তারা অনেক দিন নারী সম্ভোগ করে নি। আদিত্য চক্ষুর ওঠে; পত্নীদের ছেড়ে সাত দিন ধরে সে দূরে আছে; বিধাতার তিরিশ সৈনিকের মৃত্যু হওয়ার পর কখনো নারী সম্ভোগ করে নি; আর বিধাতার অটল দাসেরা নারী সম্ভোগ ক'রে কখনো ত্রুটি পায় নি, তাদের নারীদের শুকনো হাড় ছাড়া আর কিছুই নেই।’ শুভ্রত বলে সে রক্ত দেবতে পাচ্ছে, রক্ত ছাড়া বিধাতার ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হবে না; তারাইকে তৈরি হতে হবে রক্তের জন্যে।

কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনের পর অনুসারীদের নিয়ে নগর প্রদক্ষিণে বেরোয় শুভ্রত; এর নাম দেয় ‘জয়যাত্রা’। সে বলে তারা জয় করতে বেরোচ্ছে বিক্রমপন্থী ও সমগ্র জগৎ, এবং তারা যেহেতু বেরোচ্ছে, তাই তাদের জয় অনিবার্য, কেননা বিধাতা রয়েছেন তাদের সঙ্গে। তারা সবাই উচ্চকর্ষে আবৃত্তি করতে থাকে বিধাতার নাম; বলতে থাকে বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তির, তিনি ধ্বংস করবেন সমস্ত মৃত্যি; এবং বিপণিকেন্দ্রের চৌরাস্তায় এসে শুভ্রত সকলকে উদ্দেশ ক'রে ভাষণ দেয়। তার ভাষণ শোনার জন্য জনতা জড়ো হয়; যুবরাজকে একবার দেখার ইচ্ছে যাদের অনেক দিন ধরেই ছিলো; কিন্তু সুযোগ হয় নি, তারাই ভিড় করে বেশি। শুভ্রত বলে, অঙ্ককার যুগ শেষ হয়ে গেছে, আলোর যুগ এসেছে, আলোর যুগে বিধাতাই একমাত্র বিধাতা। সে বলে, বিক্রমপন্থীবাসীরা তোমরা আমার দিকে কান ফেরাও, তোমরা বধির হয়ে থেকো না, আমার দিকে তোমরা চোখ ফেরাও, তোমরা অঙ্ক হয়ে থেকো না, তোমরা মিথ্যে

দেবদেবীর দিকে নত কোরো না তোমাদের মাথা, তাদের উদ্দেশে উৎসর্গ কোরো না অন্ন ও মাংস; তোমাদের দেবদেবীরা বিধাতার ক্ষেত্রে ছাই হয়ে যাবে, তোমরাও পরিণত হবে ভস্মে; শৌকার করো যে বিধাতা অনন্য, শুভ্রত মনোনীতজন। বিধাতার মহারাজা প্রতিষ্ঠার জন্যে বিধাতা আমাকে মনোনীত করেছেন, তাতে কোনো সন্দেহ কোরো না, বিধাতা নিশ্চিহ্ন করবেন সন্দেহকারীকে; তোমরা সবাই তোমাদের গৃহের মূর্তির শেষ টুকরোটিকে বালুকণায় পরিণত করো, এবং গৃহ তৈরি করো বিধাতার ছায়ায়। বিধাতা এক, তিনিই সব কিছুর স্তুষ্টা, তিনি সৃষ্টি করেছেন জলশ্বলঅন্তরীক্ষ; তিনি প্রাণীর বুকে দিয়েছেন বিশ্বাস, রস প্রবাহিত করেছেন উদ্ভিদের শেকড়ে; তিনি পুষ্পকে রঙিন আর পাতাকে সবুজ করেছেন। তিনি সুস্থাদু করেছেন অন্নকে, মানুষকে দিয়েছেন আত্মা তিনি বিষাক্ত করেছেন গরলকে আর মধুর করেছেন অগ্রফলকে। বিধাতা সবাইকে আশ্রয় দেবেন, এবং কখনো ক্ষমা করবেন না অবিশ্বাসীকে; তোমরা বিধাতায় বিশ্বাস স্থাপন করো, স্বর্গের পথ খুঁজে নাও; কেননা স্বর্গই চিরস্থায়ী।

জনতা মুক্ষ হয়ে তার কথা শোন্তে। তারা এমন কথা কখনো শোনে নি এবং প্রথমে বুঝতে পারে না কী শুনছে; যখন বুঝতে পারে তখন তয় পায়। কেউ কেউ দৌড়ে স্থান ত্যাগ করে, কুকু হয় অনেকে, কেউ কেউ অত্যন্ত বিচলিত বোধ করে। যুবরাজের বিকলকে কিছু কি বলা যায়? যুবরাজ একদিন রাজা হবেন, তাঁরই কাজ তাদের ধর্ম রক্ষা করা, তবে যুবরাজ কেনো তাদের দেবদেবীকে ঘৃণা করেছেন, এক নতুন দেবতার স্বীকৃত করেছেন? তাদের কেনো তিনি নতুন ধর্মে দীক্ষিত হ'তে বলেছেন? তারা এখন কী করবে? আসলেই কি সত্য নয় তাদের দেবদেবীরা? সত্যই কি ছাইয়ে পরিণত হবে তাদের দেবদেবীরা? তয়, বিচলন ক্ষেত্রে সমগ্র জনতা থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে।

এক তরুণ, সত্যজিৎ অনেকস্বপ্ন ধ'রেই উদ্বেগিত বোধ করছিলো, তার বুকে এসে জড়ো হচ্ছিলো নানা প্রশ্ন, কিন্তু বলতে গিয়ে আটকে যাচ্ছিলো।

সে হঠাৎ চিন্কার ক'রে বলে, ‘যুবরাজ, আপনি নাস্তিক; বলুন আপনি নাস্তিক কি না?’

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, ‘তোমার কী নাম, যুবক?’
সত্যজিৎ বলে, ‘সত্যজিৎ।’

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, ‘তুমি কী জানতে চাচ্ছো বলো।’
সত্যজিৎ বলে, ‘আমার মনে হয় আপনি নাস্তিক, আমি জানতে চাই আপনি নাস্তিক কি না?’

শুভ্রত বলে, ‘নাস্তিক? আমি নাস্তিক নই, আমি বিধাতায় বিশ্বাস করি।’
সত্যজিৎ বলে, ‘কিন্তু আপনি আপনার পিতার ধর্ম ত্যাগ করেছেন। তাই আপনি ধর্মত্যাগী, ও নাস্তিক।’
শুভ্রত বলে, ‘আমার পিতার ধর্ম মিথ্যে, ওই দেবদেবীরা মিথ্যে।’

সত্যজিৎ বলে, 'আপনার বিধাতা যে সত্য তা আমরা বুঝবো কী ক'রে?'

শুভ্রত বলে, 'বিধাতা বলেছেন তিনি সত্য, তাই তিনি সত্য।'

সত্যজিৎ হেসে ওঠে, তা দেখে শুভ্রত বিব্রত হয়।

সত্যজিৎ বলে, 'যুবরাজ, আপনি বিধাতার কথা দিয়ে বিধাতাকে প্রমাণ করতে পারেন না। আপনার যুক্তি অত্যন্ত অযৌক্তিক। আমাদের দেবদেবীরাও বলেছেন আমরা সত্য।'

শুভ্রত বলে, 'বিধাতা তোমার মাথা বজ্রপাতে ধ্বংস করবেন; নিশ্চয়ই বিধাতা অবিশ্বাসীকে ক্ষমা করেন না।'

সত্যজিৎ আবার হেসে ওঠে; এবং বলে, 'আমার অধ্যাপক অগ্নিকুমার আমাকে শিখিয়েছেন আমাদের দেবদেবী আর আপনার বিধাতা একই জিনিশ, একই রকম মিথ্যে। আমাদের দেবদেবীরা বজ্রপাত করতে পারেন না, আপনার বিধাতাও বজ্রপাত করে আমার মাথা ধ্বংস করতে পারেন না।'

শুভ্রত বলে, 'তুমি ধ্বংস হও, এবং শ্বেষ হোক তোমার অধ্যাপক।'

ভিড়ের মধ্য থেকে কেউ কেউ চিৎকার করে ওঠে, 'যুবরাজ আপনি অভিশাপ না দিয়ে উত্তর দিন; আপনি উত্তর দিতে পারছেন মা ব'লেই অভিশাপ দিচ্ছেন।'

শুভ্রত বিব্রত হয়; এমন সময় তিনচার্টজিন লোক এগিয়ে এসে চুমো খায় শুভ্রতের পায়ে।

শুভ্রত তাদের ধ'রে তুলে বুকে জড়িয়ে থারে।

শুভ্রত বলে, 'আমি মানুষ, আমার পারে কখনো তোমরা চুমো খাবে না; চুমো খাবে বিধাতার পায়ে।'

তারা বলে, 'আমরা বিক্রমপল্লীর দরিদ্র জনে, আমাদের যন্ত্রণার শেষ নেই; আমরা বিশ্বাস আনতে চাই বিধাতার ওপর।'

শুভ্রত বলে, 'বলো—বিধাতা অনন্য।'

তারা বলে, 'বিধাতা অনন্য।'

শুভ্রতের অনুসারীরা মুখ্য হয়ে ওঠে বিধাতার শ্বেত; তারা উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করতে থাকে বিধাতার নাম।

শুভ্রত বলে, 'এই বিশ্বাসীদের আমি উপাধি দিলাম 'বিশ্বাসের চন্দ্ৰ'; এদের জ্যোতিতে আলোকিত হবে বিক্রমপল্লী।'

শুভ্রত তাদের বন্ধু দেয়, তারা নতুন বন্ধু পরে ধন্যবাদ জানায় বিধাতাকে।

শুভ্রত ভাষণ শেষ ক'রে অনুসারীদের নিয়ে যাত্রা করে বিধাতাগৃহের দিকে। তারা উচ্চকণ্ঠে বলে বিধাতার জয়যাত্রা শুরু হলো, জয় বিধাতার জয়, কেউ আর তা রোধ করতে পারবে না; কোনো শক্তি নেই, যা প্রতিরোধ করতে পারে বিধাতার বিজয়কে।

শুভ্রতকে খুব উত্সুকিত ও উল্ল্পন্ত, মাঝেমাঝে শান্ত ও ত্রুট্ট দেখায়; সে সকলের সামনে, তাকে অনুসরণ ক'রে এগোতে থাকে বিশ্বাসীরা। পথে এক দেবমন্দিরে একটি দেবীমূর্তি দেখে শুভ্রত ত্রুট্ট হয়, কিন্তু নিজেকে শান্ত রাখে; তবে তার অনুসারীরা উত্সুকিত হয় তীব্রভাবে, তারা নিজেদের সংযত রাখতে পারে না। তারা মন্দিরে ঢুকে

বিধাতার নাম উচ্চরে ঘোষণা ক'রে মৃত্তিটিকে বারবার লাখি মেরে ভেঙে চুরমার ক'রে ফেলে। মন্দিরে কোনো লোক ছিল না, শুধু একটি কিশোর দেবীর পায়ে ফুল দিছিলো, সে চিৎকার করতে থাকে। উজ্জেবিত বিশ্বাসীরা সফলভাবে মৃত্তি ভাঙ্গার পর উত্তৰতের পেছনে এসে যোগ দেয়; এবং তারা পথের দু-পাশ কাঁপিয়ে বিধাতাগৃহে পৌছে।

সন্ধ্যার পর উত্তৰত যখন অনুসারীদের নিয়ে বিধাতাগৃহের কেন্দ্রকক্ষে বিধাতার নাম কীর্তন করছে, সেখানে আসে অগ্নিকুমার ও কয়েকজন নাগরিক। অগ্নিকে দেখে রাগাবিত হয় উত্তৰত, যদিও সে মনে মনে অগ্নিকে প্রত্যাশ্যা করেছিলো; আরো বেশি রাগাবিত হয় অঞ্চলান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস; এবং সবচেয়ে বেশি রাগাবিত হয় আদিত্য। তারা তাকে বিধাতাগৃহের ভেতরে চুক্তে দেয় না, বলে কোনো অবিশ্বাসীর বিধাতাগৃহে ঢোকা নিষিদ্ধ, কেননা, অবিশ্বাসীর পায়ের ছোয়ায় পরিত্র বিধাতাগৃহে অপবিত্র হবে। উত্তৰত বুঝতে পারে না সে অগ্নিকুমারকে বিধাতাগৃহের ভেতরে চুক্তে দেবে কি না, না সে নিজে গিয়ে দ্বারাই কথা বলবে অগ্নিকুমারের সাথে, না কি অগ্নিকুমারকে সে সাক্ষাৎই দেবে না? তার মনে হয় অগ্নিকে সাক্ষাৎ না দেয়াই ভালো, তবে সে এখনো অগ্নিকুমারকে পর্যবেক্ষণ করে নি, এবং অগ্নিকে সাক্ষাৎ না দিলে অগ্নি হয়তো বিপজ্জনক কিছু করতে পারে, বিশেষ ক'রে আজকের দুটি ঘটনা তাকে পীড়িত করছে। না, সে উঠে গিয়ে দেখা করতে পারে না অগ্নিকুমারের সাথে, সে বিধাতার মনোনীতজন বিধাতা তাকে বিশেষ সম্মান দিয়েছেন, আর সে উঠে দেখা করলে বিশ্বাসীর অগ্নিকে তার থেকে বেঁচে উঠত্বপূর্ণ মনে করবে।

উত্তৰত বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে ক্ষম, নিচয়ই বিধাতার গৃহে প্রবেশ অবিশ্বাসীর জন্যে নিষিদ্ধ, কেননা অবিশ্বাসীরা বিধাতার অভিষ্ঠা।'

বিশ্বাসীরা বলে, 'সব ত্ব বিধাতার জন্যে।'

উত্তৰত বলে, 'তবে যদি মনোনীতজনের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে কোনো অবিশ্বাসী, মনোনীতজন নিচয়ই তাকে অনুমতি দিতে পারেন ভেতরে প্রবেশের, যা মনোনীতজন ছাড়া আর কেউ পারে না।'

বিশ্বাসীরা বলে, 'অবশ্যই মনোনীতজন পারেন অনুমতি দিতে।'

উত্তৰত আদিত্যকে নির্দেশ দেয় অগ্নিকুমারকে ভেতরে নিয়ে আসতে।

আদিত্য ফিরে এসে বলে, 'অগ্নিকুমারের সাথে কয়েকজন নাগরিক আছে।'

উত্তৰত তাদেরও নিয়ে আসতে বলে। অগ্নিকুমার ও আরো কয়েকজন নাগরিক এসে উত্তৰতকে অভিবাদন জানায়। উত্তৰত তাদের বসার আদেশ দেয়।

উত্তৰত বলে, 'বিধাতা অনন্য।'

উত্তৰত ভেবেছিলো অগ্নি হয়তো তার সাথে উচ্চারণ করবে পরিত্র শ্লোকটি, কিন্তু সে শ্লোকটি উচ্চারণ করছে না দেখে বিব্রত হয় উত্তৰত।

অগ্নিকুমার বলে, 'যুবরাজ, সত্যজিৎ আপনার সাথে যে-অভিনয় দেখিয়েছে, তার জন্য আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি।'

উত্তৰত বলে, 'বিধাতা তার মন্তক ধ্বংস করবেন।'

৯৪ শুভ্রত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার

অগ্নিকুমার বলে, 'সত্যজিৎ তরুণ, তাকে এমন অভিশাপ দেবেন না, যুবরাজ।'

শুভ্রত বলে, 'আমি যুবরাজ নই, আমি বিধাতার মনোনীতজন।'

অগ্নিকুমার বলে, 'আমার কাছে আপনি যুবরাজই।'

শুভ্রত বলে, 'তুমি অবিশ্বাসী, বিধাতা তোমারও ব্যবস্থা নেবেন।'

অগ্নিকুমার বলে, 'আমি সত্যজিৎ অবিশ্বাসী, কিন্তু আমি অন্যের বিশ্বাসের ওপর হাত দিই না; যুবরাজ, আপনার বিশ্বাসীরা আজ অন্যের বিশ্বাসের ওপর হাত দিয়েছে।'

শুভ্রত বলে, 'তারা কী করেছে, বলো?'

অগ্নিকুমার বলে, 'তারা মন্দিরে চুকে মন্দির অপবিত্র করেছে, দেবীমূর্তি ধ্বংস করেছে।'

শুভ্রত বলে, 'সর্বশক্তিধর বিধাতাই তাদের নির্দেশ দিয়েছেন, তারা বিধাতার কাজ করেছে; মিথ্যে মূর্তি ধ্বংস করার জন্যে তারা বিধাতার বিশেষ প্রিয়।'

অগ্নিকুমার বলে, 'কিন্তু এভাবে কাজ করলে বিক্রমপল্লীর শান্তি নষ্ট হবে, আমরা মহাবিপর্যয়ে পড়বো যুবরাজ।'

শুভ্রত বলে, 'বিপর্যয় থেকে সৃষ্টি হওয়া নতুন জগৎ, বিধাতা বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চাইলে তা কেউ এড়াতে পারে না।'

অগ্নিকুমার বলে, 'আপনি আপনার নেতৃত্বে অস্তুত দেবতার হাত থেকে বিক্রমপল্লীকে রক্ষা করুন, যুবরাজ। আগের দেবদেবীরা প্রয়মন মিথ্যে আপনার বিধাতাও তেমনি মিথ্যে। আপনি মনের ভুলেই একে সত্যাঞ্জীবন করেন।'

শুভ্রত রেগে ওঠে, এবং বলে, 'তুমি ধ্বংস হবে, অগ্নিকুমার।'

শুভ্রতের অগ্নিসারীরা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে, তারা অগ্নিকুমারকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। শুভ্রত তাদের নিরস্তু করে।

অগ্নিকুমার বলে, 'যুবরাজ, পৃথিবী দেবদেবীতে এভাবেই পরিপূর্ণ, আপনি আরেকটি দেবতা সৃষ্টি করে মানুষকে বিষ্ণু করে তুলবেন।'

শুভ্রত বলে, আমি দেবতা সৃষ্টি করিবো, আমি বিধাতার মনোনীতজন, সে বিধাতা—সর্বশক্তিমান, যিনি সৃষ্টি করেছেন জলস্তলঅন্তরীক্ষ।'

অগ্নিকুমার বলে, 'আপনার বিধাতাও একজন দেবতাই, বিক্রমপল্লীর দেবদেবীদের মতো সেও আপনার মনগড়া, এবং আপনার দেবতা হিংস্র, সে শুধু নিজেরই কথা বলে, সে আর কোনো দেবদেবী সহ্য করে না; সে অন্য দেবদেবীদের ধ্বংস করতে চায়।'

শুভ্রত বলে, 'তুমি ধ্বংস হবে, অগ্নিকুমার।'

অগ্নিকুমার বলে, 'যুবরাজ, আপনি শাভাবিক নন, আপনার ভেতরে এক গভীর অসুস্থতা রয়েছে, তাই আপনি এক অস্তুত দেবতার কথা বলছেন, তাই আপনি অবিরাম অভিশাপ দিচ্ছেন।'

শুভ্রত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে; সে চিৎকার করে বলে, বেরিয়ে যাও অবিশ্বাসী বিধাতার পবিত্র গৃহ থেকে, তোমাকে আমি আর দেখতে চাই না; এর পর যখন তোমাকে আমি দেখবো, তখন তুমি ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।'

প্রচণ্ড উত্তেজনা সৃষ্টি হয় বিধাতাগৃহে, শুভ্রতের অনুসারীরা উচ্চকর্ত্তে বিধাতার নাম আবৃত্তি করতে করতে অগ্নিকুমারকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়।

তারা বলে, 'হে মনোনীতজন, এ অবিশ্বাসীকে আমরা এখনই ধ্বংস করতে চাই, বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বশক্তিধর।'

শুভ্রত বলে, 'বিধাতা যখন নির্দেশ দেবেন তখন আর তোমাদের অনুমতি চাইতে হবে না, বিধাতা নিশ্চয়ই যথাসময়ে নির্দেশ দেবেন।'

অগ্নিকুমার ও তার সঙ্গীরা বেরিয়ে যায়।

পরদিন থেকে শুভ্রত অনুসারীদের নিয়ে অতি উত্তেজিতভাবে বিধাতার জয়যাত্রায় বেরোতে থাকে। বিধাতার গৃহে একা থাকে শুধু পারমিতা, আর তার প্রহরার জন্যে থাকে দুটি বিশ্বাসী, যাদের শুভ্রত উপাধি দিয়েছে 'শ্রগের পবিত্রতম জ্যোৎস্নার পুত্র', পারমিতা হচ্ছে শ্রগের পবিত্রতম জ্যোৎস্না। শুভ্রতের জয়যাত্রার পদধ্বনি ও কষ্টধ্বনিতে বিক্রমপল্লী শিহরিত ভীত সন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। শুভ্রত মাঝেমাঝে চৌরাস্তায় থেমে ভাষণ দেয়, অবিশ্বাসীদের আহ্বান জানায় বিধাতার পথে আসতে। শুভ্রত তার অনুসারীদের নিষেধ করেছে দেবমন্দির ধ্বংস করতে; সে তাদের বলেছে দেবমন্দির দেখলে বিশ্বাসীদের রক্তে অবশ্যই ক্রোধ জন্ম নেবে, বিধাতাই জন্ম দেন ওই ক্রোধ, কিন্তু বিধাতা এখনো তাকে দেবমন্দির ধ্বংসের বার্তা পাঠান নি, নিশ্চয়ই বিধাতা জ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ, যিনি সব কিছু দেখছেন। শুভ্রতের ভাষণ ক্রমশ কাব্যময় হয়ে উঠতে থাকে, তাতে প্রলোভন আর শাস্তির ভয় দেখানো হয় অবিরাম; শ্রোতারা তাতে প্রলুক্ত ও ভীত হয়। প্রতিদিনই একটি দুটি ক'রে স্তুতি বিশ্বাসী তার অনুসারী হ'তে থাকে, এবং শুভ্রত স্বপ্ন দেখতে থাকে যখন দলে দলে বিক্রমপল্লীবাসীরা গ্রহণ করবে বিধাতার ধর্ম, প্রতিষ্ঠিত হবে বিধাতার সত্ত্বাঙ্গ। শুভ্রত বলে, বিক্রমপল্লীবাসী, তোমরা অক্ষ ব'লে শ্রগ দেখতে পাচ্ছো না, নরক্ষণ দেখতে পাচ্ছো না, বিধাতা তোমাদের জন্যে সুখকর শ্রগ তৈরি ক'রে রেখেছেন, যেখানে রয়েছে মধুর বরনাধারা, সুমিষ্ট আঙুরের গুচ্ছ, সুগন্ধী ধান্যের অনু, চিরকুমারী চিরযৌবনা নারী, যাদের তুলনায় পৃথিবীর নারীরা ছাইকুড়োনির থেকেও নিকৃষ্ট, নিশ্চয়ই ওই শ্রগ বিশ্বাসীদের জন্যে, আর বিধাতা তৈরি ক'রে রেখেছেন নরক, যার আগনের লেলিহান শিখা পৃথিবীর আগনের থেকে দশকোটি গুণ তীব্র, যেখানে অক্ষকার পৃথিবীর অক্ষকারের থেকে পঞ্চদশ কোটি গুণ কালো, যেখানে হাহাকার ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই, যেখানে মানুষ গিলে খায় নিজেরই শরীর; নিশ্চয়ই ওই নরক অবিশ্বাসীদের জন্যে।

এক যুবক একদিন শুভ্রতের ভাষণের শেষে উচ্চকর্ত্তে বলে, 'যুবরাজ, আপনি কি একটি সংবাদ রাখেন?'

শুভ্রত বলে, 'কী সংবাদের কথা তুমি বলছো?'

যুবক বলে, 'বিক্রমপল্লীর কবিরা আপনার নামে ছড়া কাটছে।'

শুভ্রত বলে, 'নিশ্চয়ই তারা বিধাতার প্রশংসা করছে?'

যুবক বলে, 'না, যুবরাজ, তারা আপনাকে ব্যঙ্গ ক'রে ছড়া কাটছে।'

শুভ্রত বিব্রত হয়, তার মুখ ক্রোধে লাল হয়ে ওঠে।

যুবক বলে, 'এক বুড়ো কবি ছড়া বানিয়েছেন : যুবরাজ পাগল হলো/তোমরা
এবার বিধাতা বলো।'

শুভ্রত বলে, 'নিশ্চয়ই কবিরা অভিশঙ্গ। যারা কবিদের কথা শোনে তারা
নরকবাসী হবে।'

যুবক বলে, 'কিন্তু মহাকবি সুরদাসের কবিতা আমরা ভালোবাসি। তিনিও কি
নরকবাসী হবেন?' ।

শুভ্রত বলে, 'নরক ছাড়া কবিদের আর কোনো গৃহ নেই।'

যুবক বলে, 'যুবরাজ আপনার ভাষণে মহাকবি সুরদাসের দুটি চরণ স্থান পেয়েছে,
তাহলেও আপনিও কি নরকবাসী হবেন?' ।

শুভ্রত ক্রোধে নির্বাক হয়ে যায়; বাক ফিরে পেলে সে বলে, তুমি নিশ্চয়ই ধ্বংস
হবে যুবক।

যুবক বলে, 'যুবরাজ, আপনি ভাষণে শুধু লোভ আর ভয় দেখান, শ্রব্ধ নরক আর
নারীর কথা বলেন, এবং অভিশাপ দেন। আমাদের অধ্যাপক অগ্নিকুমার বলেন এগুলো
মনোবিকারের লক্ষণ।'

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, 'কী বললে ~~মনো~~ বিকার?' ।

যুবক বলে, 'মনোবিকার।'

শুভ্রত বলে, 'মনোবিকার! মনোবিকার! সে আবার কী?' ।

যুবক হেসে উঠে বলে, 'যুবরাজ মনোবিকার; অর্থাৎ পাগলামোর লক্ষণ।'

শুভ্রত আবার অভিশাপ দিতে গিয়ে খেয়ে যায়; তার অনুসারীরা তার মুখ দেখে
ভয় পায়, উচ্চকষ্টে তারা জপ করতে থাকে বিধাতার নাম। শুভ্রতের মগজের ভেতরে
একবার ঘোলাটে অঙ্ককার নামে, তারপর আলো দেখা দিতে থাকে ঝিলিক দিয়ে; মনে
পড়ে পারমিতা তাকে বলেছে ত্রুটি না থাক্তে, বরফের মতো শীতল ঘনীভূত থাকতে,
কাউকে না খেপাতে, এখনো সে শক্তি ~~সঁজে~~ করে নি বিধাতা তাকে মনোনীত করলেও
তাকে পরীক্ষা করছেন, দেখছেন শুভ্রত-বিধাতার দেয়া বিধাতা তাকে মনোনীত করলে
তাকে পরীক্ষা করছেন, প্রত্যাহার করতে~~পারেন~~? হ্যা, তিনি পারেন, তিনি সর্বশক্তিধর;
কিন্তু তিনি কি এতো দয়াহীন হবেন তার প্রতি? না, না, বিধাতা পরম দয়ালু, সে তাঁর
জন্যে প্রাণ দিতে পারে, দেখিয়ে দিতে পারে বিধাতার জন্যে সে করতে পারে সব
কিছু। পারমিতা তাকে বলেছে, যখন প্রচণ্ড ক্রোধে কারো রক্ত খেতে ইচ্ছে হবে তখনও
তাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেতে হবে, কেউ তার দিকে পাথর ছুড়ে মারলেও তাকে বন্ধু
ব'লে ডাকতে হবে। এখন কারো সাথে লড়াইয়ের সময় নয়, যখন সময় হবে, যখন
বিধাতা নির্দেশ দেবেন, তখন অবিশ্বাসীর কলজে ছিড়ে ফেলতে হবে, চোখ উপড়ে
ফেলতে হবে, ধ্বংস ক'রে ফেলতে হবে অবিশ্বাসীকে। তখন বিধাতা অবিশ্বাসীকে সহ্য
করবেন না; সেও করবে না। অগ্নিকুমার কি তাকে পাগল মনে করে? অগ্নি কি তার
সম্পর্কে একথাই প্রচার করছে? পাগলামো? একে বলে মনোবিকার? আমার কি
মনোবিকার ঘটেছে, আমি কি পাগলের মতো কাজ করি, কথা বলি? বিধাতার

অভিশাপে ধূঃস হয়ে যেতে হবে অগ্নিকে। শুভ্রত অনেকক্ষণ যুবকের কথার কোনো উত্তর দেয় না, তার ইচ্ছে হয় চলে যেতে, কিন্তু যেতে পারে না।

শুভ্রত যুবককে বলে, 'তোমার কথা শুনে আমি সুখী হলাম, যুবক।'

যুবকটি বিশ্বিত হয়, এবং বলে, 'কেনো সুখী হলেন, যুবরাজ? আমি তো সুখী হওয়ার মতো কথা বলি নি।'

শুভ্রত বলে, 'যদি আমি অগ্নিকুমারের মতো মানুষদের নিদাই না পাই, তাহলে কীভাবে বিধাতার আদেশ পালন করবো?'

সবাই শুভ্রতের কথা শুনে বিশ্বিত ও মুক্তি হয়, ওই যুবকই মুক্তি চোখে তাকায় শুভ্রতের দিকে। শুভ্রত শাস্তি পায়; কিন্তু বুকে একটা জুলা বোধ করে; নিচয়ই বিধাতা একদিন তার জুলা জুড়োবেন, তার মনের আগুন নিভিয়ে দেবেন। শুভ্রত চলে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিছে, উঠতে গিয়ে তার মগজে ঘোলাটে অঙ্ককারটা আবার দেখা দেয়, একবার সম্পূর্ণ অঙ্ককার নামে, সে মূর্ছিত হয়ে পড়ে। আদিত্য চমকে ওঠে, এবং জড়িয়ে ধরে শুইয়ে দেন্তে শুভ্রতকে। আদিত্যের মনে পড়ে পারমিতার কথা; পারমিতা তাকে প্রথম জ্যোত্ত্বার দিনেই বলে দিয়েছে বিধাতা হঠাৎ কখনো বাণী পাঠাতে পারেন শুভ্রতের ক্ষমতা, শুভ্রত বিধাতার পবিত্র নিরুত্তাপ আগুন সহ্য করতে না পেরে মূর্ছিত হয়ে পড়তে থাকে; তখন তাকে শুইয়ে দিতে হবে, বাতাস করতে হবে, মধুর স্বরে তার চারদিকে বিধাতার নাম জপ করতে হবে; সকলকে বলতে হবে যে বিধাতা মনোনীতজনের কাছে বাণী শাখিয়েছেন, মনোনীতজন বাহ্যজ্ঞানলুণ হয়ে গ্রহণ করেছেন বিধাতার বাণী, তাই সমাইকে চুপ থাকতে হবে, শুধু জপ করতে হবে বিধাতার নাম। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ক্ষেত্রে পায় শুভ্রত, তার অনুসারীরা উচ্চকষ্টে আবৃত্তি করে, 'বিধাতা অনন্য, তিনি জলস্থলস্তরীক্ষ সৃষ্টি করেছেন, তিনি আবের ভেতরে প্রবাহিত করেছেন চিনি, পাথরবে করেছেন কঠোর', এবং শুভ্রত বলে, 'তোমরা মুখস্থ করো, তোমরা কঠস্থ করো, কেননা বিধাতা যা বলেছেন তা পবিত্র, 'তোমরা তার একটি আ-কার ই-কার, উ-ক্ষুর একটি অনুশ্বার, এটি বিসর্গও বর্জনযোগ্য নয়, নিচয়ই বিধাতার বাণী শাখত ও অপ্রক্রিয়তনীয়; নিচয়ই বিধাতার বাণী আবৃত্তি করে সমুদ্রের মাছ আর বনের শাপদ। কিন্তু বিধাতা যাদের সৃষ্টি করেছেন মানুষরূপে, তাদের মধ্যে যারা বিধাতায় অবিশ্বাস পোষণ করে, যারা বিধাতার নাম আবৃত্তি করতে ঘৃণা করে, প্রণাম করে না বিধাতাকে, যারা কৃৎসা রটনা করে বিধাতার মনোনীতজনের নামে, উপহাস করে বিধাতার মনোনীতজনকে, নিচয়ই মনোনীতজন বিধাতার সর্বাধিক প্রিয়, তারা নরকের প্রজলিত আগুনে চিরকাল দন্ধ হবে। তোমরা কোনো শ্লোক রচনা কোরো না, এক বাক্যের সাথে আরেক বাক্যের মিল দিয়ো না, নিচয়ই বিধাতা শ্লোকরচয়িতাদের নরকে নিক্ষেপ করবেন; প্রতিটি শ্লোক আগুন হয়ে দন্ধ করবে তাদের জিহ্বা। পাথরকে পাথর আর মাটিকে মাটি থাকতে দিয়ো, পাথর আর মাটি ছেনে তোমরা মুখমণ্ডল হাত, আর পা গঠন কোরো না, নিচয়ই বিধাতা তোমাদের সর্বদা দেবছেন। বিধাতা তোমাদের বিশ্বাস দিয়েছেন, পাকস্থলি দিয়েছেন, দিয়েছেন এমন গাছ যার রস থেকে তোমরা প্রস্তুত করো আনন্দদায়ক মদ্য। কৃতজ্ঞ হও বিধাতার প্রতি;

৯৮ শুভ্রত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার

তার নাম স্মরণ করো; বিধাতার নামে তোমরা পশ বলি দিয়ো, বিধাতা শিকারী পছন্দ করেন—উৎসর্গ কোরো দুটি বৃষ, বা দুটি মহিষ, বা দুটি ছাগ, বা দুটি গাড়ী, বা দুটি বন্য পশ, তার মাংস তোমরা নিজেরা ভোজন কোরো, স্বজনদের মধ্যে বিতরণ কোরো, এবং দান কোরো দরিদ্রদের মধ্যে, যারা মাংসের সুস্থান কখনো পায় নি।'

যুবক জানতে চায়, 'যুবরাজ, আপনি যা বললেন, তা কি আপনার বিধাতা আপনাকে বলেছে?'

শুভ্রত বলে, 'হ্যাঁ, তুমি দেখেছো কিছুক্ষণ আগে বিধাতা আমার কাছে প্রত্যাদেশ পাঠালেন।'

যুবক বলে, 'আমরা দেখেছি আপনি মৃচ্ছিত হয়ে পড়েছেন, বাণী পাঠাতে দেখি নি।'

শুভ্রত বলে, 'বিধাতাকে কেউ দেখতে পায় না, শুধু আমি দেখতে পাই।'

যুবক বলে, 'আপনার বিধাতা আপনাকে যে-বাণী পাঠিয়েছেন, তার মধ্যে তো মহৎ কিছু নেই। মহাকবি সুরদাস এর খেঁকে মহৎ শ্লোক রচনা করে গেছেন।'

শুভ্রত বলে, 'কবিদের গৃহ হচ্ছে মিঝক।'

যুবক বলে, 'কিন্তু শনেছি কবিরাই অম্বাদের সত্য দেখিয়ে থাকেন।'

শুভ্রত বলে, 'তারা নরকের পথ দেখায়, তাদের পথে পথে আগুন জুলে।'

শুভ্রত সভা ছেড়ে যাত্রা শুরু করেন—অনুসারীরা তার বাণী মুখস্থ করে ফেলেছে। তারা আবৃত্তি করতে থাকে : তোমরা মুখস্থ করো, তোমরা কষ্টস্থ করো, কেননা বিধাতা যা বলেছেন তা পবিত্র, তার একটি আ-কার, ই-কার, উ-কার, একটি অনুস্থার, একটি বিসর্গও বর্জনযোগ্য নয়, নিশ্চয়ই বিধাতা বাণী শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়; নিশ্চয়ই বিধাতার বাণী আবৃত্তি করে সমুদ্রের মাছে আর বনের শ্বাপন। কিন্তু বিধাতা যাদের সৃষ্টি করেছেন মানুষরূপে, তাদের মধ্যে যারা বিদ্যাতায় অবিশ্঵াস পোষণ করে, যারা বিধাতার নাম আবৃত্তি করতে ঘৃণা করে, প্রণাম করে যা বিধাতাকে, যারা কৃৎসা রঞ্জনা করে বিধাতার মনোনীতজনের নামে, উপহাস করে বিধাতার মনোনীতজনকে, নিশ্চয়ই মনোনীতজন বিধাতার সর্বাধিক প্রিয়, অরূপসূরক্ষক প্রজুলিত আগুনে চিরকাল দণ্ড হবে। তোমরা কোনো শ্লোক রচনা কোরো না, এক বাক্যের সাথে আরেক বাক্যের মিল দিয়ো না, নিশ্চয়ই বিধাতা শ্লোকরচয়িতাদের নরকে নিষ্কেপ করবেন; প্রতিটি শ্লোক আগুন হয়ে দণ্ড করবে তাদের জিহ্বা।'

প্রবীণ পুরোহিতেরা অনুরোধ করেছে আর প্রধান পুরোহিত প্রভুযজ্ঞ আদেশ দিয়েছে আনন্দযজ্ঞকে যুবরাজের অর্বাচীন হিংস্র দেবতার ক্রেত থেকে দেবদেবীদের বাঁচাতে, বিক্রমপদ্মীর ধর্ম রক্ষা করতে, কিন্তু আনন্দযজ্ঞ কোনো উপায় বুজে পায় না। সে জানে তার দেবদেবীরা সাড়া দেবে না, কোনো দিন সাড়া দেয় নি; সে যদি দিনরাতও ডাকে, পুজো আর প্রার্থনা করে, মৃত্তির গলা থেকে পা পর্যন্ত অর্ঘ্যে ঢেকে দেয়, তাহলেও দেবদেবীরা নিজেদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে না। দেবদেবীদের অস্তিত্ব সম্পর্কে তার নিজেরই সন্দেহ দেখা দেয়; —পিতামহ আর পিতাকে সে পুজো করতে দেখেছে নিজেও পুজো করছে অনেক দিন, সে বিশ্বাস করে দেবদেবীদের,

ତାଦେର ମୂର୍ତ୍ତିର ସାଥେ ତୋର ଏକଟି ହୃଦୟେର ସମ୍ପର୍କ ଗ'ଡ଼େ ଉଠେଛେ; କିନ୍ତୁ ଦେବଦେବୀରା ଯେ ଆହେ, ତାର କୋନୋ ପ୍ରମାଣ ସେ ପାଇଁ ନି । ତାର ନିଜେରଇ ମନେ ହତେ ଥାକେ ତାର ଦେବଦେବୀରା ମିଥ୍ୟେ, ଶୂନ୍ୟ କଳନା, ଯେମନ ମିଥ୍ୟେ ଯୁବରାଜେର ଦେବତା; କିନ୍ତୁ ଯୁବରାଜେର ଦେବତା ହିଂସ୍ର, ତାର ବାକ୍ୟେ ବାକ୍ୟେ କ୍ରୋଧ ଆର ପ୍ରତିହିଂସା । ଆନନ୍ଦ୍ୟଜ୍ଞେର ମନେ ହୟ ଯେ-ହିଂସ୍ର, କୁନ୍ଦ, ପ୍ରତିହିଂସାପରାୟଣ ତାର ହାତ ଥେକେ ନିରୀହଦେର କର୍ଖନୋ ବାଚାନୋ ଯାଇ ନା । ବାଷେର ସାମନେ ମେଷ ବେଁଚେ ଥାକତେ ପାରେ ନା । ନିରୀହା ପ୍ରତିରୋଧ କରତେ ଜାନେ ନା, ତାରା ପାରେ ଆୟସମର୍ପଣ କରତେ । ସେ ନିଜେଓ କି ପ୍ରତିରୋଧ କରତେ ଜାନେ? ନା, ସେ ଜାନେ ନା । କିନ୍ତୁ ତାକେ ପ୍ରତିରୋଧ କରତେ ହବେ, ଉପାୟ ବେର କରତେ ହବେ ପ୍ରତିରୋଧେର । ଏଟା ଭାବତେ ଗେଲେଇ ଆନନ୍ଦ୍ୟଜ୍ଞ ଶୁଣୁ ରଙ୍ଗ ଦେଖତେ ପାଇ; ତାର ମନେ ହୟ ଅନେକ ରଙ୍ଗ ଝରବେ, ଅନେକ ଗୁହ୍ଯା ଛାଇ ହୟେ ଯାବେ, ଅନେକ ନାରୀ ବିଧା ହବେ; ବିକ୍ରମପଣ୍ଡୀ ଆଗେର ମତୋ ଥାକବେ ନା, ରଙ୍ଗ ଆର ଛାଇୟେର ଭେତର ଥେକେ ଜେଗେ ଉଠିବେ ନତୁନ କଦର୍ଯ୍ୟ ବିକ୍ରମପଣ୍ଡୀ । ଅଧ୍ୟାପକ କବି ଅଗ୍ନିକୁମାର କି ସାହାୟ କରତେ ପାରେନ? ତାରଇ ସମାନ ବୟାସ ଅଗ୍ନିର, ତବେ ଆନନ୍ଦ୍ୟଜ୍ଞ ଜାନେ ଅଗ୍ନିକୁମାରେର ମତୋ ଜ୍ଞାନୀ ଆର ନେଇ ବିକ୍ରମପଣ୍ଡୀତେ; କିନ୍ତୁ ତିନି ତୋ ନାତିକ, ତିନି ତୋ ଦେବଦେବୀ ମାନେନ ନା, ମାନେନ ନା ବ'ଲେ ନିଜେଇ ଅନେକବାର ନିନ୍ଦା କରେଛେ ଅଗ୍ନିକୁମାରେ; ତିନି ତୋ ବଲେନ ଦେବଦେବୀ ହଚେ ନିର୍ବୋଧ ଅସହାୟ ଲୋଭି ମାନୁଷେର କଳନା । ତିନି ତୋ ଯୁବରାଜେର ବକ୍ଷ, ତିନି କି ମେନ୍ ନିଯେଛେ ଯୁବରାଜେର ଦେବତାକେ? ଅଗ୍ନିକୁମାରେର ସାଥେ ଏକବାର ଦେଖା କରତେ ଇଚ୍ଛେ ହୟ ଆନନ୍ଦ୍ୟଜ୍ଞେର; ଆନନ୍ଦ ଅଗ୍ନିକୁମାରେର ସାଥେ ସାକ୍ଷାତ୍ କରତେ ଯାଇ ।

ଅଗ୍ନିକୁମାର ଆନନ୍ଦ୍ୟଜ୍ଞକେ ଦେଖେ ବିଶ୍ଵାସ ତାକେ ଅଭ୍ୟର୍ଧନା ଜାନାଯ ।

ଅଗ୍ନିକୁମାର ବଲେ, 'ନାତିକେର ଗୃହେ ନାତିକେର ପଦାର୍ପଣ! ନିଚ୍ୟଇ ଭୟାବହ ଦୁର୍ଯ୍ୟ ଦେଖା ଦିଯେଛେ ଭୂଭାରତେ ।'

ଆନନ୍ଦ୍ୟଜ୍ଞ ବଲେ, 'ମେଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟଗେର ମୁଖ୍ୟାବଦ ଆମାର ଥେକେ ଆପନିଇ ବେଶ ଭାଲୋ କରେ ଜାନେନ, ଅଧ୍ୟାପକ ଅଗ୍ନିକୁମାର ।'

ଅଗ୍ନିକୁମାର ବଲେ, 'ହ୍ୟା, ଆରେକଟି କ୍ଷେତ୍ରତା ଦେଖା ଦିଯେଛେ; ଏଟା ତୋ ଆପନାର ଜନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟାବଦ, ଆପନି ପୁଜୋ କରାର ଜନ୍ୟ ଆରେକଟି ଦେବତା ପାଛେନ ।'

ଆନନ୍ଦ୍ୟଜ୍ଞ ବଲେ, 'ଆପନାର ପରିହାସ ଉପଭୋଗ କରାର ମତୋ ମନେର ଅବଶ୍ଯା ନେଇ ଆମାର, ଅଧ୍ୟାପକ ଅଗ୍ନିକୁମାର । ଆମି ଆରେକଟି ଦେବତା ପାଛି ନା, ଆମି ହାରାତେ ଯାଚିଛ ଆମାର ଦେବଦେବୀଦେର, ଆମାର ଯତ୍ନଗାର ଶେଷ ନେଇ ।'

ଅଗ୍ନିକୁମାର ବଲେ, 'ଆପନି ଜାନେନ ଆମି ଦେବଦେବୀତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନା, ଯୁବରାଜେର ନତୁନ ଦେବତାଯାତ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନା ।'

ଆନନ୍ଦ୍ୟଜ୍ଞ ଜିଜ୍ଞେସ କରେ, 'କିନ୍ତୁ ଆପନି କି ଉଦ୍ଦେଶ ବୋଧ କରଛେ ନା?'

ଅଗ୍ନିକୁମାର ବଲେ, 'ଆମି ଉଦ୍ଦେଶ ବୋଧ କରଛି ବିକ୍ରମପଣ୍ଡୀର ଜନ୍ୟ, ବିକ୍ରମପଣ୍ଡୀର ମାନୁଷେର ଜନ୍ୟ । ଆମାଦେର ଭବିଷ୍ୟାତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତତ ।'

ଆନନ୍ଦ୍ୟଜ୍ଞ ବଲେ, 'ଆମିଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଧିଗ୍ନ ବ'ଲେ ଆପନାର କାହେ ଏମେହି ।'

অগ্নিকুমার জিজ্ঞেস করে, ‘পুরোহিত আনন্দযজ্ঞ, আপনি অনেক দিন ধ’রে পুজো করছেন, কিন্তু আপনি কি সত্যিই আপনার দেবদেবীতে বিশ্বাস করেন? আপনি কি মনে করেন আকাশে এরা কোথাও সত্যিই আছে?’

আনন্দযজ্ঞ বলে, ‘আমি ঠিক জানি না; তবে আমি তো বিশ্বাসই করি। তাঁদের জন্যে আমার মায়া হয়, তাঁদের মৃত্তিগুলো সুন্দর।’

অগ্নিকুমার বলে, ‘তাহলে এ-সময়ে আপনার দেবদেবীদের কি আপনাকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসা উচিত নয়?’

আনন্দযজ্ঞ বলে, ‘তাঁরা তো কখনো সাড়া দেন না।’

অগ্নিকুমার বলে, ‘দেবতারা কখনো কোনো ভূমিকা নেয় না; দেবদেবীরা কখনো আমাদের উপকার করে না, অপকারও করে না; কখনো হানা দেয় না, কারণ তাঁরা নেই। হানা দেয় মানুষ, যেমন এখন হানা দিচ্ছেন যুবরাজ ও তাঁর অনুসারীরা।’

আনন্দযজ্ঞ বলে, ‘আমরা কী করতে পারি অধ্যাপক অগ্নিকুমার?’

অগ্নিকুমার বলে, ‘আপনি যে-দেবদেবীদের পুজো করেন, তাঁরা উৎখাত হয়ে গেলেও আমার কোনো দুঃখ নেই।’

শুনে ভয় পায় আনন্দযজ্ঞ, চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করে তাঁর।

অগ্নিকুমার বলে, ‘কিন্তু বিপর্যয় ছাড়া তাঁরা উৎখাত হবে না।’

আনন্দযজ্ঞ বলে, ‘আমরা প্রতিরোধ করে যুবরাজকে, তাঁর হিংস্র দেবতাকে; আপনি আমাদের সাহায্য করবেন।’

অগ্নিকুমার বলে, ‘প্রতিরোধ তো করা ভুক্তি যারা রাজ্য চালান, তাঁদেরই; যুবরাজ শত্রু ধর্ম প্রচার করবেন না, তিনি রাজ্যকেই বদলে দেবেন, সমাজ বদলে দেবেন।’

আনন্দযজ্ঞ জিজ্ঞেস করে, ‘তাঁর সমাজ কি বসবাসযোগ্য হবে?’

অগ্নিকুমার বলে, ‘ওই সমাজে আপনি আমি বেঁচে থাকবো না; যারা বেঁচে থাকবে, তারা আগের বিশ্বাস নিয়ে বাঁচবে।’

আনন্দযজ্ঞ বলে, ‘যুবরাজের দেবতা কিন্তুই নিষ্ঠুর?’

অগ্নিকুমার বলে, ‘যুবরাজ একদেবতা কথা বলেছেন, একদেবতার রাজ্য হবে অত্যন্ত কঠোর। পুরোহিত আনন্দযজ্ঞ, আপনি বিশ্বাসী, আপনি জানেন না যখন আপনার দেবতারা এসেছিলো, তাঁরা ও নিষ্ঠুরভাবেই এসেছিলো। যুবরাজ এক নতুন ধরনের দেবতা আনছেন; তিনি অনেক দেবতা মানছেন না, একদেবতার কথা বলেছেন, দেবতা না ব’লে তাকে বিধাতা বলেছেন; এই দেবতা অবশ্যই হবে হিংস্র।’

আনন্দযজ্ঞ বলে, ‘আপনার কোনো ভয় নেই, যুবরাজ আপনার বক্তৃ।’

অগ্নিকুমার বলে, ‘হ্যা, আমার ভয় নেই; তবে আমিই হবো প্রথম শিকার।’

আনন্দযজ্ঞ বলে, ‘কীভাবে আমরা প্রতিরোধ করতে পারি যুবরাজের দেবতাকে?’

অগ্নিকুমার বলে, ‘প্রতিরোধ নয়; আমার ঘনে হয় প্রথম রাজ্যারই দায়িত্ব যুবরাজকে দমন করা।’

আনন্দযজ্ঞ বলে, ‘কিন্তু তিনি তো যুবরাজ, রাজা কি তাকে দমন করবেন?’

অগ্নিকুমার বলে, 'রাজারই দায়িত্ব প্রজাদের রক্ষা করা, প্রজাদের ধর্ম রক্ষা করা। তিনি যদি না পারেন, তাহলে প্রজারাই-দায়িত্ব পালনের ভার নেবে; আর তারা না পারলে দেশে নতুন দেবতা দেখা দেবে, নতুন সমাজ আসবে।'

আনন্দযজ্ঞ বলে, 'তাহলে আমরা আগে রাজার সাথেই সাক্ষাৎ করি, তাঁর কাছেই আবেদন জানাই আমাদের রক্ষা করতে।'

অগ্নিকুমার বলে, 'এটাই হবে প্রথম ভালো পদক্ষেপ।'

আনন্দযজ্ঞ মন্দিরে ফিরে এসে গভীর বিষাদে একলা চূপ ক'রে ব'সে থাকে। সে মহাজাগতিক শূন্যতা বোধ করে; এতো দিন দেবতায় তার আকাশ ভরা ছিলো, আজ মনে হয় তারা নেই। বারবার সে তার দেবদেবীর মূর্তির দিকে তাকাতে থাকে, তাদের মুখ দেখে তার খুব কষ্ট হয়, মায়া হয়, প্রতিটি মূর্তিকে জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে ইচ্ছে করে; মনে হয় তারই মতো করণ অসহায় ওই মূর্তিগুলো, যেনো মূর্তিগুলোই তার কাছে আবেদন জানাচ্ছে তাদের বাঁচানোর জন্যে। সে কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে; সে ভাবতে পারে না একদিন এ-মূর্তিগুলো থাকবে না, দেবদেবীরা থাকবে না; থাকবে একটি অর্বাচীন নিষ্ঠুর শৈরাচারী দেবস্তুঁ-যুবরাজের দেবতাটিকে সে ঘেন্না করতে থাকে, ঘেন্নায় ওটিকে সে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে চায়। সে মনে মনে বলতে থাকে, আমার প্রিয় দেবদেবীরা, তোমরা যদি দেবদেবী হও, যদি তোমরা বাস ক'রে থাকো স্বর্গে, যদি তোমরা মঙ্গলের আধার হও, তোমরা কেউ বাঁচাতে পারো না নিজেদের, কেনো বাঁচাতে পারো না, তোমরা কি নেই? তোমরা কেন্দ্র নিরীহ, কেনো হিংস্র নও যুবরাজের দেবতার মতো; কেনো প্রতিহিংসা নিষেধ ক'রে দিচ্ছো না তোমরা? যুবরাজের দেবতা অন্য কোনো দেবতা সহ্য করে না, কেন্দ্র কেনো সহ্য করো? অধ্যাপক অগ্নিকুমার তোমাদের বিশ্বাস করেন না, তিনি বলেন তোমরা নির্বোধের অলীক কল্পনা, তোমরা নেই। অধ্যাপক অগ্নিকুমারের কথাই কি সত্য? তোমরা নিজেদের বাঁচাতে পারো না, আমরা বাঁচাবো কীভাবে? মূর্তিগুলোর মুখ দেখে কষ্টে কাতর হয়ে ওঠে আনন্দযজ্ঞ; সে তাদের চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে দেবতে পায়। নিঃশব্দে বলতে থাকে, তোমাদের আমি বিশ্বাস করেছি, ভালোবেসেছি, তোমাদের মূর্তিকে ছুঁয়েও আমি সুর্খী হয়েছি; তোমরা আমাকে অন্ন দিয়েছো, তোমরা অন্ন না দিলে আমি বেঁচে থাকতাম না, আমি বেঁচে থাকবো ততোদিন, যতোদিন তোমরা আছো।

নগরের একটি বড়ো মাঠের পাশে ছায়াঘন একটি গাছের নিচে অনুসারীদের নিয়ে বসে আছে ওভিউত। তার কয়েকজন অনুসারী বেরিয়েছে এলাকাবাসীদের সংবাদ দিতে যে মনোনীতজন আজ মাঠের পাশে গাছের নিচে আছেন, কিছুক্ষণ পর তিনি বিধাতার পুণ্যকথা বলবেন, বিশ্বাস যারা আনতে চায়, বিশ্বাস আনা উচিত সকলেরই, তাদের তিনি বিধাতার ধর্মে দীক্ষিত করবেন, অনন্ত স্বর্গের ব্যবস্থা করবেন তাদের জন্যে। লোকজন জড়ো হচ্ছে ধীরেধীরে, দেখে সুর্খী হচ্ছে ওভিউত; তার মনে হচ্ছে বিধাতার মহারাজোর আর দেরি নেই। ওভিউত বাণী দিতে শুরু করবে, সে প্রস্তুতি নিজে; এমন সময় আদিত্য দাঁড়িয়ে কথা বলতে শুরু করে। আদিত্য না দাঁড়িয়ে পারে না, কী যেনো

তাকে ঠেলে দাঁড় করিয়ে দেয়; সেটা স্বপ্ন না বাস্তব সে বুঝতে পারে না। একবার মনে হয় স্বপ্ন, আরেকবার মনে হয় বাস্তব, মনে হয় সত্য। বিশ্বিত হয় শুভ্রত। এর আগে আদিত্য কখনো দাঁড়ায় নি, কোনো কথাও বলে নি; শুধু সে-ই বলেছে, আজ আদিত্যকে দাঁড়াতে দেখে সে বিশ্বিত আর বিচলিত হয়; কিন্তু তাকে সে কথা বলা থেকে বিরত করে না।

আদিত্য বলে, 'বিধাতা অনন্য; বিধাতা ও মনোনীতজনের পরিত্র নাম নিয়ে শুরু করি, বিশ্বাসীদের সামনে আমি কয়েকটি মহান সংবাদ উপস্থিত করতে চাই।'

আদিত্যের কথা শুনে বিচলিত হয় শুভ্রত; তাকিয়ে থাকে আদিত্যের দিকে।

আদিত্য স্বপ্নচালিতের মতো বলে, 'বিধাতার সবচেয়ে প্রিয়, বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, শর্গের স্ম্যাট, বিধাতার মনোনীতজন; তিনি আগে আমাদের মতোই মানুষ ছিলেন, কিন্তু বিধাতা তাকে যেদিন মনোনীত করেন, সেদিন থেকে তিনি আর আমাদের মতো মানুষ নন, তিনি দেবদূতদের থেকেও শ্রেষ্ঠ।'

আদিত্যের কথা শুনে চমকে ওঠে শুভ্রত।

আদিত্য বলে, 'শর্গেমর্ত্ত্য বিধাতার পর্যন্ত স্থান মনোনীতজনের। গতরাতে বিধাতা মনোনীতজনকে দিয়েছেন নিজের শক্তির এক অংশ, দিয়েছেন অলৌকিক শক্তি, যা তিনি আর কাউকে দেন নি, কাউকে দেবেন নি।'

শুভ্রত আরো চমকে ওঠে, এমন কোনো শক্তি তো সে পায় নি বিধাতার কাছে থেকে। না কি সে পেয়েছে, যা সে জানে না!

আদিত্য বলে, 'গতরাতে বিধাতা তাকে শ্রেষ্ঠ-অলৌকিক শক্তি উপহার দেন। বিধাতা তাকে আমন্ত্রণ ক'রে নেন বিধাতার সংস্পর্শে। বিধাতা একমাত্র তাকেই শুধু দিয়েছেন বিধাতাকে দেখার সৌভাগ্য। বিধাতার আদৃশে চন্দ্ৰসূৰ্য আর দেবদূতেরা প্রণাম করে মনোনীতজনকে।'

কেঁপে কেঁপে ওঠে শুভ্রত।

আদিত্য বলে, 'ফিরে এসে গতরাতে মনোনীতজন এক কুঠরোগীর গায়ে হাত রাখেন, সেই রোগী এখন সুস্থ যুবক; পাহাড়ের অপর পাশে তার বাড়ি।'

আবার কেঁপে ওঠে শুভ্রত।

আদিত্য বলে, 'গতরাতে মনোনীতজন এক অক্ষের চোখে আঙুল ছো�ঘান, সেই অঙ্ক এখন দৃষ্টিশক্তিমান; প্রাণতরে সে এখন তার পুত্রকন্যাস্ত্রীকে দেখছে।'

আবার কেঁপে ওঠে শুভ্রত।

আদিত্য বলে, 'মনোনীতজনকে বিধাতা উপহার দিয়েছেন অলৌকিক শক্তি; এই সংবাদটি আপনাদের কাছে পেশ করতে পেরে আমি ধন্য।'

শুভ্রত আদিত্যের মুখের দিকে তাকিয়ে অসহায় বোধ করে। তার ইচ্ছে করে আদিত্যকে ভৎসনা করার, কিন্তু পারে না; আদিত্য তার পায়ে যখন চুমো খায়, তার মনে হতে থাকে আদিত্য যা বলেছে, তা সত্য। সে আদিত্যের ললাটে চুমো খায়; তার মনে হয় সত্যিই গতরাতে সে অলৌকিক শক্তি উপহার পেয়েছে, সে সত্যিই উপস্থিত

হয়েছিলো বিধাতার উজ্জ্বল অবয়বের সামনে, তাঁর জ্যোতিতে সে ঝলসে গিয়েছিলো, চন্দ্ৰসূর্যদেবদৃতেরা তাকে প্রণাম করেছিলো বিধাতার আদেশে; আৱ এখনি সে যদি কোনো কুষ্ঠরোগী বা অঙ্গকে ছোয়, তাৱা যুবক হয়ে উঠবে, তাৱা সবুজ গাছ আৱ রঙিন ফুল দেখতে পাৰে। বাস্তব আৱ অবাস্তবের মধ্যে সে কোনো পার্থক্য কৱতে পাৰে না; তাৱ মনে হয় কোনো পার্থক্য নেই বাস্তব ও অবাস্তবেৱ, তাৱ চারপাশ ও স্বপ্নেৱ।

শুভ্রত স্বপ্নচলিতেৱ ঘতো কথা বলতে শুক কৰে; তাৱ মনে থাকে না সে মানুষেৱ সামনে কথা বলছে, না নদী পাখি ঘৰনাধাৱার সামনে কথা বলছে। সে বলে, বিধাতার উপস্থিতিৱ সামনে শধু আমিই উপস্থিত হওয়াৱ অধিকাৱ পেয়েছি, চন্দ্ৰসূর্যদেবদৃতেৱ আমাকে প্ৰণাম কৱেছে, কুষ্ঠরোগী আৱ অঙ্গ রোগমুক্ত হয়েছে আমাৱ স্পৰ্শে, এৱ সবই বিধাতার আশীৰ্বাদ, তাৱ প্ৰেম; যিনি সব ব্যবধান দূৰ কৱেন বাস্তব ও অবাস্তবেৱ মধ্যে। তিনি যখন ইচ্ছে আমাকে অলৌকিক শক্তি দিতে পাৱেন, যখন ইচ্ছে তা প্ৰত্যাহাৱ কৱতে পাৱেন; তিনি সৰ্বশক্তিধৰ, তাঁৰ ইচ্ছে কোনো কাৰ্য ও কাৱণ, ভালো ও মন্দেৱ বোধ দিয়ে বিচাৱ কৱা ধূম্বুৰ নয়। বিক্ৰমপল্লীবাসী শোনো, বিধাতা বলেছেন, নিচয়ই যহাৱাজ্য প্ৰতিষ্ঠিত হৰে বিধাতাৱ, কোনো দেৱ আৱ দেবী নেই, তোমৱা পিতামহদেৱ ভুলেই দেবদেৱীদেৱ পুজো কৱো; দেবদেৱী মৃতি ছাড়া আৱ কিছু নয়, তাৱ ধৰংসপ্রাণ হবে। বিধাতা রাত্ৰি দিনেৱ যেমন পার্থক্য কৱেছেন, তেমনি পার্থক্য কৱেছেন সত্য ও মিথ্যেৱ। তোমৱা মিথ্যে থেকে দূৰে থেকো। তোমৱা স্তৰী গ্ৰহণ কৱবে তিনটি, চারটি, পাঁচটি, বেশি নয়; মনোনীতজন এৱ বাইৱে, বিধাতা নিৰ্দেশ দিলে তিনি স্তৰী গ্ৰহণ কৱবেন, তোমৱা কেমনো প্ৰশং কোৱো না। নাৱীদেৱ সব সময় গৃহেৱ ভেতৱে রেখো, গৃহেৱ বাইৱে যে-নাৱী, সে দানবী, গৃহেৱ বাইৱে যে-নাৱী, সে পতিতা; দানবীদেৱ থেকে আৱ পতিতাকে থেকে তোমৱা মুক্ত থেকো। তোমৱা ভুল থেকে আঘাৱক্ষা কোৱো।’

২

এক বৃন্দ বলে, ‘আমাৱ একটি মেঘে শুক, সে আমাৱ হন্দয়েৱ ধন, তাৱ দুঃখে আমাৱ বুক ফেটে যায়, হে মনোনীতজন! তাকে ছুঁয়ে আপনি তাৱ দৃষ্টি ফিরিয়ে দিন; আমৱা বিধাতাৱ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৱবো।’

এক যুবক বলে, ‘আমাৱ বড়ো ভাই কুষ্ঠরোগী, তাৱ যন্ত্ৰণায় আমাৱ মন কাঁদে, হে মনোনীতজন; তাকে ছুঁয়ে আপনি তাকে রোগমুক্ত কৱুন; পৱিবাৱেৱ সবাই আমৱা বিধাতাৱ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৱবো।’

শুভ্রত বিৰুত ও অসহায় বোধ কৱতে থাকে, এবং আদিত্যেৱ দিকে তাকায়।

আদিত্য বলে, ‘বিধাতা কোনো শৰ্ত পছন্দ কৱেন না, যাৱা শৰ্ত দেয় তাৱ বিধাতাৱ অভিশপ্ত। বিধাতাৱ মনোনীতজন নিজেৱ থেকেই তোমাদেৱ অঙ্গ কন্যাকে, কুষ্ঠরোগী ভাইকে নিৱাময় কৱতেন, তিনি তাদেৱ দেখতে পাচ্ছিলেন. তাদেৱ নিৱাময় কৱাৱ ভজন্যে তিনি বিধাতাৱ কাছে কাঁদবেন ব'লে ভাবছিলেন, কিন্তু মনোনীতজন তোমাদেৱ শৰ্তেৱ কথা শনে বেদনা বোধ কৱেছেন। তোমৱা বিধাতাৱ কাছে ক্ষমা চাও, নইলে বিধাতাৱ অভিশাপ নেয়ে আসবে তোমাদেৱ ওপৰ, তোমৱা ক্ষমা চাও।’

তারা হাহাকার করে কেঁদে ওঠে ।

গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে যুবরাজ শুভ্রত, যিনি নিজেকে দাবি করছেন বিধাতার মনোনীতজন ব'লে, তিনি ছুঁয়ে অঙ্ককে সারাতে পারেন, নিরাময় করতে পারেন কৃষ্ণরোগীকে; তিনি মুহূর্তে ঢাঁদে বেড়িয়ে আসতে পারেন, নক্ষত্রা তাঁকে প্রণাম করে, তিনি আদেশ দিলে সূর্য উঠতে বিলম্ব করে, ডুবতে দেরি করে, আকাশে রাজপথ তৈরি হয় । বিক্রমপল্লীর লোকেরা বলাবলি করতে থাকে এসব কথা; কেউ কেউ বিশ্বাস করে, অনেকেই অবিশ্বাস করে, এবং হাসাহাসি করে অনেকেই । অগ্নিকুমারের কাছেও পৌছে গুজব, শনে সে মৃদু হাসে । তরুণেরাই বেশি উদ্দেশিত হয়ে ওঠে; তারা অগ্নিকুমারের কাছে এসে জানতে চায় এসব সত্ত্ব কি না?

যুবকেরা জিজ্ঞেস করে, 'অধ্যাপক, ছুঁয়েই কি কেউ রোগ সারাতে পারেন? যুবরাজ কি সত্যিই অঙ্ককে ভালো করেছেন, কৃষ্ণরোগীকে নিরাময় করেছেন?'

অগ্নিকুমার হো হো ক'রে হাসে; এবং বলে, 'বিক্রমপল্লীর কেউ কেউ পাগল হলেও তোমরা তো এখনো পাগল হও নি ।'

তারা বলে, 'না, আমরা পাগল হই ।'

অগ্নিকুমার বলে, 'জগত কিছু প্রাকৃতিক নিয়মে চলে, জগতে অপ্রাকৃতিক কিছুই সত্ত্ব নয় । ইচ্ছে করলেই আমি বাতাসের ব্যাজলের ওপর হাঁটতে পারি না, কেননা এটা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী ।'

এক যুবক জানতে চায়, 'কিন্তু যুবরাজ যে বলেছেন তিনি স্পর্শ ক'রে অঙ্ককে সারিয়েছেন, কৃষ্ণরোগীকে ভালো করেছেন ।'

অগ্নিকুমার বলে, 'এটা সত্য কথা নয়—যুবরাজের মহিমা বাড়ানোর জন্যে এসব বানানো হচ্ছে, যাতে সরল মানুষেরা মুক্ত হয়ে তার ধর্ম গ্রহণ করে; তোমরা কি সেই অঙ্কটিকে, সেই কৃষ্ণরোগীটিকে দেবেছেন ।'

তারা বলে, 'না, আমরা দেখি নি ।'

অগ্নিকুমার বলে, 'আসলে কেউ তাদের দেখে নি, কেউ তাদের কখনো দেখবে না; কেননা এটা সত্ত্ব নয় ।'

এক যুবক জানতে চায়, 'কেনো সত্ত্ব নয়, অধ্যাপক?'

অগ্নিকুমার বলে, 'মানুষ কেনো অঙ্ক হয়, কেনো কৃষ্ণরোগ হয়, আমরা জানি না । তবে বুঝি অঙ্ককে বা কৃষ্ণরোগীকে ছুঁয়েই সারানো সত্ত্ব নয়, কেননা ছুঁলেই কারো রোগ সারতে পারে না । আমরা প্রকৃতিজগতের কিছুই জানি না, আমরা প্রকৃতির সত্য বের করতে চেষ্টা করি নি । কিন্তু মানুষ একদিন প্রকৃতির সত্য বের করবে ।'

যুবক জিজ্ঞেস করে, 'কখন, বের করবে, মানবীয় অধ্যাপক?'

অগ্নিকুমার বলে, 'হয়তো একশো, হয়তো দুশো, হয়তো হাজার বছর পর । অঙ্কতু আর কৃষ্ণরোগী কী, আমরা জানি না । এগুলো দেবদেবীর অভিশাপ নয়, চোখের গঠনে ক্রটি হলে হয়তো মানুষ অঙ্ক হয়, শরীরে বিশেষ ক্রটি ঘটলে হয়তো মানুষের কৃষ্ণ হয় ।

এগুলো সারানোর জন্যে একদিন মানুষ পদ্ধতি বের করবে, কিন্তু কেউ ছুঁয়েই তাদের সারাতে পারবে না। জগতে অলৌকিক কিছু নেই?’

এক যুবক জিজ্ঞেস করে, ‘আমরা বহু দেবদেবীর পুজো করি, কিন্তু যুবরাজ একটি দেবতার কথা বলেছেন। একদেবতা কি বহুদেবতার থেকে ভালো?’

অগ্নিকুমার বলে, ‘কোনোটিই ভালো নয়। বহুদেবতা মানুষের অলীক কল্পনা, যেমন অলীক কল্পনা একদেবতা। যখন মানুষ খুব অসহায় ছিলো, প্রকৃতির শক্তিগুলোকে বুঝতো না, সব কিছুতেই তারা দেবতা বা দেবী মনে করতো। তারা আগুন, বাতাস, জল, শস্য, মাটি, ভাগ্য, দুর্ভাগ্য সব কিছুরই দেবদেবী কল্পনা করেছে। তাদের কল্পিত বহু দেবদেবী হারিয়ে গেছে, আবার তারা নতুন দেবদেবী কল্পনা করেছে। বিক্রমপঞ্জীতে আদিম মানুষের দেবদেবীরাই আজো টিকে আছে। এগুলোর সবই মিথ্যে। এখন যুবরাজ কল্পনা করেছেন একদেবতা; তিনি সব দেবদেবীকে সরিয়ে দিয়ে একটি দেবতা প্রতিষ্ঠা করতে চান। বহুদেবতা মিথ্যে, একদেবতাও মিথ্যে; তবে বহুদেবতা পরম্পরকে সহ্য ক’রে বলে ত্যাই হিংস্র হয় না; একদেবতা হয় অত্যন্ত হিংস্র, সে আর কাউকে সহ্য করে না; যুবরাজও সে নানা মত সহ্য করে না, একদেবতার সমাজে মানুষ থাকে নিয়ন্ত্রিত; তাদের কোনো স্বাধীনতা থাকে না। যেমন একদেবতার রাজ্যে আমার এ-কথাগুলো ত্যাগতে পারবো না, আমাকে হত্যা করা হবে।’

এক যুবক জানতে চান, ‘যুবরাজ কিন্তু একদেবতা চান?’

অগ্নিকুমার বলে, ‘তা আমি জানি না। যুবরাজ একদেবতা চান, তার নানা কারণ থাকতে পারে। হয়তো বাল্যকাল থেকে বহুদেবদেবী দেখে তাঁর মনে ঘেন্না ধ’রে গেছে; যেমন আমি কোনো দেবদেবীই মানি ন্তু। হয়তো কেউ তাঁকে দিয়ে একদেবতার কথা বলাচ্ছে। হয়তো তিনি অমর হতে চান। ত্যাই তিনি একটি নতুন ধর্ম প্রচার করছেন; বা হয়তো তিনি মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত।’

এক যুবক জানতে চায়, ‘যুবরাজের দেবতা কি জিতবে? হেরে যাবে আমাদের দেবদেবীরা?’

অগ্নিকুমার বলে, ‘কেউ বিদ্রোহ করলে তার জয়ের সম্ভাবনাই বেশি থাকে। সে নিজে বেঁচে থেকে জয় দেখে যেতে পারে, আবার নাও বাঁচতে পারে, কিন্তু তার যদি অনুসারী থাকে, তবে তারা একদিন জয়ী হয়। যুবরাজকে আমি চিনি, তিনি আমার বহু ছিলেন, তাঁর জয়েরই সম্ভাবনা।’

এক যুবক বলে, ‘আমরা দেবদেবীতে বিশ্বাস করি না; তবু যুবরাজের দেবতাকেও মানতে পারি না। আমাদের কিছু একটা করা দরকার, নইলে আমরা মনের স্বাধীনতা হারাবো।’

যুবকেরা উচ্চকণ্ঠে বলে, ‘যুবরাজ আমাদের চিন্তার স্বাধীনতা হরণ করতে চান, আমরা তা মেনে নিতে পারি না।’

প্রভুয়ের নেতৃত্বে বিক্রমপঞ্জীর পুরোহিত ও সমাজপতিরা সাক্ষাৎ করে রাজা ন্যূনত্বের সাথে; তারা নিবেদন করে যে যুবরাজ শুভ্রত নষ্ট করছেন বিক্রমপঞ্জীর

শান্তি, আর বিক্রমপল্লীর ধর্ম; তিনি সমাজে নিয়ে আসছেন বিপ্লব ও বিপর্যয়, যা অত্যন্ত অশুভ। প্রভুয়জ্ঞ বৃক্ষ, সব কিছু গুছিয়ে বলতে গিয়ে তার কষ্ট কৃক্ষ হয়ে আসে; সে আনন্দযজ্ঞকে আদেশ করে রাজার কাছে আবেদন উপস্থিত করতে। আনন্দযজ্ঞ বলে, হে মহিমামণিত ষিষ্ঠিবংশের গৌরব, যার রাজত্বে ষিষ্ঠিবংশের খ্যাতি মর্ত্য থেকে স্বর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত, হে রৌদ্র, বারি, আর ভূমিদেবীর একনিষ্ঠ পুজোরী, যাকে প্রিয় গণ্য করেন দেবদেবীগণ, হে বিক্রমপল্লীর সমাজ ও ধর্মরক্ষক, আজ আমাদের ধর্ম বিপন্ন, সমাজ বিপন্ন। আপনার কাছে আমরা বিনীত আবেদন জানাতে এসেছি, কেননা একমাত্র আপনিই রক্ষা করতে পারেন আমাদের ধর্ম ও সমাজ। আমরা বিনীতভাবে আপনার গোচরে আনতে চাই যে যুবরাজ শুভ্রত এক অর্বাচীন উদ্ভুট হিংস্র দেবতার ধর্ম প্রচার শুরু করেছেন, তিনি বিদ্যেষ ছড়াচ্ছেন আমাদের প্রিয় দেবদেবীদের বিরুদ্ধে, তিনি প্রচার করছেন যে তাঁর দেবতা ছাড়া আর কোনো দেবতা নেই, আর সব দেবদেবী মিথ্যে। তিনি চরম নাস্তিকতা প্রচার করছেন। বিক্রমপল্লী বহুদেবতাবাদী, বিক্রমপল্লী বহু বিশ্বাস স্থাকার করে; কিন্তু যুবরাজ শুভ্রত এসবের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি সুখশান্তি পূর্ণ সুজলাসুফলাশস্যামুক্তি বিক্রমপল্লীতে অশান্তি ও বিপর্যয় আসন্ন। যুবরাজ একটি ভক্তবাহিনী গড়ে তুলছেন, ভাস্ত্র নগর ভরে দেবদেবীবিদ্যে প্রচার করছে, এমনকি মন্দিরে হানা দিয়ে দেবতাঙ্গুর পরিত্র মৃত্তিও ভেঙে চুরমার করছে। বিক্রমপল্লীর ধর্মের বিরুদ্ধে অর্বাচীন ধর্মপন্থী মূলত রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ; এবং আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট যে এতে বিপর্যয় নেমে আসবে বিক্রমপল্লীতে। যুবরাজকে দমন ক'রে আমাদের শান্তি, সমাজ, ও ধর্ম রক্ষা ক'রে আমরা আপনার কাছে বিনীত আবেদন জানাই।

আনন্দযজ্ঞের আবেদন শুনে ন্যূনত চৃপ্ত করে বাসে থাকে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয় যেনো সে কিছুই বুঝতে পায়েছে না, তার ওপর একটি বিশাল ভার চেপেছে, যা সে নামাতে পারবে না। রাজা নীরবতা দেখে সমাজপতিদের কেউ কেউ দাঁড়িয়ে বিনয়ের সাথে একই আবেদন জানাচ্ছে। রাজা ন্যূনতকে তারা কথনো এমন নিশ্চল নিশ্চূপ দেখে নি, তার নিশ্চূপতা দেখে তাদের মনে ভয় জাগে না, বরং ক্রোধ জাগে।

সেনাপতি বজ্রবৃত দাঁড়িয়ে বলে, ‘হে বিক্রমপল্লীপতি, ষিষ্ঠিবংশসূর্য, আপনাকে কথনো আমরা এমন নীরব নিশ্চল দেখি নি, বিক্রমপল্লীবাসীর আবেদনে সাড়া দেয়া আপনার কর্তব্য, আমি আবেদন জানাই।’

প্রধান অমাত্য বলে, ‘বিক্রমপল্লীপতি, বিক্রমপল্লীর প্রভু, আপনি নীরবতা ভঙ্গ করুন, আপনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।’

ন্যূনত বলে, ‘জীবনে এই প্রথম আমি আমার কর্তব্য স্থির করতে পারছি না, সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না।’

সেনাপতি বলে, ‘বিক্রমপণ্ডীর জীবনে চরম সংকট উপস্থিত হয়েছে, আমাদের ধর্ম বিপন্ন, আমাদের সমাজ বিপন্ন; এই সংকট থেকে আমাদের আপনিই শুধু উদ্ধার করতে পারেন।’

ন্ধুবৃত বলে, 'যুবরাজ শুভবৃত আমার পুত্র, তাকে আমি ভালোবাসি, আমি কখনো
ভাবি নি সে এমন সংকট সংঠি করবে।'

সবাই চিৎকাৰ কৰে, ‘আমাদেৱ সংকট থেকে উদ্ধাৰ কৰুন, রাজা !’

সেনাপতি বলে, ‘বিক্রমপট্টীপতি, আপনি আদেশ দিন, আমি সংকট থেকে বিক্রমপট্টীকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা করি।’

সুবাটি খনি কাৰে ওঠে 'জয়, সেনাপতিৰ জয়! জয়, সেনাপতিৰ জয়!'

ন্মত্বত বলে, ‘সেনাপতি বজ্রবৃত, আমি জানি তুমি সংকট সমাধান করতে পারো, কিন্তু অঙ্গস শব আমাকে সন্তুষ্ট করছে।’

সমাজপতি আর পুরোহিতেরা চিৎকার করে ওঠে, 'যুবরাজ যে-অপরাধ করেছেন, তাতে জীবনধারণের অধিকার তাঁর নেই!'

ନୁହୁତ ବଳେ, 'ବିକ୍ରମପଣ୍ଡିତ ବହୁଦେବଭାରାଜ୍ୟ, ବିକ୍ରମପଣ୍ଡିତେ ଆମରା ବହୁବିଶ୍ୱାସ ପୋଷଣ କରି; ଆମରା ଅପରେ ବିଶ୍ୱାସର ଉତ୍ସର ହାତ ଦିଇ ନା; ଉତ୍ସର ଆମାର ପୁତ୍ର ବଲେଇ ନାୟ, ବିକ୍ରମପଣ୍ଡିତାବସୀ ହିସେବେ ଓ ସେ ଏକଟି ଡିନ୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ପୋଷଣ କରତେଇ ପାରେ, ତାତେ ତାର ଅପରାଧ ହ୍ୟ ନା ।'

সমাজপতি আৰু পুরোহিতেৱা চিৎকাৰিক'ৰে উঠে; রাজসভা কোলাহল বিস্ফোরিত হ'লে চায়।

ଆନନ୍ଦଯତ୍ତ ବଲେ, 'ୟୁବରାଜ ଶୁଧୁ ଡିଲ୍‌ବିଶ୍ୱାସ ପୋଷଣ କରେନ ନା, ବିକ୍ରମପଣ୍ଡୀପତି; ତିନି ଯଦି ଶୁଧୁ ନିଜେର ଦେବତାଯ ବିଶ୍ୱାସ କୁରାତେନ, ଅନ୍ୟଦେର ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରତେ ଆବେଦନ ଜାନାତେନ, ଆମରା ତାଙ୍କେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଜାନାତ୍ମ୍ବୁ । କିନ୍ତୁ ତିନି ଦେବଦେବୀଦେର ଧ୍ୱଂସ କରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରତେ ଚାନ ଏକ ଅର୍ବାଚୀନ ହିଂସ୍ର ଦେବତାର ପୁଜୋ । ଏଠା ଯେମନ ଦେବତ୍ରୋହିତା, ତେମନି ଏଟା ବିକ୍ରମପଣ୍ଡୀର ବହୁବିଶ୍ୱାସେର ଶ୍ଵର ସୁପରିକଣ୍ଠିତ ଆକ୍ରମଣ ।'

ন্যূনত বলে, ‘আমি রাজত্ব করেছি, রাজকার্য ধর্মকে জড়াই নি, কখনো ধর্ম নিয়ে
বাড়াবাড়ি করি নি।’

সবাই বলে, ‘তা আমরা জানি, রাজা; আপনি কখনো আমদের ধর্মের ওপর
আঘাতও কৰেন নি।’

আনন্দযজ্ঞ বলে, ‘হে ষিষ্ঠবংশের গৌরব, তিনদেবীর পরম ভক্ত, যুবরাজ যদি
সফল হন, তিনি আমাদের ধর্ম ও সমাজ আমূল বদলে দেবেন; আমরা তখন বিভিন্ন
দেবদেবীর পুজোই শুধু করতে পারবো না, তা নয়; আমাদের বিশ্বাস ও চিন্তার
বিভিন্নতাও রক্ষা করতে পারবো না। বিক্রমপন্থীতে তখন কোনো স্বাধীনতা থাকবে না
যবরাজের ধর্ম প্রচণ্ড একাধিপত্যমলক’।

ন্মুক্ত বলে, 'বিক্রমপদ্মীবাসীগণ, আমি কখনো একাধিপত্য করি নি; আমি কোনো বিশ্বাসই কঠোরভাবে পোষণ করি না। কেননা বিশ্বাস আমার কাছে বেশ

সদেহজনক ব্যাপার, তবে কারো বিশ্বাসকে আমি আহত করি নি, এমনকি উপহাসও করি নি। আমি তিনদেবীর পূজো করেছি; আমি জানি না তারা সত্য না মিথ্যে; আমি তা ভাবতেও চাই নি। তিনদেবী যদি সত্য না হন, যদি আরেক দেবতা দেখা দেন, আমি তাঁরও পূজো করতে পারি।'

পুরোহিত আর সমাজপতিরা কোলাহল ক'রে ওঠে; তারা চিৎকার ক'রে বলে, 'রাজা, আপনি যুবরাজের মতো দেবদ্রোহী।'

ন্যূন্যত বলে, 'রাজা কখনো মনের কথা বলে না, কিন্তু আমি আমার মনের কথা বলছি, আমি দেবদ্রোহী নই।'

তারা বলে, 'আপনার বাক্য দেবদ্রোহিতামূলক; আপনি বিক্রমপট্টীর রাজা থাকতে পারেন না।'

ন্যূন্যত বলে, 'বিক্রমপট্টীবাসীগণ, তোমরা এতো উত্তেজিত হোয়ো না; আমার পূর্বপুরুষেরা এ-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, সিংহাসন থেকে আমাকে কেউ সরাতে পারে না। তোমাদের ধর্মও কেউ নিতে পারে না, যদিকে তোমরা বিশ্বাসী হও।'

পুরোহিতেরা বলে, 'বিক্রমপট্টীর অঙ্গকেই দেবদেবী ছেড়ে বিশ্বাস আনছে যুবরাজের দেবতায়, এটা আমরা মানতে পারি না।'

ন্যূন্যত বলে, 'যদি কেউ দেবদেবী ছেড়ে যুবরাজ শুভ্রতের দেবতায় বিশ্বাস স্থাপন করে, তবে তা তো যুবরাজের অপরাধ নয়। অপরাধ তোমাদের, তোমরা তাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে পারো নি।'

পুরোহিত আর সমাজপতির মধ্যে কোলাহল শুরু হয়ে যায়। বিক্রমপট্টীর রাজসভায় এতো কোলাহল আগে কখনে শোনা যায় নি।

তারা চিৎকার করে বলতে থাকে, দেবদ্রোহী রাজার অধীনে আমরা থাকতে পারি না। আমরা দেবতক রাজা চাই।'

সেনাপতি বজ্রবৃত বজ্রকচ্ছে বলে, 'আমি রাজার প্রতি আমার আনুগত্য প্রত্যাহার করলাম।'

রাজসভায় সংঘর্ষ শুরু হয়; এবং অঞ্চলপরেই বিধাতাগৃহে শুভ্রতের কাছে সংবাদ পৌছে যে রাজা ন্যূন্যত নিহত হয়েছে, সেনাপতি বজ্রবৃত আরোহণ করেছে সিংহাসনে; এবং আরো সংবাদ পৌছে যে রাজপ্রাসাদে এখনো শান্তি আসে নি, দিকে দিকে সংঘর্ষ চলছে; তবে বজ্রবৃতের অনুগত সৈনিকের সংখ্যাই বেশি, আর সমাজপতি ও পুরোহিতেরা তার পক্ষে। শুভ্রত সংবাদ শনে ভীত হয় না, শোক বোধ করে না; সে তার অনুসারীদের জানায় যে বিক্রমপট্টীতে আর বাস করা যাবে না, এখনই নগর ছেড়ে তাদের চ'লে যেতে হবে; কেননা বজ্রবৃতের বাহিনী নিশ্চিতভাবেই আক্রমণ চালাবে তাদের ওপর। শুভ্রত অনুসারীদের নিয়ে একবার প্রার্থনা জানায় বিধাতার উদ্দেশ্যে, এবং বিধাতার গৃহ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। কোথায় যাবে শুভ্রত, কোথায় গেলে সে আশ্রয় পাবে? তার মনে পড়ে অরণ্যারাজা আর সুন্দরীঅরণ্যের কথা; রাতের অক্ষকারে শুভ্রত অনুসারীদের নিয়ে সেদিকেই যাত্রা করে। শুভ্রত অনুসারীদের বলে: পিতা

ন্তৃত্বত নিহত হয়েছেন, এবং আমরা যে নিজবাসভূমি ছেড়ে অক্ষকারে নিরক্ষদেশ যাত্রা করছি, তা বিধাতারই নির্দেশ; এর মধ্যে নিহিত রয়েছে মঙ্গল, বিধাতা মঙ্গল ছাড়া আর কিছু জানেন না; বিধাতা একটি নগর আর একটি রাজ্যের সীমার মধ্যে রাখতে চান না আমাদের; আমাদের ভিন্ন রাজ্যে স্থানান্তরিত ক'রে বাঢ়াতে চান আমাদের ধর্মের সীমা, নিশ্চয়ই বিধাতা সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর। শুভ্রত বলে : এই যে আমরা রাতের অক্ষকারে বেরিয়ে পড়েছি, রাত আমাদের রাত মনে হচ্ছে না, কেননা বিধাতা আমাদের চোখে আলো দিচ্ছেন; এই রাত পবিত্র রাত, যতো দিন মাটি ও জল আছে, আগুন ও বাতাস আছে ততো দিন এই রাত পবিত্র হয়ে থাকবে; বিধাতা এই রাতকে পবিত্রতম রাত বলে চিহ্নিত করবেন; আমাদের বুকে কোনো ভয় নেই, আমাদের বুকে কোনো দুঃখ নেই, কেননা বিধাতা আমাদের নির্ভয় করেছেন, বিধাতা আমাদের দুঃখহীন করেছেন। আমরা এক নগর আর এক রাজ্য পরিত্যাগ করছি, কিন্তু বিধাতা আমাদের দেবেন অজস্র নগর, অজস্র রাজ্য; বিধাতা আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে অবিলম্বে স্থাপন করতে হবে বিধাতার মহারাজ্য। অনুসারীরা, স্মারণ জানি যে বিক্রমপল্লীতে ফিরে আসার আমাদের দেরি নেই, বিক্রমপল্লী ছেড়ে যাওয়া হচ্ছে বিক্রমপল্লীতে ফিরে আসা, নিশ্চয়ই বিধাতা অনন্য। যে-বিক্রমপল্লীতে আমরা ফিরে আসবো, সেখানে কোনো দেবদেবী থাকবে না, সেখানে কোনো শুভ্রত থাকবে না; বিধাতা রক্তে পবিত্র করবেন বিক্রমপল্লীকে; বিক্রমপল্লী অভিশঙ্গ, অভিশ্রাপ থেকে রক্তই শুধু মুক্ত করতে পারে। আমরা যেখানে যাবো বিধাতা সেখানে আমাদের জন্যে তোরণ সাজিয়ে রাখতে পারেন, বা আমাদের জন্যে বনন ক'রে রাখতে পারেন পরিখা; কিন্তু বিধাতার বিশ্বাস থেকে আমরা নড়বো না, বিধাতা আমাদের অবশ্যই বিজয়ী করবেন। শুভ্রত বলে : বিধাতা আমাদের জন্যে মহারাজ্য সৃষ্টি ক'রে দ্রুতেছেন, বিধাতার মহারাজ্য আমাদের অপেক্ষায় রয়েছে, ওই মহারাজ্যের দরোজা আমরা স্মৃত্বাবে বিশ্বাসের চাবি দিয়ে, যে-চাবি আমাদের দিয়েছেন বিধাতা।

রাজকীয় শকটে চ'ড়ে সুন্দরীঅরণ্যে শুগয়ায় গেছে শুভ্রত, তার মনে পড়ে; এবার যাচ্ছে হেঠে; সঙ্গে পারমিতা—তার অস্ত্রসুস্থী; প্রধান ভজ্জ আদিত্য, প্রিয় ভজ্জ অংশমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস; বিধাতার ত্রিপরিশ সৈনিক, বিধাতার অটল দাসও আরো নানা উপাধির অনুসারী। প্রায় দেড়শোর মতো অনুসারী। নগর থেকে বেরোনোর সময় বস্ত্র আর খাবার ছাড়া কিছু নিয়ে বেরোয় নি; আর কিছু নেইও তাদের। ইঁটতে অসুবিধা হচ্ছে না শুভ্রতের, বরং মনে হচ্ছে তার পায়ে অশ্বের শক্তি এসে গেছে; পারমিতাকে নিয়ে তার একটু ভয় ছিলো, তাও কেটে গেছে যখন দেখতে পেয়েছে পারমিতাও শ্রান্তিহীন। পিতার মুখ তার কখনো কখনো মনে পড়ছে, সে জানে পিতা নেই। কিন্তু মাতা, এবং মাতারা? বজ্রবৃত্ত কি মাতাদেরও হত্যা করেছে, এবং কনিষ্ঠ ভাইবোনদের? আর তার পত্নীদের? শুভ্রত প্রথম কয়েক দিন রাজ্যের পল্লীগুলোর ভেতর দিয়ে যায়, পথ দিয়ে হাঁটে, নদী পেরোয়, কিন্তু কোনো মানুষের মুখের দিকে তাকায় না। তার মনে হয় এই মানুষেরা অভিশঙ্গ, এই গাছপালা নদীনালা অভিশঙ্গ, এই সব শস্যক্ষেত্র অভিশঙ্গ। কারো মুখের দিকেই তাকাতে তার ইচ্ছে করে না।

১১০ শুভ্রত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার

কয়েকদিন পর হঠাৎ তার মনে হয় পিতা তো নিষ্ঠুর শাসক ছিলেন না, বিক্রমপল্লীর রাজ্যের মানুষেরা তো তাঁকে ঘৃণা করতো না। তারা কি এখন তাঁকে ঘৃণা করে, ভালোবাসে বজ্রব্রতকে? যদি তারা মৃত পিতাকে ঘৃণা করে, আর ভালোবাসে বজ্রব্রতকে, তাহলে তারা ঘৃণা করবে তাকেও। আর যদি তারা ঘৃণা করে বজ্রব্রতকে? তাহলে তারা কি তার জন্যে দরদ বোধ করছে, না কি ঘৃণা করছে তাকে? বিধাতার উদ্দেশ্যে সে মনে মনে বলতে থাকে; বিধাতা, আপনি সর্বজ্ঞ ও শক্তিমান, আমাকে বলুন এরা কি ঘৃণা করে আমাকে? আমি যদি পরিচয় দিই, এরা কি আমাকে হত্যা করবে? না গ্রহণ করবে সাদরে? বিধাতা কোনো উত্তর দেয় না। পারমিতা কী ভাবছে? পারমিতাকে সে জিজ্ঞেস করবে? পারমিতাকে বারবার জিজ্ঞেস করতে গিয়ে শুভ্রত খেমে যায়।

একদিন পারমিতা বলে, ‘হে বিধাতার মনোনীতজন।’

চমকে উঠে শুভ্রত; সে এই সম্বোধন ভুলেই গিয়েছিলো যেনো, পারমিতার কথা বুঝতে তার কিছুটা সময় লাগে।

পারমিতা বলে, ‘হে মনোনীতজন, আমার মনে একটি কথা এসেছে।’

শুভ্রত বলে, ‘তোমার বুকের কথা সৈন্যেই আমি অপেক্ষা করছি, পারমিতা, নিচয়েই তুমি অঙ্ককারে আলোর শিখা জ্বালিবে।’

পারমিতা বলে, ‘পথে পথে আমি ফ্লুকের মুখের দিকে তাকিয়েছি, আমার মনে হয়েছে বিক্রমপল্লীপতির হত্যাকাণ্ডে এর শ্রোকাহত।’

শুভ্রত বলে, ‘আমিও তাকিয়েছি, কিন্তু মানুষের মুখ আমি পড়তে পারি না।’

পারমিতা বলে, ‘তারা কী অনুভব করছে, তা জানতে পারলে মঙ্গল হবে আমাদের।’

শুভ্রত বলে, ‘কীভাবে জানতে পারবো আমরা?’

পারমিতা বলে, ‘আপনার প্রধান ভক্ত আদিত্য, আর প্রিয় ভক্ত অংশমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাসকে দিয়ে আপনি জানতে পারেন।’

শুভ্রত ডাকে আদিত্য, অংশমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাসকে।

শুভ্রত বলে, ‘আমার প্রধান প্রধান ভক্ত ও প্রিয় ভক্তরা তোমরা কি একটি কথা ভেবে দেখেছো?’

আদিত্য জিজ্ঞেস করে, ‘কী কথা হে, মনোনীতজন?’

শুভ্রত বলে, ‘আমরা কি পলাতকের মতো আচরণ করছি না? আমরা কি ধরে নিই নি যে বিক্রমপল্লীর সবাই আমাদের শক্তি।’

অংশমান বলে, ‘হ্যা, মনোনীতজন, আমরা নিজেদের পলাতকই মনে করছি; আমরা মনে করছি আমরা বজ্রব্রতের রাজ্যে রয়েছি, এ-রাজ্যের সব মানুষ আমাদের শক্তি।’

শুভ্রত বলে, ‘কিন্তু সত্যিই কি জনগণ আমাদের শক্তি? তারা তো আমাদের মিত্রও হতে পারে?’

আদিত্য বলে, ‘তাও সম্ভব, মনোনীতজন?’

শুভ্রত বলে, 'তোমരা আজ জনগণেৰ সাথে পৱোক্ষভাবে কথা বলবে, দেখে নেবে তাদেৱ মনোভাব কী? নিশ্চয়ই বিধাতা সুসংবাদ দেবেন।'

গ্রাম ভাগ্যবতী, নদী মধুজল; যেনো একেৱ জন্যে উত্তৃত অন্য; ভাগ্যবতী গ্রাম আছে, পাশে মধুজল নদী নেই, আৱ মধুজল নদী বয়ে যাচ্ছে, তীৱে ভাগ্যবতী গ্রাম নেই, প্ৰকৃতি এটা ভাবতেই পারে। মধুজল নদীৰ পাৱে সৰুজ মেষখণেৰ মতো এলানো-ছড়ানো ভাগ্যবতী, শুভ্রত জানে না এ-সৰুজ মেষেৰ ভেতৱে জমে আছে বজ্জ্বেৰ মতো ঘৃণা না মধুৱ জলেৰ মতো ভালোবাসা। বড়ো বড়ো গাছ দেখা যাচ্ছে, একটি আৱেকটিকে পেৱিয়ে উঠতে চাচ্ছে আকাশেৰ দিকে, আৱো ওপৱে ওঠাৰ জন্যে কাপছে, এবং দেখা যাচ্ছে ঘন ঝোপ, শস্যেৰ খেত; নাম না জানা ফুল ও পাতাৰ গক্ষ চুকছে নাকে, শৰীৱ শিউৱে উঠছে শুভ্রতেৰ। গ্রামেৰ ভেতৱে তাৱা ঢোকে নি, মধুজল নদীৰ পাৱে নারকেল বনেৱ ভেতৱে তাৱা আশ্রয় নিয়েছে; নারকেল বনেৱ ভেতৱে দিয়ে বয়ে যাওয়া টাটকা বাতাসে শুভ্রতেৰ শৰীৱ সজীব হয়ে উঠছে নারকেলগাছগুলোৰ মতো, এবং কান পৱিপূৰ্ণ হয়ে উঠছে বাতাসেৰ মধুৱ স্বৱে। নারকেল বনেৱ খেকে একটুকু দূৱে, এতটুকু পচিমে, হাট-শুভ্রত হাটেৰ ঘাটে ভিড়তে দেখেছে নৌকো, মানুষ নামছে, উঠছে; বাৱবাৱ তাৱা ঘুন্ন প্ৰশ়া জাগছে ওই মানুষেৱা কাৱা? তাৱা কি মিত্ৰ, তাৱা অমিত্ৰ, তাৱা কি শক্ৰ? তাৱা কি শুভ্রতেৰ জন্যে একটুকুও বেদনা বোধ কৱে নি, তাদেৱ বুকে সামান্যও শৈক্ষিনেই? তাৱা কি শুভ্রতেৰ অনুগত? তাৱা কি মেনে নেবে বিধাতাকে, যিনি সৰ্বজ্ঞ প্ৰসৰ্বশক্তিধৰ? অৱণৱাজ্য আৱ বেশি দূৱে নয়, সেখানেও নিশ্চয়ই এমন কোনো গ্রাম আছে, নদী আছে, যে-গ্রাম পাতা ও ফুলেৰ গক্ষ ভৱপুৰ, যে নদীৰ বাতাস টাটকা। হাটেৰ দিকেই দূৱে থেকে তাকিয়ে আছে শুভ্রত, যেখানে সে পাঠিয়েছে আদিত্য, অঞ্চলিম, জিতেন্দ্ৰিয়, বিভাসকে, যেখানে তাৱা মানুষেৰ মুখ দেখে বুঝে নেবে তাদেৱ শব্দয়ে কী আছে—ভালোবাসা, না ঘৃণা; যেখানে তাৱা পৱোক্ষভাবে মানুষেৰ সাথে বিশিষ্য কৱবে বাক্য।

আদিত্য, অঞ্চলিম, জিতেন্দ্ৰিয়, বিভাস হাটে গিয়ে মানুষেৰ মুখ দেখে; তাৱা কাৱো সাথে কথা বলে না। তাদেৱ মনে হয় এই মানুষেৱা তাদেৱ ঘৃণা কৱতে পাৱে না। কিন্তু কীভাবে তাৱা কথা বলবে এদেৱ সাথে? কাউকে চুপিচুপি জিজ্ঞেস কৱবে? চুপিচুপি কাৱো সাথে কথা বলতে তাদেৱ দ্বিধা লাগে; তাৱা বুঝে উঠতে পাৱে না কীভাবে তাৱা জানবে এ-মানুষেৰ মনোভাব। আদিত্য সঙ্গীদেৱ বলে চুপিচুপি নয়, প্ৰকাশোই সে কথা বলতে চায় এদেৱ সাথে।

আদিত্য ডেকে বলে, 'বিক্ৰমপঞ্চীৱ ভাগ্যবতী গ্রামেৰ সাধুজনেৱা, আপনাৱা আমাৱ কথা একবাৱ শুনবেন? আমি আপনাদেৱ সাথে কথা বলতে চাই। আমি দূৱে থেকে এসেছি, কিন্তু মুখ দেখে আপনাদেৱ আমাৱ আঞ্চলীয় মনে হয়।'

কিছু লোক তাদেৱ চারদিকে দাঁড়িয়ে যায়।

আদিত্য বলে, 'আমাৱ বুকে বড়ো দুঃখ, আমি দুঃখেৰ কথা বলতে চাই।'

১১২ শুভ্রত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার

একটি লোক বলে, 'রাজ্যে এখন সব মানুষের বুকেই দুঃখ, আমরাও দুঃখের কথা বলতে চাই, কিন্তু বলার মতো লোক নেই।'

আদিত্য বলে, 'বিক্রমপল্লীরাজ্যে সবার বুকেই দুঃখ, সকলের চোখই সিঙ্গ; কিন্তু দুঃখ চিরকাল ধাকবে না, চোখও সিঙ্গ ধাকবে না।'

একজন বলে, 'আপনার দুঃখের কথা বলুন, আমরা জানি, দেখি আমাদের শোকের সাথে আপনার শোকের মিল আছে কি না।'

আদিত্য তাদের মুখের দিকে ভালোভাবে তাকিয়ে দেবে।

আদিত্য বলে, 'আমার বুকের দুঃখ কি দাগ কাটবে আপনাদের মনে? আমার দীর্ঘশ্বাস কি আপনাদের বুক কোমল করবে?'

তারা বলে, 'আপনি বলুন, মনে হয় আপনার আর আমাদের বুকে একই অশ্রু, একই দীর্ঘশ্বাস।'

আদিত্য বলে, বিক্রমপল্লীরাজ্যের মধুজল নদীতীরের ভাগ্যবতী গ্রামের সন্ধানয় সাধুজনেরা আপনারা জানেন আপনাদের রাজ্যকা কে? আপনারা বাস করছেন কার রাজ্যতে?'

একজন বলে, 'আমাদের রাজা নম্রবন্তি কিন্তু আমরা বাস করছি হত্যাকারী বজ্রবন্তের রাজ্যতে।'

আদিত্য বলে, 'এইজনেই কি আপনাদের বুকে দুঃখ, যে-দুঃখ বলার আত্মীয় আপনারা পাচ্ছেন না।'

তারা বলে, 'হ্যা, আমাদের দুঃখ, আমাদের অশ্রু এজন্যই।'

আদিত্য বলে, 'মধুজল নদীপারের আপনার ভাগ্যবতী গ্রামের দুঃখী মানুষেরা, আমি আপনাদের জন্যে সুবের সংবাদ এনেছি, ত্বর-সংবাদে সুবী হবেন আপনারা, আপনাদের দুঃখ লাঘব হবে।'

তারা চিংকার ক'রে বলে, 'বলুক, কী সুসংবাদ?'

আদিত্য তাদের চোখেমুখে দুঃখ দেখতে পায়, এবং বলে, সত্যিই আপনারা সুসংবাদ শুনতে চান?

তারা বলে, 'আমাদের ভাগ্যে কি আর সুসংবাদ আছে?

আদিত্য বলে, 'বিক্রমপল্লীরাজ্যের যিনি রাজা হতেন রাজা নম্রবন্তের মৃত্যুর পর, যিনি বিক্রমপল্লীর গৌরব, যুবরাজ শুভ্রত, যার রূপগুণের তুলনা নেই, যিনি আবালবৃদ্ধবনিতার প্রিয়, তিনি ভাগ্যবতী গ্রামেই রয়েছেন। যে জানতো তিনি আসবেন ব'লেই হয়তো এ-গ্রামের নাম রাখা হয়েছিলো ভাগ্যবতী, নদীর নাম রাখা হয়েছিলো মধুজল।'

সবাই চিংকার ক'রে ওঠে, 'জ্যে, যুবরাজের জয়।'

আদিত্য বলে, 'যুবরাজ শুভ্রত ভাগ্যবতী গ্রামের মাটিতে বসেছেন, যুবরাজ শুভ্রত মধুজল নদীর জল পান করেছেন, ধন্য গ্রাম ভাগ্যবতী, ধন্য নদী মধুজল।'

তারা বলে, 'আমরাও ধন্য।'

আদিত্য বলে, 'দুঃখী মানুষেরা বলুন, আপনারা কি তাঁর প্রতি অনুগত?'

সবাই আবাৰ চিৎকাৰ ক'ৰে ওঠে, 'জয়, যুবরাজ শুভ্রতেৰ জয়; আমৱা সবাই তাৰ অনুগত, জয়, যুবরাজেৰ জয়।'

আদিত্য বলে, 'তিনি আপনাদেৱ দৃঃখ্যে দৃঃখ্যী, তিনি আপনাদেৱ দৃঃখ্য দূৰ কৱতে চান; তিনি আপনাদেৱ মঙ্গল চান।'

তাৱা বলে, 'আমৱা যুবরাজেৰ পদতলে প্ৰণাম কৱতে চাই; আপনি আমাদেৱ নিয়ে চলুন তাৰ কাছে, আমৱা তাৰ জন্যে জীবন উৎসৱ কৱবো।'

জড়ো হয়েছে প্ৰচুৰ লোক, যুবরাজ শুভ্রতকে একবাৰ দেখে যাবা চিৰজীবনেৰ জন্যে ধন্য হতে চায়, নিজেদেৱ জীবন উৎসৱ কৱতে চায় যুবরাজেৰ জন্যে। তাৱা ব্যাকুল যুবরাজকে দেখাৰ জন্যে, আদিত্য তাই তাদেৱ নিয়ে নারকেল বনেৱ দিকে এগোতে থাকে। সবাৰ আগে আদিত্য, তাকে ধীৱে ধীৱে অনুসৱণ কৱছে অংশমান, জিতেন্দ্ৰিয়, বিভাস, এবং পেছনে ভাগ্যবতীৰ হাটেৱ সে লোকেৱা যাবা আজ কিছু কিনতে বা বেচতে চায় না, পুণ্য অৰ্জন কৱতে চায় যুবরাজ শুভ্রতেৰ আশীৰ্বাদ পেয়ে শোভাযাত্রা ক'ৰে তাৱা এগিয়ে চলো মধুজৰ নদীতীৰেৰ নারকেল বনেৱ দিকে।

শুভ্রতেৰ চোখ প'ড়ে ছিলো ক্ষম্তিৰ দিকেই, ভাৰছিলো কৰন যিৰে আসবে তাৰ ভক্তৱা সে চক্ষল হয়ে উঠবে তাদেৱ ক্ষেত্ৰে দেখতে পেয়ে; কিন্তু সে দেখতে পায় একটি শোভাযাত্রা এগিয়ে আসছে, শৈৰায়াত্রি যাকে অনুসৱণ কৱে আসছে সে যে আদিত্য, তা বুবাতে শুভ্রতেৰ অসুবিধা হচ্ছে না। দেখে সে চক্ষল হয়ে উঠতে পারে না, তাৱা সমস্ত বৰ্জ শৰীৱেৰ নালিকে নালিকে শৃষ্টি হয়ে দোঢ়ায়, বাৱবাৰ সে ধন্যবাদ জানায় বিধাতাকে, শোভাযাত্রার দিকে হিৱিভাবে তাকিয়ে থাকে। ভাগ্যবতী শ্রামচিকে তাৱা পুণ্যহাম মনে হয়, মধুজল নদীকে মনে হয় পুণ্যতোয়া, নারকেৱ বনটিকে মনে হয় বিধাতাৰ আৱেক গৃহ। শোভাযাত্রা তাৱা সামনে এসে নীৱবে দাঁড়িয়ে প্ৰণাম কৱতে উদ্যত হলে সে দাঁড়িয়ে তাৰ্দেৱ প্ৰণাম কৱা খেকে বিৱত কৱে।

তাৱা বলে, 'প্ৰতু, আপনাকে প্ৰণাম কৱে আমৱা ধন্য হতে চাই।'

শুভ্রত বলে, 'ভাগ্যবতী পুনৰ্জন্ম প্ৰিয়জনেৱা, তোমৱা ভুলো না যে আমি যুবরাজ ছিলাম, কিন্তু আমি আৱ যুবরাজ নহি; আমি প্ৰতু নই, আমি তোমাদেৱ মতোই মানুষ, কোনো মানুষই প্ৰণামেৰ উপযুক্ত নয়; সব প্ৰণাম প্ৰাপ্য একজনেৱ।

তাৱা বলে, 'প্ৰতু, আমাদেৱ বুক দৃঃখ্যে পৱিপূৰ্ণ হয়ে আছে, রাজহত্যাকাৰী পাষণ বজ্রবৰ্তকে আমৱা রাজা ব'লে মানি না, আপনিই আমাদেৱ রাজা।'

শুভ্রত বলে, 'কোনো মানুষই রাজা হতে পারে না, জেনে রেখো, আমিও রাজা নই; রাজা আছেন একজন, তিনি সৰ্বজ্ঞ ও সৰ্বশক্তিধৰ। ভাগ্যবতীৰ পুত্ৰা, তোমাদেৱ দৃঃখ্যে আমাৰ হন্দয় বিদীৰ্ণ; একই বেদনা আমাদেৱ মনে। বেদনাকে আমৱা জয় কৱবো, আমৱা একদিন মহারাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৱবো।'

তাৱা বলে, 'আপনি পথপ্ৰদৰ্শক, আমৱা অবশ্যই মহারাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৱবো।'

শুভ্রত বলে, 'তোমৱা যদি বিশ্বাস কৱো আমাকে, এবং বিশ্বাস কৱো আমি বিশ্বাস কৱি যে সৰ্বজ্ঞ-ও সৰ্বশক্তিধৰকে, তাহলে মহারাজ্য প্ৰতিষ্ঠাৰ আৱ দেৱি নেই,

তোমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি বুঝতে পারছি তোমরা সত্যকে চিনতে বিলম্ব করো না।'

তারা বলে, 'যুবরাজ, এই নারকেল বন আপনার যোগ্য স্থান নয়; আপনি আমাদের গৃহে চলুন, আমরা প্রাণভরে আপনার সেবা ক'রে ধন্য হই। আমাদের গৃহ আপনার পদধূলিতে পবিত্র হোক।'

শুভ্রত বলে, 'এই নারকেল বন যে-কোনো গৃহের থেকে পবিত্র, এই বন আশ্রয় দিয়েছে আমাকে; এই বন পবিত্র তীর্থ, এই মধুজল নদীতীর পবিত্র তীর্থ, এই বায়ু পবিত্র বায়ু। বিধাতার আশীর্বাদে এই বন মঙ্গলে পরিপূর্ণ। আমি এই তীর্থেই তোমাদের সঙ্গ চাই।'

নারকেল বনে একটি গৃহ ওঠে; আর ভাগ্যবতীর মানুষেরা নানা উপহারে গৃহের আঙিনা ভ'রে তোলে। গৃহের দিকে আর উপহারের দিকে তাকিয়ে শুভ্রতের মন পবিত্র আলোকে ড'রে ওঠে; সে সব কিছুতে বিধাতার ছোঁয়া অনুভব করে। তবে শুভ্রত প্রথম দিনেই বিধাতার ধর্ম প্রচার শুরু করে ন্ত, পারমিতা তাকে নিষেধ করেছে; তাকে দেখে নিতে হবে, বুঝে নিতে হবে ভাগ্যবতীবৃন্তীরা বিধাতার ধর্ম গ্রহণ করবে কি না।

পারমিতা তাকে দিয়েছে একটি সুন্দর মুকুর্মুশ, তার মনে হয় সেটিই প্রথম বাস্তবায়িত করা দরকার। একবার তার মনে হয় কৃষ্ণাটি তার মনেই প্রথম জাগা উচিত ছিলো; সে পুরুষ, পুরুষের যত্নগার কথা বোঝার কথা ছিলো তারই। পারমিতা বলেছে আদিত্য, অঞ্চলান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস বহু দিন ধ'রে নারীহীন, পুরুষের বেশি দিন নারীহীন থাকা সম্ভব নয় এবং ভালো নয়, বিশেষ ধ'রে আদিত্য, অঞ্চলান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাসের পক্ষে যারা নারী ছাড়া দীর্ঘকাল ধ'রে বহুপ্লানীর সেবা পেয়ে এসেছে; তাদের জন্যে নারী দরকার, নারী ছাড়া তারা অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। পারমিতা বলেছে ভাগ্যবতী গ্রামে নিশ্চয়ই সুকন্যার অভাব হবে না, তাদের জন্যে ভাগ্যবতী থেকে নারী সংগ্রহ করা উচিত।

সন্ধ্যায় শুভ্রত দর্শনাধীনের উদ্দেশ্যে ক'রে বলে, 'ভাগ্যবতীর ভক্ত সাধুজনেরা, তোমাদের উপহার পবিত্র, কেননা তোমাদের মন পবিত্র; তবে তোমাদের কাছে আমি এই উপহারের থেকেও অনেক মূল্যবান অনেক পবিত্র এক উপহার চাই, তোমরা কি আমাকে দেবে সেই উপহার?'

তারা বলে, 'আমাদের কোনো কিছুই আপনাকে অদেয় নেই, প্রভু।'

শুভ্রত বলে 'এই যে আমার পাশে রয়েছে আমার প্রধান ও প্রিয় ভক্ত আদিত্য, অঞ্চলান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস, যারা সবাই অমাত্য পুত্র, কিন্তু তাদের বড়ো শুণ তারা আমার জন্যে সব ছেড়ে এসেছে। তাদের কেমন পুরুষ বলে মনে হয় তোমাদের?'

তারা বলে, 'তাঁরা সুপুরুষ, তাঁরা সর্বাঙ্গসুন্দর, তাঁরা ভাগ্যবতীর মানুষের কাছে দেবতার সমতুল্য, তাঁরা আমাদের পূজনীয়।'

শুভ্রত বলে, 'তোমাদের কাছে আমি এই সর্বাঙ্গসুন্দর সুপুরুষদের জন্যে কল্যাণ উপহার চাই; এই সুপুরুষদের বরণ ক'রে তোমাদের ভাগ্যবতী সতী কৃমারী কন্যারা গৌরবের অধিকারী হবে।'

শুভ্রতের আবেদন শুনে উল্লাসধ্বনি ক'রে ওঠে ভাগ্যবতীর সাধুজনেরা; এবং চমকে ওঠে আদিত্য, অংশমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস; তাদের শরীরের ডেতর দিয়ে মধুজল নদীর স্রোত হঠাৎ তীব্র বেগে হেসে বইতে শুরু করে। শুভ্রতের অন্য অনুসারীরা আনন্দে মুখর হয়ে ওঠে।

ভাগ্যবতীর সাধুজনেরা বলে, 'প্রভু, আমরা জানি আমাদের কন্যারা এই সুপুরুষদের উপযুক্ত নয়, আমাদের কন্যাদের এমন রূপ নেই, এমন শুণ নেই, যা দিয়ে তারা সুখী করতে পারবে এই সর্বাঙ্গসুন্দর পাত্রদের; কিন্তু আমরা ধন্য হবো এই পাত্রদের হাতে কন্যা সমর্পণ করে, আমাদের কন্যারা ধন্য হবে এই পাত্রদের পতিক্রপে বরণ করে।'

আদিত্য, অংশমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস পুলকে বধির হয়ে মাথা নত ক'রে থাকে।

শুভ্রত বলে, 'আগামী কাল দুপুরেই শুভবিবাহের কাজ সম্পন্ন হবে।'

তারা বলে, 'প্রভু বিক্রমপদ্মীর রীতি সঙ্ক্ষায় কন্যা সমর্পণ করা।'

শুভ্রত বলে, 'নারীপুরুষের মিলনের জন্যে সব প্রহরই পবিত্র, তোমরা সঙ্ক্ষ্যার কথা ভেবে না, নিচয়ই বিধাতা সব প্রহরকেই পবিত্র করেছেন, তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর।'

একজন বলে, 'প্রভু, পাত্র রয়েছেন জ্ঞানজন, কিন্তু ভাগ্যবতীতে সম্প্রদানযোগ্য কন্যা অনেক; আমার কোন কন্যাদের সম্প্রদান করার জন্যে আনবো? আমাদের কোন কন্যারা হবে ভাগ্যবতী আর কোন কন্যা হৃষি ভাগ্যহীনা?'

ভেতরে গিয়ে শুভ্রত কথা বলে পর্যবেক্ষিতার সাথে।

বেরিয়ে এসে শুভ্রত বলে, 'রূপেগুণে শ্রেষ্ঠা দশজন কন্যাকে আগামী কাল দুপুরের আগে নিয়ে আসবে, তারা নিচয়ই সৌভাগ্যবতী, আমার পদ্মী, পারমিতা তাদের মধ্যে থেকে কন্যা নির্বাচন করবেন; এবং তখনই সম্পন্ন হবে বিবাহ।'

ভাগ্যবতী পদ্মীর ঘরে ঘরে সাড়া পড়ে-যায়, পিতামাতারা বিবাহযোগ্য কন্যাদের সর্বাঙ্গসুন্দর পাত্রদের হাতে সমর্পণ ক'রে ধন্য হওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

বিবাহযোগ্য হয়ে ওঠে নি যাদের কন্যারা জ্ঞান দুঃখ পায়, একটি সুন্দর সুযোগ হারিয়ে যাচ্ছে ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে; আর যাদের কন্যারা রূপেগুণে অতুলনীয় নয়, কন্যাদের মুখের দিকে তাকিয়ে তারা বেদনায় মুখ ফিরিয়ে নেয়। সুখী ও দুঃখী হয়ে ওঠে

ভাগ্যবতীর কন্যারাও; তাদের প্রত্যেকের মনে জেগে ওঠে বাসনা, স্বপ্ন দেখতে থাকে তারা মনোনীত হয়েছে, সর্বাঙ্গসুন্দর পুরুষেরা বরণ ক'রে নিয়েছে তাদের তারা যাত্রা করছে কোনো রাজপুরীর উদ্দেশে; এবং পরমহৃত্তেই তাদের মনে হ'তে থাকে তারা মনোনীত হয় নি, বেদনায় তারা নীল হয়ে যেতে থাকে। পিতামাতারা অনেকেই রাতে ঘুমোতে পারে না, জেগে জেগে পরম্পর সর্বাঙ্গসুন্দর পুরুষদের কথা বলে; মনে মনে প্রার্থনা জানাতে থাকে; এবং কন্যাদের চোখও ঘুম আসতে চায় না, ঘুমিয়ে পড়তে না পড়তেই তাদের ঘুম ভেঙে যায়, চোখে স্বপ্নের মতো কোনো রাজপুরুষের মুখ ভাসে, যাকে তারা দেখে নি। গ্রামের প্রধানরা বিপর্যস্ত হয় এক বড়ো সমস্যায়, তারা কোন দশজন কন্যাকে নিয়ে যাবে যুবরাজের সামনে? তোরবেলায় পদ্মীমুখের আঙ্গিনায়

পিতারা নিয়ে আসে তাদের কন্যাদের, এবং পাঁচপ্রধান বিচারবিবেচনা করতে থাকে কন্যাদের রূপগুণ। প্রধানদের বয়স হয়েছে, বহু দিন তারা রূপের দিকে তাকায় নি, রূপ বিচার করতে গিয়ে তারা বিচলিত হয়, তাদের কারো কারো ম্লান চোখে বিদীর্ণ ক'রে অসুস্থ আলো দেকে, এতো রূপ যে ভাগ্যবতীর কালো মেঘ ও সরুজ গাছপালার নিচে, টলটলে দিঘির পাড়ে ফুটে উঠেছে, তারা তা কল্পনাও করতে পারে নি। তারা বহু কাল পর বিশ্বয়ের মধ্যে দীর্ঘ সময় কাটায়। এতো রূপের মধ্য থেকে তারা কী করে দশজনকে মনোনীত করবে? দশজনের মধ্যে থেকে আবার ছ-জনকে ফিরিয়ে আনতে হবে। প্রধানরা বিচলিত বিহ্বল বেদনার্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু দশজনকে মনোনীত করতেই হবে, দুপুরের আগে নিয়ে যেতে হবে পরিত্ব নারকেল বনে, যেখানে অপেক্ষায় আছেন যুবরাজ, ও সর্বাঙ্গসুন্দর, পুরুষরা। তারা কন্যাদের মুখ দেখে, কগোল ও শ্রীবার পঠন দেখে, মনে মনে পরিমাপ করে বাহুর দৈর্ঘ্য ও দেহের উচ্চতা, বিচার করে মাংসের বিন্যাস, এবং কন্যাদের দেহ থেকে বিগলিত সুগন্ধ।

মধুজল নদীর পারে নারকেল বন্দে ড্রুৎসব শুরু হয়েছে ভোর থেকেই। আদিত্য, অঞ্চলমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস চাঞ্চল্য ব্রুদ্ধি করছে, অনেক দিন পর নারীর কোমলতার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে তাদের শক্তিশালী ইন্দ্রিয়গুলো, মধুজল নদীর বাতাসকে আঁচলের কোমল ছেঁয়া বলে মনে হচ্ছে তাদের। অজস্র কন্যার মুখ ও শরীর পলকে পলকে তারা দেখতে পাচ্ছে। পারমিতা, নির্দেশে নদী থেকে জল এনে তাদের স্নান করানো হয়েছে, পরানো হয়েছে নতুন বৃক্ষ, পাতার রঙে রঙিন করা হয়েছে তাদের করতল। একটি বড়ো ভোজেরও আয়োজন করা হয়েছে। পারমিতা সব কিছু দেখছে, তার নির্দেশে সব কিছু ঠিক সময়ে ঠিকভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। শুভ্রত সুরী বোধ করছে, তার মনে হচ্ছে বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠার দেরি নেই, বিধাতা তাকে ক্রমশ নিয়ে যাচ্ছেন গন্তব্যের দিকে। সে অপেক্ষা ক্ষুর আছে ভাগ্যবতী পদ্মীর ভাগ্যবতী কন্যাদের জন্যে, যারা তার কাছে হবে নিজেরই কন্যার মতো; যারা চিরকাল পাবে তার স্নেহ।

দুপুরের আগেই পিতামাতা, ভাইযোন, আঞ্চলিক সুন্দরী, ও পদ্মী প্রমুখেরা ঢাক ঢোল বাঁশরি করতালে পদ্মী মুখের করে ভাগ্যবতীর দশজন সৌভাগ্যবতী কন্যাকে নিয়ে পৌছে নারকেল বনে। পারমিতা কন্যাদের জন্যে সুন্দর আসন পেতে রেখেছে, কন্যারা রূপসী কোমল আকর্ষণীয় ব্রীড়াতুর হয়ে আসনের এক প্রান্তে বসে চারদিক আলোকিত করে তোলে। আসনের অন্য প্রান্তে বসে আদিত্য, অঞ্চলমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস। কন্যাদের রূপ দেখে শুভ্রত মুক্ত হয়, পারমিতা বিচলিত হয়, আর আদিত্য, অঞ্চলমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস অঙ্গ হয়। চারপাশের সবাই নিষ্ঠক, বাদ্যও থেমে গেছে; কন্যারা বসে আছে মাথা নত করে। এই কন্যাদের মধ্যে কোন চারজনকে বরণ করে হবে সর্বাঙ্গসুন্দর পুরুষদের জন্যে? কীভাবে বরণ করা হবে? বাদ পড়বে কোন ভাগাহীনরা? পিতামাতারা উত্তেজিত বিচলিত বোধ করে, কন্যারা কাপতে থাকে; পুলকিত হয়ে উঠে মধুজল নদীর বায়ু ও জল।

কন্যাদের মধ্যে সবচেয়ে যে-রূপসী, তার নাম অঞ্জনা, তার রূপে চারপাশ রূপময় হয়ে উঠেছে; তার দিকেই তাকিয়ে আছে সবাই। আদিত্যের চোখ তার মুখের ওপর

বারবার পড়ছে, অংশমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাসও অঞ্জনার মুখের দিকে তাকিয়ে কেঁপে উঠেছে কয়েকবার। কে পাবে তাকে, তাকে কে পাবে, সবাই ভাবছে। উত্তৃত জানিয়ে দিয়েছে আদিত্য তার প্রধান ভক্ত, অংশমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস তার প্রিয় ভক্ত; সবাই ভাবছে আদিত্যই পাবে অঞ্জনাকে; আদিত্য নিজেও তাই ভাবছে, অঞ্জনাকে পাওয়া তারই অধিকার। পারমিতা ভেতর থেকে বেরিয়ে এলে সবাই নিঃশব্দে কেঁপে ওঠে। পারমিতা অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখে কন্যাদের, তারপর এগোয় কন্যাদের দিকে। সবাই, এমনকি উত্তৃতও, ভাবে সে গিয়ে ধরবে অঞ্জনার হাত, এনে বসিয়ে দেবে আদিত্যের পাশে; কিন্তু পারমিতা অঞ্জনার হাত না ধ'রে ধ'রে তমালিকার হাত-সবাই চমকে ওঠে। পারমিতা তাকে এনে বসিয়ে দেয় আদিত্যের পাশে। আবার সবাই ভাবে এবার পারমিতা ধরবেন অঞ্জনার হাত, কিন্তু পারমিতা অঞ্জনার হাত ধরে না, ধরে শৰ্ণলতার হাত, এবং তাকে এনে বসিয়ে দেয় অংশমানের পাশে। এবার কি পারমিতা ধরবেন অঞ্জনার হাত? জিতেন্দ্রিয় কিছুটা পুনর বোধ করে; কিন্তু পারমিতা গিয়ে ধ'রে প্রভাবতীর হাত এবং এনে বসিয়ে দেয় জিতেন্দ্রিয়ের পাশে। অঞ্জনা কি বাদ পড়বে? না তাকে পাবে বিভাস? পারমিতা কি সৌন্দর্য চেনেন না? তিনি কি শ্রেষ্ঠ রূপসীকে বাদ দেবেন? বিভাসের মনে এক আলো ঝিলিক দিয়ে ওঠে, এবার নিশ্চয়ই মনোনীতজনের পত্নী ধরবেন অঞ্জনার হাত, এবং সে-ই পাত্রে রূপসীমাতাকে। সবাইকে খাসরুদ্ধ ক'রে পারমিতা গিয়ে বৈজয়ন্তীমালার হাত, দু-হাতে স্তুর্খে ঢেকে ফেলে অঞ্জনা; পারমিতা বৈজয়ন্তীমালাকে এনে বসিয়ে দেয় বিভাসের পাশে। উত্তৃতও মনে মনে আর্তনাদ ক'রে ওঠে। পারমিতা কি রূপ চেনেন না; ন কি তিনি ঈর্ষা করেন রূপ? পরমুহুর্তেই সবাই অবাক হয় যে পারমিতা আবার এগিয়ে যাচ্ছে, এবং এগিয়ে যাচ্ছে অঞ্জনারই দিকে, এবং গিয়ে ধরছে অঞ্জনারই হাত। পারমিতার স্পর্শ পেয়ে অঞ্জনা মুখ তোলে, তার চোখের পাতায় কয়েক বিন্দু শিশির। করুণাশে নিয়ে পারমিতা বসাবেন অঞ্জনাকে? কে আছে, আর কে আছে? তারা কাউকে দেখতে পায় না। সবাই উৎকর্ষিত হয়ে ওঠে, উত্তৃতও। এক নিঃশব্দ ভূমিকম্পে তারা ভেঙে পড়তে চায়; এবং সবাই জীবনের চরম বিস্ময় দেখার জন্যে পারমিতার দিকে তাকিয়ে থাকে; দেখতে পায় পারমিতা অঞ্জনাকে ধ'রে এনে বসিয়ে দিয়েছে উত্তৃতের পাশে। অঞ্জনা উল্লাসে ভেঙ্গে পড়ে, উত্তৃত বিব্রত হয়, কিন্তু তার মুখ জ্যোৎস্নাবিহ্বল হয়ে ওঠে। চারপাশে প্রবল উল্লাসে বাদ্য বেজে ওঠে।

বিয়ের মন্ত্র পড়ানো হবে, পুরোহিতেরা এগিয়ে আসে; উত্তৃত উঠে দাঢ়ায়।

উত্তৃত বলে, 'ভাগ্যবতীর সাধুজনেরা, আজ শুরু হলো এক নতুন কাল; শেষ হলো অঙ্ককার যুগ; কন্যাদান করে তোমরা সৌভাগ্য অর্জন করলে, বিধাতা নিশ্চয়ই তোমাদের স্বর্গে অধিষ্ঠিত করবেন।'

ভাগ্যবতীর লোকেরা উত্তৃতের কথা কিছু বুঝতে পারে না।

উত্তৃত বলে, 'আজ থেকে বিবাহ আর আগের বিবাহ নয়, আগের বিবাহ ছিলো অপবিত্র, আজ থেকে বিবাহ হলো। আজ থেকে বিবাহ নতুন রূপ নিলো, কিছুই আর আগের মতো থাকবে না, নিশ্চয়ই বিধাতা অনন্য।'

কন্যাদের পিতারা জানতে চায়, 'সাত পাক ঘুরে অগ্নিসাঙ্গী রেখে মন্ত্র প'ড়ে যেভাবে বিবাহ হয়ে আসছে, তা কি বাতিল হয়ে যাবে যুবরাজ?'

শুভ্রত বলে, 'বিবাহ আজ থেকে নারী আর পুরুষের চুক্তি, নারী আর পুরুষ যদি সুখে ধাকে, তাহলে তারা সারাজীবন একত্রে বাস করবে, আর যদি তারা চায়, তারা বন্ধন ছিন্ন করতে পারবে।'

তারা বলে, 'আপনার বিধান ব'লে আমরা মানি।'

শুভ্রত বলে, 'এটা আমার বিধান নয়, বিধাতার বিধান; বিধাতা সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর।'

তারা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না যুবরাজ কোন দেবতা বা রাজার কথা বলছেন; তারা অনেক দেবতার পুজো করে, কয়েকজন রাজার নাম জানে, তবে তারা বিধাতা ব'লে কোনো দেবতা বা রাজার নাম শোনে নি। তবু তারা কন্যাদের সম্প্রদান ক'রে সুস্থী বোধ করে।

সঙ্ক্ষায় পর শুভ্রত পারমিতাকে জিজ্ঞেস করে, 'পারমিতা, তুমি কি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝেছিল আমি কামনা করছি অঞ্জনাকে?'

পারমিতা বলে, 'না, হে মনোনীতজ্ঞ! আপনার চোখের দিকে আমি তাকাই নি।'

শুভ্রত স্বত্ত্ব পায়, তার কামনা পারমিতার চোখে পড়ে নি।

শুভ্রত বলে, 'তাহলে তুমি কেনে? আমার জন্যে মনোনীত করলে এই রূপসী যুবতীকে, যে সব পুরুষের কাম্য হওয়ার ট্রিপ্যুক্ত?'

পারমিতা বলে, 'মাটির ওপর যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তা বিধাতার মনোনীতজনের প্রাপ্য, হে বিধাতার মনোনীতজন।'

শুভ্রত বলল, 'কিন্তু আমার সন্তোষের জন্যে তোমার মতো এক অতুলনীয় নারী আমার রয়েছে।'

পারমিতা বলে, 'একটি মাত্র নারী আপনার জন্যে যথেষ্ট নয়, হে মনোনীতজন, যেমন সূর্যের জন্যে যথেষ্ট নয় একটি মহারাজা; এবং অঞ্জনার মতো নারী আপনারই প্রাপ্য।'

শুভ্রত বলে, 'তোমার বিবেচনাকে আমি সব সময় শুন্দা করি, পারমিতা।'

পারমিতা বলে, 'আপনার প্রশংসায় আমি গৌরব বোধ করছি, হে মনোনীতজন। তা ছাড়া আপনার কি মনে হয় না অঞ্জনার মতো অতুলনীয় রূপসী নারী কোনো ভঙ্গের শয্যায় গেলে আপনার ভক্তদের মধ্যে সন্দ্রাবের অভাব ঘটতো?

শুভ্রত ভয় পায়, এবং দেখতে পায় আদিত্য, জিতেন্দ্রিয়, বিভাসের মুখ; মনে পড়ে অঞ্জনার দিকে তারা তাকাচ্ছিলো কামাত্ত দৃষ্টিতে; তারা প্রত্যেকে কামনা করছিলো অঞ্জনাকে। সে নিজেও কি কামনা করে নি অঞ্জনাকে? পারমিতা এক বড়ো সমস্যা থেকে উদ্ধার করেছে তাকে। পারমিতা বিধাতার আশীর্বাদ; অঞ্জনাকেও তার মনে হচ্ছে বিধাতার আশীর্বাদ; নিশ্চয়ই বিধাতা অঞ্জনাকে তার শয্যায় পাঠিয়ে নির্দেশ দিচ্ছেন বিধাতার মহারাজা প্রতিষ্ঠা করার। সে কি এখনই অঞ্জনাকে নিয়ে বাসর শয্যায় যাবে? পারমিতা কি বলে? শুভ্রতকে পারমিতা পরামর্শ দেয় প্রথম আদিত্য, অংশমান,

জিতেন্দ্রিয়, বিভাসের ঘরে গিয়ে তাদের উপদেশ দিতে; যদিও তারা অভিজ্ঞ, তবু তাদের উপদেশ দেয়া মনোনীতজনের কর্তব্য। শুভ্রত তাদের সবাই একঘরে ডেকে আনে; তাদের উপদেশ দেয় বাসর ঘরে, প্রথম এবং সব রাতে সুখী হওয়ার এবং স্তীদের গর্ভবতী করার জন্যে। শুভ্রত তাদের বলে মিলনের প্রত্যেক মুহূর্তে স্মরণ করতে হবে বিধাতার নাম, কেননা বিধাতা দেখেন সব কিছু। শুভ্রত বলে; পুরুষ বর্ষণ, নারী পাত্র; পুরুষ বীজ, নারী ভূমি; পুরুষ রাজা; নারী রাজা; পুরুষ বজ্র, নারী মেঘ; বর্ষণের কাজ পাত্র পূর্ণ করা; সেই পুরুষই সার্থক যে পুত্রবতী করে নারীকে; বীজের কাজ ভূমিকে শস্যপূর্ণ করা, রাজার রাজ্য জয় করা; সেই পুরুষই সার্থক যে পরাহৃত করে নারীকে; ব্রজের কাজ মেঘকে গলিত করে বর্ষণ ঘটানো, সেই পুরুষই সার্থক যে গলিত করে নারীকে। আদিত্য, অংশমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাগ, এবং তমালিকা, শৰ্ণলতা, প্রভাবতী, বৈজয়ত্তীমালা শুভ্রতের কথা শনে মুগ্ধ হয়।

বিভাস জানতে চায়, ‘হে মনোনীতজন, আমাদের বলুন নারীদের ওপর আমাদের কতোখানি অধিকার?’

শুভ্রত বলে ‘ভূমি-অধিকারীর ভূমির ওপর যতোখানি অধিকার, স্তীর ওপর স্বামীর অধিকার তার একশো গুণ বেশি।’

আদিত্যও অন্যরা বলে, ‘সব তব বিধাতার প্রাপ্য।’

বিভাস জিজ্ঞেস করে ‘হে মনোনীতজন, আমরা পুরুষেরা কি নারীকে ইচ্ছে মতো ব্যবহার করতে পারি?’

শুভ্রত বলল, ‘পুরুষের ইচ্ছেই বিধাতার ইচ্ছে, নারীকে যেমন ইচ্ছে ব্যবহার করো, নারী হচ্ছে পুরুষের বাস্তবায়নের উৎপকরণ।’

আদিত্য জিজ্ঞেস করে, ‘হে মনোনীতজন, নারী কি অবস্থান করতে পারে পুরুষের ওপরে?’

শুভ্রত বলে, ‘নারী দাসী, দাসী কর্তৃনো প্রভুর ওপর অবস্থান করতে পারে না; সেই নারী অভিশঙ্গ যে প্রভুর ওপরে অবস্থান করে।’

জিতেন্দ্রিয় জিজ্ঞেস করে, ‘হে মনোনীতজন, পতিপত্নীর মিলনের উদ্দেশ্য কি শারীরিক সুখলাভ না সন্তানলাভ?’

শুভ্রত বলে, ‘বিধাতা পতিপত্নীর প্রত্যেক মিলনের জন্যে পাঁচশো পুণ্য দান করেন, যদি তারা কন্যা লাভ করে, তাহলে দান করেন সহস্র পুণ্য; তারা পুত্র লাভ করলে তাদের দান করেন লক্ষ পুণ্য।’

অংশমান জিজ্ঞেস করে, ‘হে মনোনীতজন, এক দিনে পতিপত্নীর কতো বার মিলন বিধাতার পছন্দ?’

শুভ্রত বলে, ‘সুগঠিতদের জন্যে সাত বার, আর দুর্বলদের জন্যে একবার মিলন নির্দিষ্ট করেছেন বিধাতা, নিশ্চয়ই তিনি সমস্ত জ্ঞানের আকর।’

আদিত্য জিজ্ঞেস করে, ‘হে মনোনীতজন, আমাদের পত্নীরা সতী আছে কি না, তা আমরা কীভাবে বুকবো?’

শুভব্রত বলে, 'সতীত্ব নারীর মুকুট, যেমন রাজা পরিচিত মুকুট দিয়ে, নারী তার সতীত্ব দিয়ে। প্রথম রাতেই বিশ্বাসীরা শয্যায় পবিত্র রক্ত ঝুঁজবে; প্রথম রাতের এক ফোটা রক্তের মূল্য স্বর্গের দশকোটি স্বর্ণমুদ্রা। প্রথম রাতের প্রতিটি রক্তের ফোটা দেখে বিধাতা সুখী হন, চিরকালের জন্যে তিনি তা স্বর্গের সতীগৃহে রক্ষা করেন। যে নারী প্রথম রাতে শয্যাকে রক্ষাক করে না, সে অভিশঙ্গ।'

চার দিন কেটে গেছে উত্তৃতের ভাগ্যবতী পল্লীতে; তাকে যাত্রা করতে হবে অরূপণারাজ্যের উদ্দেশে; কিন্তু এখনো সে বিধাতার ধর্ম প্রচার করে নি এখানে। উত্তৃত জানে এ পল্লীর মানুষেরা তার অনুরাগী, তারা তাকে ও তার ভক্তদের কন্যা দান করেছে, তারা তার ধর্ম, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর বিধাতার ধর্ম, হয়তো অনেকেই গ্রহণ করবে। তারা সবাই কি বিধাতার ধর্ম গ্রহণ করবে না, উত্তৃতের মনে প্রশ্ন জাগে, কেনো সবাই গ্রহণ করবে না? তারা কেনো মিথ্যে দেবদেবীর পুজো করবে? সত্য একমাত্র বিধাতা, বিধাতা ছাড়া কোনো দেবতা নেই, দেবী নেই ওইগুলো মিথ্যে মৃত্তিমাত্র; ভাগ্যবতীর মানুষেরা কেনো বিধাতার ধর্ম গ্রহণ করবে না, যিনি প্রভু সব কিছু? বিকেলে শুভব্রত ভাগ্যবতীর সাধুজনদের আমন্ত্রণ জানায় মধুজল নদীতীরের পবিত্র নারকেল বনে; তারা দলে দলে উপস্থিত হয়। উত্তৃত সুখী বোধ করে; তার মনে হয় এরা সবাই আজ গ্রহণ করবে বিধাতার ধর্ম, বর্জন করবে দেবদেবীদের, এবং বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠায় তারা নির্ভয়ে অংশ নেবে।

শুভব্রত বলে, 'ভাগ্যবতীর সাধুজনেরা, মধুজল নদীতীরের আঘায়রা, এই পল্লী পবিত্র, এই মধুজল নদী পবিত্র, এই নারকেল বন পবিত্র; এই পল্লী আমাদের আশ্রয় দিয়েছে, এই পল্লী পুরুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ স্মৃতি যে নারী, তা আমাদের দিয়েছে। এই পল্লীর কন্যারা সৌভাগ্য অর্জন করেছে, এই শামের পুত্ররা কি বর্জন করবে না সৌভাগ্য? বিধাতার মহারাজ্য যেদিন প্রতিষ্ঠিত হবে, সেদিন এর নাম শৰ্ণাক্ষরে লিখে রাখার সাধ কি নেই এই এই পল্লীর পুরুষদের নিশ্চয়ই শৰ্ণাক্ষরে লেখা হবে ভাগ্যবতীর নাম।'

জনগণ উত্তৃতের নামে জয়ধ্বনি দেয়।

শুভব্রত বলে, 'আগামীকাল আমরা এই পবিত্র পল্লী ছেড়ে যাত্রা করবো অরূপণারাজ্যের উদ্দেশে, আমাদের জন্য সেখানে আপেক্ষা করছে সফলতা, বিধাতা নিশ্চয়ই সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর।'

কয়েকজন উচ্চকাষ্ঠে আবেদন জানায়, 'হে যুবরাজ, বিধাতা কী, বিধাতার কথা আমরা জানি না, আপনি আমাদের বুঝিয়ে বলুন।'

শুভব্রত বলে, 'আমি যুবরাজ নই, আমি বিধাতার মনোনীতজন। ভাগ্যবতীর প্রিয়জনেরা, তোমরা শোনো, দেবদেবী ব'লে কিছু নেই, তা পৌত্রলিঙ্গদের ভাস্ত কলনা, দেবদেবীতে যারা বিশ্বাস করে তার অভিশঙ্গ; রয়েছেন এক বিধাতা, যিনি সৃষ্টি করেছেন শৰ্গ ও মর্ত্য, যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর, যিনি মানুষকে দিয়েছেন শাস, পাতাকে সবুজ, ফুলকে রঙ, আর নদীকে জলস্রোত। তিনি তুচ্ছ তরল পদার্থ থেকে

নারীর গর্ভের জন্মান সত্তান, ক্ষুদ্র বীজ থেকে জন্মান বনস্পতি, তিনি মেঘকে পরিণত করেন জলে; তিনি মৃহূর্তে ধ্বংস ও সৃষ্টি করেন মহাজগৎ। আমি তোমাদের সেই মহান বিধাতার ধর্ম গ্রহণ করার জন্যে আমন্ত্রণ জানাই। তোমরা ভাগ্যবান, তোমাদের মুখ দেখতে পাচ্ছেন বিধাতা, তোমরা স্বর্গে লাভ করবে শ্রেষ্ঠ স্থান।'

কয়েকজন বলে, 'হে যুবরাজ, বিধাতার কথা আপনি বলুন, আমরা একজন শক্তিশালী দেবতা চাই; পুতুল পুজো করতে করতে আমরা ক্লান্ত, যে পুতুলের কোনো শক্তি নেই, যে-পুতুল আমাদের কিছু দিতে পারে না।'

শুভ্রত বলে, 'বিধাতাই একমাত্র বিধাতা, বিধাতা অনন্য, তিনি দেবতা নন, তিনি বিধাতা, তিনি সর্বশক্তিধর, তাঁর রোষে ভেঙে পড়বে সমস্ত মূর্তি, তাঁর রোষে চূর্ণ হবে সমস্ত দেবমন্দির।'

জনগণ জয়ধনি দেয় শুভ্রতের নামে।

শুভ্রত বলে, 'একদিন উত্তর থেকে দক্ষিণ পুব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হবে বিধাতার মহারাজ্য। বিধাতা ছাড়া আর কারো নাম উচ্চারিত হবে না মাটিতে ও বায়ুমণ্ডলে। তোমরা আজ যারা বিধাতার ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করবে, তারা হবে বিধাতার মহারাজ্যের সেনাপতি। তাদের বুকে ছাঁজবে বিশ্বাসের আগুন, তাদের বাহু হবে বিশ্বাসের তরবারি। আর যারা বিধাতার ধর্মে বিশ্বাস আনবে না, তারা অভিশঙ্গ হবে, তারা অঙ্গ। বিশ্বাসীকে বিধাতা স্বর্গে স্থান দেবেন।'

তারা আবার জয়ধনি দেয়।

শুভ্রত বলে, 'বিশ্বাসীদের বিশ্বাসের আগুনে পুড়ে ছাই হবে অবিশ্বাসীদের রাজা, বিশ্বাসের তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হবে অবিশ্বাসীর শির; থাকবে শুধু বিশ্বাসীরা, বিশ্বাসী ছাড়া আর কেউ থাকবে না বিধাতার মহারাজ্য। তোমরা বলো বিধাতা অনন্য।'

একদল ব'লে ওঠে, বিধাতা অনন্য।

শুভ্রত বলে, 'তোমরা দশবার বুঝলো বিধাতা অনন্য।'

তারা দশবার ওই ঘোষণা দেয়।

শুভ্রত বলে, 'তোমরা যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছো বিধাতায়, তারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত, তারা নিজের গৃহে ফিরে যাও, ধ্বংস করো গৃহের মৃত্যুগুলো; এবং ফিরে আসো। আমরা আগামীকাল অরুণারাজ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবো, নিশ্চয়ই সেখানে সফলতা অপেক্ষা করছে। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছো না বিধাতায়, তারা অভিশঙ্গ; তারা ধ্বংস হবে।'

রাতে পারমিতার ঘর থেকে বেরিয়ে শুভ্রত অঞ্জনার ঘরে ঢোকে; অঞ্জনাকে স্তীরনপে গ্রহণের দ্বিতীয় রাত থেকে শুভ্রত এ ঝীতিই পালন ক'রে আসছে। পারমিতা আজো রূপসী, কিন্তু শুভ্রতের মনে হয় অঞ্জনার মাংস ও অঙ্গ, ওষ্ঠ ও বাহ্মূল অপূর্ব স্বাদসম্পন্ন, তার শরীরে কনকচাপার সুগন্ধ, যা সে আর কোনো নারীতে পায় নি।

অঞ্জনার সাথেই সে সারাবাত কাটাতে চায়, কিন্তু পারমিতাকে সম্পূর্ণ বঞ্চনা করা ঠিক হবে না ব'লেই তার মনে হয়, তাই সে সন্ধ্যায় কিছু সময় পারমিতার সাথে কাটায়,

পারমিতাকে পরিত্ণ করে, তারপর প্রবেশ করে অঞ্জনার ঘরে। পারমিতার ঘর থেকে বেরোনোর সময় পারমিতা তাকে প্রণাম করে, সে পায়ে একটি শীতল দীর্ঘশ্বাসের ছোয়া পায়, তবু সে বেরিয়ে আসে। সে কি থেকে যাবে পারমিতার ঘরে? সে থাকতে পারে না, অঞ্জনার ঘরটি তাকে টেনে বের ক'রে আনে পারমিতার ঘর থেকে।

অঞ্জনা আজ শুভ্রতকে বলে, 'যুবরাজ, আপনি প্রথমার ঘরেই রাত যাপন করুন, সেখানেই বেশি সুখ পাবেন।'

শুভ্রত চমকে ওঠে; এবং বলে, 'আমি যুবরাজ নই, আমি বিধাতার মনোনীতজন, অঞ্জনা।'

অঞ্জনা হাসে, আর বলে, 'তাহলে বাইরে নারকেল বনে গিয়ে ভাষণ দিন।'

শুভ্রত বিব্রত হয়, এবং বলে, 'অঞ্জনা, তুমি এতো নির্মম হোয়ো না।'

অঞ্জনা খিলখিল ক'রে হাসে; এবং বলে, 'সঞ্চ্যায় অন্য নারীর ব্যবহৃত পুরুষকে জড়িয়ে ধ'রে আমি সুখ পাই না, যুবরাজ। তার সামনে নগ্ন হ'তে আমার ঘৃণা লাগে; তাকে গ্রহণ করতে আমার বমি আসে।'

শুভ্রত বলে, 'তুমি নির্মম, অঞ্জনা, তুমি নির্দয়, তুমি নিষ্ঠুর।'

অঞ্জনা বলে, 'আমি নির্মম নির্দয় নিষ্ঠুর ক'রেই, যুবরাজ, আপনার দেহ জানে ফুলার শিশিরের থেকেও আমি কোমল, তবে ব্যবহৃত ক্লান্ত পুরুষকে সুখ দিতে আমার ঘৃণা লাগে।'

শুভ্রত বলে, 'নারীর কাছে পুরুষ পরিষ্কার নারী কখনো পুরুষকে ঘৃণা করতে পারে না, অঞ্জনা; পুরুষের পদতলে নারীর স্বর্গ'

অঞ্জনা মধুরভাবে হাসে; তখন নীরব হাসি শুভ্রতের কাছে সোনালি মনে হয়, যখন অঞ্জনা মন্দু শব্দ ক'রে হাসে, তখন ঝুর-হাসির সাথে তুলনা করার মতো কোনো মূল্যবান ধাতুর নাম সে মনে করতে পারেন।

অঞ্জনা মধুর হেসে জিজেস করে, 'অপেক্ষার স্বর্গ আমার কোন অঙ্গের তলে, যুবরাজ?'

শুভ্রত বিব্রত হয়, বলে, 'তোমার সকলেই আমার স্বর্গ, অঞ্জনা।'

অঞ্জনা বলে, আমার রূপ বর্ণনা করুন যুবরাজ।'

শুভ্রত বলে, 'তুমি পক্ষজ, তোমার রূপ আর সৌরভের কোনো তুলনা নেই, অঞ্জনা; তুমি অরণ্যের ফুল।'

অঞ্জনা বলে, আমার রূপের ক্ষব করুন, যুবরাজ; আমি সব সময় ক্ষব শনে এসেছি, তবে শনলে আমি আপনার বিধাতার মতো সুখ পাই।'

মন্দু শব্দ ক'রে হাসে অঞ্জনা; ওই হাসির সাথে তুলনা করার জন্যে মূল্যবান ধাতুর নাম বুজতে থাকে শুভ্রত।

শুভ্রত বলে, 'বিধাতা সম্পর্কে তুমি কোনো কথা বোলো না, অঞ্জনা; তুমি নিজের সম্পর্কে কথা বলো।'

অঞ্জনা বলে, 'আমার শরীরে কি কোনো সুগন্ধ আছে, যুবরাজ?'

শুভ্রত বলে, 'তুমি কনকচাপা, তোমার অঙ্গে বন্য কনকচাপার সুগন্ধ।'

ଅଞ୍ଜନା ବଲେ, 'ଆମାର ବକ୍ଷେର ରଙ୍ଗ ?'

ଶ୍ରୀବ୍ରତ କେପେ ଓଠେ, ଏବଂ ବଲେ, 'ଓଇଥାନେ ଆମାର ସମାଧି !'

ଅଞ୍ଜନା ବଲେ, 'ଆପଣି କେନୋ କବି ନା ହୟେ ମନୋନୀତଜନ ହଲେନ, ଯୁବରାଜ ? ଆପଣି କବି ହୋନ, ସୁରଦାସେର ମତୋ କବି !'

ଶ୍ରୀବ୍ରତ ବଲେ, 'କବିରା ଅଭିଶଙ୍ଗ, ଅଞ୍ଜନା, କବିରା ସ୍ଵର୍ଗେ ଯାବେ ନା !'

ଅଞ୍ଜନା ବଲେ, 'କବିରା ଆମାର ପ୍ରିୟ, ଯୁବରାଜ, ମନୋନୀତଜନରେ ଥେକେଓ; ତାଦେର ସ୍ଵର୍ଗେ ଯାଓଯାର ଦରକାର ନେଇ, ତାରା ତୋ ମାଟିତେଇ ସର୍ଗ ତୈରି କରେ !'

ଶ୍ରୀବ୍ରତ ବଲେ, 'ଆମିଓ ତୋମାର ପ୍ରିୟ ହତେ ଚାଇ, ଅଞ୍ଜନା; କିନ୍ତୁ ତୁମି ଆମାକେ କବି ହତେ ବୋଲୋ ନା !'

ଅଞ୍ଜନା ବଲେ, 'ଯୁବରାଜ, ଆମାର ପଦକମଳେ ଆପନାର ସହସ୍ର ଚୁମ୍ବନ କାମନା କରି, ଆମାର ପଦଶତଦଳ ଆପନାର ଓଠେର ସହସ୍ର ଚୁମ୍ବନ ଚାଇ !'

ଶ୍ରୀବ୍ରତ ବଲେ, 'ତା ଆମାର ପରମ ଦୌତାଗ୍ୟ, ପ୍ରିୟତମା !'

ଅଞ୍ଜନା ତାର ରଙ୍ଗିନ ପା ବାଡ଼ିଯେ ଦେଖୁ, ଆଗନେର ଡେତର ଥେକେ ବେରିଯେ ଆସେ ରକ୍ତପଦ୍ମ,
ଶ୍ରୀବ୍ରତ ତାର ପଦତଳେ ଚୁମ୍ବେ ଥେତେ ଶୁଣି କରେ; ଏକଟି ଏକଟି କ'ରେ ସେ ଚୁମ୍ବେ ଥାଯ,
ଆଙ୍ଗୁଳେ ନଥେ ପଦତଳେ ଗୋଡ଼ାଲିତେ ଜୁମ୍ମା, ଅଞ୍ଜନା ଜେଗେ ଥାକତେ ଥାକତେ ଘୁମିଯେ ପଡ଼େ,
ଘୁମିଯେ ପଡ଼ତେ ପଡ଼ତେ ଜେଗେ ଥାକେ, ଶ୍ରୀବ୍ରତ ଚୁମ୍ବେ ଥେଯେ ଥେଯେ ଆଲତାଯ ଓଷ୍ଠ ଓ ଜିଡ
ରଙ୍ଗିନ କ'ରେ ତୋଲେ ।

ଅଞ୍ଜନା ଜିଜ୍ଞେସ କରେ, 'ଏକ ସହସ୍ର ଚୁମ୍ବେ ହଲୋ ଯୁବରାଜ ?'

ଶ୍ରୀବ୍ରତ ବଲେ, 'ହୟତୋ ଦୁ-ସହସ୍ର ଚୁମ୍ବୋ, ହୟତୋ ଦଶ ସହସ୍ର ହଲୋ, ହେ ବନ୍ୟ କନକଟାପା,
ଆମି ଆରୋ ଦଶ ସହସ୍ରର ବାସନା ପୋଷନ କରି, ପ୍ରିୟତମା !'

ଅଞ୍ଜନା ବଲେ, 'ବାକିଶୁଲୋ ଆଗାମୀ ବୀତର ଜନ୍ୟେ ଥାକ, ଯୁବରାଜ, ଆପନାର ପରିଶ୍ରମେ
ଆମି ସତ୍ତ୍ଵିଷ୍ଟ !'

ଶ୍ରୀବ୍ରତ ବଲେ, 'ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତେର ଜୁଲ୍ଯାଇ ଥାକ ଆମାର ଏଇ ପରିଶ୍ରମ, ହେ ବନ୍ୟ
କନକଟାପା, ହେ ରକ୍ତପଦ୍ମ ହେ ନାରୀ !'

ଅଞ୍ଜନା ମୃଦୁ ସ୍ଵରେ ହେସେ ବଲେ, 'ଏକଟି କଥା ଆମି ଜାନତେ ଚାଇ, ହେ ଯୁବରାଜ, ହେ
ପଦଚୁମ୍ବନକାରୀ ହେ ଆମାର ଦାସ !'

ଶ୍ରୀବ୍ରତ ବଲେ, 'ତୁମି ସହସ୍ର କଥା ଜାନତେ ଚାଇତେ ପାରୋ, ଯତୋକ୍ଷଣ ବିଧାତା ରାତେର
ଆୟ ବରାଦ କରେଛେ !'

ଅଞ୍ଜନା ବଲେ, 'ପ୍ରଥମ ରାତେ ଆପଣି କି ଆମାଦେର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଯଶ୍ରୀ ରଙ୍କେର ଦାଗ
ଖୁଜେଛିଲେନ, ଯୁବରାଜ ?'

ଶ୍ରୀବ୍ରତ ବଲେ, 'ନା ତୋ, ଆମି ତୋ ରଙ୍କେର ଦାଗ ଖୁଜି ନି, କେନୋ ଏକଥା ଜିଜ୍ଞେସ
କରଛୋ, ପ୍ରିୟତମା, ସ୍ଵର୍ଗେର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କା ?'

ଅଞ୍ଜନା ସବଚେଯେ ମୂଳ୍ୟବାନ ଧାତୁର ଥେକେ ଅଧିକ ଝିଲିକ ଦିଯେ ବଲେ, 'କେନୋ ଖୁଜିଲେନ
ନା, ପ୍ରତ୍ଯେ ? ପ୍ରଥମ ରାତେର ରଙ୍କେର ଫୋଟାର ମୂଳ୍ୟ ସ୍ଵର୍ଗେର ଦଶସହସ୍ର ମୁଦ୍ରା । ଆପନାର ଅନେକ
କ୍ଷତି ହଲୋ, ଅନେକ ମୁଦ୍ରା ହାରାଲେନ ଆପଣି !'

শুভ্রত বলে, 'তোমার রক্তের মূল্য অনেক বেশি, স্বর্গে অতো মুদ্রা নেই যে পরিশোধ করে, প্রিয়তমা।'

অঞ্জনা বলে, 'তাই বুঝি খৌজেন নি, শ্বামী, বিধাতার মনোনীতজন? স্বর্গ কি ঝণী হয়ে গেলো অঞ্জনার কাছে?'

শুভ্রত বলে, 'তোমার কাছে সহস্র স্বর্গ ঝণী, অঞ্জনা। তোমার পদতলই স্বর্গ, তোমার শ্রীবাই স্বর্গ, তোমার নাতিমূলই স্বর্গ।'

অঞ্জনা বলে, 'এবার আপনাকে আমি দেহদান করতে পারি।'

অরুণরাজ্যের উদ্দেশে যাত্রা করবেন শুভ্রত, সব কিছু প্রস্তুত; ভাগ্যবতী পল্লীর নতুন ধার্মিকেরাও এসে গেছে, এবং বিদ্যায় জানানোর জন্যে উপস্থিত হয়েছে ভাগ্যবতীর সাধুজনেরা। ধার্মিকেরা সবাই বিধাতার জয়ধ্বনিতে মুখর ক'রে তুলছে মধুজল নদীর তীরবতী নারকেল বন; আর শুভ্রত সকলের উদ্দেশে ভাষণ দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, তখন পারমিতা একটি প্রস্তাৱ ধ্রেশু করে শুভ্রতের কাছে।

পারমিতা বলে, 'হে মনোনীতজন, আপনার কাছে আমার একটি নিবেদন আছে।'

শুভ্রত বলে, 'বলো, পারমিতা।'

পারমিতা বলে, 'অরুণরাজ্যের উদ্দেশে আজই যাত্রা না ক'রে কয়েক দিন বিলম্ব করলে শুভ হয়, আপনাকে তা বিবেচনা করার অনুরোধ করি, হে মনোনীতজন।'

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, 'কেনো, বিশদ করুন বলো, প্রথমা।'

পারমিতা বলে, 'আপনি বিধাতার মনোনীতজন, আপনার অনুসারীরা সংখ্যা এখন পাঁচশোর বেশি, আপনি সংবাদ না দিয়ে কেন্দ্ৰে চুকবেন একটি ভিন্ন রাজ্য?'

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, 'কী করতে হবে, বলো, পারমিতা; নিচয়ই বিধাতা পথ দেখাবেন, বিধাতা ছাড়া কোনো দেবদেবী নেই, বিধাতা অনন্য।'

পারমিতা বলে, 'আপনি আদিত্য, আর অংশমানকে একশো ধার্মিকসহ পাঠিয়ে দিন অরুণরাজ্য দৃত হিশেবে, তারা গিয়ে অরুণরাজ্যের রাজাকে অবহিত করুক যে আপনি আসছেন, অরুণরাজ্যের রাজা আপনাকে স্বাগত জানানোর ব্যবস্থা করুন, বিধাতা ছাড়া কোনো দেবদেবী নেই।'

শুভ্রত বলে, 'যদি রাজা আমাদের অভ্যর্থনা না জানান?'

পারমিতা বলে, 'হে বিধাতার মনোনীতজন, অরুণরাজ্যের রাজা দুর্বল ও সৎ মানুষ, তিনি আপনাকে স্বাগত না জানিয়েই পারেন না। আপনাকে তিনি ভয় পাবেন যদি আপনি আদিত্য ও অংশমানকে ধার্মিকদেরসহ পাঠান। এবং আরো একটি প্রস্তুতি আপনাকে নিতে হবে, হে মনোনীতজন।'

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, 'কী প্রস্তুতি নিতে হবে, পারমিতা?'

পারমিতা বলে, 'হে মনোনীতজন, কোনো কিছুই তরবারি ছাড়া জয় করা যায় না। রাজ্য জয় করতে হয় তরবারি দিয়ে, বিশ্বাসও জয় করতে হয় তরবারি দিয়ে। বিধাতার ধর্ম, বিধাতার মহারাজ্যে প্রতিষ্ঠার জন্যে তরবারি দৰকার হবে।'

শুভ্রত বলে, 'তা আমি বুঝি, পারমিতা।'

পারমিতা বলে, ‘আপনি আপনার প্রত্যেক ধার্মিককে একটি করে তরবারি উপহার দিন, তাদের বশুন যে বিশ্বাস দেখা দিয়েছে তরবারিরূপে; বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে তরবারি ছাড়া আর কোনো পথ নেই।’

শুভ্রত বলে, ‘পারমিতা, তুমি অধিষ্ঠিত হবে শর্গের শ্রেষ্ঠ স্থানে; তুমি আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছো, আমার কর্তব্য।

পারমিতা বলে, ‘হে মনোনীতজন, আপনার প্রকাশ্য তরবারি হচ্ছে বিধাতা, বিধাতায় বিশ্বাস, সেই তরবারি দিয়ে বিধাতা আপনাকে জয় করাবেন মানুষের বিশ্বাস, আর আপনার গোপন ধাতুর তরবারি দিয়ে জয় করাবেন রাজ্য। পিতার কাছে শুনেছি তরবারি ছাড়া কোনো কিছু জয় করা যায় না।’

শুভ্রত বলে, ‘আজ থেকে বিশ্বাসের তরবারি ধাকবে মনে, আর ধাতুর তরবারি ধাকবে কোমরে; বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে দুই তরবারি দিয়ে।’

শুভ্রত ডাকে আদিত্য, জিতেন্দ্রিয়, বিভাসকে; এবং তারা একটি নারকেল গাছের ছায়ায় বসে।

শুভ্রত বলে, ‘আমার প্রধান ও প্রিয় ভক্তরা, বিধাতা আমাদের দিয়ে স্থাপন করাবেন তাঁর মহারাজ্য, এখন আমরা শুন্নারকেল গাছের ছায়ায় বসেছি, এটিই বিধাতার মহারাজ্যের সূচনা।’

তারা বলে, ‘হে মনোনীতজন, এই ছায়া বিধাতার দান, এই ছায়াই বিধাতার মহারাজ্য, এই ছায়া একদিন রাজ্যের প্ররোচন্যে বিস্তৃত হবে।’

শুভ্রত বলে, ‘আমাদের আর বিষ্ময় করার সময় নেই, বিধাতা বিলম্ব পছন্দ করেন না; তাঁর মহারাজ্য অবিলম্বে প্রতিষ্ঠিত দেবতাতে চান বিধাতা। আমি তোমাদের ওপর আজ বিধাতার মহারাজ্যের ভার অর্পণ কর্তৃতে চাই।’

তারা বলে, ‘আপনি আমাদের যে দায়িত্ব দেবেন, তা আমরা আশৃত্য পালন করবো, হে মনোনীতজন।’

শুভ্রত বলে, ‘আদিত্য, আমার শ্রুতি ভক্ত, তার ওপর আমি অর্পণ করছি বিধাতার মহারাজ্যের প্রধান সচিব ও সেনাপতির দায়িত্ব; আর অংশমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস হবে উপপ্রধান সচিব ও সেনাপতি।’

তারা বলে, ‘আমরা প্রাণপণে আমাদের দায়িত্ব পালন করবো, হে মনোনীতজন; বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠা করে পরিচয় দেবো আমাদের বিশ্বাসের।’

শুভ্রত বলে, ‘আজ থেকে আমাদের দুটি তরবারি, আমাদের বুকে বিধাতার বিশ্বাসের তরবারি, আর কোমরে ধাতুর তরবারি। বিধাতা দুই তরবারি দিয়ে স্থাপন করবেন মহারাজ্য।’

আদিত্য বলে, ‘আমিও তা ভেবেছি, হে মনোনীতজন; তাই আমি আমার তরবারি সঙ্গে নিয়ে এসেছি, অংশমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাসও এনেছে তাদের তরবারি। আপনার আদেশে সেগুলো আজ থেকে ঝলসে উঠবে।’

শুভ্রত বলে, ‘বিধাতা নিশ্চয়ই স্বর্গে তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করবেন দ্বিতীয় উত্তম স্থান, তোমরা স্বর্গেও সেনাপতি হবে। অবিলম্বে বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতে হবে আমাদের।’

শুভ্রত এক বিশেষ দায়িত্ব দেয় আদিত্য ও অংশমানকে; তারা যাবে অরুণারাজ্যে শুভ্রতের সম্মানিত দৃত হিসেবে, অরুণারাজ্যের রাজাকে সংবাদ দেবে বিধাতার মনোনীতজন শুভ্রত, যিনি ছিলেন বিক্রমপন্থীর যুবরাজ, তিনি আসছেন অরুণারাজ্যে, তাকে স্বাগত জানালে সুখী হবেন মনোনীতজন, এবং বিধাতাও তার মঙ্গল করবেন। আজই তাদের দুজনকে অরুণারাজ্যের উদ্দেশে ত্যাগ ক'রে যেতে হবে ভাগ্যবতী; শুভ্রত দু-দিন পর অন্য ধার্মিকদের নিয়ে অরুণারাজ্যের সীমান্তবর্তী সুন্দরীঅরণ্যে। আদিত্য ও অংশমানের সাথে তাদের দেখা হবে সেখানেই। এ-দু-দিন শুভ্রত বিধাতার ধর্ম প্রচার করবে নারকেল বনে, নিশ্চয়ই তারা অনেকে গ্রহণ করবে বিধাতার ধর্ম। আরো একটি কাজ করবে এ সময় শুভ্রত, সে শুনেছে ভাগ্যবতীর কর্মকাররা তরবারি তৈরিতে দক্ষ, তাদের দিয়ে সে তৈরি করাবে তরবারি; কেননা ধার্মিকদের বুকে থাকবে বিশ্বাস, কোমরে তরবারি; দুই তরবারি ছাড়া বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে না। আদিত্য ও অংশমান যাত্রা করে অরুণারাজ্যে উদ্দেশে, শুভ্রত তাদের আশীর্বাদ ক'রে বলে যে দুই সেনাপতির এই যাত্রা হচ্ছে বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যুদ্ধযাত্রা; তারা অবশ্যই সফল হবে, বিধাতা অবশ্যই সাফল্যমণ্ডিত করবেন তাদের। শুভ্রত তাদের নির্দেশ দেয় প্রতিমুহূর্তে শুরু রাখতে বিধাতাকে, বিধাতা সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর, বিধাতার ওপরে আর কেউ নেই, তিনি শূন্যের মধ্যে গহ্নন সৃষ্টি করেন, শূন্যতাকে সবচেয়ে ভারী করেন, শূন্যের মধ্যে আবর্তিত করান প্রহনক্ষত্রমণ্ডিকে, চাদকে তিনি অঙ্ককার করেন, আবার আমেনক্ষত করেন।

শুভ্রত জিতেন্দ্রিয় ও বিভাসকে বলে, ‘দুই সেনাপতি বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নিয়ে গেছে অরুণারাজ্য, আর আমর সামনে রয়েছে তোমরা দুই সেনাপতি, তোমাদের রয়েছে আরো শুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।’

তারা বলে, ‘হে মনোনীতজন, আমাদের আদেশ করুন; আমরা আপনার আদেশ পালন করে ধন্য হই।’

শুভ্রত বলে, ‘তোমরা যাও ভাগ্যবতী বাজারের সুদক্ষ কর্মকারদের কাছে, তাদের দিয়ে তোমরা তৈরি করো বিধাতার তরবারি। তোমাদের বিধাতায় বিশ্বাস ক্ষুরধার, তোমাদের তরবারি ও হবে ক্ষুরধার।’

তারা বলে, ‘আপনার আদেশ অবিলম্বে পালিত হবে, হে মনোনীতজন।’

শুভ্রত বলে, ‘তোমাদের দুই তরবারির ঝিলিকের কাছে সবাই আত্মসমর্পণ করুক, অবিলম্বে প্রতিষ্ঠিত হোক বিধাতার মহারাজ্য, বিশ্বাস যেখানে তরবারি আর তরবারি যেখানে বিশ্বাস সেখানে জয় অনিবার্য।’

ভাগ্যবতীর কর্মকরা উল্লাসে উদ্বেল হয়ে উঠে, দিনরাত তারা কাজ করতে থাকে, অনেক দিন তারা এতো তরবারি তৈরির আদেশ পায় নি; দু-দিনের মধ্যে তারা পাঁচ শো তরবারি তৈরি করে। জিতেন্দ্রিয় ও বিভাস কর্মশালা থেকে একবারও দূরে যায় না,

তারা ধার পরব করে অনুমোদন করে প্রতিটি তরবারি। তৈরি শেষ হলে তারা শতাধিক ধার্মিককে কর্মকারণশালায় ডাকে, তরবারি দেখে ঘলমল করে ওঠে ধার্মিকেরা। তারা জানতে চায় তারা তরবারি পাবে কি না, জিতেন্দ্রিয় বলে তারা সবাই তরবারি পাবে, বিধাতার মনোনীতজন তাদের হাতে তুলে দেবেন তরবারি, যেমন তিনি তাদের বুকে তুলে দিয়েছেন বিশ্বাস, এখন তাদের কাজ হচ্ছে তরবারি বয়ে নিয়ে নারকেল বনে মনোনীতজনের পদতলে রাখা। তারা সবাই ‘বিধাতার জয়’, ‘বিধাতা অনন্য’, ‘বিধাতা সর্বশক্তিধর’ বলে নারকেল বনে এসে শুভ্রতের পদতলে তরবারি রাখে। তরবারি দেখে শুভ্রত ব’লে, ওঠে, ‘বিধাতার মহারাজ্যের আর দেরি নেই।’

বিভাস বলে, ‘হে মনোনীতজন, আমাদের বুকে আছে বিশ্বাসের তরবারি, আর আপনার পদতলে আমরা রেখেছি স্কুরধার ধাতুর তরবারি। আপনি আমাদের হাতে তরবারি তুলে দিন, যা দিয়ে আমরা জয় করবো বিধাতার মহারাজ্য।’

শুভ্রত বলে, ‘হে বিধাতার অনুসারীরা, হে বিশ্বাসীরা, হে বিধাতার মহারাজ্যের অগ্রসৈনিকেরা, আজ থেকে তোমাদের দুটি ক’রে তরবারি। তোমাদের বুকে আছে বিধাতার বিশ্বাসের তরবারি, যা বিদ্যুত্তরে থেকে তীব্র, খড়গের থেকে স্কুরধার, আর লৌহবর্মের থেকে শক্ত।’

তারা উচ্চরব ক’রে ওঠে, জয়; বিধাতা অনন্য; বিধাতা সর্বশক্তিধর।’

শুভ্রত বলে, ‘আজ থেকে তোমাদের কোমরে থাকবে ধাতুর তরবারি। তবে এই তরবারি ধাতুতে গঠিত হ’লেও আসলে এগুলোও বিশ্বাসেই গঠিত। বিশ্বাসের থেকে বড়ো কোনো তরবারি নেই, বিশ্বাস ক্ষমতা স্কুরধার কোনো অস্ত নেই। বিধাতা তোমাদের দুটি তরবারি দিয়েছেন; বিধাতা চান তোমরা দুই তরবারি দিয়ে স্থাপন করবে বিধাতার মহারাজ্য। অবিশ্বাসীর সামনে প্রথম বিদ্যুত্তরে মতো ঝলসে উঠবে তোমাদের বুকের বিশ্বাসের তরবারি, তারপর বজ্জ্বল মচ্ছা তাদের মন্তকে ঝাপিয়ে পড়বে তোমাদের কঢ়িদেশের ধাতুর তরবারি।’

তারা চিৎকার ক’রে ওঠে, ‘বিধাতা ছাড়া কোনো দেবদেবী নেই, বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বশক্তিধর।’

শুভ্রত বলে, ‘বিধাতার বিশ্বাসের স্বর্গীয় তরবারি আমি অনেক আগেই তুলে দিয়েছি তোমাদের বুকে, আজ তোমাদের হাতে তুলে দিতে চাই বিধাতায় বিশ্বাসের ধাতুর তরবারি। বিধাতা চান তোমরা দুই তরবারি দিয়ে স্থাপন করবে বিধাতার মহারাজ্য। স্বর্গের্মর্ত্যে বিধাতার রাজ্য ছাড়া আর কোনো রাজ্য থাকবে না, বিধাতার সৃষ্টি মহারাজ্য হবে বিধাতার মহারাজ্য।’

তারা চিৎকার করে, ‘জয়, বিধাতার জয়; জয় বিধাতার জয়।’

শুভ্রত একটি একটি ক’রে তরবারি তুলে দিতে থাকে ধার্মিকদের হাতে। প্রথমে সে তরবারি তুলে দেয় জিতেন্দ্রিয়ের হাতে, তারপর বিভাসের; তারপর অন্যান্য ধার্মিকের হাতে। বিধাতার একক নামের উচ্চরবে মুখর হয়ে ওঠে নারকেল বন, ভাগ্যবতী পল্লী, মধুজল নদীর ঢেউ ও বাতাস। শুভ্রতের মনে হ’তে থাকে বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে অবিলম্বে; তারা জয় করবে অরূপারাজ্য, বিক্রমপল্লী, জয়

করবে রাজগৃহ, রাজ্য ও মহানগর জয় করবে রাজ্যের পর রাজ্য। মহারাজ্যে সকলের মুখ থেকে উঠবে বিধাতার নাম, ধন্সে পড়বে দেবদেবীর মন্দির, সেখানে মাথা তুলবে বিধাতার শুবাগার; সকালে সক্ষ্যায় মাঝরাতে সেখানে ধ্বনিত হবে বিধাতার নাম। বিধাতাকে শীকার না করলে ধৰ্ম হবে নগরের পর নগর, পল্লীর পর পল্লী, রাজ্যের পর রাজ্য; বিধাতার নাম ছাড়া আর কিছু থাকবে না। বিশ্বাসের তরবারি আর ধাতুর তরবারি মিলে শুরু হবে মহাযুদ্ধ, সত্যের সাথে মিথ্যের, বিধাতার সাথে দেবদেবীর, বিশ্বাসের সাথে অবিশ্বাসের, আর ওই যুদ্ধে মিথ্যের, দেবদেবীর, অবিশ্বাসের কোনো অতিকৃত থাকবে না।

তরবারি দানের পর শঙ্কুত যায় পারমিতার ঘরে; তার বিশ্বাস পারমিতা ঘরের কোনো রঞ্জ দিয়ে দেখেছে তরবারিদান অনুষ্ঠান।

পারমিতা বলে, 'হে মনোনীতজন, আপনি মহারাজ্য প্রতিষ্ঠার দিকে একশো ধাপ এগিয়ে গেছেন আজ, আমার অভিনন্দন নিন।'

শঙ্কুত বলে, 'বিশ্বাস তোমার কল্যাণ করুন।'

পারমিতা নিঃশব্দে শঙ্কুতের দিকে তাকায়, ভালোভাবে তার মুখ দেখে।

শঙ্কুত জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কেনো এমনভাবে তাকিয়ে আছো, পারমিতা?'

পারমিতা বলে, 'আমানাকে দেখছি, হে মনোনীতজন।'

শঙ্কুত জিজ্ঞেস করে, 'কী দেখছো আমাকে বলো।'

পারমিতা বলে, 'আমি তা বলবো না, হে মনোনীতজন, বিধাতা জানেন আমি আপনার মুখের দিকে অস্তিক্ষয়ে কী দেখছি।'

শঙ্কুত জিজ্ঞেস করে, 'তোমার মনে কি কোনো সন্দেহ দেখা দিয়েছে, পারমিত তোমার চোখে কি অস্তিসন্দেহের ছায়া দেখতে পাচ্ছি?'

পারমিতা বলে, 'জ্ঞান ক'রে দেবুন, হে মনোনীতজন, বিশ্বাস ছাড়া এই চোখে আর কিছু নেই।'

শঙ্কুত পারমিতাঙ্গ চোখের দিকে তাকায়।

পারমিতা বলে, 'এই চোখের তারা দুটি বিশ্বাসের তারা, এর প্রতিটি পলক বিশ্বাসের পলক; এই চোখে যদি সন্দেহের ছায়া দেখা যায়, তাহলে আর বিশ্বাস দেখবেন কোথায়, হে মনোনীতজন? বিশ্বাসের জন্যেই এই চোখ তৈরি করেছেন বিধাতা।'

শঙ্কুত বিব্রত বোধ করে, এবং বলে, 'পারমিতা, তুমি আমার ধ্রুবতারা।'

পারমিতা বলে, 'অঙ্গনা নিশ্চয়ই আপনার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, তার ঘরে গেলে আপনি পরিত্বষ্ণি বোধ করবেন 'হে মনোনীতজন।'

শঙ্কুত বলে, 'চিন্তের পরিত্বষ্ণি আমার ঘরে ছাড়া আর কোথাও আমি পাই না, আর কোথাও পাবো না।'

পারমিতা বলে, 'কিন্তু আপনার একটি দেহ আছে, আর পরিত্বষ্ণি বেশি দরকার দেহ পরিত্বষ্ণ থাকলেই চিন্ত পরিত্বষ্ণ থাকে।'

শুভ্রত বেরিয়ে যেতে চায়, কিন্তু দ্বিধা বোধ করে; বেরিয়ে গেলে পারমিতা তার দিকে যেভাবে তাকাবে, তা কলনা করতে ভয় লাগে।

পারমিতা বলে, 'দ্বিধা ত্যাগ করুন, হে মনোনীতজন; আপনিই বলেছেন বিধাতা দ্বিধা পছন্দ করেন না।'

শুভ্রত ধীরে ধীরে বেরিয়ে গিয়ে অঞ্জনার ঘরে ঢোকে।

অঞ্জনা বলে, 'প্রথমা কি আজ একটু তাড়াতাড়িই পরিত্পন্ত হয়েছেন, হে পরম শুরু?'

শুভ্রত বলে, 'তোমার প্রতিসঙ্গ্যার প্রথম বাক্যটির ভয়ে থাকি আমি, তুমি কি আমাকে ভয় থেকে মুক্তি দেবে না, অঞ্জনা?'

অঞ্জনা বলে, 'আমার প্রথম বাক্যের ভয়ে আপনার বুক কতোখানি কাঁপে, আমাকে কি জানাবেন, হে পতিদেবতা?'

শুভ্রত বলে, 'তুমি আমাকে দেবতা বলবে না; দেবতা বলে কিছু নেই, দেবতায় বিশ্বাস করা পাপ।'

নাম-না জানা ধাতুর থেকে দুর্জ্জিত্য হাসি হেসে অঞ্জনা বলে, 'দেবতা না থাকলে কী আছে, হে পরমশ্঵ামী?'

শুভ্রত বলে, 'রয়েছেন এক বিষ্ণু, যিনি এক, অদ্বৈতীয়, যিনি সর্বশক্তিধর ও সর্বজ্ঞ, জগতের প্রভু।'

অঞ্জনা খিলখিল ক'রে হেসে বলে, 'তাহলে আপনাকেই আমি বিধাতা বলে ডাকবো, হে পরম বিধাতা।'

শুভ্রত চিৎকার ক'রে ওঠে, 'না, না, না, অঞ্জনা; তুমি জানো না তুমি কী পাপে ডুবে আছো।'

অঞ্জনা হেসে বলে, 'হে শ্বামী, আপনাকেই তো আমার এক, অদ্বৈতীয়, সর্বশক্তিধর, সর্বজ্ঞ, জগতের প্রভু মনে হয়।'

শুভ্রত চিৎকার ক'রে ওঠে, 'তুমি আমাকে পাগল ক'রে দেবে, অঞ্জনা, আমাকে পাগল করে দেবে। মনে রেখো আমি বিধাতা নই, আমি বিধাতার মনোনীতজন।'

অঞ্জনা শুভ্রতকে জড়িয়ে ধ'রে বলে, 'বিধাতা আপনাকে কীভাবে মনোনীত করলেন, হে শ্বামী? আদিত্যকে কেনো মনোনীত করলেন না, আমাকে একটু বলুন না।'

শুভ্রতের মনে হয় সে মৃচ্ছিত হয়ে পড়বে; সে আপ্রাণ চেষ্টা করে সুস্থ থাকার।

অঞ্জনা বুব কৌতুক বোধ করে; এবং তার মনে হয় শুভ্রতকে আর বিচলিত করা, তার অহমিকাকে আর পীড়িত করা ঠিক হবে না; বরং তার অহমিকাকে কিছুটা উদ্বীপ্ত ক'রে দিলে চমৎকার হবে।

অঞ্জনা বলে, 'প্রিয়তম, আপনার ভাষণ শুনে আমি মুক্ত হয়েছি; প্রাচীন আর্য ঋষিদের থেকে আপনি বহু শুণে শ্রেষ্ঠ।'

শুভ্রত সুখ বোধ করে, বলে, 'তোমার বাক্য শুনে আমি স্বর্গীয় সুখ পেলাম, ইচ্ছ করলেই তুমি ওঠ থেকে অমৃত ক্ষেত্র করতে পারো, অঞ্জনা।'

অঞ্জনা বলে, 'এমন ভাষণ শুনে শুনে আমি হয়তো একদিন আপনার বিধাতায় বিশ্বাস ক'রে ফেলবো, হে পতিদেবতা।'

শুভ্রত খুবই বিচলিত হয়, কী বলবে বুঝে উঠতে পারে না; তারপর বলে, 'তুমি যদিন আমার পত্নী হয়েছো সেদিনই তুমি বিধাতায় বিশ্বাস স্থাপন করেছো; নতুন ক'রে আর তোমাকে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে না, অঞ্জনা।'

অঞ্জনা বলে, 'দেবদেবী এখনো আমার প্রিয়, হে পতিদেবতা, আমি এখনো তাদের পুজো করি; আমি আপনার বিধাতায় বিশ্বাস স্থাপন করেছি বলে তো আমার মনে হয় না।'

শুভ্রত বলে, 'তোমার পুরোনো অভ্যাস ত্যাগ করো, অঞ্জনা; আর একথা তুমি কাউকে বোলো না।'

অঞ্জনা মূল্যবান ধাতুর মতো হাসে, যে-ধাতুর নাম জানে না শুভ্রত; এবং বলে, 'আমার একটি নিবেদন আছে পতিদেবতার পাদপদ্মে।'

শুভ্রত বলে, 'কী তোমার নিবেদন, অঞ্জনা?'

অঞ্জনা বলে, 'আমি একটি তরবারি চাই, হে জীবনশামী।'

শুভ্রত বিশ্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'তরবারি দিয়ে তুমি কী করবে?'

অঞ্জনা বলে, 'আমিও কোমরে একটি তরবারি রাখতে চাই।'

শুভ্রত বলে, 'পতিই নারীর তরবারি নারীর কোমরে কোনো তরবারির দরকার নেই।'

অঞ্জনা বলে, 'হে পতিদেবতা, পতিকে আমার তরবারি মনে হয় না, পতিই মনে হয়, তাই কোমরেই আমি একটি তরবারি রাখতে চাই।'

শুভ্রতের ইচ্ছে করে একটি তরবারি অঞ্জনার বুকে ঢুকিয়ে দেয়, কিন্তু ওই বুক এতো কোমল উষ্ণ স্নিগ্ধ মধুময় যে সেখানে সে এই মুহূর্তে তরবারি ঢুকিয়ে দিতে পারবে বলৈ তার মনে হয় না।

শুভ্রত তার অনুসারীদের নিয়ে অক্ষুণ্ণারাজ্যের উদ্দেশে ভাগ্যবতী ছেড়ে যায়; যাওয়ার আগে সকলের উদ্দেশে সে বর্ণনা বিধাতার মহারাজ্যের মুকুটে ভাগ্যবতী উজ্জ্বলতম মাণিকের স্থান পাবে, ভাগ্যবতী তাদের কন্যা দিয়েছে, আর দিয়েছে বিশাসের তরবারি, যার সাহায্যে বিশাসীরা রাজ্যের পর রাজ্য জয় ক'রে স্থাপন করবে বিধাতার একাধিপত্য। সে বলে, ভাগ্যবতীর সবাই যদি বিধাতার ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করতো, বিধাতা এ-পত্নীর ওপর নিরস্তর আশীর্বাদ বর্ণ করতেন, তবে এখনো এ-পত্নী লাভ করবে বিধাতার বিশেষ আশীর্বাদ। শুভ্রত এ-পত্নীর গাছপালা, ফুল, শস্য ও শিশিরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, বিশেষ প্রশংসা করে নারকেল বনের ও মধুজল নদীর। সে বলে, এর সব মানুষ বিধাতার ধর্ম গ্রহণ করে নি, কিন্তু এ-পত্নীর উদ্ধিদ, নদী, শস্য ও যাবতীয় বস্তু যে বিধাতার ধর্ম গ্রহণ করেছে, তাতে সন্দেহ নেই। বিক্রমপত্নী যেমন পলাতকের মতো ছেড়ে এসেছিলো শুভ্রত ও তার সঙ্গীরা, ভাগ্যবতী পত্নী তাদের সেভাবে ছাড়তে হয় না; জয়ীর মতো তারা ত্যাগ করে ভাগ্যবতী। কয়েকটি যান সংগ্রহ করা হয়েছে, যেগুলোর বৃহত্তমটিতে পারমিতা ও অঞ্জনাকে নিয়ে

ওঠে শুভ্রত, আর দুটিতে ওঠে নারীরা; জিতেন্দ্রিয় ও বিভাসের জন্যে সংগৃহীত হয়েছে অশ্ব, তাতে তারা আরোহণ করে; অন্য ধার্মিকেরা তাদের অনুসরণ করে পায়ে হেঁটে। ধার্মিকদের মুখে এবার বিশ্বাসের জ্যোতি আরো তীব্র, তাদের প্রত্যেকের কোমরে রয়েছে তরবারি। কয়েক দিনের মধ্যে তারা এসে পৌছে অরূপারাজ্যের সীমান্তবর্তী সুন্দরীঅরণ্যের প্রান্তে। দূর থেকে সুন্দরীঅরণ্য দেখে শুভ্রতের মন পুলক বোধ করে; তার মনে হয় ওই সীমারেখার পরেই রয়েছে এক রাজ্য, যেখানে সে অভ্যর্থনা পাবে, যার অধিবাসীরা গ্রহণ করবে বিধাতার ধর্ম, রাজা ও গ্রহণ করবে বিধাতার ধর্ম, আর প্রকৃত সূচনা হবে বিধাতার মহারাজ্যের। কোথায় অবস্থান নেবে বলে যখন ভাবছে শুভ্রত, প্রবল বেগে অশ্ব ছুটিয়ে তখন তার শকটের সামনে এসে উপস্থিত হয় আদিত্য ও অঞ্চলমান। শুভ্রত প্রথম তাদের চিনতে পারে না; বুকের তরবারি ও কটিদেশের তরবারির বিশ্বাসে তারা এতোটা বদলে গেছে যে তাতে বিস্মিত হয় শুভ্রত। দুই তরবারির মিলন ঘটলে মানুষের এমনই অলৌকিক রূপান্তর ঘটে বলে মনে হয় শুভ্রতের। সে মনে মনে বিধাতাকে ধৰ্মব্যাদ জানায়।

তারা উচ্চকষ্টে জয়ধ্বনি করে, 'জ্যোতি বিধাতার জয়; বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বশক্তিধর।'

শুভ্রত বলে, 'বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বশক্তিধর।'

শুভ্রত সবাইকে ওখানেই অবস্থান নিতে বলে; এবং আদেশ দেয় কুটির তৈরির। সুন্দরীঅরণ্যের প্রান্তে কুটির উঠতে থাকে—ধার্মিকেরা যে-কোনো কাজেই দক্ষ দেখে উদ্বৃত্ত হয় শুভ্রত, এবং সে নিজেও কুটির তোলার কাজে অংশ নেয়; তাকে মাটি খুড়তে দেখে হাহাকার ক'রে ওঠে ধার্মিকেরা, শুভ্রত বলে বিধাতার মনোনীতজন তাদের মতোই মানুষ, সে কোনো রাজ্য নয় যে বিলাসের মধ্যে সময় কাটাবে। বিধাতার মনোনীতজন কুটির তৈরির জন্যেও মাটি খুড়বে, কেননা প্রতিটি মাটির কণা বিধাতার কাছে সাক্ষ্য দেবে, আর যুদ্ধের সময়ও অস্ত্র চালাবে সে, কেননা অস্ত্রও বিধাতার কাছে সাক্ষ্য দেবে, এবং যখন প্রতিষ্ঠিত হবে বিধাতার মহারাজ্য, তখন তার শাসনভার গ্রহণ করবে মনোনীতজন। শুভ্রত ঘোষণা করে তাদের অবস্থান-অঞ্চলের নাম হবে 'শান্তিপন্থী', কেননা বহু দূর পরিভ্রমণের পর তার হৃদয় এখানেই পাচ্ছে গভীরতম শান্তি, এবং এখানে তারা অবস্থান করবে সাত দিন। শুভ্রত ঘোষণা করে শিগগিরই বিধাতা তার কাছে বাণী পাঠাবেন, সে বিধাতার বাণীর পূর্বাভাষ পাচ্ছে; নিক্ষয়ই বিধাতা ওই বাণীতে তাকে নির্দেশ দেবেন। সে নির্দেশ অনুসারে কাজ করবে, বিধাতার নির্দেশ অনুসারে কাজ করবে সব ধার্মিক, তাহলে তাদের কোনো ব্যর্থতা স্পর্শ করতে পারবে না। শুভ্রত বলে বিধাতা অবশ্যই জয়ী করবেন বিশ্বাসীদের।

সৰ্ব্যায় জ্যোতির্ময় এসে শুভ্রতকে প্রণাম করে; জ্যোতির্ময়কে দেখে শুভ্রতের বুক সুখে আর্দ্র হয়ে ওঠে; আর আদিত্য পীড়িত বোধ করে।

জ্যোতির্ময় বলে, প্রতু, 'আমি আপনার ভক্ত গীতাঞ্জলির কনিষ্ঠ ভাই; আমি ও আপনার ভক্ত।'

শুভ্রত জ্যোতির্ময়কে জড়িয়ে ধ'রে বলে, 'আমি প্রভু নই, আমি আর যুবরাজ নই, আমি বিধাতার মনোনীতজন। তুমি যদিও আজো বিধৰ্মী, তবু তোমার মুখ দেখে আমি সুবী হলাম।'

জ্যোতির্ময় বলে, 'ভগিনী গীতাঞ্জলি আপনাকে আমাদের কুটিরে পদধূলি দেয়ার জন্যে প্রার্থনা জানিয়েছে।'

আদিত্য বুকের ডেতর একটা যত্নণা বোধ করে; সে আজ ভোরে গীতাঞ্জলিকে একবার দেখার জন্যে গিয়েছিলো, গীতাঞ্জলি দেখা দেয় নি; যত্নণাটি ভোর থেকেই ছিলো, এখন তৈরি হয়ে ওঠে।

শুভ্রত বলে, 'গীতাঞ্জলির পবিত্র মুখ আমার বুকে আঁকা রয়েছে। তুমি তাকে বোলো বিধাতা নির্দেশ দিলেই আমি তার কাছে আসবো।'

আদিত্য ও অংশমান একবার তাদের কার্যক্রম নিবেদন করতে চায়, শুভ্রত
তাদের কুটির নির্মাণে অংশ নিতে আদেশ দেয়; বলে কুটির নির্মাণের খেকে গুরুত্বপূর্ণ
আর কিছু নেই এখন। আদিত্য ও অংশমান খুবই বিচলিত হয়; তারা মনে করেছিলো
শুভ্রত তাদের সাফল্য সম্পর্কে জানা র জন্যে ব্যগ্র হয়ে আছে, দেখা হওয়ার সাথে
সাথেই মনোনীতজন তাদের কাছে জানতে চাইবেন তারা কতোটুকু সফলতা অর্জন
করছে, কিন্তু শুভ্রতের মুখে তারা সামান্যও উৎসুক দেখতে পায় না। তারা কুটির
নির্মাণে নিজেদের নিয়োগ করে।

সন্ধ্যায় আদিত্য, অংশমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাসকে নিজের কুটিরে ভাকে শুভ্রত।

শুভ্রত তাদের বলে, 'তোমরা নিজে নিজে কুটিরে যাও, স্ত্রীদের সাথে মিলিত হও।'
কমপক্ষে তিনবার মিলিত হও, তারপর স্নান করে আমার সামনে আসো।'

তারা বলে, 'হে মনোনীতজন, বিধাতা আপনাকে স্বর্গে শ্রেষ্ঠ স্থান দেবেন।'

শুভ্রত বলে, 'মিলনহীন স্বামীত্বী নরকে প্রাপ্ত করে, নরকবাসীদের চিত্ত অসুখে
পরিপূর্ণ থাকে, তাদের পক্ষে কোনো আশেচনা সম্ভব নয়।'

তারা বলে, 'আমাদের দেহমনের কিছুই আপনার অজানা নয়, হে মনোনীতজন।'

শুভ্রত বলে, 'স্বর্গসুখ লাভের জন্যে বিধাতা তোমাদের নারী দিয়েছেন। মিলনের
পর তোমরা আন কোরো ও বিধাতাকে ধন্যবাদ দিয়ো।'

সাক্ষ্যমিলনের পর স্নান করে ও বিধাতাকে ধন্যবাদ দিয়ে আদিত্য, অংশমান,
জিতেন্দ্রিয়, বিভাস সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে শুভ্রতের। তারা বিধাতার শুবকুটিরে মিলিত
হয়।

আদিত্য বলে, 'হে মনোনীতজন, অরূপারাজ্যের রাজা বহুবল্লভ খুবই দুর্বল পুরুষ;
সে পঞ্চশোন্তর বলেই যে দুর্বল, তা নয়, বহুবল্লভ মানসিকভাবেই দুর্বল।'

শুভ্রত বলে, 'গুনেছি সে সৎ মানুষ।'

অংশমান বলে, 'দুর্বলতাই তার সততা, হে মনোনীতজন, সততাই তার দুর্বলতা;
তার নিজের কোনো শক্তি নেই, অরূপারাজ্য আর তার নিজের নয়।'

আদিত্য বলে, 'অরূপারাজ্যের রাজা বহুবল্লভের রাজ্য শাসন করে প্রধানমন্ত্রী সিংহ
সেন, যার হিংস্রতা এ-রাজ্যে কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে।'

শুভ্রত বলে, 'তোমরা কি সব সংবাদ ঠিকভাবে সংগ্রহ করতে পেরেছো?'

আদিত্য বলে, 'হে বিধাতার মনোনীতজন, কোনো সংবাদ সংগ্রহেই আমরা বিধা
করি নি; এবং আমরা কোনো ভুল সংবাদই সংগ্রহ করি নি। আমরা এও জেনেছি যে,
রাজা বহুবল্লভের কনিষ্ঠা রানীদের ভোগ করে প্রধানমন্ত্রী সিংহসেন।'

অংশমান বলে, 'আমরা জেনেছি, হে মনোনীতজন, জনগণ করুণা করে
বহুবল্লভকে, আর ঘৃণা করে সিংহসেনকে।'

আদিত্য বলে, 'বহুবল্লভ এতো দুর্বলচিত্ত যে সে বিধাতার মনোনীতজনকে
ভোরবেলা অভ্যর্থনা জানাতে উৎসাহী হয়, আবার দুপুরেই ডয় পায়।'

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, 'তাহলে রাজা কি আমাকে অভ্যর্থনা জানাবেন না?'

আদিত্য বলে, 'হে মনোনীতজন, অভ্যর্থনার জন্যে অপেক্ষা করার থেকে এ-রাজা
জয় করাই হবে বেশি সহজ।'

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, 'কেনো এমন মনে হচ্ছে তোমার, আদিত্য?' ১

অংশমান বলে, 'আমরা সব সংখ্যায় নিয়েছি, হে মনোনীতজন; অরুণারাজ্য
সৈনিকের সংখ্যা কম, আর তারা ঘৃণা করে রাজা ও প্রধানমন্ত্রী দুজনকেই।'

আদিত্য বলে, 'আমরা আক্রমণ করলে তারা প্রতিরোধ করবে না। আমরা সহজেই
অরুণারাজ্য জয় করতে পারবো।' ২

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, 'জনগণের মনোভাব কী, তা কি তোমরা জানতে চেষ্টা
করেছো, হে সেনাপতিগণ?' ৩

আদিত্য বলে, 'আমরা তা ভালেজ্যবেই জেনেছি, হে মনোনীতজন। জনগণ এই
রাজার শাসনের নামে প্রধানমন্ত্রীর শপথ চায় না। তারা মুক্তি চায়।'

শুভ্রত জানতে চায়, 'জনগণ কেন কোন দেবদেবীর পুজো করে, তোমরা কি তা
জানতে পেরেছো?' ৪

অংশমান বলে, 'জনগণের এখানে কোনো ধর্মবিশ্বাসই নেই, হে মনোনীতজন।
এখানে কেউ পাথর পুজো করে, কেউ সৃষ্টি পুজো করে, গুরু ঘোড়া সাপ নগু নারী আর
নগু পুরুষ পুজো করে অনেকে।'

শুভ্রত বলে, 'নিশ্চয়ই বিধাতা আমাদের নির্দেশ দেবেন, নিশ্চয়ই বিধাতার
আদেশে আমরা জয়ী হবো, দুই তরবারির সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না।'

আদিত্য বলে, 'আমরাও তাই বিশ্বাস করি, হে মনোনীতজন।'

শুভ্রত বলে, 'শান্তিপল্লীতে আমরা সাত দিন শ্রবণ করবো পরম বিধাতার, যিনি
সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তির, যিনি চোখের পলকে সৃষ্টি করেছেন গগন ও মাটি, এবং ধ্বংস
করবেন এক পলকে, যিনি আকাশ দিয়ে আবৃত করেছেন ভূমঙ্গল, গগনকে ভাগ
করেছেন দশ শুরে, তিনি নিশ্চয়ই আদেশ দেবেন। তাঁর আদেশের প্রতীক্ষায় আছি
আমি। সেনাপতিগণ, তোমরা তীব্র করো অস্তকরণের তরবারি, প্রস্তুত রাখো কঠিদেশের
তরবারি; সব সময় মনে রেখো দুই বিশ্বাসের বিজয় অনিবার্য। চার দিন সকাল থেকে
সক্ষ্য পাঠ করো অরুণারাজ্যের মানুষের, রাজার প্রধানমন্ত্রীর, আর সৈন্যদের মুখ;
নিশ্চয়ই বিধাতা জয়ী করবেন বিশ্বাসীদের। তোমরা জনগণকে বলো শান্তিপল্লীতে

বিধাতার মনোনীতজন বিধাতার স্তব করছেন, তাদের আমন্ত্রণ করো এখানে এসে অংশ
নিতে বিধাতার স্তবে; তাদের বলো বিধাতা মঙ্গল চান অরূপারাজ্যের, বিধাতা উদ্ভাব
করতে চান অরূপারাজ্যকে।'

দ্বিতীয় দিন সকালে শুভ্রত শান্তিপন্থীর দক্ষিণ উদ্যানে, তার কুটিরযুগলের পার্শ্বে,
বিধাতার স্তব শুরু করে, তাতে অংশ নেয় সব ধার্মিক। ধার্মিকের সংখ্যা পাঁচ শোর
অধিক। সাধারণ ধার্মিকদের মধ্যে বিশ্বাসে ও কাজে প্রধান হয়ে উঠেছে বিধাতার
তিরিশ সৈনিক, যারা এক সময় নগ্ন ছিলো, যারা শুভ্রতকে আবিষ্কার করেছিলো আতা
হিশেবে। তারা শুভ্রতের বিশেষ প্রিয়, তারা সাধারণত চার সেনাপতির পরেই আসন
গ্রহণ করে থাকে; এবং উচ্চকষ্টে উচ্চারণ করে বিধাতার নাম। তাদের জপ শুনে সব
সময়ই মুক্ত হয় শুভ্রত, আজো তাদের বিধাতার নাম জপ মুক্ত করছে শুভ্রতকে।
শুভ্রতের চার সেনাপতি—আদিত্য, অঞ্চলান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস বিধাতার স্তবগানে
অংশ নিতে পারছে না, তারা অরূপারাজ্যের মুখাবয়ব পাঠ করতে গেছে; শুভ্রত
তাদের বলেছে যারা বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বেরোয় তাদের অবস্থান
অনেক ওপরে বিধাতার বন্দনাকৰীদের থেকে। শুভ্রত বলে, হে ধার্মিকেরা, বিধাতার
মহারাজ্য প্রতিষ্ঠার দেরি নেই, তোমাদের বৃক্ষের বিশ্বাস আর কটির তরবারির বিশ্বাস
মিলে শিগগির প্রতিষ্ঠিত হবে বিধাতার মহারাজ্য; অগ্নির মতো লেলিহান করো বুকের
বিশ্বাস, বঞ্চের মতো তীব্র করো কটিদের তুরুরাই; সূর্যের মতো জ্বালিয়ে রাখো বুকের
তরবারি, আর প্রস্তুত রাখো কোমরের অসি। বিধাতার নির্দেশ যখন আসবে তোমাদের
ঝাপিয়ে পড়তে হবে দুই বিশ্বাস নিয়ে, নিষ্পত্তি দুই বিশ্বাসকে কেউ প্রতিহত করতে
পারে না। শুভ্রত বলে, 'বিধাতা শস্য দিয়েছেন বিশ্বাসীর জন্যে, বৃষ্টি দিয়েছেন
বিশ্বাসীর জন্যে, নদী দিয়েছেন বিশ্বাসীর জন্যে, অবিশ্বাসের জন্যে তিনি কিছু দেন নি।
অবিশ্বাসীর গ্রাস থেকে মুক্ত করতে হবে শস্য। অবিশ্বাসীর তৃষ্ণা থেকে উদ্বাবন করতে
হবে জল, অবিশ্বাসীর অধিকার থেকে মুক্ত করতে হবে নদী। শুভ্রত ধার্মিকদের কাছে
জানতে চায় তারা প্রস্তুত কি না; ধার্মিকেরা ক্ষেত্রকষ্টে উত্তর দেয় তারা প্রস্তুত; তাদের
প্রত্যেক রক্ষিত্ব প্রস্তুত। শুভ্রত বলে, বিধাতার যুদ্ধের ডাক যখন আসবে, তখন ধন্য
হবে সবাই; কেননা বিধাতার আহ্বানের থেকে গৌরবের আর কিছু নেই; বিধাতার যুদ্ধে
কারো মৃত্যু হবে না, বিধাতার যুদ্ধের বীরেরা সবাই অমর হবে; বিধাতার যুদ্ধের বীরেরা
স্থান পাবে দশমৰ্গের শ্রেষ্ঠ শর্গে, যার নাম মহাবীর বিশ্বাসীদের শর্গ, যেখানে মহাবীরেরা
রত থাকবে অনন্ত বিলাসকেলিতে। তাদের জন্যে থাকবে পার্থিব জলের থেকে সহস্রণ
সুস্থানু জল, যার একবিন্দু পানে লক্ষ বছর ত্বক্ষা পাবে না; থাকবে লক্ষণ মিষ্ট
অন্তরফল, যার এক টুকরো খেলে মুখ লক্ষ্যবর্ষ সুধায় ভরে থাকবে; এবং থাকবে
চিরমোড়শী সহস্র কুমারী, যাদের প্রতিলোমকৃপে জমানো সহস্র পদ্মফুলের সুন্দরণ,
যাদের ওষ্ঠ থেকে সর্বদা ক্ষরে অমৃত, যাদের ওষ্ঠে একবার ওষ্ঠস্পর্শে চিরকালের জন্যে
দ্বীভূত হয় পুরুষের মৃত্যু, যাদের সঙ্গে প্রতিবার মিলন হ্যায়ী হবে লক্ষ্যবর্ষ, আর
প্রত্যেক মিলনের পর তারা পরিণত হবে অক্ষত ঘোড়শী কুমারীতে।

ধার্মিকেরা ধন্য ধন্য করে; বিধাতার যুক্তির জন্যে ব্যবহৃত হয়ে ওঠে তাদের রক্ষের প্রত্যেক বিন্দু। বিধাতার তিরিশ সৈনিকের প্রধান, যার নাম, ছিলো নগুদেব, বিধাতার ধর্মগৃহণের পর শুভ্রত যার নাম দেয় পরমদাস, সে বিধাতার নাম জপ করতে করতে চিংকার ক'রে ওঠে, 'হে মনোনীতজন, আপনি আদেশ দিন, আমরা এই মুহূর্তেই যুক্ত যাই।'

শুভ্রত বলে, 'বিধাতা আদেশ দেবেন, যখন সময় হবে তখন নিশ্চয়ই আদেশ দেবেন বিধাতা, নিশ্চয়ই বিধাতা অনন্য।'

পরমদাস বলে, 'হে মনোনীতজন, আমাদের প্রতিরক্ষবিন্দু বিধাতার যুক্তির জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে, বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে আমাদের বুক ও কটিদেশ উত্তেজিত, রাজগৃহ মহাবেশ্যা, মহাবেশ্যা রাজগৃহকে ধ্বংস হ'তেই হবে; হে মনোনীতজন, ধ্বংস করুন মহাবেশ্যা রাজগৃহকে।'

শুভ্রত বলে, 'বিশ্বাসীরা সব সময় অপেক্ষা করে বিধাতার আদেশের জন্যে, তিনি নিশ্চয়ই আদেশ দেবেন।'

সন্ধ্যায় শুবকুটিরে শুভ্রত মিলিত্য আদিত্য, অংশমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাসের সাথে। প্রথমে তারা বিধাতার শুবকুটির কর্তৃত কীর্তন করে বিধাতার সহস্র নাম, কৃতজ্ঞতা জানায় বিধাতাকে; তারপর আলোচনা করে করে।

আদিত্য বলে, 'হে মনোনীতজন, রাজা বহবল্লভ ও প্রধানমন্ত্রী সিংহসনের মধ্যে অসঙ্গাব আরো বেড়েছে, সিংহসন এখন পুরোপুরি রাজা হতে চায়।'

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, 'সৈনিকেরা কার পক্ষে ব'লে তোমাদের মনে হয়?'

অংশমান বলে, 'হে মনোনীতজন, সৈনিকেরা কারোই পক্ষে নয়, তারা নিজেদের স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত।'

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, 'জনগণ কার পক্ষে?'

জিতেন্দ্রিয় বলে, 'হে মনোনীতজন, জনগণ রাজারই পক্ষে, তবে তারা এ নিয়ে ভাবে না, যে-ই রাজা হোক, তাতে কুন্তের কিছু আসে যায় না।'

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, 'রানীরা কার পক্ষে?'

আদিত্য বলে, 'হে মনোনীতজন, রাজা যেহেতু নিঃসন্তান, তাই বোৰা যায় রাজা নপুংসক; রানীরা নপুংসক রাজাকে পছন্দ করে না, কনিষ্ঠারা সিংহাসনের সঙ্গেই বিলাস করে, তবে তারা সিংহাসনের রাজত্ব চায় না।'

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, 'অরণ্যারাজ্যের সাধুজনেরা কি বিধাতার নামস্বরে অংশ নিতে আসবে ব'লে মনে হয়?'

জিতেন্দ্রিয় বলে, 'আমরা বিধাতার মনোনীতজনের কথা তাদের বলেছি, হে মনোনীতজন, তাদের মুখে আমরা সাড়া দেখতে পেয়েছি।'

শুভ্রত বলে, 'সব শুবকুটির থেকে বেরিয়ে শুভ্রত প্রথম, যথারীতি, প্রবেশ করে পারমিতার কুটিরে;

এবং বুঝতে পারে পারমিতা তারই অপেক্ষায় আছে।'

পারমিতা বলে, 'হে মনোনীতজন, বিধাতার মহারাজ্যের দিকে আপনি অনেকখানি এগিয়ে গেছেন, আপনাকে আমি অভিনন্দন জানাই।'

উত্তৃত বলে, 'সব অভিনন্দন নিশ্চয়ই বিধাতার প্রাপ্য।'

পারমিতা বলে, 'আপনার ধার্মিকেরা সবাই যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত; তাদের আপনি যথোচিত উদ্দীপ্ত করেছেন, হে মনোনীতজন।'

উত্তৃত বলে, 'বিধাতা চান তারা উদ্দীপ্ত হোক, উদ্দীপ্ত না হয়ে কেউ মহৎ কাজ করতে পারে না, প্রথম।'

পারমিতা বলে, 'নিশ্চয়ই বিধাতা এক সময় আপনাকে আদেশ দেবেন তাদের সংযত করতেও।'

উত্তৃত বলে, 'প্রয়োজনে সে আদেশও বিধাতা দেবেন, নিশ্চয়ই বিধাতার মহারাজ্যের অন্যতম শৃঙ্খল হবে সংযম।'

পারমিতা বলে, 'জ্যেষ্ঠের পর তাদের প্রত্যেককে নারী দিতে হবে, হে মনোনীতজন, নারী ছাড়া পুরুষ কখনো সংযত হয় না।'

উত্তৃত পারমিতার সঙ্গে কিছুটা সময় বিলাসে কাটায়; উত্তৃত বোধ করে পারমিতার দক্ষতা এখনো অতুলনীয়, তার উপর এখনো মধুর, তার দুই পা এখনো ভুজসের মতো, তবু সে অঞ্জনার কুটিরাঙ্কণ মাওয়ার জন্যে ব্যাকুলতা বোধ করে। পারমিতা অত্যন্ত স্পর্শকাতর, আলিঙ্গনের সুস্থান্য শিথিলতায়ই সে বুঝতে পারে উত্তৃত অন্য কোনো দেহ আলিঙ্গনের জন্যে স্থাকুল; পারমিতা তাকে আলিঙ্গনমুক্ত করে দেয়, উত্তৃত বিব্রত ভঙ্গিতে অঞ্জনার কুটিরাঙ্কণ প্রবেশ করে। অঞ্জনাকে সে ভয়ই পায়, কিন্তু অঞ্জনার অগ্নি তাকে পতঙ্গের মতো ঢেলে, সে যেনো ছাই হয়ে যেতে চায়। আজ প্রবেশ করে দেখে অঞ্জনা তার উপরে মঞ্চেই ঝকঝকে একটি তরবারি নিয়ে খেলছে, দেখে চমকে ওঠে উত্তৃত।

উত্তৃত জিজ্ঞেস করে, 'তুমি তরবারি থায়ে পেলে, প্রিয়তমা?'

অঞ্জনা বলে, 'আমি চাইলে পাঁচশো তরুবারি এখনই আমার পদতলে নিবেদিত হবে, হে পতিদেবতা।'

উত্তৃত বলে, 'কিন্তু এই রহস্য আমি সহ্য করতে পারছি না, অঞ্জনা; বিধাতা তোমার ওপর রুক্ষ হবেন।'

অঞ্জনা বলে, 'আপনার বিধাতার থেকেই রহস্যটি জেনে নিন, স্বামী।'

উত্তৃত বলে, 'বিধাতাকে নিয়ে পরিহাস করা চরম পাপ, অঞ্জনা; তোমার জন্যে আমি বিধাতার কাছে সাত রাত ধরে ক্ষমা চাইবো।'

অঞ্জনা খিলখিল করে হাসে, উত্তৃতের মনে হয় জগতের সবচেয়ে মধুর ও সবচেয়ে বিষাক্ত বাদ্যযন্ত্রটি বেজে উঠলো।

অঞ্জনা বলে, 'বিধাতার কাছে আমি ক্ষমা চাইলেই বিধাতা বেশি প্রসন্ন হবে, সাত রাত লাগবে না, একরাতেই হবে, হে আমার পতিদেবতা।'

উত্তৃত ক্রুদ্ধ হতে চায়, কিন্তু পারে না; সে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি ক্ষমা চাইলে কেনো বিধাতা বেশি প্রসন্ন হবেন? তুমি তাঁর মনোনীতজন নও।'

ଅଞ୍ଚଳୀ ଆବାର ହାସେ, ଏବଂ ବଲେ, ଆମାର ମତୋ ନାରୀର ପ୍ରାର୍ଥନାୟ ବିଧାତା ବେଶି ପ୍ରସମ୍ମନ୍ଦିତ ହେଁ ପାରେ ନା, ହେ ପତି, ଆପଣି କି ତା ଜାନେନ ନା?

ଶୁଭ୍ରତ ଜିଜ୍ଞେସ କରେ, ‘କେନୋ, କେନୋ ବିଧାତା ବେଶ ପ୍ରସନ୍ନ ହବେନ୍?’

অঞ্জনা বলে, 'আমি রূপসী, বিধাতা পক্ষ, হে পরম শুক্র !'

ଶୁଦ୍ଧବ୍ରତ ବଲେ, ‘ତୋମାର ଜନ୍ୟେ ସ୍ଵର୍ଗେ ଆମାକେ ବିବ୍ରତ ହତେ ହବେ, ଆମାର ସ୍ଵର୍ଗଗମନେ ବିଲମ୍ବ ଘଟିବେ ଅଣ୍ଣନା ।’

অঞ্জনা বলে, ‘হে পতিদেবতা, আপনার ভাষণের এক অংশ শুনে আমি মুক্ত হয়েছি, তা আমার হৃৎপিণ্ডে গেও আচ্ছে।’

ଶୁଭ୍ରତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଁ ଜିଜ୍ଞେସ କରେ, ‘କୋନ ଅଂଶ ତୋମାକେ ମୁଖ କରେଛେ, ହେଲିନିଦିଲାକୋମଳା?’

অঞ্জনা বলে, ‘ওই যেখানে আপনি বলেছেন শৰ্গে বীরদের জন্যে থাকবে চিরঘোড়শী সহস্র কুমারী, যাদের ওষ্ঠ থেকে ঝরবে অমৃত, যাদের সঙ্গে প্রতিবার মিলন স্থায়ী হবে লক্ষ্বর্ষ, আর মিলনের পর তারা আবার হবে অক্ষত কুমারী।’

ଉଦ୍‌ବୃତ୍ତ ବଲେ, ‘ହଁଯା, ସ୍ଵର୍ଗେ ଧୀରଦେର ନାମିରୀବା ଏମନଇ ହବେ ।’

অঞ্জনা হাসে, এবং বলে, প্রতিবার মিশন যদি লক্ষ্যবর্ষ স্থায়ী হয়, তাহলে ১৯৯৯ চিরবোড়শী তথন কী করবে. হে পতিদেবজ্ঞা!

ଶୁଭ୍ରତ ବଲେ, ‘ଶର୍ଗେର ବ୍ୟାପାର ମାଟିର ପ୍ରଥିବୀର ମାନୁଷେର ପକ୍ଷେ ବୋଧୀ ସମ୍ଭବ ନୟ, ଅଞ୍ଚଳୀ: ମେଖାନକାର ସମୟ ଆର ଏବନକାର ମିମ୍ଯା ଓ ଏକ ନୟ ।’

ଅଞ୍ଜନା ଡିଜେସ କରେ, ‘ହେ ପରମପତି-ଆପଣି ସେବାନେ କ-ସହସ୍ର ଚିରଘୋଡ଼ଶୀ ଅକ୍ଷତ
କୁମାରୀ ପାବେନ, ଆମାର ଜାନତେ ଇଚ୍ଛେ କରେ ।’

ନା; ମେ ମେଜେତେ ବସେ ନିଃଶ୍ଵରେ ବିଧାତାର କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ।
ଅଞ୍ଚଳୀ ବଲେ, ‘ହେ ପତି, ବଲୁନ ସର୍ଗେ ଯାଇ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଅକ୍ଷତ ଚିରମୋଡ଼ଶୀ ଥାକେ,
ତାହଲେ ସେଥାନେ ଆମାର କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ଦେହମୁଣ୍ଡର କୀ ହୁଏ ହୁବେ? ସେଥାନେ କି ଆମାର
ଦେହମୁଣ୍ଡର ଆପନାର କୁଳା ଥାକାବେ?’

ଶୁଭସ୍ଵରୂପ ମାନ୍ଦ୍ରାଜିତ କାହାରେ ଉଠିଲା ?

অঞ্জনা বুক থেকে বন্ধু সরিয়ে স্তনযুগল বাড়িয়ে দিয়ে বলে, ‘হে পতি, ওটি চুকিয়ে
দিন আমার বকে যাই আপনি পারবন।’

ପ୍ରତିବର୍ଷତର ହାତ ଥିଲେ ଅମ୍ବି ଡିସ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ଏଲିମ୍ୟୁ ପଦ୍ଧତି ।

পরদিন আবার দক্ষিণ উদ্যানে বিধাতার শব শুরু হয়। তার চার সেনাপতি-আদিত্য, অঞ্চলান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস শব শুরুর অনেক আগেই বেরিয়ে যায় অরূপারাজ্যের মানুষের মুখে লিপিবদ্ধ বাণী পাঠ করতে, বহুমুভ-সিংহসনের সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করতে; তার সামনে আছে ধৰ্মিকেরা। শুভ্রবৃত্ত বিধাতার প্রশংসা শুরুর উপক্রম করেছে, উচ্চারণ করেছে কয়েকটি বিশেষণ ও অতিশয়োক্তি, তখন সে দেখতে পায় জ্যোতিম্য এগিয়ে আসছে তার দিকে। জ্যোতিম্যকে দেখে সবী হয়

উভ্রত; সে নিজেও জানে না কেনো এই বালকের মুখ দেখলে তার বুক সুখে ক'রে ওঠে।

জ্যোতির্ময় বলে, ‘হে বিধাতার মনোনীতজন, ভগিনী গীতাঞ্জলি আমাকে পাঠিয়েছে বিধাতার ধর্ম গ্রহণ করতে, হে মনোনীতজন, আপনি আমাকে মহান বিধাতার ধর্মে দীক্ষা দিন।’

উভ্রত উঠে জড়িয়ে ধরে জ্যোতির্ময়কে; তার চিবুকে আদর করে।

উভ্রত বলে, ‘গীতাঞ্জলি বিধাতার আশীর্বাদপ্রাণ, তার স্থান হবে পবিত্রতম স্বর্গে, আর জ্যোতির্ময় তার কনিষ্ঠ ভাই, অরুণারাজ্যে সেই প্রথম বিশ্বাসী, তার উপাধি হবে বিধাতার চুম্বন।’

সব ধার্মিক উচ্চরব ক'রে ওঠে, ‘সব স্তব বিধাতার প্রাপ্য, সব স্তব বিধাতার প্রাপ্য।’

উভ্রত বলে, ‘বলো জ্যোতির্ময়, ‘বিধাতা অনন্য, তিনি সর্বশক্তিধর।’

জ্যোতির্ময় বলে, ‘বিধাতা অনন্য, তিনি সর্বশক্তিধর।’

উভ্রত তাকে একটি বস্ত্র ও একটি ক্রুরবারি উপহার দেয়; জ্যোতির্ময় বস্ত্র পরে কটিদশে তরবারি বাঁধে; নতুন বিশ্বাসে সু ঘৃণন করে ওঠে।

উভ্রত বলে, ‘জ্যোতির্ময় তরুণতম বিশ্বাসী, সে বিধাতার চুম্বন, বিধাতার মহারাজ্যে সে গৌরব পাবে, আর স্বর্গে পাবে মহিমা।’

ধার্মিকেরা উচ্চকঠে বলে, ‘জ্যোতির্ময় বিধাতার চুম্বন, বিধাতার মহারাজ্যে সে গৌরব পাবে, স্বর্গে পাবে মহিমা।’

উভ্রত বলে, ‘বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠার দেরি নেই, প্রস্তুত হও ধার্মিকেরা, তোমাদের রক্ত প্রস্তুত রাখো, চোখ প্রস্তুত রাখো, প্রস্তুত রাখো তোমাদের বাহ; প্রস্তুত রাখো তোমাদের বুক ও কটির তরবারি বিধাতার মহারাজ্যের পবিত্র যুদ্ধে ১ বার অসি চালনার জন্যে পাবে ১ লক্ষ ২০ হাজার পুঁপ্তি, যা বিধাতার নামে ১০ বছর প্রার্থনার সমান; শক্রে ১টি শিরশেছেদের পুরস্কার হিশেবে পাবে ৫০ লক্ষ ৮০ হাজার ৪০০ পুণা; যুদ্ধজয়ের পর পাবে ১০০ স্বর্ণমুদ্রা, ও জন কুমারী, বিধবা বা সধবা, যাদের তোমরা বন্দী করবে; তাদের তোমরা যেভাবে ইচ্ছে ভোগ করবে, নারীরা তোমাদের অধিকৃত রাজ্য। তোমরা ক্রীতদাস পাবে ২টি করে, যাদের তোমরা বন্দী করবে। তোমরাই হবে বিধাতার মহারাজ্যের চালক।’

ধার্মিকেরা চিৎকার ক'রে ওঠে, হে বিধাতার মনোনীতজন, বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বশক্তিধর, আমরা পবিত্র যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত, আমাদের রক্ত আর তরবারি উত্তোজিত, আপনি আদেশ করুন। আমরা মৃত্যুকে ভয় করি না, আমাদের জন্যে রয়েছে বীরদের শ্রেষ্ঠ স্বর্গ।’

উভ্রত বলে, ‘তোমাদের আদেশ দেবেন বিধাতা, যখন সময় আসবে নিশ্চয়ই বিধাতা আদেশ দেবেন, বিধাতা কখনো তুরা করেন না, বিধাতা কখনো বিলম্ব করেন

না; তোমরা আদেশের জন্যে প্রস্তুত থাকো; নিদ্রার মধ্যেও প্রস্তুত রাখো তোমাদের দুই তরবারি।'

পরমদাস বলে, 'হে মনোনীতজন, নিদ্রা ও জাগরণে আমরা এখন পবিত্র যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু দেবি না; আমরা মনে মনে সব সময়ই যুদ্ধ ক'রে চলছি; রাজগৃহ মহাবেশ্যা, রাজগৃহকে ধ্বংস হ'তেই হবে।'

সবাই বলে, 'জয়, বিধাতার জয়।'

শুভ্রত বলে, 'অবশ্যই সব মহাবেশ্যা ধ্বংস হবে, কিছু ধাকবে না বিধাতার নাম ছাড়া, তোমরা তরবারি প্রস্তুত রাখো।'

তারা উচ্চকষ্টে বলে, 'আমাদের তরবারি প্রস্তুত, আমরা প্রস্তুত।'

শুভ্রত বলে, 'যারা বলে বহু দেবদেবী তাদের প্রভু, তারা মিথ্যে কথা বলে, তাদের স্থান হবে নরকে; যারা বলে যত্নের পর আর কিছু নেই, তারা মিথ্যেবাদী, তাদের স্থান হবে নরকে; যারা বলে নির্বাণ লাভই পরিত্রাণ, তারা মিথ্যেবাদী, তাদের স্থান হবে নরকে; যারা বলে পুনর্জন্ম অচ্ছে, তারা মিথ্যেবাদী, তাদের স্থান হবে নরকে; শুধু বিধাতায় যারা বিশ্বাস করে, বিধাতা^{হৃষি} আর কাউকে গ্রাম করে না, তাদের স্থান হবে সর্পে।'

ধার্মিকেরা বজ্রকষ্টে বলে, 'আমরা ধ্বংস করবো দেবদেবীর মৃত্তি, শিরশ্ছেদ করবো মৃত্তিপূজারীদের; অবিশ্বাসীদের নির্মূল করবো, যারা পুনর্জন্মের কথা বলে, তাদের সব সাধ এই জন্মেই মিটিয়ে দেবো, আর যারা বলে নির্বাণ লাভের কথা, তাদের আমরা চিরতরে নিষিদ্ধ করবো, তারা নির্বাণ দ্বারা করবে আমাদের তরবারির কোপে।'

শুভ্রত বলে, 'বিধাতা তোমাদের অধিপতি, তোমাদের প্রতিরোধ করতে পারবে না কেউ; বিধাতা তোমাদের প্রভু, তোমাদের সামনে সবাই পরাজিত, সবাই দিখাতি।'

সংক্ষ্যায় ফিরে আসে চার সেনাপতি—আদিত্য, অঞ্চলান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস এবং তাদের সঙ্গে আসে কয়েকজন অতিথি।

আদিত্য শুভ্রতের কুটিরে এসে বলে, 'হে মনোনীতজন, আমাদের সঙ্গে দশজন অতিথি এসেছে, তারা আপনার সাক্ষাৎকৃত্বে।'

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, 'তারা কেনো এসেছে, তুমি কি তা জানো?'

আদিত্য বলে, 'জানি, হে মনোনীতজন, তারা আমাদের সাথে যোগ দিতে চায়। তারা প্রস্তাব করেছে আমরা যদি অরুণারাজ্য আক্রমণ করি, তারা আমাদের সঙ্গে থাকবে। তারা সবাই অরুণারাজ্যের সমাজপতি।'

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, 'তাদের কি নিজস্ব সেনা রয়েছে?'

আদিত্য বলে, 'হ্যা, মনোনীতজন, তারা প্রত্যেকে পঞ্চাশজন সৈনিকের অধিপতি।'

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, 'তারা কি বিধাতার ধর্ম গ্রহণ করবে?'

আদিত্য বলে, 'তারা বলেছে মনোনীতজনের সাথে সাক্ষাতের পর তারা সিদ্ধান্ত নেবে ধর্মগ্রহণ সম্পর্কে।'

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, 'তারা কি বহুবল্লভ আর সিংহসনের শক্ত?'

আদিত্য বলে, 'তারা যোর শক্ত বহুবল্লভ আর সিংহসনের, হে মনোনীতজন; শহস্রে তারা শিরশ্ছেদ করতে চায় বহুবল্লভ আর সিংহসনের।'

শুভ্রত তার চার সেনাপতিসহ শবকুটিরে মিলিত হয় অতিথিদের সাথে। অতিথিদের সে আলিঙ্গন করে; বলে যে সে দেখতে পাচ্ছে তাদের ওপর বিধাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হচ্ছে, তাই তারা এসেছে তার কাছে; বলে যে বিধাতা অনেক আগেই তাকে সংকেত দিয়েছেন অতিথিরা আসবে। অতিথিরা শুভ্রতকে দেখেই মুক্ত হয়, তার আলিঙ্গনে অভিভূত হয়, এবং তার কষ্টস্বর ও ভাষায় সম্মোহিত হয়; তারা বলে, যুবরাজ শুভ্রতের নাম তারা শুনেছেন তিনি যে বিক্রমপদ্মীর রাজা হবেন, তাতে তাদের সন্দেহ ছিলো না; এবং জানায় যে তারা মর্মাহত রাজা নন্দ্রিতের হত্যায়জ্ঞে। তারা বলে, অরুণারাজ্য এক দুর্বল রাজা ও এক অসৎ প্রধানমন্ত্রীর কবলে, রাজ্যের সবাই মুক্তি চায় তাদের কবল থেকে; তাই তারা চায় যুবরাজ শুভ্রত আক্রমণ করুন অরুণারাজ্য, যুবরাজকে তারা সমস্ত সাহায্য দেবে। তারা যুক্তে অংশ নেবে, যুবরাজকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করবে; এবং তারা যুবরাজের ধর্মগ্রহণেও প্রস্তুত, বহুদেবতার থেকে একদেবতাই তাদের কাছে ঠিক বলে মনে হচ্ছে, বিধাতায় তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে, ত্যাগ করবে দেবদেবীদের, যুবরাজ শুভ্রতকে মেনে নেবে বিধাতার মনোনীতজন হিসেবে, যদি যুবরাজ অরুণারাজ্য আক্রমণ ও জয় করতে সম্মত হন। শুভ্রতকে তারা আশ্বাস দেয় যে তাদের জয় অবধারিত তাদের সম্মিলিত বাহিনীর সামনে বহুবল্লভ আর সিংহসনে দাঁড়াতে পারবে না, শুধু তারা একটি প্রার্থনা জানায় যে অরুণারাজ্য জয়ের পর তাদের প্রধান সমাজপতি অস্ত্রপিতিকে অরুণারাজ্যের শাসক করতে হবে, অশ্বপতি অবশ্য শাসন করবে শুভ্রতের ভূক্তি প্রতিনিধিকরণে। অশ্বপতি মেনে চলবে শুভ্রতের সমস্ত নির্দেশ, বিধাতার সব সিদ্ধান্ত, অরুণারাজ্যের মানুষকে দীক্ষিত করবে বিধাতার ধর্মে; এবং শুভ্রত যদি আরো মিল্লায় জয় করতে চায়, তারা অরুণারাজ্যের সহস্র সৈনিকসহ যোগ দেবে পবিত্র যুক্তে।

শুভ্রত তাদের দীক্ষিত করে বিধাতার ধর্মে; এবং তাদের উপাধি দেয় ‘বিধাতার শক্তি’। তারা শুভ্রতের হাতে চুমো খেয়ে বলে, বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে তারা উৎসর্গ করবে নিজেদের, বিধাতার মনোনীতজনের আদেশ মেনে চলবে দাসের মতো। তারা আগে ভুল ধর্মে ছিলো, তার্ক্ষ্যের পিতামাতারা ভুল ধর্মে ছিলো; তারা এখন বিধাতার ধর্মে দীক্ষিত হয়ে সুবী বোধ করিছে। শুভ্রত তাদের বলে, বিধাতার মহারাজ্য সমাগত, বিধাতার নাম ছাড়া ভূমগলে আর কোনো নাম থাকবে না, বিধাতার সমস্ত শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে, থাকবে শুধু বিধাতার নাম, তাই তাদের প্রস্তুত থাকতে হবে; বিধাতার আদেশ পেলেই দশকোণ থেকে যাত্রা করতে হবে, হঠাতে আক্রমণে প্রতিষ্ঠা করতে হবে বিধাতার মহারাজ্যের প্রথম খণ্ড। অরুণারাজ্যের রাজগৃহ প্রধানমন্ত্রীগৃহ, সৈনিকদের অবস্থান সম্পর্কে সমস্ত তথ্য তারা পেশ করে শুভ্রতের কাছে, কোন দিক থেকে কীভাবে আক্রমণ করলে সহজে পরাভূত করা যাবে রাজাকে ও প্রধানমন্ত্রীকে, তার বিশদ বিবরণ ও ব্যাখ্যা দেয়, শুভ্রত ধীরশাস্ত্রভাবে তাদের ব্যাখ্যা ও প্রস্তাব শোনে, আর বলে, ‘তোমরা প্রস্তুত রাখো বুকের তরবারি, প্রস্তুত রাখো কঠির অসি, তোমাদের বুকের তরবারি আর কঠির অসির সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না; সব সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী বিধাতা, বিধাতার সিদ্ধান্ত ছাড়া একবিন্দু রক্ত পড়বে না; আর বিধাতা চাইলে অরুণারাজ্য রক্তে অরুণবর্ণ হয়ে উঠবে।’ তারা রাজা ও

প্রধানমন্ত্রীর রত্নাগারগুলো সম্পর্কেও বিশেষভাবে অবহিত করে শুভ্রতকে; আদিত্য, অংশমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস নানা প্রশ্ন করে বিস্তৃতভাবে জেনে নেয় রত্নাগার সম্পর্কে সব তথ্য; শুভ্রত বলে, ধার্মিকদের রত্ন হচ্ছে বিধাতা, তাদের রত্নাগার হচ্ছে তাদের হৃদয়, যেখানে তারা পোষণ করে বিশ্বাস; পার্থিব ধনরত্ন সেখানে মূল্যহীন; তবু তুচ্ছ জগতে তুচ্ছ ধনরত্নও দরকার; বিধাতাই নির্দেশ দেবেন ওই সব ধনরত্ন কীভাবে বন্টন করা হবে। শুভ্রত তাদের বলে, সে বিধাতার বাণীর প্রতীক্ষায় রয়েছে, বিধাতার পবিত্র বাণী এসে পৌছালেই সে নির্দেশ দেবে, এখন তাদের দায়িত্ব হচ্ছে প্রস্তুত থাকা। শুভ্রত তাদের নিয়ে বিধাতার নামস্তুর শুরু করে, বিধাতার শক্তিরা ব্যাকুলভাবে স্তব করে বিধাতার; তাদের স্তবের ধ্বনি শুভ্রতের ঘনকে শান্তি আর সুবে ভরে দেয়। শুভ্রত দেখতে পায় বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতে চলছে, দিকে দিকে মন্দির ভেঙে পড়ছে, উঠেছে বিধাতার স্তবাগার, চূর্ণবিচূর্ণ হচ্ছে মূর্তি, বিধাতার নামের ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠেছে ঘৃষ্ণবিশ্ব।

পঞ্চম সন্ধ্যায় শুভ্রত স্তবকৃটিরে চুক্তি দেখে আদিত্য, অংশমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস অপেক্ষা করছে তার জন্যে বিধাতার শক্তিদের নিয়ে; সে তাদের দিকে তাকায় না, কোনো কথা বলে না, স্তবকৃটিরের দৃশ্যস্তুকণ প্রাপ্তে গিয়ে আসন গ্রহণ করে। তারা তার দিকে অগ্রসর হতে চাইলে সে বা হাতের তর্জনি উচিয়ে নিষেধ করে, তারা আর অগ্রসর হয় না; শুভ্রত ধ্যানমগ্ন হয়। কয়েক দিন ধরে তারা সবাই সন্ধ্যায় বিধাতার স্তব করছে মনোনীতজনের সাথে, আলোচনা করছে বিভিন্ন কৌশল, মনোনীতজনের কথা শুনে মুক্ত হচ্ছে; আজ মনোনীতজনের আচরণে তারা আরো মুক্ত হয়, তাদের মনে হয় তারা কোনো অলৌকিক পূরুষকে দেখছে, যাকে তারা চেনে না, যিনি তাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা সবাই মাথা নত করে বিধাতার নাম নিতে থাকে, তখন শুভ্রত তাদের ডাকে। তারা তার কাছাকাছি এলেই শুভ্রত চোখ বন্ধ রেখে বলে : 'নিশ্চয়ই এটা বিধাতার বাণী, যা বিশ্বাসীদের কাছে সবচেয়ে পবিত্র, সবচেয়ে সত্য, যাতে কোনো সন্দেহ নেই—বিধাতা মহান, বিধাতা অদ্বিতীয়, বিধাতা অনন্য; বিধাতা সৃষ্টি করেছেন অগ্নি ও বায়ু, অঙ্গি নিশ্চয়ই মহাক্ষেত্রে সর্বাপ্রেক্ষা সম্মানিত, আজ রাতেই মহারাজ্য স্থাপিত হবে বিধাতার, বিশ্বাসীরা আজ রাতেই উদ্যত করবে অসি, তাদের দুই অসিতে আজ আলোকিত হয়ে উঠবে নগর, অঙ্গি বিশ্বাসীদের অভয় দিছি, মধ্যরাতের পর উদ্যত হবে বিশ্বাসীদের অসি, বিশ্বাসীদের জয় অবধারিত, নিশ্চয়ই অঙ্গি সর্বজ্ঞ। সম্পূর্ণ ধ্রংস হবে দুই গৃহের পাপ, বিধ্বস্ত হবে সব মন্দির, রক্ত বিধাতার আশীর্বাদ, দ্বিখণ্ডিত হবে সব অবিশ্বাসী, বিশ্বাসীরা আশীর্বাদপ্রাপ্ত। যারা বিশ্বাসী, তারা নিশ্চয়ই হত করবে না কোনো নারীকে, কেননা বিশ্বাসীরা তাদের জরাযুতে উৎপাদন করবে ফসল, বিধাতা তাদের যোনি ও পেট সৃষ্টি করেছেন বিশ্বাসীদের সন্তান ধারণের জন্যে; হত করবে না শিশুকে, কেননা তারা বিশ্বাস আনবে; তারা শস্যক্ষেত্র বিক্ষত করবে না, কেননা প্রতিটি শস্যক্ষেত্র বিধাতার আশীর্বাদপ্রাপ্ত। পবিত্র যুদ্ধে ১ বার অসি চালনার পুরক্ষার ১ লক্ষ ২০ হাজার পুণ্য; শক্তির ১টি শিরক্ষেদের পুরক্ষার ৫০ লক্ষ ৮০ হাজার ৪০০ পুণ্য; জয়ের পুরক্ষার ১০০ স্বর্ণমুদ্রা, ও জন কুমারী, বিধবা বা সধবা; এবং

পুরকার ২টি দাস আর ওটি দাসী, যাদের বন্দী করবে বিশ্বাসীরা। অঙ্গি
বিশ্বাসীদের জন্যে সংরক্ষণ করেছি রত্ন, মণিমাণিক্য, শর্ণে গৌরব, মর্ত্যে রাজা, যা প্রিয়
মনোনীতজন নির্ধারণ করবেন। বিশ্বাসীরা শর্ণে অনন্ত ঘোবন আর রাতি লাভ করবে,
রত্নচরিতার্থ ক'রে তারা অতিবাহিত করবে অনন্ত কাল।'

শুভ্রতের কথায় সকলের রক্ষের ভেতর দিয়ে তঙ্গ প্রবাহ বয়ে যেতে থাকে।

শুভ্রত চোখ মেলে তাকায়; এবং বলে, 'বিধাতার বাণী কি তোমাদের হৃদয়ে
প্রবেশ করেছে, হে বিশ্বাসীরা?'

তারা বলে, 'হে মনোনীতজন, আমরা আদেশ পেয়েছি, আমাদের অস্তর প্রস্তুত,
আমাদের তরবারি প্রস্তুত; আজ মধ্যরাতের পরেই সূচনা হবে বিধাতার মহারাজ্যের,
আমাদের কাম্য জয় অথবা বীরদের শ্রেষ্ঠ শৰ্ণ, সর্বশক্তিধর বিধাতা নিশ্চয়ই সাহায্য
করবেন আমাদের।'

শুভ্রত বলে, 'বিশ্বাসীদের দিকে বিধাতার সহস্র হাত সর্বদা প্রসারিত; বিশ্বাসীদের
বুকের বিশ্বাস যদি তীক্ষ্ণ সম্পন্ন হয়, তবে তীক্ষ্ণ সম্পন্নের হবে তাদের কঢ়ির
তরবারিও। বিশ্বাসীরা শোনো, বিধাতার মহারাজ্যের প্রথম পরিত্র যুক্তে বিধাতা
আমাকেই নিয়োগ করেছেন সেনাপতি; সন্ত্যাই নেতৃত্ব দেবো তোমাদের। বিশ্বাসীরা
মনে রেখো যুক্তে কোনো দয়া নেই, জয়ের আগে কোনো ক্ষমা নেই; নিশ্চয়ই বিধাতা
আমাদের প্রভু।'

শুভ্রত সেনাপতি হবে ওনে সবাই হৃষিকেন করে ওঠে; বলে, 'আগামী তোরের
আগেই প্রতিষ্ঠিত হবে বিধাতার সম্রাজ্য। বিধাতার মনোনীতজন আমাদের সেনাপতি;
জয়, বিধাতার জয়।'

অধ্যরাতের পর দশ দিক থেকে আক্রমিক ঝঁঝাক্রমণ চালানো হয় শুভ্রতের
নেতৃত্বে। শুভ্রত ধার্মিকদের ও বিধাতার দশশক্তির সৈনিকদের ভাগ করে দশ দলে,
এবং আদিত্য, অঞ্চলান, জিতেন্দ্রিয়, বিহুসূ ও অশ্বপতিকে দেয় দুটি করে দলের
সেনাপতিত্ব, সে নিজে হয় সম্পূর্ণ বাহিনীর সেনাপতি। তাদের সে নির্দেশ দেয় কোন
দিক থেকে, কীভাবে, কখন, কাকে আক্রমণ করতে হবে; কতোক্ষণে অধিকার করতে
হবে বহুবলভের প্রাসাদ ও সিংহসনের উর্বর। সে বলে, শক্র হচ্ছে শক্র, বিধাতা চান
শক্র নিশ্চিহ্ন হবে মূল পর্যন্ত, বীজ পর্যন্ত, যেনো কোনো মূল আর বীজ থেকে কোনো
শক্র মাথা তুলতে না পারে। সে বলে, সম্পূর্ণ জয়ের আগে শক্রকে করুণা করা পাপ।
শুভ্রত সিংহসনের ভবন আক্রমণের দায়িত্ব দেয় আদিত্য, অঞ্চলান, জিতেন্দ্রিয়কে;
আর বিভাস ও অশ্বপতিকে দেয় বহুবলভের প্রাসাদ আক্রমণের দায়িত্ব। সেনাপতিরা
প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়; তাদের বাহিনীর সামনে দাঁড়াতে পারে না বহুবলভের প্রাসাদের,
এবং সিংহসনের ভবনের প্রহরীরা; তারা আত্মসমর্পণ করে, তবে ধার্মিকরা কোনো
আত্মসমর্পণ শীকার করে না, তারা প্রহরীদের হত্যা করে; তারা বলে, সম্পূর্ণ জয়ের
আগে কোনো শক্রকে বিধাতা জীবিত দেখতে চান না। সেনাপতিরা ঝড়ের বেগে দখল
করে রাজপ্রাসাদ ও প্রধানমন্ত্রীর ভবন; তারা সৈনিকদের নির্দেশ দেয় যে ভোরের আগে
কোনো ক্ষমা নেই, শক্রের শিরশেদেই হচ্ছে তাদের ধর্ম। সৈনিকেরা অক্ষরে অক্ষরে
পালন করে এই নির্দেশ। আদিত্য নিজে শিরশেদ করে সিংহসনের, অশ্বপতি

শিরচেদ করে বহুলভের; রাজপ্রাসাদ ও সিংহসনের ভবনের কোনো পুরুষকে জীবিত
রাখে না সৈনিকেরা; এবং ধার্মিকেরা বন্দী করে পুরনারীদের। পুরের আকাশ রঙিন
হওয়ার আগেই বিধাতার নামাঙ্কিত পতাকা উড়ীন হয় রাজপ্রাসাদের শীর্ষে।

শুভ্রত সকলের উদ্দেশে বলে, 'আজ ভোরে বিধাতার নামাঙ্কিত যে-পতাকা
উড়ীন হলো, তা এক নতুন সূর্য; পুর আকাশের সূর্যের থেকে এই সূর্য অনেক বেশি
দীক্ষিময়, কেননা এই পতাকা বিধাতার মহারাজ্যের পতাকা। সূর্য প্রতিদিন অন্ত যায়,
কিন্তু বিধাতার মহারাজ্যের এই সূর্য কখনো অন্ত যাবে না।'

সবাই উচ্চকষ্টে রব তোলে, 'জয়, বিধাতার জয়; জয়, মনোনীতজন শুভ্রতের
জয়; বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বশক্তিধর।'

শুভ্রত বলে, 'অকৃণারাজ্য বিধাতার মহারাজ্যের চরণের সমতূল্য, কেননা এখান
থেকেই যাত্রা শুরু হলো বিধাতার মহারাজ্য; বিক্রমপট্টী হবে বিধাতার মহারাজ্যের
বক্ষসদৃশ, কেননা এখান থেকে আমরা যাত্রা করে জয় করবো বিক্রমপট্টী, আর রাজগৃহ
হবে বিধাতার মহারাজ্যের মন্ত্রকসদৃশ। কেননা রাজগৃহ জয় করাই আমাদের প্রধান
লক্ষ্য।'

সবাই উচ্চকষ্টে রব তোলে, 'জয়, বিধাতার জয়; জয়, মনোনীতজন শুভ্রতের
জয়; বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বশক্তিধর।'

পরমদাসের নেতৃত্বে বিধাতার তিরিশ সৈনিক উচ্চরব করে, 'রাজগৃহ মহাবেশ্যা,
মহাবেশ্যা রাজগৃহকে ধ্বংস হতেই হবে।'

শুভ্রত বলে, 'অশ্বপতিকে আমি অকৃণারাজ্যের শাসক নিয়োগ করলাম; সে
আমার ও আমার প্রতিনিধির নির্দেশে শাসন করবে অকৃণারাজ্য।'

সবাই উচ্চরব করে, 'জয়, বিধাতার জয়; জয়, মনোনীতজনের জয়।'

শুভ্রত বলে, 'অকৃণারাজ্য কোনো অবিশ্বাসী থাকবে না, কোনো দেবদেবী
থাকবে না; অশ্বপতি চালিশ দিনের মধ্যে অকৃণারাজ্যের অধিবাসীদের দীক্ষিত করবে
বিধাতার ধর্মে।'

সবাই উচ্চকষ্টে রব তোলে, 'জয়, বিধাতার জয়; জয়, মনোনীতজন শুভ্রতের
জয়; বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বশক্তিমান।'

অশ্বপতি বলে, 'বিধাতার মনোনীতজন আমাকে যে-দায়িত্ব দিয়েছেন, তা আমি
তিরিশ দিনের মধ্যেই পালন করবো, বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বশক্তিধর।'

শুভ্রত বলে, 'সেনাপতি আদিত্য, অঞ্চলান ও অশ্বপতি, তোমরা এখনই
তোমাদের বাহিনী নিয়ে তীব্র গতিতে বেরিয়ে পড়ো, সূর্য মধ্যগগনে আসার আগেই
ধ্বংস করো নগরের দেবগৃহসমূহ, মহারাজ্যের জন্যে সংগ্রহ করো মন্দিরের
ধনরত্নমণিমাণিক্য, সহস্রজনকে দীক্ষিত করো বিধাতার ধর্মে, নিশ্চিহ্ন করো
অবিশ্বাসীদের, যারা বিশ্বাস আনতে চায় না।'

সবাই উচ্চকষ্টে রব তোলে, 'জয়, বিধাতার জয়; জয়, মনোনীতজন শুভ্রতের
জয়; বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বশক্তিধর।'

অরুণারাজ্য নগরে আসের রাজতু শুরু হয়; রক্ত ঝ'রে পড়তে থাকে পথে পথে,
দেবগৃহ ভেঙে পড়ে, নারীদের কান্নায় ভারী হয়ে ওঠে বায়।

আদিত্য, অংশমান, অশ্বপতি দুপুরের আগেই এক সহস্রেও বেশি অরুণারাজ্য
নগরবাসীকে তাড়িয়ে এনে উপস্থিত করে রাজপ্রাসাদের সামনে উন্মুক্ত মাঠে। তাদের
অধিকাংশেরই শরীর ক্ষতবিক্ষত, রক্ত ঝরছে ক্ষত থেকে, অনকেই বিকলাঙ্গ, তাদের
চোখেমুখে প্রচও ভীতি। তারা জানে না তাদের কী হবে, তারা মৃত্যুকেই নিজেদের
ভবিষ্যৎ ভেবে কাপছে। তাদের চারদিকে পাহারা দিচ্ছে বিশ্বাসীরা। শুভ্রত এসে উচ্চ
বেদির ওপর দাঁড়ায়, তার একপাশে আদিত্য আরেক পাশে অশ্বপতি। বিশাল জনতা
দেখে সুস্মী শুভ্রত, একসাথে এতো লোককে সে আগে করনো বিধাতার ধর্মে দীক্ষিত
করে নি; সে অলৌকিক আনন্দ অনুভব করে, তার মনে হয় সে বিধাতার শর ঘনছে,
বিধাতা তাকে স্পর্শ করছে, বিধাতা আলিঙ্গন করছে তাকে। সে চোখের সামনে বিশাল
বিধাতার মহারাজ্য দেখতে পায়; সে দেখে আরো হাজার হাজার বিশ্বাসী বৃক্ত বিশ্বসের
তরবারি আর কটিতে ধাতুর তরবারি তুলে নিয়েছে, ছুটে চলছে রাজ্যের পর রাজ্যের
ওপর দিয়ে, তাদের পদধূলিতে ঢেকে যাচ্ছে আকাশ, দিকে দিকে শব্দ উঠছে বিধাতা,
বিধাতা। তাদের ক্ষতবিক্ষত দেহ, আর ক্ষত থেকে রক্ত ঝরতে দেখে সে বিধাতাকে
ধন্যবাদ দেয়; তার মনে হয় প্রতিটি বিকলাঙ্গ দেহ, খণ্ডিত হাত, বিচ্ছিন্ন পা, আর
রক্তবিন্দু শ্বেত করছে বিধাতার নাম, ক্ষমা টাচ্ছে বিধাতার কাছে; তারা এখন পাপ থেকে
উন্মোচিত হবে, ভুল থেকে সত্যের পথে আসবে।

অশ্বপতি বলে, ‘হে মনোনীতজন, অগ্নমী তিরিশ দিনে অরুণারাজ্যে কোনো
অবিশ্বাসী থাকবে না, সবাই হবে বিশ্বাসী, কোনো মৃত্যি থাকবে না, সবাই শ্বেত
বিধাতার।’

আদিত্য বলে, ‘হে মনোনীতজন, অগ্নমী কাল দিসহস্ত অবিশ্বাসী আমরা উপস্থিত
করবো, আপনার কাছে দীক্ষা পেয়ে তারা বিমৃত্য হবে।’

শুভ্রত জনতাকে দীক্ষাদান শুরু করে।

শুভ্রত বলে, ‘এই মুক্ত মাঠ ভাগ্যবন্ধু তোমরা ভাগ্যবান, এই মাঠ আশীর্বাদপ্রাণ;
আজ থেকে এর নাম হবে ‘বিধাতার প্রান্তর’। তোমাদের উপাধি হবে ‘অরুণারাজ্যের
প্রথম সহস্র’। তোমরা ধন্য, তোমরা দেবদেবী ছেড়ে বিধাতায় বিশ্বাস আনছো; মিথ্যে
ওই দেবদেবী, মিথ্যে ওই সব মৃত্যি, তারা ধৰ্ম হোক যারা পুজো করে
দেবদেবীমৃত্যির।’

শুভ্রত একবার একটু কেঁপে ওঠে, সে বিগুল অঙ্ককার দেখে, তার রক্তের ভেতর
দিয়ে অঙ্ককার শীতলভাবে বয়ে চলে; সে দু-হাতে মুখ ঢেকে ব'সে পড়ে। সবাই তার
দিকে নিষ্পলক চোখে তাকায়, এবং দেখে শুভ্রত ধীরে ধীরে দাঁড়াচ্ছে, প্রসন্ন মুখে
তাকাচ্ছে জনতার দিকে।

শুভ্রত বলে, ‘বিধাতার সাথে সাক্ষাৎ করলাম, দশ লক্ষ বর্ষ; তিনি আলিঙ্গন
করলেন, চুম্বন করলেন, শর্গদরোজায় দাঁড়ালাম, সেখানে তোমাদের মুখ দেখলাম;
নরকের দরোজায় দাঁড়ালাম, সেখানে দেখলাম অবিশ্বাসীদের খণ্ডিত দেহ। শর্গ পরিপূর্ণ
আহাদে আনন্দে, নরকে শুধু ধৰ্মনিত হচ্ছিলো আর্তনাদ।’

বিশ্বাসীরা উচ্চরণ করে, 'জয়, বিধাতার জয়; বিধাতা অনন্য, বিধাতা
সর্বশক্তিধর।'

গুরুত বলে, 'সবাই বলো তোমরা—'বিধাতা ছাড়া কোনো বিধাতা নেই।'

বিশ্বাসীরা উচ্চকষ্টে বলে, 'বিধাতা ছাড়া কোনো বিধাতা নেই।'

জনতা ওই উচ্চরণে অংশ নেয় না, তারা নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকে।

আদিত্য হাত তুলে ইঙ্গিত দেয়, এবং সাথে সাথে কয়েকজন অশ্বারোহী প্রহরী
জনতার ওপর দিয়ে অশ্ব চালিয়ে দেয়, কয়েক মুহূর্তে তরবারির আঘাতে দিখতিত হয়
শতাধিক অবিশ্বাসী।

গুরুত বলে, 'সবাই বলো তোমরা—'বিধাতা ছাড়া কোনো বিধাতা নেই।'

জনতা উচ্চকষ্টে বলে, 'বিধাতা ছাড়া কোনো বিধাতা নেই।'

গুরুত বলে, 'বলো, দেবদেবী মিথ্যে, মূর্তি মিথ্যে, বিধাতা অনন্য, বিধাতা
সর্বশক্তিধর।'

জনতা উচ্চকষ্টে বলে, 'দেবদেবী মিথ্যে, মূর্তি মিথ্যে, বিধাতা অনন্য, বিধাতা
সর্বশক্তিধর।'

গুরুত বলে, 'এখন থেকে তোমরা ভূত্যাদের স্ত্রীরা, সন্তানেরা, পূর্বপুরুষেরা
বিধাতার অনুসারী; তোমাদের সকলের জন্মের সর্বের সড়ক খোলা, যদি তোমরা বিশ্বাস
করো; তোমাদের গৃহে কোনো মূর্তি থাকবে না, তোমরা স্ত্রীদের ও সন্তানদের দীক্ষা
দেবে; যারা বিধাতার ধর্ম প্রহণ করতে রাজ্ঞি হবে না, তাদের ত্যাগ করবে, অবশ্যই
মৃত্যু তাদের পুরকার।'

গুরুত বিধাতার শ্রবণ শুরু করে, তার সাথে শ্রবণ শুরু করে সমস্ত বিশ্বাসী; বিধাতার
নামে মুখৱ হয়ে ওঠে বিধাতার প্রাত্মক।

আদিত্য বলে, 'হে মনোনীতজন, আপোনি বিশ্বাসীদের বিধান দান করুন; তারা
আপনার বিধান চায়।'

গুরুত বলে, 'হে বিশ্বাসীরা, তোমরা আজ থেকে বিধাতার মহারাজ্যের অধিবাসী,
তোমরা আজ থেকে বিধাতার মহারাজ্যের অধিকারী। তোমরা যারা বিশ্বাস করো,
তাদের জন্মে রয়েছে পৃথিবীতে রাজত্ব, জ্ঞান সর্বে প্রমোদ।'

বিশ্বাসীরা উচ্চরণ করে 'জয়, বিধাতার জয়; জয়, মনোনীতজনের জয়।'

গুরুত বলে, 'তোমাদের মধ্যে যাদের শতাধিক গবাদি পশু আছে, তারা
শতাতিরিক্ত গবাদি পশু দান করবে তাদের, যাদের কোনো গবাদি পশু নেই, বা দশটির
কম গবাদি পশু আছে।'

অরূপারাজ্যের প্রথম সহস্রের অধিকাংশ ও অন্য বিশ্বাসীরা উচ্চরণ করে, 'জয়,
বিধাতার জয়; বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বশক্তিধর।'

গুরুত বলে, 'তোমাদের মধ্যে যাদের এক হাজার বিঘের বেশি ভূমি আছে, তারা
অতিরিক্ত ভূমি দান করবে তাদের, যাদের ভূমি নেই, বা পঞ্চাশ বিঘের কম ভূমি
আছে।'

অধিকাংশ বিশ্বাসী উচ্চরণ করে, 'জয়, বিধাতার জয়; বিধাতা অনন্য, বিধাতা
সর্বশক্তিধর।'

গুরুত্বপূর্ণ বলে, 'হে বিশ্বাসীরা, মন দাও, বিশ্বাস করো, পালন করো বিধান, যা বিধাতা নির্ধারণ করেছেন তোমাদের জন্যে :

১ : তোমরা গ্রহণ করবে এক, দুই, বা তিন নারী, কুমারী অথবা বিধবা, যারা বিশ্বাস হ্রাপন করবে পরম বিধাতায়; মনোনীতজন ব্যতিক্রম, বিধাতার নির্দেশে তিনি নারী গ্রহণ করবেন, যে-নারীকে বিধাতা তাঁর জন্যে ছির করেছেন;

২ : তোমরা ত্যাগ করবে নারীদের, যারা বিলম্ব করে শয্যাগমনে, বা বিশ্বাসীর অভিলাষ অনুসারে আসন গ্রহণ করে না, বা যাদের মুখে দুর্গন্ধ, বা যারা কটুভাষী, বা যারা অন্য পুরুষের মুখ বা হাত বা নাক বা চুল বা পৌফের প্রশংসা করে, বা যাদের সঙ্গে সহবাসে বিশ্বাসীরা ত্ণি পায় না, বা যারা দাসের দিকে মিঝ দৃষ্টিতে তাকায়, বা যারা গর্ভধারণ করে না, বা গর্ভধারণের পর প্রসব করে মৃত পুত্র;

৩ : নারীহত্যা পাপ, হে বিশ্বাসীরা, তবে নারীদের তোমরা বন্দী রাখবে ঘরে; তাদের ওপর কখনো সরাসরি সূর্যের আলো আর চাঁদের ক্রিণ পড়বে না; বিশ্বাসীর নারীদের মুখ, চুল, বা আঙুল, বা ঠোট, বা কোনো অঙ্গ সে ছাড়া অন্য কেউ দেখতে পাবে না;

৪ : বিশ্বাসীদের জন্যে বিধাতা দান করেছেন দাসী, তবে ওই গর্ভে কোনো সন্তান জন্ম নেবে না; যদি জন্ম নেয়, সে লাভ করবে বিধাতার অভিশাপ;

৫ : বিশ্বাসীরা প্রতিবেশিদের স্তুদের দিকে দৃষ্টিপাত করবে না, নষ্ট হবে তাদের দৃষ্টি; যদি কোনো বিশ্বাসী অন্য কোনো বিশ্বাসীর নারীর মুখ, বা চুল, বা ঠোট, বা আঙুল দেখে, সেই নারী অভিশঙ্গ, পতি সাথে শয্যায় গমন করবে না; বা শয্যাগমনের আগে তাকে আবার দীক্ষিত করবে বিধাতার ধর্মে;

৬ : বিশ্বাসীরা সহবাসের আগে বলবে— বিধাতা আমাকে পুত্র দাও; সহবাসের পর বলবে—আমি আবার জীবিত; শক্তিমানের সাতবার আর দুর্বলেরা একবার, দিনে সহবাস বিধাতার চোখে পাপ;

৭ : বিধাতার মহারাজ্যে দেবগৃহ, বা বিদ্যালয় থাকবে না; বিশ্বাসীরা অবশ্যই ধৰ্ম করবে মন্দির ও বিদ্যালয়; বিদ্যালয়ের ওপর সর্বদা বর্ষিত হয় বিধাতার কঠোর অভিসম্পাত।

৮ : দেবগৃহ লুঞ্চন করে প্রাণ ধনরত্নমণিমণিক্য বিশ্বাসীরা সঞ্চিত করবে মহারাজ্যের রাজকোষে, যা রক্ষণাবেক্ষণ করবেন বিধাতার মনোনীতজন বা তাঁর প্রতিনিধি; ধার্মিকেরা দেবগৃহ লুঞ্চনের কোনো ধন আস্তসাং করবে না, কেননা তা মহাপাপ; তারা লাভ করবে অবিশ্বাসীদের গৃহ থেকে লুঞ্চিত ধনরত্ন;

৯ : একটি ছাড়া কোনো গ্রাস্ত থাকবে না; কেউ কোনো বর্ণ গঠন করবে না, যাতে লিখিত হয় বিধাতা ছাড়া অন্য কোনো নাম; কেউ তৈরি করবে না ছন্দমিলযুক্ত বাক্য; তার অভিশঙ্গ, যারা বিন্যাস করে বর্ণ, ধ্বনির সাথে মিল দেয় ধ্বনির, নিজের অঙ্গ দিয়ে সৃষ্টি করে মুদ্রা, কঠে সৃষ্টি করে সুর; এবং টানে এমন রেখা, যা অন্য কোনো বস্তুর আকৃতির মতো;

১০ : সৎ পথে বিচরণ করবে বিশ্বাসীরা; বিধাতার পথই সৎ পথ, আর সমস্ত পথই বিপথ;

১১ : বিধাতার কাছে প্রাৰ্থনা কৰাই একমাত্ৰ জ্ঞান, এ ছাড়া আৱ কোনো জ্ঞান নেই; বিশ্বাসীৱা আৱ কোনো জ্ঞানেৰ প্রলোভনে পড়বে না, অন্য সব জ্ঞান নিষিদ্ধ বিশ্বাসীদেৱ জন্যে, কেননা তা শধু চালিত কৱে বিপথে।

বহুবল্লভেৰ প্রাসাদটি রাজকীয় ও মনোৱম, এবং পছন্দ হয় উভ্রুতেৱ, যেমন তাৱ
পছন্দ হয় অঞ্জনাকে; আবাৱ ঘেন্নাও লাগে, যেমন অঞ্জনাকে তাৱ ঘেন্না লাগে; তাৱ
মনে হয় প্রাসাদে বাস কৱলে বিধাতা তাৱ থেকে দূৰে সৱে যাবেন, বিধাতা প্রাসাদ
পছন্দ কৱেন না, বিধাতা পছন্দ কৱেন কুটিৱ; আবাৱ মনে হয় এই প্রাসাদ বিধাতাৱই
প্রাসাদ, বিধাতা তাৱ মনোনীতজনকে এখানেই দেখতে চান। উভ্রুত নতুন নামকৱণ
কৱে প্রাসাদটিৱ, নাম রাখে ‘পৰিত্ব কুটিৱ’। উভ্রুত ডাকে আদিত্য, অংশমান,
জিতেন্দ্ৰিয়, বিভাস, ও অশ্পতিকে, এবং তাদেৱ জন্যে বৰাদ্ব কৱে বিভিন্ন ভবন। সে
আদিত্য, নিৰ্দেশ দেয় পারমিতা ও অঞ্জনাকে শান্তিপদ্ধী থেকে পৰিত্ব কুটিৱে নিয়ে
আসতে। আদিত্য, অংশমান, জিতেন্দ্ৰিয়, বিভাসেৱ জন্যে সে বৰাদ্ব কৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ
মূলভবন (নতুন নাম ‘দীনকুটিৱ’), এবং অংশমান, জিতেন্দ্ৰিয়, বিভাসকে নিৰ্দেশ দেয়
তমালিকা (আদিত্যেৰ স্ত্ৰী), সৰ্ণলতা (অংশমানেৰ স্ত্ৰী), প্ৰভাবতী (জিতেন্দ্ৰিয়েৰ স্ত্ৰী),
বৈজয়ন্তীমালাকে (বিভাসেৰ স্ত্ৰী) অবিলম্বে দীনকুটিৱে নিয়ে আসাৱ জন্যে। অশ্পতিৰ
জন্যে সে বৰাদ্ব কৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দিক্ষী ভবনটি (নতুন নাম ‘আনুগত্যকুটিৱ’), এবং
তাকে আনুগত্যকুটিৱে অবিলম্বে সপৰিব্ৰায়ে ওঠাৱ নিৰ্দেশ দেয়। আদিত্যকে সে আৱো
একটি নিৰ্দেশ ও ক্ষমতা দেয়: বিশ্বাসীজেৱ জন্যে নগৱে বিভিন্ন আবাস বৰাদ্ব কৱাৱ।
উভ্রুতেৱ নিৰ্দেশে সবাই আনন্দিত হয়, তাৱ দায়িত্ব পালনে বিলম্ব কৱে না। আদিত্য
একদল অশ্বারোহী প্ৰহৱী ও দুটি শকট মিয়ে বেৱিয়ে পড়ে, পারমিতা ও অঞ্জনাৰ
কুটিৱেৰ সামনে উপস্থিত হয়। সে বিশ্বাসীজেৱ তাদেৱ মনোনীতজনেৰ আদেশ জানায়,
সময়ানে তাদেৱ শকটে তোলে, তাদেৱ শকটেৰ আগেপিছে প্ৰহৱায় রাখে অশ্বারোহী
বিশ্বাসীদেৱ, এবং বিধাতাৰ নামে চারদিক মুখৰ ক'ৱে পারমিতা ও অঞ্জনাকে নিয়ে
আসে পৰিত্ব কুটিৱে। অংশমান, জিতেন্দ্ৰিয়, বিভাস একটি শকট নিয়ে বেৱোঘ; তাৱ
বিধাতাৰ ও উভ্রুতেৱ নাম কীৰ্তন কৱতে কৱতে বিশ্বাসীদেৱ দ্বাৰা পৱিত্ৰ হয়ে
তমালিকা, সৰ্ণলতা, প্ৰভাবতী, বৈজয়ন্তীমালাকে নিয়ে আসে দীনকুটিৱে। অনুগত
অশ্পতি তাৱ সাত পঞ্চি, বাৱো কন্যা, পনেৱো পুত্ৰ, শতাধিক দাসদাসী নিয়ে ওঠে
আনুগত্যকুটিৱে। সব কুটিৱেৰ শীৰ্ষে উজ্জীৱ হয় বিধাতাৰ নামাঙ্কিত পতাকা, এবং
উচ্চকষ্টে আবৃত্ত হয় বিধাতাৰ নাম।

একদল বিশ্বাসী উচ্চকষ্টে বিধাতাৰ নাম জপ কৱতে কৱতে আসে উভ্রুতেৱ
কাছে; তাদেৱ দেখে উভ্রুত সুৰী হয়।

উভ্রুত বলে, ‘হে বিশ্বাসীৱা, সৰ্বশক্তিধৰ বিধাতাৰ অনুসাৰীৱা, হে বিজয়ীৱা,
তোমাদেৱ জন্যে রয়েছে শ্ৰেষ্ঠ স্বৰ্গ, কেননা, তোমৱা বিধাতাৰ মহারাজ্যেৰ সৈনিক,
বিধাতা তোমাদেৱ মুখ দেবেই চিনতে পাৱবেন।’

তাৱ বলে, ‘হে মনোনীতজন, বিধাতাৰ কাছে আমৱা প্ৰতিমূৰ্ত্তি কৃতজ্ঞতা জানাই;
বিধাতা অনন্য। হে মনোনীতজন, আপনাৰ কাছে আমৱা এক আবেদন নিয়ে এসেছি।’

শুভ্রত বলে, 'বিধাতা তোমাদের আবেদন অনুমোদন করবেন, হে বিশ্বাসীরা, বলো কী তোমাদের আবেদন?'

তারা বলে, 'হে মনোনীতজন, প্রথমে আমরা বিধাতার ও আগনার করণ প্রার্থনা করি।'

শুভ্রত বলে, 'নিশ্চয়ই বিধাতা তোমাদের করণ করবেন, কেননা তোমরা সৈনিক বিধাতার মহারাজ্যের।'

তারা বলে, 'হে মনোনীতজন, আমরা আমাদের পছন্দমতো নারীদের বন্দী করেছি, তাদের সাথে সহবাস করেছি, কিন্তু এখনো আমাদের বিবাহ হয় নি।'

শুভ্রত বলে, 'যাদের সাথে তোমরা সহবাস করেছো, তারা তোমাদের স্ত্রী, বিধাতা তা অনুমোদন করবেন।'

দশজন বিশ্বাসী বলে, 'হে মনোনীতজন, আমরা আটজন করে নারীকে বন্দী করেছি, তাদের সাথে সহবাস করেছি; কিন্তু আপনি বলেছেন তিনজন নারী গ্রহণ করতে, আমরা কি অপরাধ করেছি, হে মনোনীতজন?'

শুভ্রত বলে, 'বিধাতা তোমাদের ক্ষমা করবেন; তোমরা তিনজনকে গ্রহণ করো স্ত্রী হিসেবে, অন্যদের করো স্ত্রী, বিধাতা তোমাদের নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন।'

তারা বলে, 'হে মনোনীতজন, কিন্তু আমরা স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারছি না কোন তিনজনকে আমরা স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করবো, তারা সবাই ক্লপসী।'

শুভ্রত বলে, 'হে বিশ্বাসীমণি, যাদের বৃষ্টি লাল, যাদের অঙ্গ দুর্গঙ্গমুক্ত, যাদের দাঁত উত্ত, যাদের শ্বাস সুরক্ষা, তাদের গ্রহণ করো স্ত্রী হিসেবে।'

তারা বলে, 'হে মনোনীতজন, আমরা যাদের বন্দী করেছি সব নারীকেই আমাদের সুরক্ষা মনে হচ্ছে, সবাইকেই আমরা স্ত্রী হিসেবে পেতে চাই।'

শুভ্রত বলে, 'বিধাতার নির্দেশ অবশ্যই মান্য; বিধাতা প্রত্যাহার করেন না তাঁর নির্দেশ।'

পবিত্র কৃষ্ণের স্তুতি স্মরণ, শক্ত্যায়, শুভ্রতের সাথে মিলিত হয় আদিত্য, অংশমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস, ও অশ্বপত্তি। শুভ্রত সমাসবদ্ধ বিশেষণ প্রয়োগ করে তাদের প্রশংসা করে; বীরদের স্বর্গের প্রেষ্ঠ স্থান বিধাতা যে চিহ্নিত করে রেখেছে তাদের জন্যে, ও তাদের নামও পবিত্র অক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে স্বর্ণ, সে-সংবাদ তাদের জ্ঞানায়। তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বিধাতার কাছে। শুভ্রত তাদের বলে, বিধাতার মহারাজ্যের সূচনা হয়েছে মাত্র, বিধাতার মহারাজ্য রাজ্য থেকে রাজ্যে ছড়িয়ে পড়বে, ভূমগলে বিধাতার মহারাজ্য ছাড়া আর কোনো রাজ্য থাকবে না। শুভ্রত তাদের নির্দেশ দেয় সমগ্র অরুণারাজ্য জয় করতে, রাজ্যের সব পক্ষীতে বিধাতার পতাকা উড়োন করতে। সে বলে অবিলম্বে গঠন করতে হবে বিশাল সেনাবাহিনী, জয় করতে হবে বিক্রমপক্ষী ও রাজগৃহ, স্থাপন করতে হবে বিধাতার মহারাজ্য। আদিত্য, অংশমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস, ও অশ্বপত্তি তাকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে তার আদেশ অক্ষরে পালিত হবে। শুভ্রত তাদের হিসেব নিতে বলে অরুণারাজ্যের সমস্ত ধনরত্নের, যা সে বন্টন করবে বিধাতার নির্দেশ অনুসারে।

আদিত্য একটি আবেদন জানায়।

আদিত্য বলে, 'হে মনোনীতজন, এই শুভদিনে, এই আনন্দের দিনে, এই বিজয়ের দিনে আমাদের এক আবেদন রয়েছে আপনার কাছে।'

গুরুত বলে, 'হে বীর সেনাপতিগণ, বলো তোমাদের কী আবেদন?' ।

অংশমান বলে, 'হে মনোনীতজন, আমাদের অধীনে আছে যে সাধারণ বিশ্বাসীরা, তারাও আজ আমাদের থেকে বেশি সুখী, আমাদের থেকে বেশি ধনী।'

গুরুত জানতে চায়, 'কীভাবে তারা বেশি সুখী, কীভাবে তারা বেশি ধনী?' ।

জিতেন্দ্রিয় বলে, 'হে মনোনীতজন, তারা প্রত্যেকে এখন একাধিক নারীর স্বামী, তাই তারা সুখী, তাই তারা ধনী।'

গুরুত বলে, 'বিধাতা নিশ্চয়ই তোমাদেরও সুখী করবেন; তোমাদেরও ধনী করবেন।'

বিভাস বলে, 'হে মনোনীতজন আমরাও পছন্দমতো নারী লাভ করে সুখী হতে চাই, আমরা আপনার আদেশের প্রত্যাশাঙ্কা রয়েছি।'

গুরুত আদিত্যের মুখের দিকে তার চোখের মণিতে সে দেখতে পায় গীতাঞ্জলির মুখ।

অশ্বপতি বলে, 'হে মনোনীতজন, হোবিধাতার শ্রেষ্ঠতম কল্পনা, আমার একটি বিনীত আবেদন আছে আপনার কাছে।'

গুরুত বলে, 'বিধাতা বীরদের আবেদন রক্ষা করবেন।'

গুরুত মাথা নিচু করে থাকে, ধ্যান করে হয়, গভীরতম অঙ্ককারে হারিয়ে যায়, তারপর তার ডেতর আলো জুলে ওঠে; অঙ্কোর ঝিলিকে সে কেঁপে ওঠে।

অঙ্ককার থেকে জেগে গুরুত বলে, 'বিধাতা তোমাদের সুখী ও ধনী করবেন।'

তারা বলে, 'সব স্তব বিধাতার জন্মে।'

গুরুত বলে, 'তোমরা গ্রহণ করো পছন্দমতো তিনজন নারী, তবে তোমাদের জন্মে নিষিদ্ধ পবিত্র গীতাঞ্জলি, বিধাতা যাকে আশীর্বাদ করেছেন, এবং বিশ্বাসী নারী আর তোমরা ত্যাগ করবে না স্তীর্দের।'

অংশমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাসের মুখে উজ্জ্বলতা দেখা দেয়; আর মলিন হয়ে ওঠে আদিত্য।

তারা তিনজন বলে, 'হে মনোনীতজন, বিধাতার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, তিনি আমাদের নতুন নারী দিয়েছেন; বিধাতার আশীর্বাদে আমরা সুখী, সাধারণ বিশ্বাসীদের থেকে আমরা আর দৰিদ্র নই।'

আদিত্য কোনো কথা বলে না; মাথা নিচু করে থাকে। গুরুত তার দিকে তাকায়, তার চোখের মণিতে গুরুত একটি তরবারি দেখতে পায়।

গুরুত বলে, 'আদিত্য, তুমি বিধাতাকে ধন্যবাদ দাও।'

আদিত্য বলে, 'সব স্তব বিধাতার জন্মে; বিধাতা সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর।'

অশ্বপতি বলে, 'হে মনোনীতজন, আমার সাত পঞ্চী; আমি কি গ্রহণ করতে পারি আরো তিননারী?' ।

উত্তৃত বলে, 'তাৰা হবে তোমাৰ দাসী; যদি দু-বছৰ পৱণ পত্নীৰপে গ্ৰহণ কৰাৰ
ইচ্ছে থাকে, তখন পত্নীৰপে গ্ৰহণ কোৱো, ত্যাগ কোৱো আগেৰ পত্নীদেৱ।'

অশ্বপতি উত্তৃতেৰ কথা শনে ভয় পায়।

অশ্বপতি জিজ্ঞেস কৰে, 'হে মনোনীতজন, আমি কি একই সঙ্গে মাতা ও কন্যাকে
দাসী হিশেবে রাখতে পাৰি?'

উত্তৃত বলে, 'দাসী হিশেবে মাতাৰ থেকে কন্যা শ্ৰেষ্ঠতৰ।'

আদিত্য বলে, 'হে মনোনীতজন, আমাদেৱ অনুমতি দিন যাতে আমৰা প্ৰস্থান
কৰতে পাৰি।'

উত্তৃত চোখ বৰু কৰে কিছুক্ষণেৰ জন্যে ধ্যানস্থ হয়।

তাৰপৰ উত্তৃত বলে, 'সেনাপতিগণ, অনুসৱণ কৰো; সেই শ্ৰেষ্ঠ সেনাপতি যে
সৰ্বাপেক্ষা বীৱৰতু প্ৰদৰ্শন কৰে যুক্তে, এবং সৰ্বাধিক বিনীতভাৱে অনুসৱণ কৰে
মনোনীতজনকে।'

উত্তৃত দাঁড়ায়, হাঁটতে শুক কৰে; সেনাপতিৰা অনুসৱণ কৰে তাকে, আদিত্য
সবাৰ আগে। উত্তৃত প্ৰাসাদেৱ বাইৱে গিয়ে শকটে উঠে চালকেৱ আসনে বসে।

আদিত্য বলে, 'হে মনোনীতজন, আমকে অনুমতি দিন শকট চালানোৱ।'

নিজেই শকট চালায়; এবং বলে, 'সেনাপতিগণ, অশ্বে তোমৰা অনুসৱণ কৰো।'

দ্রুত চলতে শুক কৰে উত্তৃতেৰ শকট আদিত্য ছাড়া কেটে বুঝতে পাৰে না
কোথায় যাচ্ছে উত্তৃত। সবাই বিশ্বিত হয়ে অনভিভৃত হয়; শুধু আদিত্য থাকে
অনভিভৃত। উত্তৃতেৰ শকট গীতাঞ্জলিদেৱ কুটিৱেৰ দৰোজায় গিয়ে থামে। শকট
থেকে নেমে উত্তৃত আদিত্যোৱ দিকে তাৰুক, আদিত্য মাথা নত কৰে।

উত্তৃত ডাকে, 'গীতাঞ্জলি, আমি এসেছি।

গীতাঞ্জলি এসে দাঁড়ায় উত্তৃতেৰ সামনে। সেনাপতিৰে মনে হয় অঙ্ককাৰ হঠাৎ
আলোকিত হয়ে উঠলো। তাৰা মাথা নত কৰে।

উত্তৃত বলে, 'বিধাতাৰ নিৰ্দেশে তোম্হাকে গ্ৰহণ কৰতে এসেছি, বিধাতাৰ
আশীৰ্বাদপ্ৰাণ তুমি।'

গীতাঞ্জলি বলে, 'হে বিধাতাৰ মনোনীতজন, আমি ধন্য।'

উত্তৃত বলে, 'বলো- 'বিধাতা অনন্য, তিনি সৰ্বশক্তিধৰ।'

গীতাঞ্জলি বলে, 'বিধাতা অনন্য, তিনি সৰ্বশক্তিধৰ।'

উত্তৃতেৰ সাথে শকটে আৱোহণ কৰে গীতাঞ্জলি; উত্তৃত শকট চালায়, পাঁচ
সেনাপতিৰ প্ৰহৱায় উত্তৃত গীতাঞ্জলিকে নিয়ে পৌছে পৰিত্ব কুটিৱে।

বিশ্বাসীৱা তিন দিন ধৰে আক্ৰমণ চালায় অৱৰণারাজ্য নগৱীৰ দেৱমন্দিৱ আৱ
বিদ্যালয়েৰ ওপৰ; চাৰ সেনাপতিৰ অধীনে আওন জু'লে ওঠে চাৰভাগে বিভক্ত নগৱীৰ
মন্দিৱে মন্দিৱে, বিদ্যাপীঠে বিদ্যাপীঠে; ঘৰতে থাকে রক্ত, পুড়তে থাকে অবিশ্বাসীৱা;
চলতে থাকে অবাধ লুঠন। চতুৰ্থ দিনে উত্তৃত নিষেধ কৰে; বলে- বিধাতা আৱ ক্ষঁস
চান না, কৃপাত্তৰ চান; বিধাতাৰ স্তৰ হবে মন্দিৱগুলোতে, আৱ বিদ্যালয়গুলোতে বাস

করবে ধার্মিকেরা। তবু আরেক দিনের জন্যে ধ্বংসযজ্ঞ চালায় আদিত্য। দেবমন্দির ও বিদ্যালয় আক্রমণে নেতৃত্ব দেয় আদিত্য; সে চারভাগে বিভক্ত করে নগরী, তিনভাগের দায়িত্ব দেয় অঞ্চলান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাসের ওপর, অশ্পতিকে কোনো দায়িত্ব দেয় না, নিজের জন্যে রাখে একভাগ; এবং নির্দেশ দেয় মন্দির ধ্বংসের আগে সংগ্রহ করতে হবে মন্দিরের সব ধনরত্নমণিমাণিক্য, মন্দিরের ভিত্তি থেকে শীর্ষ পর্যন্ত যা কিছু সোনায় গঠিত, তার সব কিছু বুলে নিতে হবে, তুলে নিতে হবে মন্দিরে সমস্ত স্বর্ণমূর্তি। সে নির্দেশ দেয় ধার্মিকেরা যেনো ধনরত্নমণিমাণিক্যের এককণাও আস্থাসাং না করে, তা হবে মহাপাপ, যার পুরস্কার মৃত্যু। মন্দিরে বা বিদ্যালয়ে কোনো গ্রন্থ পাওয়া গেলে ধ্বংস করতে হবে, বিধাতার মহারাজ্যে কোনো গ্রন্থ থাকবে না; কেউ প্রতিবাদ করলে বধ করতে হবে, বা দণ্ড করতে হবে জীবন্ত। আদিত্য নির্দেশ দেয় যদি কোনো কবি বা দার্শনিক বা চিত্রকর বা গায়ক পাওয়া যায়, তাকে ধরে আনতে হবে, সমর্পণ করতে হবে আদিত্যের কাছে।

এক মন্দির লুঠনের সময় বাধা দ্বেষ পুরোহিত ও তার শিষ্যরা; ভীষণ বিস্মিত হয় আদিত্য। একের পর এক সে লুঠন করে আসছে মন্দির, সেগুলোতে কোনো পুরোহিত ও অনুচরই পাওয়া যায় নি, আদিত্যের ব্রাহ্মণী আসতে দেখেই এসে গ্রহণ করেছে বিধাতার ধর্ম, অংশ নিয়েছে লুঠনে ধ্বংসযজ্ঞে; একটি মন্দিরে বুড়ো পুরোহিত তাকে প্রণাম করে ভেতরে নিয়ে উপহার দিয়েছে পাঁচটি সেবাদাসী, বলেছে এদের মতো কলানিপুণিকা আর নেই অরূপারাজ্যের কোনো মন্দিরে; অন্য এক মন্দিরের পুরোহিত তাকে উপহার দিয়েছে নিজের দুটি কম্পীকেই; তাই এ-মন্দিরের বুড়ো পুরোহিত ও তার তরুণ অনুচরদের সাহস দেখে সে বিস্মিত হয়। অরূপারাজ্য আক্রমণের পর থেকেই মানুষের কোনো সাহস দেখে নি আদিত্য, ভীরুতা দেখে দেখে সে ক্঳ান্ত হয়ে পড়েছে, সে এদের সাহস দেখে মুক্ত হয়ে আসা, ক্রুক্র হয় না, বিস্মিত হয়।

আদিত্য জিজ্ঞেস করে, ‘বুড়ো, তোমার জানো এর কী পরিণতি?’

পুরোহিত বলে, ‘অবশ্যই জানি, তুম্হে সেনাপতি। অরূপারাজ্য এখন মানুষের একটিই পরিণতি-মৃত্যু।’

আদিত্য বলে, ‘তোমরা মানুষ নও; অবিশাসীরা মানুষ নয়। আমরা যাদের হত্যা করছি, তারা পশু।’

পুরোহিত বলে, ‘আমার বিবেচনায় আক্রমণকারীরা মানুষ নয়, ধ্বংসকারীরা মানুষ নয়, অত্যাচারীরা মানুষ নয়, হে সেনাপতি।’

আদিত্য বলে, ‘তোমার সাহস দেখে বিস্মিত হচ্ছি। তাই তোমাকে কিছুটা সময় দিচ্ছি আমি।’ আদিত্য হাসে, এবং জিজ্ঞেস করে, ‘আচ্ছা, কটি দেবদেবীর পুজো করো তুমি, নির্বোধ বুড়ো?’

পুরোহিত বলে, ‘সাতজন দেবদেবীর পুজো করি আমি, সেনাপতি।’

আদিত্য হো হো করে হেসে ওঠে, ‘ওই ওয়োরের বাচ্চারা কি তোমাদের বাঁচাতে পারবে?’

পুরোহিত বলে, ‘দেবদেবীদের অপমান করবেন না, সেনাপতি।’

আদিত্য হেসে বলে, 'তোমার সাহসে আমি মুক্ষ হচ্ছি, আমি তোমার মতো একটি নির্বোধ সাহসী ভৃত্য চাই।'

আদিত্য একটি সোনার দেবমূর্তির মুখে লাখি মারে, মূর্তিটি দূরে ছিটকে পড়ে।

আদিত্য বলে, 'এটা তো তোমার প্রধান দেবতা?'

বুড়ো ভয় পেয়ে কাঁপতে থাকে; এবং বলে 'হ্যা, প্রভু।'

আদিত্য বলে, 'দ্যাখো বুড়ো, তোমার প্রধান দেবতা আমার লাখি খেয়ে চিৎ হয়ে প'ড়ে আছে, নড়তেচড়তে পারছে না। দেখে নিশ্চয়ই তোমার দুঃখ হচ্ছে।'

আদিত্য একটি দেবীমূর্তির মুখে লাখি মারে, সেটি ছিটকে পড়ে।

আদিত্য বলে, 'তোমার দেবদেবীরা নিজেদেরই বাঁচাতে পারে না, তোমাকে কী ক'রে বাঁচাবে?'

পুরোহিত বলে, 'হে সেনাপতি, আপনি আর অপমান করবেন না দেবদেবীদের, তার বদলে আমাকে হত্যা করুন।'

আদিত্য বলে, 'তোমার দেবীটা জিনিশ ভালো, এটার উপর আমি উপগত হ'তে চাই।'

পুরোহিত আর্তনাদ করতে শুরু করে; আদিত্য কয়েকজন বিশ্বাসীকে ডাকে।

আদিত্য তাদের আদেশ দেয়, 'তোমরা প্রস্রাব করো দেবীর মুখে, প্রস্রাব করো দেবতার মুখে।'

বিশ্বাসীরা একযোগে প্রস্রাব করতে শুরু করে দেবদেবীমূর্তির মুখে; আর পুরোহিত ও শিষ্যরা আর্তনাদ করতে থাকে দেবদেবীর সাম্মধনে।

আদিত্য পুরোহিতকে বলে, 'নির্বোধ বুড়ো, তোমার এই মন্দির আর দেবদেবী সব আমি তোমাকে দিয়ে দেবো, তুমি প্রাণত পুজো করতে পারবে, যদি তোমার দেবদেবীরা একটি শর্ত পালন করতে পারিন।'

হাসতে থাকে আদিত্য; তার হাসি দেখে পুরোহিত আরো ভয় পায়।

পুরোহিত জিজ্ঞেস করে, 'কী শর্ত, হে সেনাপতি? নিশ্চয়ই আমার দেবদেবীরা তা পালন করতে পারবে।'

আদিত্য বলে, 'শর্ত পরে বলবো, তবি আগে তুমি বিশ্বাসীদের নিয়ে যাও ওই মন্দিরের পাঁচশো গজের মধ্যে যারা বাস করে, তাদের সবাইকে এখানে নিয়ে এসো।'

একদল বিশ্বাসী পুরোহিতকে নিয়ে বেরিয়ে যায়, এবং অবিশ্বাসীদের নিয়ে ফিরে আসে।

আদিত্য তাদের জিজ্ঞেস করে, 'তোমরা কি পুজো করো এই মন্দিরের দেবদেবীদের? এই মূর্তিশূলোকে?'

তারা সবাই বলে, 'হ্যা, আমরা পুজো করি, হে সেনাপতি।'

আদিত্য বলে, 'তোমরা কি বিশ্বাস করো এই দেবদেবীদের কোনো শক্তি আছে?

তারা বলে, 'হে সেনাপতি, আমরা বিশ্বাস করি, তাদের শক্তির শেষ নেই; তারা আমাদের প্রস্তা, তারা আমাদের পালনকর্তা, তারা আমাদের রক্ষাকর্তা।'

আদিত্য বলে, 'আমি এখন লাখি মারবো তোমাদের দেবদেবীদের মুখে, তারা যদি আমাকে বাধা দিতে পারে, তাহলে আমি তোমাদের ধর্ম মেনে নেবো।'

আদিত্য হাসে, আর তয় পায় দেবদেবীর ভক্ত। তাদের মুখে ডয়ের দাগ দেখে কৌতুক বোধ করে আদিত্য।

আদিত্য বলে, ‘আর যদি তোমাদের দেবদেবীরা আমাকে বাধা দিতে না পারে, তাহলে তোমাদের গ্রহণ করতে হবে বিধাতার ধর্ম, যিনি সর্বশক্তিধর; বা বেছে নিতে হবে মৃত্যু।’

ডয়ে ভক্ত কাঁপতে থাকে। আদিত্য একটির পর একটি মূর্তির মুখে লাখি মারে; মূর্তিগুলো লুটিয়ে পড়তে থাকে; ভক্তরা আর্তনাদ করতে থাকে। আদিত্যের নির্দেশে ধার্মিক সৈনিকেরা একযোগে মৃত্যুপাত করতে থাকে মূর্তিগুলোর মুখমণ্ডলে।

আদিত্য বলে, ‘দেখতে পাচ্ছা তোমাদের দেবদেবীগুলো মূর্তিমাত্, এগুলোর কোনো শক্তি নেই; এগুলো নিজেদেরই রক্ষা করতে পারে না; এগুলো মিথ্যে। মিথ্যের সোনার মূর্তি বানিয়ে দেবদেবী ভেবে পুজো করছো তোমরা।’

আদিত্য তরবারি দিয়ে খোঢ়াতে থাকে সোনার মূর্তিগুলোকে।

আদিত্য বলে, ‘বলো তোমরা কী কুরুবে? বিধাতার ধর্ম গ্রহণ করবে, না বরণ করবে তরবারি?’

অবিশ্বাসীরা মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আবেদন জানাতে থাকে, ‘হে সেনাপতি, আমরা বুঝতে পারছি আমাদের দেবদেবীরা মিথ্যে। তাদের কোনো শক্তি নেই; তারা নিজেদের বাঁচাতে পারে না; আমাদেরও তারা বাঁচাবে না; শক্তিমান একমাত্র বিধাতা; আপনি আমাদের বিধাতার ধর্মে দীক্ষা দিন।’

আদিত্য তাদের পাঠিয়ে দেয় বিধাতার প্রাঞ্চর; উভ্রত তাদের দীক্ষা দেয় বিধাতার ধর্মে।

তিনি দিনের সন্ধানে রূপান্তরিত হয়ে যায় অরুণারাজ্য নগরী। আগে যা ছিলো মন্দির, এখন হয় বিধাতার শ্বাগার; যা ছিলো বিদ্যালয়, এখন হয় বিধাতার সৈন্যবাস; যারা ছিলো মৃত্যুজোরী, এখন তারা সর্বশক্তিধর বিধাতার ধার্মিক। নগরীকে অন্য নগরী মনে হয়; নতুন বিশ্বাসীদের মুখে ক্ষত্তে দেখা যায় অন্য আলো। প্রায় সব কিছুই এখন রূপান্তরিত, কোনো কিছুই আগের মতো নেই; কখনো আগের মতো হবে না।

বিশ্বাসের বদল ছাড়া বড়ো বদল ঘটেছে সম্পত্তি, ভূমি ও নারীদের। আগে যে-পৌত্রলিঙ্কের ছিলো বিপুল সম্পত্তি, ভূমি ও নারী, সে আর নেই; তার লাশ পচছে, পচে গেছে, শেয়ালে থাচ্ছে; তার সম্পত্তি, ভূমি আর নারীদের ভাগ করে নিয়েছে ধার্মিকেরা; সম্পত্তি আর ভূমি তা বুঝতে পারে নি, নারীরা বুঝেছে। অনেক নারী বুঝতে পারে নি যে তারাও সম্পত্তি, তারাও ভোগের সামগ্রী, তাদেরও ভাগ করা সম্ভব; তাই তারা কেউ নির্ধর্ষক বিষ পান করেছে, কেউ ফাঁসিতে ঝুলেছে। তবে অধিকাংশ নারীই মেনে নিয়েছে বাঞ্ছবতা, স্বামীর অধীনে থাকার জন্যে ব্যগ্র হয় না। অরুণারাজ্যে সেনাপতিরা ও অশ্বপতি তাদের কাজ করে যেতে থাকে; উভ্রত তাদের প্রতিটি কাজ পর্যবেক্ষণ করে, তাদের নির্দেশ দেয়, এবং ধন্যবাদ জানায় বিধাতাকে।

অঞ্চলিক ও বিভাস উভ্রতের কাছে বেঁধে নিয়ে আসে নগরীর দুটি বৃহত্তম পাপীকে; তাদের একটি কবি, অন্যটি দার্শনিক। অঞ্চলিক ও বিভাস নিজেরাই হত্যা

করতো পাপী দুটিকে, কিন্তু তাদের মনে হয় নগরীর নিকৃষ্টতম পাপী দুটিকে মনোনীতজনের কাছে উপস্থিত করা দরকার; তারা জানে মনোনীতজন সবচেয়ে যেন্না করেন কবিকে; দার্শনিক সম্পর্কে মনোনীতজনের মনোভাব কী, তারা জানে না, তাদের মনে হয় এটিকেও উপস্থিত করা উচিত মনোনীতজনের কাছে। শুভ্রত তখন একদল অবিশ্বাসীকে বিধাতার ধর্মে দীক্ষাদান শেষ করছে, আদিত্য দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে, নতুন বিশ্বাসীরা বিধাতার স্তবগান করছে, অঞ্চলান ও বিভাস উপস্থিত হয় পাপী দুটিকে নিয়ে।

অঞ্চলান বলে, ‘হে মনোনীতজন, নগরীর ঘৃণ্য দুটি পাপীকে আমরা বেঁধে নিয়ে এসেছি আপনার কাছে।’

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, ‘কেনো তোমরা নিজেরাই ব্যবস্থা গ্রহণ করো নি, হে বীর সেনাপতিদ্বয়?’

বিভাস বলে, ‘আমরাই ব্যবস্থা নিতে পারতাম, হে মনোনীতজন হত্যা করে ভাগাড়ে ফেলে দিতে পারতাম, কিন্তু তাও ধূঃখেষ্ট শাস্তি হতো না মনে করে দুটিকে নিয়ে এসেছি আপনার কাছে।’

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, ‘অভিশঙ্গদ্বয়, তোমাদের কী পরিচয়?’

একটি বলে, ‘আমি কবি বাণীদাস।’

শুভ্রতের চোখ লাল হয়ে ওঠে, একবার সে কেঁপে ওঠে।

আরেকটি বলে, ‘আমি দার্শনিক কুমারভট্ট।’

শুভ্রত বলে, ‘বিধাতার ঘৃণ্য সব সম্র্থিত হয় কবি ও দার্শনিকের ওপর; কবি ও দার্শনিক বিপথগামী, তাদের যারা অনুস্মরণ করে, তারাও বিপথগামী।’

বাণীদাস বলে, ‘হে প্রভু, আমি কাউকে বিপথগামী করি না; আমি ছন্দ ও মিলে জলের, মেঘের, মাটির, শস্যের, ফুলের, নারীর প্রশংসা গাই।’

শুভ্রত বলে, ‘পরম শক্তিধর বিধাতা ছাড়া কারো স্ব প্রাপ্য নয়, তুমি বিপথগামী; বিধাতার বদলে জল, মেঘ, ফুল, নারীর ক্ষেত্রে তুমি বিপথগামী করেছো বিধাতার সৃষ্টিকে।’

কুমারভট্ট বলে, ‘হে প্রভু, অরূপারাজ্যের অধিপতি, আমি কাউকে বিপথগামী করি না; আমি চৰ্তা করি দর্শনের, চেষ্টা করি সত্য উদঘাটনের।’

আদিত্য চিৎকার ক'রে ওঠে, ‘তোমরা ঘৃণ্য পাপী, অবাধ্য, দুর্বিনীত; মনোনীতজনকে ‘হে মনোনীতজন’ ব'লে সম্মোধন করো তোমরা, নইলে তোমাদের মৃত্যু ঘটবে।’

বাণীদাস বলে, ‘আমি ক্ষমা চাই, হে সেনাপতি, আমি জানি না যে আমাদের মহামান্য রাজা মনোনীতজন; আর মনোনীতজন কাকে বলে, তাও আমি জানি না। আমি কবি, রাজ্য ও সত্রাজ্যের কিছুই জানি না আমি।’

কুমারভট্ট বলে, ‘হে সেনাপতি, আমাদের বলুন, মহামান্য রাজা কার মনোনীতজন, কোন মহান রাজার মনোনীত?’

আদিত্য, অংশমান, বিভাস, ও উপস্থিতি ধার্মিকেরা উচ্চকষ্টে বলে, 'মনোনীতজন কোনো রাজার মনোনীতজন নন, তিনি বিধাতার মনোনীতজন, যিনি সর্বশক্তিধর, বিধাতা অনন্য।'

বাণীদাস বলে, 'বিধাতা? বিধাতা কে? বিধাতার কথা আমি কখনো শনি নি, হে মনোনীতজন, হে সেনাপতি।'

ধার্মিকেরা সবাই বলে, 'অবিশ্বাসীকে শান্তি দিন, হে মনোনীতজন, শান্তি দিন অবিশ্বাসীকে; আমাদের আদেশ করুন, আমরা শান্তি দিই।'

কুমারভট্ট বলে, 'আমি সত্য খুঁজি; ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম- এই পাঁচ সত্যের খৌজ আমি পেয়েছি; বিধাতা বলে কোনো সত্যের পরিচয় আমি পাই নি।'

শুভ্রত বলে, 'বিধাতা সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর; বিধাতা জগতের স্রষ্টা; বিধাতা অদ্বীয়; সব স্তব বিধাতার প্রাপ্য।'

কুমারভট্ট বলে, 'হে প্রভু, আপনি কি কোনো নতুন দেবতার কথা বলছেন? মনে হচ্ছে আপনি একটি নতুন দেবতা কল্পনা করেছেন, এবং তাকে নানা গুণে বিভূষিত করেছেন।'

শুভ্রত বলে, 'না, তিনি দেবতা নন, তিনি বিধাতা; তিনিই একমাত্র সত্য, তিনি ছাড়া কোনো দেবতা নেই; তিনি সর্বশক্তিধর।'

বাণীদাস বলে, 'দেবতা তেত্রিশ লক্ষ শশলেও কিছু আসে যায় না, বিধাতা একটি শশলেও কিছু আসে যায় না; আমার দেবতা দরকার নয়, বিধাতা ও দরকার নয়; আমি সুন্দরের গান গাই।'

শুভ্রত বলে, 'তুমি ঘৃণ্য পাপী, তোমর পাপের শেষ নেই।'

কুমারভট্ট বলে, 'বিধাতা একজন তিনি সব সৃষ্টি করছেন, তিনি সর্বশক্তিধর, আপনি তা কী ক'রে জানেন, হে মনোনীতজন?'

আদিত্য বলে, 'বিধাতা মনোনীত করেছেন মনোনীতজনকে, তাই মনোনীতজন জানেন বিধাতা অদ্বীয় ও সর্বশক্তিধর।'

কুমারভট্ট বলে, 'প্রভু, আমি দার্শনিক, আমি সব কিছুর প্রমাণ চাই; বিধাতা যে মনোনীত করেছেন প্রভুকে, তার প্রমাণ কী?'

শুভ্রত বলে, 'তুমি ঘৃণ্য, তুমি বিপথগামী, তুমি ধ্বংস হও।'

কুমারভট্ট বলে, 'প্রভু, আপনি রাজা, আপনি অধিকার করেছেন অরূপারাজ্য; প্রত্যেক রাজার একটি নিজস্ব দেবতা দরকার হয়, আপনার দেবতা হচ্ছে বিধাতা; বিধাতা ও দেবতাদের মতোই অসত্য।'

শুভ্রত বলে, 'তুমি চরম বিপথগামী।

বাণীদাস বলে, 'প্রভু, দয়া ক'রে আপনি দেবিয়ে দিন যে বিধাতা সত্য আর সুন্দর; তাহলে তার গানও আমি গাইবো।'

শুভ্রত বিব্রত বোধ করে; তার সেনাপতিরা ক্রুক্ষ চোখে তাকায় চারদিকে।

কুমারভট্ট বলে, 'প্রভু, আপনি বলেছেন আপনার বিধাতা সর্বশক্তিধর, তবে পৌত্রলিঙ্গদের দেবতাদের মতো আপনার বিধাতা শক্তিহীন। অরূপারাজ্য সর্বশক্তিধর

আপনি, শক্তি আছে আপনার, আছে আপনার সেনাপতিদের, আছে আপনার সেনাবাহিনীর; কিন্তু আপনার বিধাতার কোনো শক্তি নেই।

শুভ্রত বলে, 'তুমি ঘণ্যতম পাপী; তুমি চিরকাল দক্ষ হবে।'

কুমারভট্ট বলে, 'হে রাজা, হে মনোনীতজন, একটি প্রমাণ দিন যে আপনার বিধাতার শক্তি আছে। কবি বাণীদাস ও আমি কুমারভট্ট এখানে দাঁড়ালাম; আপনার বিধাতার যদি শক্তি থাকে, তাহলে বিধাতা আমাদের মাথায় বজ্রপাত করুক। আপনি আপনার বিধাতাকে বজ্রপাত করতে আহ্বান করুন।'

শুভ্রত কেঁপে ওঠে, আকাশের দিকে তাকায়, কোনো বজ্র ঝাপিয়ে পড়ে না। সে বিস্তৃত বোধ করে, নিঃশব্দে চিৎকার করে, 'বিধাতা, বজ্রপাত করুন, নিশ্চিহ্ন করুন পাপিষ্ঠদের'; কিন্তু বজ্রের শব্দ না উন্মে শুভ্রত উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে বলে, 'তোমরা ধ্বংস হও, বিধাতা তোমাদের ধ্বংস করুন।'

অমনি আদিত্য, অঞ্চলান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস, অশুপতির হাত থেকে বল্লমের পর বল্লম বজ্জ্বের থেকেও তৌর গতিতে ছুটে অস্তুতে থাকে বাণীদাস আর কুমারভট্টের বক্ষের দিকে, একটির পর একটি গেঁথে ঝেন্টে থাকে তাদের বুকে; তারা নিঃশব্দে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

বিধাতার প্রান্তর জুড়ে শব্দ উঠতে থাকে—বিধাতা অনন্য, তিনি সর্বশক্তিধর; বিধাতা অনন্য, তিনি সর্বশক্তিধর।

অরুণারাজ্য সম্পূর্ণ অধিকারে এসে পৌঁছে বিধাতার বিশাসীদের। শুভ্রত একচ্ছত্র অধিরাজ, তবে শুভ্রত সরাসরি রাজত্ব করেনা; পবিত্র কুটিরের শ্বাগার থেকে সে নির্দেশ দেয়, সে-অনুসারে রাজ্য শাসন করে অশুপতি; তবে অশুপতি ও শাসন করে না, তার সে শক্তি নেই, সে অভিজাত ধার্মিক নয়, সে বিক্রমপল্লীর নয়, সে শুভ্রতের মূলসঙ্গীদের অন্যতম নয়, তার ক্ষমতা সীমিত; শাসন করে সেনাপতি আদিত্য, অঞ্চলান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস, যারা শুভ্রতের আদেশও সব সময় মেনে চলে না, বরং শুভ্রতকে দিয়ে নানা আদেশ দেয়ায়। বিক্রমপল্লী নগরের আর ভাগ্যবতী পল্লীর বিশাসীরা যাপন করছে অসাধারণ জীবন, তাৰা আগে কথনো করে নি। অরুণারাজ্য জুড়ে চলছে তৌর বিপুব—ধর্মবিপুব, ভাঙাগড়া; অরুণারাজ্যবাসীরা বহুদেবতাবাদ বর্জন করে প্রহণ করেছে একদেবতাবাদ, তবে তারা একে দেবতা বলে না, বলে বিধাতা। শুভ্রতের সেনাপতিরা ও অশুপতি অরুণারাজ্যকে এমন সুচারুপে রূপান্তরিত ক'রে দিচ্ছে যে অরুণারাজ্য আর বহুদেবতায় পুজোয় ফিরে যাবে না; তাদের কাছে আগের দেবতাদের মনে হচ্ছে হাস্যকর, যদিও তারা বিধাতার মধ্যে তাদের আগের দেবতাদের অনেক মৌলা সংশ্লাপ ক'রে দিচ্ছে। অরুণারাজ্যের অজস্র মন্দির ধ্বংস হয়ে গেছে, যেগুলো টিকে আছে সেগুলো পরিণত হয়েছে বিধাতার শ্বাগারে; শুভ্রত প্রবর্তন করেছে দিনরাত ভ'রে বিধাতাস্তুবের নানা নতুন রীতি। শ্বাগারে আর ধনরত্নমণিমাণিক্য নেই, বিধাতা ধনরত্ন পছন্দ করেন না; মন্দিরের ধনরত্ন আর শৰ্ণমূর্তিগুলো লুষ্টিত ও সংরক্ষিত হয়েছে রাজকোষে, তবে প্রচুর ধনরত্নমণিমাণিক্য নিজেদের দীনকুটিরে উঠিয়েছে আদিত্য, অঞ্চলান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস। মন্দিরগুলোতে

চিত্র, ভাস্কর্য, ও কারুকর্মের প্রাচুর্য ছিলো; শ্বাগারগুলো নিরাভরণ, এগুলোর একমাত্র কারুকার্য হচ্ছে বিচিত্র বর্ণে লেখা বিধাতার নাম। রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয় বক্ষ হয়ে গেছে, নৌব হয়ে গেছে নৃপুরের ঝংকাৰ, খেমে গেছে তুলিৰ টান (তথ্য বিধাতার নামাঙ্কন ছাড়া, অঙ্গুলারাজ্যে একমাত্র শিল্পকলা বিধাতার নামাঙ্কন), তক্ষ হয়ে গেছে ত্রুট ও দীর্ঘ মাত্রার মন্দাকোষ্ঠ। দিকে দিকে ধ্রুবিতপ্রতিধ্রুবিত হচ্ছে বিধাতার জয়ধ্বনি। বদলে গেছে বিবাহৰীতি, স্তৰী সংখ্যা, পশ্চীপুরিয়তাগের বিধান, নিষিদ্ধ হয়েছে সতীদাহ, এবং প্রবর্তিত হচ্ছে নিত্য নতুন বিধি। যখনই কোনো বিধান দরকার হচ্ছে, সেনাপতিৰা আৱ বিশ্বাসীৱা ছুটছে মনোনীতজনেৰ কাছে, উত্তৃত দু-এক রাতেৰ মধ্যে পাছে বিধাতার বাণী, অনুসীরীৱা কষ্টহু ক'ৰে রাখছে, এবং প্ৰয়োগ কৰছে কঠোৱভাবে। এমন কোনো ব্যাপার নেই, যা সম্পর্কে বিশ্বাসীৱা বিধান চাচ্ছে না উত্তৃতেৰ কাছে; উত্তৃতও অনুপ্রাণিত যন্ত্ৰেৰ মতো লাভ ক'ৰে চলছে পৰিত্ব অনশ্঵ৰ অবিচল বিধিবিধান। কতোখানি পুণ্যে যৰ্গে পাওয়া যাবে কেমন ভবন, ভবনগুলো সোনা না হীৱকে গঠিত, পুণ্যবানেৱা প্ৰবেন কৃত কৱে শৰ্গনীৱী, তাদেৱ ওজন আছে কি নেই, বিবাহপদ্ধতি কী হবে, বিবাহ শৰ্মীৰ না পাৰ্থিব, চোৱেৱ কোন হাত আগে কাটতে হবে, বিধাতার নাম কতোটা উচ্চস্থৱে আবৃত্তি কৱলে কতোটা পুণ্য লাভ হয়, ব্যবসায়ে সৎ থাকতে হবে কি না, বিধৰ্মীকে প্ৰতিৱৰণ কৱলে পাপ হবে কি না এসব বিষয়ে তাৱা যেমন বিধান সংঘাত কৱছে, তেমনি সংঘাত কৱছে রাতিকাল কতোটা দীৰ্ঘস্থায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়, সব দিক থেকে উপগত হওয়াসিদ্ধ কি না, পশ্চীমী স্তনচোষণ বিধেয় কি না, গাভী বা ছাগীৰ সঙ্গে রাতিক্ৰিয়া কৱলে কৈ কৱণীয় সে-সম্পর্কে বিধান। উত্তৃত রাতেৰ পৰ রাত লাভ কৱছে অবিচল অবিনশ্বৰ বিধাতায় বিধানপুঞ্জ; এবং অঙ্গুলারাজ্য পৱিণত হচ্ছে বিধাতাতাত্ত্বিক এক রাজ্য, যেখনে বিধাতা ছাড়া আৱ কাৰো চিঞ্চাৱ অধিকাৱ নেই।

অঙ্গুলারাজ্যেৰ অন্তৱ ও বাইৱ বদলে দেয়াৱ সাথে সাথে উত্তৃত গ'ড়ে তুলছে বিশাল সৈন্যবাহিনী, যা হস্তী, অশ্ব, রথ-পদাতিতে সৰ্বাঙ্গসম্পন্ন। অঙ্গুলারাজ্যেৰ ভিত্তিৰ দৃঢ়ি শৃঙ্খল; বিধাতা ও সৈন্য। উত্তৃত সেনাপতিৰে নিৰ্দেশ দিয়েছে অবিলম্বে চতুৰঙ্গ সেনাবাহিনী প্ৰস্তুত কৱতে, যেহেতু অনতিবিলম্বে জয় কৱতে হবে বিক্ৰমপঞ্জী, ও রাজগৃহ; যেহেতু বিধাতা অবিলম্বে তাৱ মহারাজ্য প্ৰতিষ্ঠিত দেখতে চান। অঙ্গুলারাজ্য চলছে চমৎকাৱভাবে, বহুবলভ আৱ সিংহসনেৰ সময়েৰ সমস্যাগুলো কেটে গেছে; রাজ্যে গতি এসেছে, কোথাও কোনো বিঘ্ন নেই; তথ্য উত্তৃত নিজে যাবেমাৰে মুখোমুখি হচ্ছে ব্যক্তিগত ও অপাৰ্থিব বিঘ্নেৰ। এক বড়ো বিঘ্নেৰ মুখোমুখি হয় উত্তৃত যখন সে গীতাঞ্জলিকে নিয়ে আসে পৰিত্ব কৃটিৱে। গীতাঞ্জলিকে আনতে যাওয়াৱ সময় পাচ সেনাপতিকে সে নিৰ্দেশ দিয়েছে অবলীলায়, তাৱ অনুগতভাৱে পালন কৱেছে তাৱ আদেশ, সেনাপতিৰা তাৱ পদধূলোৱ মতোই তুচ্ছ; কিন্তু পৰিত্ব কৃটিৱে গীতাঞ্জলিকে নিয়ে আসতে তাৱ বুকে সাহস সঞ্চয় কৱতে হয়। পাৱিমতা কিন্তু বলবে না, উত্তৃত নিষিদ্ধ ছিলো, বৰং পাৱিমতা তাকে উৎসাহ দেবে, সে যা বলবে তাকেই অপাৰ্থিব ক'ৰে তুলবে পাৱিমতা, গীতাঞ্জলিৰ মুখে পাৱিমতা স্বৰ্গেৰ হাতেৰ ছোয়া দেখতে পাৰে,

সাদরে বরণ ক'রে নেবে গীতাঞ্জলিকে; কিন্তু সে ভয় পায় অঞ্জনার কথা ভেবে। অঞ্জনা তার গৌরব এখনো উপলক্ষি ক'রে উঠতে পারে নি, একবারও তাকে মনোনীতজন ব'লে সমোধন করে নি; বিশ্বয়কর নারী অঞ্জনা, রাজবংশে জন্মে নি, জন্মেছে নদীর পারে গাছপালার ভেতরে, যার শরীর নদীর স্নোত আর পল্লীর বনভূমির মতো, কিন্তু সব কিছু মিলে সে এক প্রচণ্ড বজ্র, যেমন প্রমোদে তেমনি আক্রমণে। আজ অঞ্জনা কী করবে বুঝে উঠতে পারে না শুভ্রত। বিষ্ণু সৃষ্টি করবে? কিন্তু কেনো বিষ্ণু সৃষ্টি করবে অঞ্জনা? বিধাতার মনোনীতজন কি কখনো কিছু করেন বিধাতার ইচ্ছে ছাড়া, শুভ্রতের মনে প্রশ্ন জাগে। সে কি অনেক আগেই গ্রহণ করতে পারতো না গীতাঞ্জলিকে, প্রথম যখন মৃগয়ায় এসে দেখেছিলো; বা অরণ্যারাজ্য আক্রমণের আগেই কি সে তুলতে পারতো না গীতাঞ্জলিকে? সে তোলে নি, নিচয়ই বিধাতা চান নি ব'লে; আজ যে সে নিজে শকট চালিয়ে গিয়ে নিয়ে এসেছে গীতাঞ্জলিকে, তাও নিচয়ই বিধাতার ইচ্ছেয়।

গীতাঞ্জলিকে নিয়ে শকট থেকে নেতৃ বিচলিত বোধ করে শুভ্রত, অচেনা মনে হয় পবিত্র কুটিরকে, বুঝতে পারে না কোনো দিকে যাবে, কুটিরের কোন কক্ষ বরাদ্দ করবে গীতাঞ্জলির জন্মে। গীতাঞ্জলি ও শুভ্রত করে তাকে, গীতাঞ্জলি হাঁটতে পারছে না,

শতদলের ওপর পূর্ণিমার চাঁদ থেকে বিগলিত জ্যোৎস্নার মতো গ'লে পড়ছে গীতাঞ্জলি; শুভ্রত একবার গভীরতম অঙ্গকার দেখে, অতল অঙ্গকারের শূন্যতার মধ্যে পতিত হয়, তারপর বিশ্বয়কর জ্যোৎস্না দেখতে পায়; গীতাঞ্জলিকে সে দু-বাহতে তুলে সামনের দিকে এগোতে থাকে, সিঁড়ি ডেকে দোতলায় ওঠে, ষপ্পচালিতের মতো এগোয়, কয়েকটি পরিচারিকা তাকে দেখে শুষ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, তারপর নানা দিকে ছুটতে থাকে। এদের তার বাস্তব স্মৃতি হয় না। শুভ্রতের মনে হয় সে একটি কোমল রাজহংসী কোলে নিয়ে বনের ত্রেত্যে দিয়ে হেঁটে চলছে, তার মাথার ওপর ঝ'রে পড়ছে ফুলপল্লব, সে শুনতে পাচ্ছে শুধুরতম গায়ক পাখিদের গান। হঠাতে পাখিদের গান বক্ষ হয়ে যায়, বাস্তবে ফিস্তি আসে শুভ্রত, গীতাঞ্জলিকে নিয়ে সে একটি কক্ষে ঢোকে। এ-কক্ষটি কি আমি আগে কোনো দেখেছি?— তার মনে ক্ষণকালের জন্মে প্রশ্ন জাগে। তার মনে পড়ে না, মনে হয় সে আগে কখনো দেখি নি। কক্ষটি এতো সুসজ্জিত কেনো? এতো সুগন্ধ উঠছে কেনো? এ-সুগন্ধ কিসের? বর্ণের পদ্মবন থেকে কি ভেসে আসছে সুগন্ধ? শুভ্রতের মনে হয় এইমাত্র কক্ষটি বিধাতা সৃষ্টি করেছেন। শুভ্রত গীতাঞ্জলিকে বাহু থেকে নামিয়ে রাখে শতদলের মতো বিকশিত শয়ার ওপর।

শুভ্রত হঠাতে পড়ে, মহাশূন্যতায় হারিয়ে যায়, আবার তার চারপাশে তীব্র আলো জ্ব'লে ওঠে।

শুভ্রত শুনতে পায়, ‘গীতাঞ্জলি আশীর্বাদপ্রাণ; গীতাঞ্জলিকে সৃষ্টি করেছি তোমার জন্মে।’

শুভ্রত প্রার্থনার ভঙ্গিতে মেঘের ওপর প'ড়ে থাকে।

শুভ্রত আবার শুনতে পায়, ‘বিধাতীন হও, গ্রহণ করো; গীতাঞ্জলি তোমার পল্লী, যারা সন্দেহ করে তারা অভিশঙ্গ।’

মহাকাশ জুড়ে এই বাক্য ধৰনিতপ্রতিধৰণিত হতে থাকে; ওভৰত কী যেনো বলতে চায়, কিন্তু বলতে পারে না।

তীব্ৰ আলো নিভে গেলে ওভৰত দেখতে পায় সে মেঘেৰ শুগৱ ব'সৈ আছে; তাৰ সামনে বসে আছে পারমিতা ও অঞ্জনা। পারমিতাৰ মুখ দেখে সে অভয় বোধ কৰে, কিন্তু অঞ্জনাৰ মুখ দেখে কেঁপে উঠে।

পারমিতা বলে, 'হে মনোনীতজন, আপনি কি কোনো বাণী লাভ কৰেছেন? বিধাতাৰ বাণী আমাদেৱ বলুন, আমৱা ধন্য হই।'

ওভৰত বলে, 'মহাকাশেৰ আলো ও অক্ষকাৰ থেকে এলায়।'

পারমিতা বলে, 'হে মনোনীতজন, বিধাতাৰ বাণী আমাদেৱ দান কৰুন।'

ওভৰত বলে, 'বৱণ কৱো তাকে, যে নিষ্পাপ, যে শয্যায় উপবিষ্ট, বিধাতা যাকে আশীৰ্বাদ কৰেছেন।'

পারমিতা উঠে ঘোমটা সৱিয়ে গীতাঞ্জলিৰ মুখ দেখে মুঝ হয়। সে অঞ্জনাকে ডাকে, অঞ্জনা উঠে গিয়ে দেখে গীতাঞ্জলিকে।

পারমিতা বলে, 'হে মনোনীতজন, মেঘে ছেড়ে আপনি শয্যায় উঠুন, রাত্ৰি যাপন কৰুন বিধাতাৰ আশীৰ্বাদপ্রাপ্তাৰ সঙ্গে।'

ওভৰত উঠে শয্যায় বসে; এবং গীতাঞ্জলিৰ দিকে তাকায়।

অঞ্জনা জিজ্ঞেস কৰে, 'হে পতিদেৱ, এই রূপসী নারীকে কোথায় পেলেন?

ওভৰত বলে, 'এৱ নাম গীতাঞ্জলি, বিধাতা একে সৃষ্টি কৰেছেন মনোনীতজনেৱ জন্যে, এবং আজ সক্ষ্যায় দান কৰেছেন।'

পারমিতা বলে, 'আমৱা গীতাঞ্জলিকে বৱণ কৱি, হে মনোনীতজন।'

ওভৰতেৱ মুখে খণ্ডিত প্ৰশান্তি দেখা দেয়।

অঞ্জনা বলে, 'হে শ্বামী, আমি নিৰ্বোধ নই, আপনি কি আমাকে একথা বিশ্বাস কৱতে বলেন যে একে আজ সক্ষ্যায় বিধাতা আপনাকে দান কৰেছেন?'

ওভৰত বলে, 'যারা সন্দেহ কৰে, তাৰা অভিশঙ্গ।'

অঞ্জনা বলে, 'আপনি অভিশাপ দেবেন না, শ্বামী, অভিশাপ দেয়া আপনার একটি অসুখ; আমি জানতে চাই বিধাতা আপনাকে এ-নারী দিয়েছে, একথা কি বিশ্বাস কৱতে হবে?'

ওভৰত বলে, 'বিধাতাৰ সব কথা অবশাই বিশ্বাস কৱতে হবে, অবিশ্বাসীৱা দক্ষ হবে।'

অঞ্জনা বলে, 'শ্বামী, এসব কথা আপনি আপনার সেনাপতিদেৱ আৱ নিৰ্বোধ ভক্তদেৱ বলুন, তাৱা তুমে পাগল হয়ে যাবে; কিন্তু, শ্বামী, আমাকে বলবেন না। আমি নিৰ্বোধ নই।'

ওভৰত বলে, 'নিচয়ই বিধাতা দান কৰেছেন গীতাঞ্জলিকে, এটা অবিশ্বাস কৱা পাপ।'

অঞ্জনা বলে, 'বিধাতা কেনো গীতাঞ্জলিকে শৰ্গ থেকে সৱাসিৱ আপনার কাছে পাঠালো না, কেনো আপনি গিয়ে শকটে কৱে একে নিয়ে এলেন? নিচয়ই গীতাঞ্জলিৰ সাথে আপনার পরিচয় ছিলো।'

শুভ্রত বলে, 'আমি পালন করেছি বিধাতার নির্দেশ; গীতাঞ্জলি বিধাতার আশীর্বাদপ্রাপ্ত।'

অঞ্জনা জিজ্ঞেস করে, 'হে শ্বামী, আমরা কি অভিশঙ্গ?'

শুভ্রত বলে, 'না, মনোনীতজনের পক্ষীরা অভিশঙ্গ নয়, তারা বিধাতার প্রিয়, তারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত। তারা স্বর্গে পাবে শ্রেষ্ঠস্থান।'

অঞ্জনা জিজ্ঞেস করে, 'হে শ্বামী, আপনি কি জানেন আপনার বিধাতা আপনাকে আর কতোজন নারী দান করবে?'

শুভ্রত বলে, 'বিধাতার ইচ্ছে কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়।'

অঞ্জনা বলে, 'হে শ্বামী, আমি নির্বোধ নই, আমি বুঝি; আপনার ইচ্ছেই আপনার বিধাতার ইচ্ছে; আপনি যা চান আপনার বিধাতা তাই দান করে।'

শুভ্রত বলে, 'অঞ্জনা, তুমি ক্ষমা চাও বিধাতার কাছে তুমি পাপ করেছো।'

অঞ্জনা বলে, 'যে-বিধাতা আপনার কথামতো চলে, যে আপনার অধীনে, তার কাছে ক্ষমা চেয়ে কী হবে, হে শ্বামী?'

অঞ্জনা বেরিয়ে যায়; শুভ্রতের অঙ্গ স্বৈরে সে সাড়া দেয় না।

অঞ্জনা মাঝেমাঝেই তীক্ষ্ণ বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে চলছে; কখনো কখনো ক্রুক্ষ হয়ে ওঠে শুভ্রত অঞ্জনার ওপর, কিন্তু নিজেকে সে দূর্ঘন করে, বা দমন করতে বাধ্য হয়।

অঞ্জনার প্রতি তার গভীর অনুরাগ সে টের-পায়, অঞ্জনার শরীর যেমন তাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করে, তেমনি তাকে টানে অঞ্জনার উপর্যুক্তি সেবা, যে-সেবা সে চায় না, যে-সেবার তার দরকার নেই, কিন্তু অঞ্জনা স্বেচ্ছাকরে, শুভ্রতের মনে হয় সে ধন্য হচ্ছে, সুবী হচ্ছে অঞ্জনা তাকে স্বান করিয়ে দিচ্ছে ডালোবাসে, সেও চায় অঞ্জনা তাকে স্বান করিয়ে দিক, কিন্তু সে কখনো তা প্রকাশ করে না; অঞ্জনা যখন তার পায়ের পাতা ঘষে, নখ পরিষ্কার করে, বা দীর্ঘ মসৃণ কোমল চুল দিয়ে তার মুখ ঢেকে ফেলে, তখন সে উপভোগ করে। তবে অঞ্জনার যা সে সবচেয়ে ভয় পায়, তা-ই সম্ভবত তাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করে অঞ্জনার প্রতি। কেউ জ্ঞান আজ্ঞা গ্রহণে দ্বিধা করে না, কেউ নেই যে মুহূর্তের জন্যেও দ্বিমত পোষণ করতে পারে তার সঙ্গে, কিন্তু আছে একমাত্র অঞ্জনা, যে তার সাথে দ্বিমত পোষণ করে, তার কথা হেসে উড়িয়ে দেয়, তাকে উগ্রহাস করে, এমনকি পরিহাস করে বিধাতার বাণী নিয়েও; আবার সে-ই সবচেয়ে নির্ভুলভাবে কঠিন রাখে বিধাতার বাণীগুলো, যা অনেক সময় ভুলে যায় শুভ্রত নিজেই।

অঞ্জনা ছাড়া আর কেউ তার জন্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে, শুভ্রত ভাবতেও পারে নি কখনো; কিন্তু শুভ্রতের জন্যে এক বিঘ্ন সৃষ্টি করে তার পরম ভক্ত পরমদাস, যে ছিলো নগুদের শুক, যে সবার আগে তাকে চিনতে পেরেছিলো আতা ব'লে, যাকে বিশেষ প্রীতির চোখে দেবে শুভ্রত। কণকপঞ্জীতে দীক্ষা দিতে গিয়েছিলো শুভ্রত; সেখানে পরমদাস প্রচার করে যে বিধাতার মনোনীতজনের রয়েছে অলৌকিক শক্তি— তার আদেশে পাহাড় স্থান পরিবর্তন করে, নদী গতিপথ বদলায়, সূর্য নিশ্চল হয়ে থাকে মধ্যগগনে, চাঁদ উঠতে বিলম্ব করে, সমুদ্রের ওপর নির্মিত হয় রাজপথ, গাছের শাখা সাপে পরিণত হয় আর সাপ পরিণত হয় গাছের শাখায়, শূন্য পাত্র ভ'রে ওঠে পলান্নে,

ବନ୍ଦ୍ୟ ନାରୀ ପ୍ରସବ କରେ ପୁଅ, ଆକାଶ ଥେକେ ଦୁଃଖବୃଷ୍ଟି ହୟ, ଯରା ଗାଛେ ଫୁଲ ଫୋଟେ ।
ପରମଦାସେର ପ୍ରଚାର ଶୁଣେ ନବଧାର୍ମିକେରା ଅଭ୍ୟାସ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୟ, ଦଲେ ଦଲେ ତାରା ଆସେ
ଶ୍ରୀମତୀର କାହେ ।

ନବଧାର୍ମିକେରା ଆବେଦନ ଜାନାଯ, 'ହେ ବିଧାତାର ମନୋନୀତଜନ ଆପନାର କାହେ
ଆମାଦେର ଏକ ଆବେଦନ ଆହେ ।'

ଶ୍ରୀମତୀ ଜିଜ୍ଞେସ କରେ, 'ହେ ନବବିଶ୍ୱାସୀଗଣ, କୀ ତୋମାଦେର ଆବେଦନ ?'

ତାରା ବଲେ, 'ମହାନ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରମଦାସ ଆମାଦେର ବଲେଛେନ ଆପନାର ଆଦେଶେ ପାହାଡ଼
ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ନଦୀ ଗତିପଥ ବଦଳାଯ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳ ହୟ ମଧ୍ୟଗଙ୍କେ, ଚନ୍ଦ୍ରଦିନେ ବିଲମ୍ବ
ଘଟେ, ସମୁଦ୍ର ରାଜପଥ ଗଠିତ ହୟ...'

ଶ୍ରୀମତୀ ବିଚଲିତ ହୟ, ମେ ଶ୍ରୀ ହେ ଚୋର ବନ୍ଦ କ'ରେ ବ'ସେ ଥାକେ; ଗଭୀରତମ
ଅକ୍ଷକାର ଦେଖେ ଶ୍ରୀମତୀ, କିନ୍ତୁ କୋଣୋ ଆଲୋ ଦେଖିତେ ପାଯ ନା ।

ନବଧାର୍ମିକେରା ବଲେ, 'ହେ ମନୋନୀତଜନ, ଆମରା ଅନ୍ତତ ଏକଟି ଅଲୋକିକ ଘଟନା
ଦେଖେ ଧନ୍ୟ ହିତେ ଚାଇ; ବିଧାତାର ପ୍ରତି କୃତ୍ତବ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରତେ ଚାଇ ।'

ଶ୍ରୀମତୀ ନିତନ୍ତ୍ରକ ହୟ ବ'ସେ ଥାକେ ।

ତାରା ବଲେ, 'ହେ ମନୋନୀତଜନ, ଆମାଦେର ଆବେଦନ ରକ୍ଷା କ'ରେ ଆମାଦେର ବିଶ୍ୱାସ
ଶୁଦ୍ଧ କରନ, ଆମାଦେର ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଚଳ କରିବାକୁ ।'

ଶ୍ରୀମତୀ ବଲେ, 'ହେ ନବଧାର୍ମିକଗଣ, ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ହାତ, ନିଶାବସାନେ ନଦୀ ପଲ୍ଲୀର ଉତ୍ତର
ଦେଇୟ ପ୍ରବାହିତ ହବେ ।'

ନବବିଶ୍ୱାସୀରା ଉତ୍ତରାସେ ବିଧାତାର ଓ ଶ୍ରୀମତୀର ନାମେ ଜୟଧନି ଦିତେ ଥାକେ ।

ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁସାରୀଦେର ନିଯେ ଏଗୋତେ ଶତିକ ଅକ୍ଷଣ୍ଵାରାଜ୍ୟ ନଗରୀର ଦିକେ । ତାର
ଚୋଥେର ସାମନେ, ମାଧ୍ୟମାଧ୍ୟେ, ଅକ୍ଷକାର ଦେଖିଲେର ମତୋ ଉଠିତେ ଥାକେ, ତାର ଦାଁଡିଯେ
ପଡ଼ିତେ ଇଚ୍ଛେ ହୟ । ଏମନ ସମୟ ଏକଦଳ ନବବିଶ୍ୱାସୀ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରତେ କରତେ ଏସେ ପଡ଼େ
ଶ୍ରୀମତୀର ପଦତଳେ ।

ଶ୍ରୀମତୀ ଜିଜ୍ଞେସ କରେ, 'ହେ ନବବିଶ୍ୱାସୀମାତ୍ର, ତୋମାଦେର ଆର୍ତ୍ତନାଦେର କୀ କାରଣ ?'

ତାରା ବଲେ, 'ହେ ମନୋନୀତଜନ, ଆମାଦେର ଶୃହ୍ତ ଆର ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କଣକପଲ୍ଲୀର ଉତ୍ତର
ଧାରେ । ଆପନି ରକ୍ଷା କରନ ଆମାଦେର ।'

ଶ୍ରୀମତୀ ଜିଜ୍ଞେସ କରେ, 'କୀ ତୋମାଦେର ବିପଦ ?'

ତାରା ବଲେ, 'ହେ ମନୋନୀତଜନ, ଆପନି ଆଦେଶ ଦିଯେଛେନ ଯେ ନିଶାବସାନେ ନଦୀ
ପ୍ରବାହିତ ହବେ ପଲ୍ଲୀର ଉତ୍ତର ଦେଇୟ । 'ନଦୀ ନିଶ୍ଚଳୀତି ନିଶାବସାନେ ପ୍ରବାହିତ ହବେ ଆମାଦେର
ଶୃହ୍ତ, ଆମାଦେର ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଓପର ଦେଇୟ । ଆମରା ଧନେପ୍ରାଣେ ମାରା ଯାବୋ, ହେ
ମନୋନୀତଜନ, ଆପନି ଆମାଦେର ରକ୍ଷା କରନ ।'

ଶ୍ରୀମତୀ ବଲେ, 'ତୋମାଦେର ଆବେଦନ ରକ୍ଷା କରା ହଲୋ; ହେ ବିଶ୍ୱାସୀରା, ତୋମରା କଖନୋ
ଆର ଅଲୋକିକ ଶକ୍ତି ଦେଖିତେ ଚେଯୋ ନା ।'

ପରାଦିନ ଅଶ୍ୱପତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଚାର କରେ ଯେ ମନୋନୀତଜନେର ଅଲୋକିକ ଶକ୍ତି ନିଯେ
ଆଲୋଚନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ନିଷିଦ୍ଧ; ଯଦି କେଉ ଆଲୋଚନା କରେ, ବା ବିଶ୍ୱାସ ବା ଅବିଶ୍ୱାସ କରେ,
ବା ଦେଖିତେ ଚାଯ ମନୋନୀତଜନେର ବା ଅନ୍ୟ କାରୋ ଅଲୋକିକ ଶକ୍ତି, ତବେ ତାର ଶିରଶେଦ
କରା ହବେ; ଏବଂ ମେ ନରକବାସୀ ହବେ ।

ଶ୍ରୀମତୀ ତାର ସମ୍ପର୍କିତ ସୁସମାଚାର-୧୧

অরংগারাজ্য অধিকারের পর আবহনের মতো সময় কেটে গেছে; সব কিছুই চমৎকারভাবে চলছে, তবে শুভ্রত একদিন টের পায় যে সব কিছু চমৎকারভাবে চলছে না। এটা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে-দিন অশ্পতি তার সাথে একান্ত সাক্ষাত্কারের আবেদন জানায়। শুভ্রত কাউকে একলা সাক্ষাত্কার দেয় না, সাধারণ ধার্মিক বা সেনাপতি যেই হোক, সাক্ষাত্কার দেয়ার সময় তার প্রধান প্রহরী ও সেনাপতিদের কেউ না কেউ উপস্থিত থাকে। তার প্রহরীর জন্যে রয়েছে বিশজন সশস্ত্র বিশ্বাসীর একটি প্রহরীবাহিনী; শুভ্রত পরমদাসকে নিযুক্ত করেছে প্রধান প্রহরী হিশেবে, জ্যোতির্ময়কেও রেখেছে প্রহরীবাহিনীতে। অশ্পতি একান্ত সাক্ষাত্কার প্রার্থনা করলে শুভ্রত চিন্তিত হয়, সাথে সাথে তাকে সাক্ষাত্কার দেয় না, জানিয়ে দেয় তাকে একলা সাক্ষাত্কার দেবে কি না সে সম্পর্কে বিধাতার নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে সে। একদিন বিধাতার নির্দেশ আসে যে শুভ্রত একলা সাক্ষাত্কার দিতে পারে যদি সে তা মহারাজ্যের জন্যে জরুরি মনে করে। শুভ্রত জরুরিভিত্তিই চেষ্টা করে বিধাতার নির্দেশলাভের; এবং পাওয়ার সাথে অশ্পতিকে একটি সাক্ষাত্কার দানের দিন ও সময় জানিয়ে দেয়। রোববারের পূর্বাহ্নে সে অশ্পতিকে তার সাথে একান্ত সাক্ষাত্কারের সময় দেয়।

রোববার ভোর হওয়ার এক প্রহরীয়াগে আনুগত্যকৃটিরের দিকে শোনা যায় প্রচণ্ড কোলাহল। পারমিতা ও অঞ্জনার ঘূম স্তুষ্টি যায়; তারা দুজন ছুটে আসে গীতাঞ্জলির কক্ষে, যেখানে রাত্রিযাপন করছিলো শুভ্রত। দরোজায় শব্দ ও তাদের ডাক শুনে শুভ্রত জেগে ওঠে; দরোজা খুলে পারমিতা ও অঞ্জনাকে দেখে বিশ্মিত হয়। তারা জানায় আনুগত্যকৃটিরের দিকে প্রচণ্ড কোলাহল হচ্ছে; শুভ্রত বিচলিত হয় না, দৃঢ় হয়ে ওঠে; সে তাদের সাথে গবাক্ষে গিয়ে স্তুল্য দেখার চেষ্টা করে। দূরে আনুগত্যকৃটির দেখ যায়, শুভ্রত তরবারি হাতে ছোটস্তুতি করতে দেখে বিশ্বাসীদের, শুনতে পায় নারীপুরুষের আর্তনাদ। সে শুনতে পায় পরিত্রকৃটিরের তোরণে পরমদাস উচ্চকণ্ঠে প্রহরীদের প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিচ্ছে, তাদের নিষেধ করছে স্থানত্যাগ করতে; নির্দেশ দিচ্ছে আক্রমণকারীরা এদিকে এলে প্রাপ্তপণে প্রতিরোধ করতে (পরমদাসকে একটি পদেন্নতি দেবে বলে স্থির করে শুভ্রত)। শুভ্রত তরবারিবন্ম প্রস্তুত রাখার জন্যে বলে অঞ্জনাকে, অঞ্জনা হেসে ওঠে পরিহাস করে যে ওসবের কোনোই দরকার হবে না, বিধাতা এদিকে কোনো আক্রমণকারী পাঠাবে না, পাঠালে এক প্রহর আগেই পাঠাতো। ভোর হওয়ার আগেই কোলাহল ও আর্তনাদ থেমে যায়; শুভ্রত দেখতে পায় আদিত্য, অঞ্চলান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস অশ্বে চ'ড়ে এদিকে আসছে; আর বিশ্বাসীরা ‘বিধাতা ছাড়া কোনো বিধাতা নেই’ বলে অনুসরণ করছে তাদের। আদিত্য, অঞ্চলান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস ও সৈনিকেরা পরিত্রকৃটিরের তোরণের সামনে থেকে উচ্চরোল তুলতে থাকে ‘বিধাতা ছাড়া কোনো বিধাতা নেই’, ‘বিশ্বাসঘাতকের ষড়যন্ত্র থেকে মুক্ত হয়েছে বিধাতার রাজা’, ‘মনোনীতজন দীর্ঘজীবী হোন’, ‘অশ্পতি ধ্বংস হোক।’ শুভ্রত বুঝতে পারে না অশ্পতি ধ্বংস হয়েছে কিনা; পরমুহুর্তেই তার মনে পড়ে ভোর হ'লেই আজ রোববার, এক প্রহর পর তার সাথে একান্ত সাক্ষাত্কারে মিলিত হওয়ার কথা ছিলো

অশ্বপতির; সে বুঝতে পারে একান্ত সাক্ষাৎকারের জন্যে কোনোদিন তার সামনে আসবে না অশ্বপতি।

শুভ্রত দেখতে পায় তোরণের বাইরে তারা দাঁড়িয়ে আছে; সে শুনতে পায় আদিত্য তোরণ খোলার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছে পরমদাসকে। শুভ্রত শুনতে পায় পরমদাস বলছে, উষার আগে তেরণ খোলার কোনো নির্দেশ নেই, হে সেনাপতি (শুভ্রত পরমদাসকে আরেকটি পদোন্নতি দেয়ার কথা ভাবে), উষার পরই তোরণ খোলা হবে। সেনাপতিরা, সৈনিকেরা তোরণের বাইরে দাঁড়িয়ে বিধাতা ও তার মনোনীতজনের নামে জয়ধননি দিতে থাকে; পুবদিকে রক্ষাকৃত ক'রে ভোর হয়।

পরমদাস তোরণ খোলার নির্দেশ দেয়, প্রহরীরা তোরণ খোলে; শুভ্রত বিস্মিত হয়ে দেখে পরমদাস নিরন্তর করছে সেনাপতিদের, চুক্তে দিচ্ছে শুধু চারজন সেনাপতিকে, আর কাউকে নয়। শুভ্রত দেখতে পায় পরমদাস পবিত্রকুটিরের দরোজার দিকে আসছে সেনাপতিদের নিয়ে; তাদের অনুসরণ করছে প্রহরীরা। শুভ্রত ধন্যবাদ জানায় বিধাতাকে।

পরমদাস এসে তাকে সংবাদ দেন্তে যে চার সেনাপতি সাক্ষাৎ প্রার্থনা করছে। শুভ্রত তাদের স্তবাগারে অপেক্ষা করেন নির্দেশ দেয়। শুভ্রত স্তবাগারে চুক্তেই চার সেনাপতি নিয়ম মতো দাঁড়িয়ে তাকে অভিবাদন জানায়। তারা ব্যাকুলভাবে বিধাতার প্রশংসা করে, এবং প্রশংসা করে মনোনীতজনের।

শুভ্রত কিছু না বলে তাদের দিকে আকায়।

আদিত্য বলে, 'হে মনোনীতজন, স্তব পরম বিধাতার জন্যে বিধাতার দয়ায় বিধাতার পবিত্র রাজ্য আজ চক্রান্তকারীদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। বিধাতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা সে-সংবাদ মনোনীতজনকে জানাতে এসেছি।'

শুভ্রত বলে, 'হে সেনাপতিগণ, তোমরা অশেষ কৃতিত্বের অধিকারী, বিধাতা তোমাদের মঙ্গল করবেন। তোমাদের বিশ্বাসে আর বীরত্বে বিধাতার রাজ্য বিস্তৃত হবে, বাড়বে তোমাদের গৌরব।'

আদিত্য বলে, 'হে মনোনীতজন, প্রধান চক্রান্তকারী আর কেউ নয়, সে মনোনীতজনের বিশ্বাসভাজন অশ্বপতি; সে বিধাতার মনোনীতজনকে বধ করার ষড়যন্ত্র করেছিলো।'

শুভ্রত বলে, 'সত্যের পথ কষ্টকারী; সব ঘটনা বর্ণনা করো, সেনাপতিগণ।' অংশমান বলে, 'হে মনোনীতজন, বিশ্বাসঘাতক অশ্বপতি আপনার সাথে একান্ত সাক্ষাৎকার চেয়েছিলো আপনাকে বধ করার উদ্দেশ্য।'

শুভ্রত বলে, 'আরো বিশদভাবে বর্ণনা করো, সেনাপতিগণ; শুধু বিধাতাই জানেন সব সত্য, আর কেউ জানে না।'

আদিত্য বলে, 'হে মনোনীতজন, তবে বিশ্বাসঘাতক বুঝতে পেরেছিলো একান্ত সাক্ষাৎকারের সময় মনোনীতজনকে বধ করে সে নিজে বাঁচতে পারবে না; তাই সে আজ তোরে পবিত্রকুটির আক্রমণ করে মনোনীতজনকে বধ করে বিধাতার রাজ্য

অধিকার করার পরিকল্পনা করেছিলো, বিশ্বাসঘাতকের ওপর বিধাতার অভিশাপ বর্ষিত হোক।'

শুভ্রত বলে, 'অশ্বপতি নিশ্চয়ই নির্বোধ ছিলো, সেনাপতিগণ।'

সেনাপতিরা শুভ্রতের কথায় বিব্রত হয়।

আদিত্য বলে, 'হে মনোনীতজন, অশ্বপতি নির্বোধ ছিলো না, সে ছিলো যানু ধূর্ত, অত্যন্ত কপট, বিশ্বাস ও আনুগত্যের অভিনয়ে দক্ষ; তাই আপনারও আশ্চা অর্জন করতে পেরেছিলো, কিন্তু সে ছিলো বিশ্বাসঘাতক।'

জিতেন্দ্রিয় বলে, 'সে বিধাতার ধর্ম ত্যাগ ক'রে অরুণারাজ্যকে পৌর্ণলিকতায় ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিলো, হে মনোনীতজন। সে শয্যাকক্ষে আবার মৃত্তিপুজো শুরু করেছিলো, সে আবার বিদ্যালয় আর মন্দির প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছিলো।'

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, 'সে এখন কোথায়?'

বিভাস বলে, 'বিশ্বাসঘাতক নিহত হয়ে প'ড়ে আছে আনুগাত্যকুটিরের প্রাঙ্গণে; তার সাথে নিহত হয়েছে আরো দশজন বিশ্বাসঘাতক। তাদের ওপর বর্ষিত হবে বিধাতার অভিশাপ।'

শুভ্রত আদিত্যের দিকে তাকায়, আদিত্য বিব্রত বোধ করে।

শুভ্রত বলে, 'বিধাতা মঙ্গলময়, তাঁর প্রাণ কাজ আমাদের মঙ্গলের জন্যে।'

আদিত্য বলে, 'হে মনোনীতজন, অরুণারাজ্যের একজন নতুন শাসক দরকার; একজন নতুন শাসক মনোনয়নের জন্যে অস্থানের প্রতি আবেদন জানাই।'

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে 'সেনাপতিগণ তোমরা কাকে যোগ্য মনে করো?'

তারা বলে, 'সমাজপতি গজপতিকেই আমরা যোগ্য মনে করি, হে মনোনীতজন। সে আমাদের অনুগত, তার বিশ্বাসে কোনো খাদ নেই, আর সেই আমাদের জ্ঞাত করেছে অশ্বপতির চক্রস্ত।'

শুভ্রত বলে, 'গজপতিকেই আমি শুন্তক মনোনীত করলাম।'

আদিত্য দিনের দ্বিতীয় প্রহরে নির্দেশ প্রচার করে যে বিধাতার মনোনীতজন গজপতিকে আজ থেকে অরুণারাজ্যের শুন্তক মনোনীত করেছেন।

নির্দেশ প্রচারের পর চার সেনাপতি ও শাসক গজপতি বৈঠকে মিলিত হয় অশ্বপতির ও অন্যান্য শবের ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে; তারা দীর্ঘ আলোচনা করে অশ্বপতির শব নগরের প্রধান চৌরাত্তায় ঝুলিয়ে রাখা সম্পর্কে। প্রথম তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে অশ্বপতির শব ঝুলিয়ে রাখা হবে নগরের প্রধান সরণীয় চৌরাত্তায়; তবে আদিত্যই আবার ভিন্ন প্রস্তাৱ দেয় যে অশ্বপতির শব ঝুলিয়ে রাখতে হ'লে অনুমতি নিতে হবে মনোনীতজনের, তিনি অনুমতি নাও দিতে পারেন, কেননা মনোনীতজন প্রীতির চোখে দেখতেন অশ্বপতিকে, এবং আজকাল মনোনীতজনের তীব্রতা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে; আর সে শীকার করে যে অশ্বপতি জনপ্রিয় ছিলো, তাই তার শব ঝুলতে দেখে জনগণের মন বিরূপ হয়ে উঠতে পারে। তারা শবের ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে নানা আলোচনা ক'রে শেষে সিদ্ধান্ত নেয় ব্যাপারটি সম্পূর্ণ গোপন করতে হবে, যাতে জনগণ বুঝতে না পারে যে অশ্বপতি নিহত হয়েছে, সাথে নিহত হয়েছে তার পরিবারের

ସଦସ୍ୟରୀ । ଗୋପନ କରାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ମନେ ହୁଏ ତାଦେର । ତାରା ଅଶ୍ଵପତିବଧେର ବ୍ୟାପାରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନ କ'ରେ ଫେଲେ । ତାରା ସୈନିକଦେର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଯେ ଅଶ୍ଵପତି ସମ୍ପର୍କେ ତାରା କଥନୋ କୋନୋ କଥା ବଲାବେ ନା; ଜନଗଣେର କାଉକେ ଅଶ୍ଵପତିର କଥା ବଲାବେ ନାଲେ ତାକେ ଚିହ୍ନିତ କ'ରେ ରାଖିଲେ ହେବେ, ଏବଂ ରାତେ ତୁଲେ ଏନେ ନିଚିହ୍ନ କ'ରେ ଫେଲିଲେ ହେବେ । ସେନାପତିରା ଗୁରୁସୈନିକ ନିଯୋଗ କରେ ରାଜ୍ୟ ଜୁଡ୍ଗେ; ତାଦେର ଦାୟିତ୍ୱ ଜନଗଣେର ଧର୍ମବୋଧ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରା, କାଉକେ ଯଦି ଅଶ୍ଵପରିମାଣେ ଓ ସରେ ଯେତେ ଦେଖା ଯାଏ ବିଧାତାର ଅବିଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥେକେ, ବା କେଉଁ ଯଦି ଉଦ୍‌ୟୋଗ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଲୟ ବା ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନେର, ବା ବିଧାତାର ଆଦେଶର ବାଇରେ ଚିତ୍ତ କରେ, ବା ସେନାପତିଦେର ବିରକ୍ତକେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ଏକଟି ଶବ୍ଦ, ତାହଲେ ତାର ଶିରଶେଷ କରା । ସେନାପତିରା ଶିରଶେଷଦେର ଆଦେଶଟି ପାଓଯାର ଜନ୍ୟ ବିଶେଷ ଆବେଦନ ଜାନାଯି ଉତ୍ସବରେ କାହେ; ଏବଂ ଉତ୍ସବ ଏକ ସଙ୍କ୍ୟାଯ ବିଧାତାର କାହେ ଥେକେ ଲାଭ କରେ ଆଦେଶଟି । ଅରୁଣାରାଜ୍ୟେ ପରପର କ୍ୟୋକଟି ଶିରଶେଷଦେର ଘଟନା ଘ'ଟେ ଯାଓଯାର ପର ଲୋକଜନ ପୁରୋପୂରି ଧାର୍ମିକ ହୟେ ଓଠେ, କିନ୍ତୁ ଚିଞ୍ଚା ଛେଡେ ଦେଇ ।

ବିଧାତାର ଧର୍ମ ଓ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସୁରକ୍ଷା ସବଚେଯେ ବେଶି ଭୋଗ କରେ ଚାର ସେନାପତି-ଆଦିତ୍ୟ, ଅଂଶୁମାନ, ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ବିଭାସ, ଉତ୍ସବରେ ମାଥାର ମୁକୁଟ ଆର ଅଶ୍ଵପତିକେ ଏବଂ ପରେ ଗଜପତିକେ ପାଦୁକା କ'ରେ ତାରା ଶକ୍ତି ଓ ଐଶ୍ୱର ଉପଭୋଗ କରେ ଛ୍ଡାଙ୍ଗଭାବେ । ସାଧାରଣ ସୈନିକରାଓ ଲାଭ କରେ ବିପୁଲ ସୁରକ୍ଷା । ସେନାପତିରା ସବ କିଛୁ ଏମନକି ଉତ୍ସବରେ କାହେ ନିଜେଦେର ନିୟମଗ୍ରହଣ; ଉତ୍ସବରେ ବିଧାତାର ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେର ପର ଦିନ ଅବିଶ୍ଵାସୀଦେର ଦୀକ୍ଷିତ କରତେ ଥାକେ, ବିଶ୍ଵାସୀର ବାଣୀ ପୌଛେ ଦିତେ ଥାକେ ପଟ୍ଟିତେ ପଟ୍ଟିତେ, ଦୀକ୍ଷିତ କରତେ ଥାକେ, ଆର ସେନାପତିରା ଶକ୍ତ ହାତେ ଶାସନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦିଯେ ଜୀବନ ସନ୍ଦେଗ କରତେ ଥାକେ । ଚାର ସେନାପତି ଦୀନକୁଟିରକେ ପରିଣିତ କରେ ଐଶ୍ୱରେ ରହିଲେ, ଆର ପ୍ରମୋଦପୁରୀତେ; ମଣିମାଣିକ୍ୟେ ତାଦେର କୁଟିରେ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଯେମନ ଝଲମଳ କରେ, ତେମନି ଝଲମଳ କରେ ରକ୍ଷସୀ ନାରୀତେ । କିନ୍ତୁ ବାଇରେ ତାରା ଉତ୍ସବ ଧାର୍ମିକ, ଉତ୍ସବରେ ଥେକେଓ ବେଶ, ସବ ସମୟ ତାରା ଆସିବି କରେ ବିଧାତାର ବାଣୀ; ତାଦେର ଧାର୍ମିକତାଯ ଶ୍ୟାମରଙ୍ଗ ହୟେ ଆସିଲେ ଚାଯ ଉତ୍ସବରେ ଓ । ଉତ୍ସବ ଯଥନ ଶିଶିର ବା ପାଖି ବା ମେଘ ବା ଶସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କେ କଥା ବଲେ ସୁଖ ପାଇଁ, ତାରା ତଥନ ଉତ୍ସବରେ ସାଥେ ସର୍ଗେର ପଚିମ-ଦାକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତ ସମ୍ପର୍କେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ ଚାଯ; ବା ଜାନିଲେ ଚାଯ ସର୍ଗେର ଅଗ୍ନିକୋଣେ ଗେଲେ କତୋବାର ଶବ୍ଦ କରିଲେ ହେବେ ବିଧାତାକେ । ଉତ୍ସବ ବାଓଯା ବା ପାନେର ଆଗେ କଥନୋ କଥନୋ ଭୁଲେ ଯାଏ ବିଧାତାକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜାନିଲେ; ତାଇ ସେନାପତିଦେର ସାଥେ ଯେତେ ବସଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ଧାକତେ ହୁଏ ତାକେ, ଯାତେ ବିଧାତାର ନାମ ନିତେ ତାର ଭୁଲ ନା ହୁଏ, ଭୁଲ ହ'ଲେଇ ଆଦିତ୍ୟ ବିନମ୍ୟେ ସାଥେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ‘ହେ ମନୋନୀତଜନ, ବାଓଯାର ଆଗେ କି ସବ ସମୟ ବିଧାତାକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜାନିଲେ ହୁଏ ନା’; ତାଦେର ଉପର୍ଶିତିତେ ଖୁବ ସାବଧାନ ଥାକେ ଉତ୍ସବ, ଯାତେ କେ ନିଷିଦ୍ଧ କୋନୋ ବନ୍ଧୁର ପ୍ରଶଂସା କ'ରେ ନା ଫେଲେ; ଯେମନ ଏକବାର ଉତ୍ସବ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଥେକେ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଲେ ଅଂଶୁମାନ ଜାନିଲେ ଚାଯ, ‘ହେ ମନୋନୀତଜନ, ବିଧାତା ସୁରା ନିଷିଦ୍ଧ କରେଛେ ୧୫୦ ଶ୍ଲୋକେର ୮ ଚରଣେ; ହେ ମନୋନୀତଜନ, ବିଧାତା କି ଏର ମାବେ ସୁରା ସିନ୍ଧ କରେଛେ?’ ତାରା ନିୟମିତିଇ ସୁରା ପାନ କରେ କୁଟିରେ; କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ତାରା ସୁରାର

১৬৬ শুভ্রত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার

প্রচণ্ড বিরোধী। শুভ্রতকে খুব সাবধান থাকতে হয় নিজেরই প্রচারিত ধর্ম সম্পর্কে, মনে রাখতে হয় বিধাতার নির্দেশগুলো; কেননা তার সেনাপতিরা তার থেকেও ধার্মিক।

শুভ্রত একবার এক পটীতে দীক্ষা দিয়ে ফেরার সময় দূর থেকে ভেসে আসা গান আর বাদ্য শব্দে মুঠ হয়; সে হাটতে থাকে সেদিকে। অনুসারীরা তাকে অনুসরণ করে; এবং তারা গিয়ে দেখে এক বিশ্বাসীর গৃহে বিবাহ উৎসব আয়োজিত হয়েছে। আনন্দে তরুণতরুণীরা, কিশোরকিশোরীরা, এমনকি বুড়োরাও রঙ ছড়াচ্ছে, ঢাকচোল বাজাচ্ছে, এবং নাচছে। তাকে দেখে সবাই নৃত্যগীতবাদ্য বক্ষ করে দেয়; কিন্তু শুভ্রত তাদের নাচতে, গাইতে রঙ ছড়াতে বলে, এবং নিজে মুঠ হয়ে দেখতে থাকে তরুণতরুণীর, কিশোরকিশোরীর মাচ। এক তরুণী তাকে নাচতে আহ্বান জানায়, তরুণীর ডাক সে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না; তার হাত ধ'রে শুভ্রত নাচে, তরুণী তার গায়ে রঙ মেখে দেয়, সেও রঙ মেখে দেয় তরুণীর মুখে। শুভ্রত অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বলে, জীবনের আনন্দময় রূপ দেখে সে মুঠ হয়েছে, বিধাতার রাজ্য আনন্দমুখের দেখে সে সুখী বোধ করছে। সেখান থেকে পবিত্রকুটির ফেরার পরদিন আদিত্য তাকে একটি সংবাদ দেয়। আদিত্য জানায় যে গৃহে নৃত্যগীতবাদ্যের উৎসব দেখে সুখী হয়েছেন মনোনীতজন, সেখানে এক বড়ো দুর্ঘটনা ঘটেছে; তারা চলে আসার পর অতি আনন্দে কেউ আগুন লাগিয়ে দেয় খড়ের গাদায়, কেউ খেয়াল করে না কখন আগুন লাগে, সবাই মন্ত্র ছিলো আনন্দে, তাই আগুনে সম্পূর্ণ গৃহ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে; মারা গেছে অনেক। আদিত্য নাচগানবাদ্য সম্পর্কে বিশ্বাসীর বাণী কামনা করে শুভ্রতের কাছে। শুভ্রত বিচলিত হয়, এবং অবিলম্বে বাণী মন্ত্র করে যে বিধাতা নিষিদ্ধ করেছেন নাচগানবাদ্য; যারা নাচগান করে বাদ্য বাজায়, রঙ ছড়ায়, তারা অভিশঙ্গ; বিধাতা নিষিদ্ধ করেছেন তরুণতরুণীর মেলামেশা; কেননা তরুণতরুণী, নারীপুরুষ একত্র হ'লে পাপের সূচনা ঘটে।

সেনাপতিদের মনে হয় মনোনীতজন বিশ্বাসীর মহারাজ্য স্থাপনের কথা ভুলে গেছেন; বিক্রমপত্নী আর রাজগৃহ যে আনন্দে হৃবে বিধাতার অধিকারে, ধৰ্মস করতে হবে মন্দির আর বিদ্যালয়, ভস্মে পরিণত করিতে হবে সমস্ত গ্রন্থ, দিকে ধ্বনিত করতে হবে বিধাতার নাম, তা হয়তো মনে নেই মনোনীতজনের; হয়তো মনে নেই বিধাতারও। বিধাতার মহারাজ্য স্থাপনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া দরকার মনোনীতজনকে; এমনকি বিধাতাকেও। তারা আরো উপলক্ষ্মি করে যে, অরুণারাজ্য তাদের মতো চার সেনাপতির জন্যে খুবই ক্ষুদ্র রাজ্য, এতো ক্ষুদ্র রাজ্যে তাদের চলে না, তাদের এখন যা শক্তি, তাতে তারা রাজ্যের পর রাজ্য জয় করতে পারে; জয় করা অত্যন্ত দরকারও। বিধাতা তাদের দিয়েছেন যে-সম্পদ আর ক্ষমতা, সেজন্যে তারা কৃতজ্ঞ বিধাতার কাছে, কিন্তু তাদের মনে হয় বিধাতা তাদের নামে নির্দিষ্ট ক'রে রেখেছেন আরো সম্পদ, আরো ক্ষমতা, আরো প্রমোদ; কিন্তু মনোনীতজন ভুলে গেছেন বিধাতার মহারাজ্যের কথা। মনোনীতজনকে ছাড়া কি তারা স্থাপন করতে পারে বিধাতার মহারাজ্য? এ-বিষয়টি তারা বিবেচনা ক'রে দেখে; এবং সিদ্ধান্তে পৌছে যে মনোনীতজনকে ছাড়া বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠা অসম্ভব তাদের পক্ষে, কেননা সমস্ত

সৈনিক শুধু মনোনীতজনের আঙ্গাই পালন করতে প্রস্তুত, মনোনীতজনই বিধাতার সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক; মনোনীতজনকে ছাড়া বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তবে তারা সিদ্ধান্তে পৌছে, অবিলম্বে উদ্যোগ নেয়া দরকার বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠা; এবং এটা স্মরণ করিয়ে দেয়া দরকার মনোনীতজনকে।

বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলোচনার জন্যে চার সেনাপতি শুভ্রতের সাথে সাক্ষাৎ করে একদিন পূর্বাহ্নে।

শুভ্রত বলে, ‘হে মনোনীতজন, চতুরঙ্গ সৈন্যবাহিনী এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত, কোনো রাজ্যে আমাদের সমতুল্য অশ্ব, গজ, রথ, পদাতি নেই। আপনি আদেশ দিলেই আমরা জয় করতে পারি রাজ্যের পর রাজ্য, স্থাপন করতে পারি সর্বশক্তিধর বিধাতার মহারাজ্য।’

শুভ্রত বলে, ‘এই বাহিনী আমাদের নয়, এই বাহিনী বিধাতার, যিনি সর্বশক্তিধর, যিনি ছাড়া কেউ প্রগম্য নয়। সেনাপতিগণ, আমি আদেশ দেয়ার কেউ নই, বিধাতার রাজ্যস্থাপনের আদেশ দেবেন বিধাতা।’

বিভাস বলে, ‘হে মনোনীতজন, আমরা আপনার মাধ্যমে সর্বশক্তিধর বিধাতার আদেশেরই অপেক্ষায় রয়েছি।’

শুভ্রত বলে, ‘হে সেনাপতিগণ, তোমরা প্রস্তুত থাকো; বিধাতা নির্দেশ দিলে নিচয়ই তোমরা জানতে পারবে। বিধাতার স্মরণ রেখে প্রস্তুত থাকো তোমরা, যাতে বিধাতার নির্দেশের পর বিলম্ব না ঘটে।’

অংশ্যান বলে, ‘আমরা প্রস্তুত, হে মনোনীতজন, বিধাতার নির্দেশ পাওয়ার পর এক প্রহরও বিলম্ব ঘটবে না।’

জিতেন্দ্রিয় বলে, ‘হে মনোনীতজন, আমরা বিধাতার নির্দেশের প্রতীক্ষায় রইলাম।’

শুভ্রত বলে, ‘সেই শ্রেষ্ঠ সেনাপতি, যে সর্বদা প্রস্তুত, থাকে, এবং বিধাতার নির্দেশের প্রতীক্ষা করে।’

শুভ্রত ভোলে নি বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা; বিক্রমপন্থী তার বুকের ভেতর ক্ষতের মতো রয়ে গেছে, বুকে সেন্ট্রু সময় বইছে তার পিতার শব। মাতা ও পত্নীদের শবের কথা সে ভাবতে পারে না; তারা কীভাবে নিহত হয়েছে বা বেঁচে আছে, সে কল্পনা করতে পারে না; কিন্তু পিতার নিহত হওয়ার দৃশ্য দপ ক'রে জু'লে ওঠে তার চোখের সামনে, যদিও সে তো দেখে নি। সে সুর্খে থাকে যখন মনে পড়ে না বিক্রমপন্থীকে; মনে পড়লেই সে তুক্ত বোধ করে, তার সারা শরীরে দাবানল শুক হয়, আগনে সে সম্পূর্ণ পুড়িয়ে ফেলতে চায় বিক্রমপন্থীকে, যা তার মাতৃভূমি, যে তাকে জন্ম দিয়েছে, যাকে সে ভালোবেসেছে, যে তাকে পরিয়াগ করেছে। বিক্রমপন্থী তার ভালোবাসা, তার ঘৃণা। সে বিধাতার কাছে প্রার্থনা করে আর শক্তি চায় বারবার; এবং সেনাপতিদের নির্দেশ দেয় সর্বাঙ্গসম্পন্ন সৈন্যবাহিনী গ'ড়ে তুলতে। সৈন্যবাহিনী দেখে সে সন্তুষ্ট হচ্ছে দিন দিন, যেদিন সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হবে, শুভ্রতের মনে হয়, সেদিনই বিধাতা তাকে নির্দেশ দেবেন বিক্রমপন্থী জয়ের। শুভ্রতের ভাবনায় রয়েছে একটি মহৎ দিন, যেদিন সে জয় করেছে অরূপারাজ্য; তার মনে হয় ওই দিনটি আবার আসার

আগেই বিধাতা নির্দেশ দেবেন; এবং অঙ্গরাজ্য জয়ের বর্ষপূর্তির আগের সক্ষায় উত্তৃত লাভ করে বিধাতার নির্দেশ; বিধাতা নির্দেশ দেয়— হে মনোনীতজন, বিধাতার মহারাজ্যের স্থপতি, জয় করো, যাকে ঘৃণা করো ও ভালোবাসো সর্বাধিক; জয় অবধারিত— আমি তোমার পথপ্রদর্শক; বিধাইন হও; প্রবল ধাকো শাস্তি, নিরাবেগ, নিরুদ্ধেগ; মনে রেখো বিধাতা ছাড়া তোমার কোনো প্রিয় নেই, ধৰ্ম করো তাকে, যে শক্ত বিধাতার। স্থাপন করো বিধাতার মহারাজ্য, সম্প্রসারিত করো, সীমাইন করো। বিধাতার নির্দেশ পেয়ে উত্তৃত তীব্রভাবে কম্পিত ও অনুপ্রাণিত হয়; তার ইচ্ছে হয় ওই মুহূর্তেই অভিযানের, কিন্তু নিজেকে দমন করে উত্তৃত। উত্তৃত সেনাপতিদের জানিয়ে দেয় বিজয়ের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে, বিধাতার প্রাস্তরে, সে প্রকাশ করবে বিধাতার নির্দেশ।

অঙ্গরাজ্য জয়ের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে, বিধাতার প্রাস্তরে, উত্তৃত ঘোষণা দেয় বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠার যুদ্ধের। রাজা জুড়ে বিজয়ের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে পালিত হচ্ছে উৎসব, গৃহে গৃহে মাঠে মাঠে বিশ্বাসীরা ধন্যবাদ জানাচ্ছে বিধাতাকে, প্রার্থনা করছে, এবং বিধাতার প্রাস্তরে স্থায়োজন করা হয়েছে চতুরঙ্গ সৈন্যবাহিনীর বিশাল উৎসব। উত্তৃত মুঝ হয় উত্তৃতের বিশালতা ও সৈনিকদের চোখেমুখে বিশাসের বীর্য দেখে। সেনাপতিরা উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে, উত্তৃতের মুখের দিকে চেয়ে আছে তোরের প্রার্থনার সময় থেকেই, তারা বুঝে উঠতে পারছে না মনোনীতজন লাভ করেছেন কী নির্দেশ। তারা উত্তৃতের মুখে কঠোরতা দেখতে চেয়েছিলো, তার বদলে দেখতে পাচ্ছে প্রশাস্তি; এটাই তাদের পীড়িত করছে। সেনাপতিরা প্রার্থনার পর একে একে প্রশংসা করে বিধাতা এ মনোনীতজনের; তারা সৈনিকদের জানিয়ে দেয় যে, এই উত্তদিনে বিধাতার মনোনীতজন দান করবেন এক উত্তুবণী, তিনি প্রকাশ করবেন বিধাতার নির্দেশ। সেনাপতি পুরিভাস একটা প্রথম প্রকাশ করার পর থেকেই তীব্র উত্তেজিত হয়ে আছে সৈনিকেরা, বারবার তারা বিধাতার নামে উচ্চরোল দিচ্ছে; বিধাতা যে অধিতীয় ও সর্বশক্তিধর, তা স্বনিত করছে, এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছে উত্তৃতকে। প্রধান সেনাপতি আদিত্য ভাষ্ম দিতে উঠে যখন জানায় যে মনোনীতজন প্রকাশ করবেন বিধাতার নির্দেশ, তাহলে সময় প্রাপ্তর যুদ্ধের জন্যে মন্ত হয়ে ওঠে।

উত্তৃত ভাষণ দিতে উঠলে বিধাতার প্রাপ্তরে প্রথম নির্দিত পশ্চাত মতো নিঃশব্দ হয়ে ওঠে; আর সে ‘বিধাতা’ শব্দটি উচ্চারণ করার সাথে সাথে শতো শতো বজ্জ্বর গর্জনে ধ্বনিত হয়ে ওঠে একটি শব্দ ‘বিধাতা’। বিশ্বাসীরা তুরীয় আবেগে উচ্চরোল তুলতে থাকে—‘বিধাতা, বিধাতা; মনোনীতজন, মনোনীতজন।’

উত্তৃত ভান হাত তুললে তারা যন্ত্রমুক্তের মতো শাস্তি ও নিঃশব্দ হয়।

উত্তৃত বলে, ‘বিশ্বাসীরা, তোমরা যার প্রতীক্ষায় ছিলে, তোমরা যার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলে, গতকালের পরিত্র সক্ষায় বিধাতার সেই অবিচল নির্দেশ আমি লাভ করেছি। তিনি পরিত্র আলোর ভেতর দিয়ে দেখা দিয়েছেন, আমাকে আহ্বান করেছেন। গত সক্ষ্য আমাদের জন্যে পরিত্র, আজকের দিনটি আমাদের জন্যে পরিত্র, এবং আগামীকাল আমাদের জন্যে পরিত্র।’

শুভ্রত বলে, 'বিধাতা নির্দেশ দিয়েছেন— হে মনোনীতজন, বিধাতার মহারাজ্যের স্থপতি, জয় করো, যাকে ঘৃণা করো ও ভালোবাসো সর্বাধিক; জয় অবধারিত- আমি তোমার পথপ্রদর্শক; দ্বিধাইন হও, প্রবল হও, করণাইন হও, করণ কোরো না যে তোমাকে বর্জন করেছে; বইবে রক্ষণ্যোত্ত, থাকো শান্ত, নিরাবেগ, নিরক্ষেপণ; মনে রেখো বিধাতা ছাড়া তোমার কোনো প্রিয় নেই, ধৰ্মস করো তাকে, যে শক্ত বিধাতার। স্থাপন করো বিধাতার মহারাজ্য, সম্প্রসারিত করো, সীমাহীন করো। বিধাতার মহারাজ্যের কোনো সীমা নেই, তা রসাতল থেকে অষ্ট আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত।'

বিশ্বাসীরা বিধাতা ও শুভ্রতের নামে উচ্চরোল ক'রে ওঠে।

শুভ্রত বলে, 'হে বিশ্বাসীরা, বিধাতার সৈনিকগণ, তোমাদের জন্যে রয়েছে আরো আনন্দের বার্তা, বিধাতা সর্বদাই সবচেয়ে বিচক্ষণ ও বিশুদ্ধ; বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠার পবিত্র মহাযুক্তে বিধাতা তাঁর মনোনীতজনকে নিয়োগ করেছেন প্রধান সেনাপতি —সর্বাধিনায়ক। নিশ্চয়ই বিধাতা সর্বশক্তিধর ও সর্বজ্ঞ; তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো সৃষ্টিকর্তার কাছে।'

বিশ্বাসীরা বিধাতা ও মনোনীতজনের নামে বারবার হৰ্ষধনি দেয়, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। শুভ্রত তাদের হৰ্ষধনিতে বিধাতার স্বর শুনতে পায়।

শুভ্রত বলে, 'হে বিধাতার সৈনিকগণ, হে বিশ্বাসীরা, আগামী কাল অত্যন্ত পবিত্র দিন, বিশেষভাবে বিধাতা সৃষ্টি করেছেন এই দিনটি, কেননা আগামী কাল সূচিত হবে বিধাতার পবিত্র ধর্মযুক্ত, নিশ্চয়ই জয় করার আনিবার্য।'

বিশ্বাসীরা বিধাতা ও শুভ্রতের নামে উচ্চরোল দিতে দিতে উন্মত্ত হয়ে ওঠে ধর্মযুক্তের জন্যে; রোল তুলতে থাকে 'বিধাতা, বিধাতা, ধর্মযুক্ত, মনোনীতজন, মনোনীতজন'। শুভ্রত দেখতে পায় প্রদানত বিক্রমপঞ্চী আর রাজগৃহ; বিধাতার সৈনিকদের পায়ের নিচে বিধ্বনি হচ্ছে রাজ্যের পর রাজ্য; এবং দিকে দিকে ধ্বনিত হচ্ছে পরম নাম,—বিধাতা।

আন্দিত্য আবেদন জানায়, 'হে মনোনীতজন, মহাযুক্তে বিশ্বাসীরা করবে কী আচরণ, সে-সম্পর্কে আপনি নির্দেশ দিন; হে মনোনীতজন, বিশ্বাসীদের জন্যে বিধাতা নির্ধারিত করে রেখেছেন কী পুরস্কার, তার আভাস দিয়ে উদ্বোধিত করন বিশ্বাসীদের; নিশ্চয়ই বিধাতা সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর।'

শুভ্রত বিশ্বাসীদের উদ্দেশে বলে, 'হে বিশ্বাসীগণ, হে বিধাতার সৈনিকেরা, বিধাতার ঘৃণা বর্ষিত হয় তার ওপর, যে নিজের জন্যে বেঁচে থাকতে চায়; বিধাতা তাকে অভিশাপ দেন, যে তরবারি চালাতে দ্বিধা করে, যার তরবারি অবিশ্বাসীর শিরস্থেদে বিলম্ব করে; বিধাতা তাকে দেন শ্রেষ্ঠ পুরস্কার, যে বিধাতার জন্যে রক্ষ দেয়। বিধাতার মহাযুক্তে যে রক্ষ দেয়, তার রক্ষের প্রত্যেক বিন্দু বিধাতার কাছে সাক্ষী দেয়, বলে, 'হে বিধাতা, আমি আপনার জন্যে যাটিতে পড়েছিলাম', বিধাতা তাকে দান করেন স্বর্গের শ্রেষ্ঠ স্থান।'

বিশ্বাসীরা থেকে হৰ্ষধনি দেয় বিধাতা ও শুভ্রতের নামে; তাদের ধ্বনিতে কেঁপে ওঠে বিধাতার প্রাপ্তর।

শুভ্রত বলে, 'হে বিশ্বাসীগণ, হে বিধাতার সৈনিকেরা, হে ধর্মযুক্তের বীরগণ,
বিধাতার মহাযুক্তে তোমরা হবে শিলাসুকঠিন, বজ্রদৃঢ়, বিদ্যুৎক্ষীণ; তোমরা দিধা করবে
না অবিশ্বাসীর রক্তে মাটি রঙিত করতে; যার তরবারি অবিশ্বাসীর রক্তে যতো রঙিত
হবে, তার তরবারি ততো পবিত্র; তার তরবারি বিধাতার নিকট ততো প্রিয়। বিধাতা
তার তরবারি রক্ষা করবেন স্বর্গে। বিধাতা প্রশংসা করেন তার বল্লমকে, যার বল্লম বিক্ষ
হয় অবিশ্বাসীর বক্ষে।'

বিশ্বাসীরা বিধাতা ও শুভ্রতের নামে হর্ষধনি দিয়ে চারপাশ কাঁপিয়ে তোলে।

শুভ্রত বলে, 'হে বিশ্বাসীরা, হে বিধাতার সৈনিকেরা, যা ধ্বংস করা দরকার, তা
ধ্বংস করো, বিধাতা চান তার ধ্বংস; যা ভস্ত করা দরকার, তা ভস্ত করো, বিধাতা
চান তার ভস্ত; যা হত্যা করা দরকার, তা হত্যা করো, বিধাতা চান তার মৃতদেহ। হে
বিশ্বাসীরা, হে বিধাতার সৈনিকেরা, বিধাতা মহাযুক্তে কোনো করণা নেই;
অবিশ্বাসীকে ধ্বংস করার থেকে প্রিয় আর কিছু নেই বিধাতার কাছে।'

বিশ্বাসীরা বিধাতা ও শুভ্রতের নাম হর্ষধনি দিতে দিতে পরম্পরের তরবারির
ঘর্ষণে সৃষ্টি করে যুক্তের উন্নাদন।

শুভ্রত বলে, 'হে বিধাতার সৈনিকগণ, হে বিশ্বাসীরা, তোমরা এখন থেকেই
মহাযুক্তের জন্যে প্রস্তুত হও; মেনে চলো সেনাপতিদের আদেশ, যা প্রত্যেকের মান্য,
যারা সেনাপতিদের আদেশ অমান্য করে বিষ্ণুতা তাদের জন্যে বরাদ্দ করেন মৃত্যু;
তোমরা কখনো এই মৃত্যুকে বেছে নিয়ো ন।'

বিশ্বাসীদের হর্ষধনিতে প্রান্তর মুখর হয়ে উঠে।

শুভ্রত বলে, 'হে বিধাতার সৈনিকগণ, হে বিশ্বাসীরা, বিধাতা তোমাদের জন্যে
নির্ধারিত ক'রে রেখেছেন স্বর্গের শ্রেষ্ঠ পুরক্ষার, যা মরজগতে কেউ কল্পনা করতে পারে
না, যা তোমরা চিরকাল ভোগ করবে, ভোগ ক'রে ক্লান্তি আসবে না। স্বর্গে তোমাদের
জন্যে রয়েছে অপূর্ব রূপসী চিরকুমারীরা, যাদের তনুলতার স্বেদ দ্রাক্ষাসুরার থেকে
সহস্রগুণে মধুর; তোমরা পান করবে শ্রেষ্ঠ মুর, যা একবার পান করলে লক্ষ বছর ধরে
স্বাদ লেগে থাকবে ঢোটে; আর মহাযুক্ত জয়ের পর তোমরা পাবে মুষ্টিত স্বর্ণের অংশ,
শস্যশালী ভূমি, রাজ্য আধিপত্য, আর নারী, যারা তোমাদের পত্নী হবে না, তোমরা
ভোগ করবে পছন্দমতো, যতোদিন তোমাদের পত্নীরা দূরে থাকবে।'

বিশ্বাসীরা হর্ষধনি দেয় বিধাতা ও শুভ্রতের নামে, কেঁপে কেঁপে উঠে বিধাতার
প্রান্তরের আকাশ।

শুভ্রত বলে, 'হে বিধাতার সৈনিকগণ, হে বিশ্বাসীগণ, বিধাতার যুক্তে অংশ নেয়ার
অধিকার বিধাতা দিয়েছেন শুধু বিশ্বাসী পুরুষদের, কেননা বিধাতা তাদের দিয়েছেন
পৌরুষ; বিধাতা নারীদের দুর্বল ক'রে দৃষ্টি করেছেন, তারা পুরুষের জন্যে বোঝাবুরুপ;
তোমাদের পত্নীরা গৃহে থাকবে; আজ রাতের দ্বিতীয় প্রহরের মধ্যে তোমরা একবার
ক'রে যিলিত হবে পত্নীদের সাথে; তারপর পবিত্র হয়ে প্রস্তুত থাকবে আগামী কালের
জন্যে; নিশ্চয়ই বিধাতার জয় অনিবার্য।'

বিশ্বাসীদের হর্ষধনির মধ্য দিয়ে শেষ হয় উভ্রতের ভাষণ।

এখন উভ্রত শুধু বিধাতার মনোনীতজন নয়, সে বিধাতার অশ্ব, গজ, রথ, পদাতিকবাহিনীর সর্বাধিনায়ক, যার লক্ষ্য স্বল্পতম সময়ে বিক্রমপল্লী জয়। উভ্রত বিক্রমপল্লী নগরীকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে নিজের দুই করতলের মতো; এবং পরিকল্পনা করছে কীভাবে তার সবচেয়ে প্রিয় সবচেয়ে ঘৃণার নগরীকে সম্পূর্ণ বিধ্বন্ত পর্যন্ত করা যায়। সে ভালোবাসে, কিন্তু তার বুকে কোনো ক্ষমা নেই, করুণা নেই; তার বুক পরিপূর্ণ তীব্রতম হলাহলে। সে চার সেনাপতি আদিত্য, অঞ্চলান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস, এবং শাসক গজপতি, ও অরূপারাজ্যের সমাজপতিদের সাথে সারাদিন মহাযুদ্ধের কৌশল পরিকল্পনা করে; স্থির করে ধর্মযুদ্ধের সময় অরূপারাজ্য শাসনের ভার থাকবে গজপতিদের জ্যোষ্ঠ পুত্র নক্ষত্রপতির ওপর। নক্ষত্রপতিকে শাসনকাজে সাহায্য করবে অন্যান্য সমাজপতির জ্যোষ্ঠ পুত্র; তাদের থাকবে একটি ছোট বাহিনী, যাতে রাজ্য শৃঙ্খলা বিপন্ন না হয়। স্থির হয় সমাজপত্রিয়া সবাই অংশ নেবে ধর্মযুদ্ধে, এর মধ্য দিয়েই প্রমাণিত হবে তাদের বিশ্বাসের দৃঢ়ত্ব। যদি কেউ অংশ নিতে দিখা করে, তাকে গণ্য করা হবে ধর্মত্যাগী, যাকে বধ করতে হবে বিধাতার নির্দেশ অনুসারে; কেননা বিধাতা ধর্মত্যাগকে গণ্য করেন প্রধান পাঠ্যরাশির মধ্যে প্রধান পাপ ব'লে।
সমাজপত্রিয়া সবাই অবশ্য প্রবল ধর্মবোধে উদ্বৃত্তি, তাদের যুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্যে বলতে হয় না, তারা নিজেরাই ধর্মযুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্যে প্রবল ব্যগ্রতা দেখায়।
উভ্রত সুখী বোধ করে। উভ্রত অনেক স্মৃগ্নেই চতুরঙ্গবাহিনীর একেক শাখার সেনাপতিত্বের ভার দিয়েছিলো একেক সেনাপতির ওপর: আদিত্যকে গজ, অঞ্চলানকে অশ্ব, জিতেন্দ্রিয়কে রথ, এবং বিভাসকে পদাতিক বাহিনী; ধর্মযুদ্ধে তাদের দেয়া হয় নিজ নিজ বাহিনীর দায়িত্ব। ঠিক হয় তাদের আক্রমণ হবে আকস্মিক, ক্ষিপ্র, প্রচণ্ড; চারদিক থেকে আক্রমণ করা হবে বিক্রমপল্লী নগরী, সময়-রাতের তৃতীয় প্রহর; এবং লক্ষ্যবিন্দু হবে বজ্রবৃত্তের প্রাসাদ।

পারমিতা চেয়েছিলো মহাযুদ্ধে মনোমুক্তজনের সঙ্গী হতে; কিন্তু সে নিজের মনোভাব প্রকাশ করে নি, সে উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। গীতাঞ্জলি বুঝেই ওঠে নি কী করবে; কিন্তু অঙ্গনা অত্যন্ত স্পষ্ট নিজের ও উভ্রতের কাছে। উভ্রত তিন পত্নীর কাছে একই সঙ্গে প্রকাশ করে যে আগামী কাল বিধাতার বাহিনী এগোবে বিক্রমপল্লীর দিকে, বিধাতা নির্দেশ দিয়েছেন, ধর্মযুদ্ধের, পারমিতা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে; সে নিজে যুদ্ধে অংশ নেয়ার তীব্র আবেগ বোধ করে, কিন্তু তা প্রকাশ করে না।

পারমিতা বলে, ‘হে মনোনীতজন, বিধাতাকে অজস্র ধন্যবাদ তাঁর নির্দেশের জন্যে, আমরা এরই প্রতীক্ষায় ছিলাম দীর্ঘ সময় ধরে; বিধাতা সর্বশক্তিধর ও সর্বজ্ঞ। আমরা শিগগির ফিরে যেতে পারবো আমাদের প্রিয় নগরীতে, প্রিয় গ্রহে; দেখতে পাবো প্রিয়জনদের।’

উভ্রত বলে, ‘বিক্রমপল্লীকে বিধাতা ভালোবাসেন এবং ঘৃণা করেন; মহাযুদ্ধে সম্পূর্ণ বিধ্বন্ত হবে বিক্রমপল্লী নগরী; বিধাতার জুলাস্ত রোষ বিক্রমপল্লীর ওপর ঝাপিয়ে

পড়বে সহস্র বংশের মতো, দক্ষ হবে বিক্রমপন্থী; বিধাতাৰ জোধ ভূমিকাপ্রেৰ মতো
উঠবে পাতাল থেকে, ধৰ্মস হবে বিক্রমপন্থী; বিক্রমপন্থী নগৰীকে কেউ চিনতে পাৱবে
না।'

পারমিতা জানতে চায়, 'হে মনোনীতজন, বিধাতা কি নির্দেশ দিয়েছেন আমাদেৱ
প্ৰিয় নগৰীকে সম্পূৰ্ণ ধৰ্মস কৰতো?'

পারমিতা শুভ্রতেৰ মুখেৰ দিকে তাকিয়ে তাৰ চোখে দুঃখপ্রেৰ গভীৰ কালো দাগ
দেখতে পায়। তয় পায়, উদ্বেগ বোধ কৰে পারমিতা।

শুভ্রত বলে, 'ধৰ্মসন্ত্বেৰ ওপৰ প্ৰতিষ্ঠিত হবে বিধাতাৰ নাম। বিধাতা যাৰ ধৰ্মস
চান, তাকে কেউ রক্ষা কৰতে পাৰে না; নিচয়ই বিধাতা সৰ্বজ্ঞ ও সৰ্বশক্তিধৰ; তিনি
ধৰ্মস ও সৃষ্টিৰ প্ৰতু।'

অঞ্জনা বলে, 'হে শামী, আমি আপনার সাথে মহাযুক্তে অংশ নিতে চাই; নিচয়ই
আপনার বিধাতা পূৰ্ণ কৰবে আমাৰ ইচ্ছে।'

শুভ্রত এ-ভয়ই কৰছিলো। এইতুও ছিলো এৱে জন্মে।

শুভ্রত বলে, 'বিধাতা নারীদেৱ দুৰ্বল কৰে সৃষ্টি কৰেছেন, যাতে নারীৱা যুক্তে
অংশ নিতে না পাৰে; বিধাতা সৰ্বজ্ঞ এবং সৰ্বশক্তিধৰ।'

অঞ্জনা বলে, 'হে শামী, আমি বুব দুৰ্বল নই; আমি তৱবাৰি চালাতে শিখেছি, বৰুম
নিক্ষেপ কৰতে পাৰি, তীৱ ছুঁড়েস্ত আমি নিৰ্ভুল লক্ষ্যভেদে কৰতে পাৰি; আমি কোমল,
কিন্তু দুৰ্বল নই, প্ৰতু; আমি যুক্তে অংশ নিতে চাই।'

শুভ্রত বলে, 'বিধাতা সৰ্বজ্ঞ ও সৰ্বশক্তিধৰ, তিনি নারীদেৱ নিষিদ্ধ কৰেছেন যুক্তে,
কেননা তিনি নারীদেৱ কৱেছেন প্ৰযৰ্থস্পৰ্শ্যা; নারীৱা যুক্তে অংশ নেবে না, নারীৱা
অপেক্ষা কৱবে বীৱ শামীদেৱ জন্মনা, ভাইদেৱ জন্মে, পিতাদেৱ জন্মে।'

অঞ্জনা বলে, 'হে শামী, আপনীৱ বিধাতা কি শুধু পুৰুষদেৱই বিধাতা; তাৰ কাছে
নারীৱা কোনো ইচ্ছেৰই মূল্য নেই? এমনকি নারী রক্ত দিতে চাইলো আপনার বিধাতা
তা নিতে চায় না?'

শুভ্রত বলে, 'বিধাতাৰ সম্মুক্ত অভিযোগ কৱা প্ৰধান পাপ, অঞ্জনা, নিচয়ই
বিধাতা সৰ্বজ্ঞ।'

গীতাঞ্জলি বলে, 'হে মনোনীতজন, আমি জানি না আমি কী বাসনা প্ৰকাশ কৱবো,
আপনার বাসনাই আমাৰ বাসনা।'

শুভ্রত বলে, 'হে আমাৰ পত্নীৱা, বিধাতা নির্দেশ দিয়েছেন তোমৰা গৃহে থাকবে,
বিজয়েৰ পৰ তোমৰা যাবে বিক্রমপন্থী।'

অঞ্জনা বলে, 'হে পতি, বিক্রমপন্থী বিজয়েৰ পৰ আপনার বিধাতা নিচয়ই
আপনাকে উপহার দেবে এক বা একাধিক অপূৰ্ব রূপসী নারী। আপনার বিধাতা
আপনাকে নারী উপহার দিতে কথনো বিলম্ব কৱে না।'

শুভ্রত বলে, 'বিধাতা সৰ্বজ্ঞ, তিনি যা কৱেন মঙ্গলেৰ জন্মে কৱেন।'

শুভ্রত রাতেৰ দ্বিতীয় প্ৰহৱেৰ মধ্যে তিন পত্নীৰ সাথে একবাৰ কৱে বিধাতাৰ
নির্দেশসম্মতভাৱে মিলিত হয়। শুভ্রত সব সময়ই রক্তি শুক্ৰ ও সমাপ্তিৰ সময় দশবাৱ

ধন্যবাদ জানায় বিধাতাকে, এবং সাবধান থাকে যাতে একজন অন্য দুজনের থেকে বেশি বা কম সুখ না পায়, যাতে কারো সাথে সহবাসকাল অন্যদের সাথে সহবাসকালের থেকে কম বা বেশি না হয়; আজো সে রতিকাল ও সুবের পূর্ণসাম্য রক্ষা ক'রে বিধাতাকে ধন্যবাদ দিয়ে রতি সম্পন্ন করে। পারিমিতা ও গীতাঞ্জলি কোনো প্রশ্ন করে না; তারা বিধাতার নির্দেশ ভেবে শুভ্রতের অভিলাষ অনুসারে তাকে পরিত্ণ করে। শুধু অঙ্গনাই বিব্রত করে শুভ্রতকে।

অঙ্গনা বলে, ‘হে পতিদেবতা, আপনি কি সত্যিই রতি-আবেগ বোধ করছেন? সত্যিই আপনার রতির দরকার? বিধাতা কি আপনাকে রতির নির্দেশ দিয়েছে?’

শুভ্রত বলে, ‘কেনো একথা জিজ্ঞেস করছো, অঙ্গনা?’

অঙ্গনা বলে, ‘মনে হয় আপনি দায়িত্ব পালন করছেন, পতি; মিলনে দায়িত্ব পালনে আমি সুখ পাই না, হে পতি পরমতরু।’

শুভ্রত বলে, ‘সুবের থেকে বিধাতার কাছে দায়িত্ব অনেক বড়ো, বিধাতার নির্দেশ অনুসারে দায়িত্বপালনকারীকে বিধাতা স্বর্গে হান দেন।’

অঙ্গনা বলে, ‘হে পতি, অমন স্বর্গে প্রিণ্ডায়ার ইচ্ছে আমার কখনো হবে না।’

শুভ্রত তবু মিলিত হয় অঙ্গনার সঙ্গে অঙ্গনা বাধা দেয় না।

তিনি পত্নীর সঙ্গে সমভাবে মিলনের পূর্ব বিধাতার পবিত্র নাম সহস্রবার উচ্চারণ করে স্বান করে পবিত্র হয় শুভ্রত, এবং বিধাতার কাছে দীর্ঘক্ষণ ধ'রে প্রার্থনা করে।

পাঁচ সহস্রবার বিধাতার শুব্দ ক'রে মন্ত্রনীতজন শুভ্রতের সর্বাধিনায়কত্বে বিধাতার বাহিনী ভোরবেলা বেরিয়ে পতে বিক্রমপট্টীর অভিমুখে; শুভ্রত নির্দেশ দেয় তীব্র গতিতে বিক্রমপট্টী নগরীর দিকে এগোতে, যাতে বজ্রবৃত্ত প্রস্তুত হওয়ার সময় না পায়। শুভ্রতের বিধাতার বাহিনী অত্যন্ত ক্ষিপ্র ও নিপুণ, এবং সুদক্ষ তার সেনাপতিগণ; তার সেনাপতিরা যেভাবে প্রস্তুত করেছে বিশ্বাসীদের, তা দেখে শুভ্রত বিধাতাকে বারবার ধন্যবাদ জানায়। তার অবলীলায় অরণ্য অতিক্রম করে, পাহাড় পেরোয়, নদী পার হয়, এবং কয়েক দিনের মধ্যে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে বিক্রমপট্টী নগরীকে। শুভ্রত একটু বদল করে কৌশল; সে সময় নেয় না, রাতের তৃতীয় প্রহরের জন্যে অপেক্ষা করে না, তৃতীয় প্রহরেই আক্রমণ করে নগরী; তার মনে হয় বিলম্ব করলে বিশ্বাসীদের ক্ষিপ্তা কমবে, শরীরে ঝাপ্তি নামবে। শুভ্রত জানতো বিধাতার অভিশাপ বর্ষিত হচ্ছে নগরীর ওপর, তাই নগরী থাকবে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত, এবং পুরোপুরি অপ্রস্তুত ছিলো নগরী। বিক্রমপট্টী নগরী শুক্র, ঘূমস্ত, শাস্ত, ঝাস্ত; কোনো পুত্রহারা মায়ের বিলাপও শোনা যাচ্ছিলো না, তখন চারদিক থেকে নগরীর চার পথ দিয়ে আক্রমণ করে বিধাতার অশ্ব, গজ, পদাতি ও রথ। প্রচণ্ড জলপ্রবাহের মতো প্রবেশ করে তারা নগরীতে, কেউ তাদের বাধা দেয় না; শুধু তারা যখন বজ্রবৃত্তের রাজপ্রাসাদ ঘিরে ফেলে, কয়েকটি প্রহরী বাধা দেয়ার চেষ্টা করে নিহত হয়। শুভ্রত, মনে মনে প্রাসাদের উদ্দেশ্যে বলে, আমি জন্ম নিয়েছিলাম তোমার অভ্যন্তরে, বড়ো হয়েছিলাম তোমার ভেতরে, ভালোবেসেছিলাম তোমাকে, কিন্তু তুমি মলত্বপের শয়োরের থেকেও অপবিত্র, তুমি চঙালের ধর্ষিতা, তুমি চিরকলঙ্কিতা, বিধাতার শক্তি

তুমি, তোমার ওপর বর্ষিত হয় বিধাতার অভিসম্পাত, তোমার কোনো উদ্ধার নেই, শুধু পাবকই পবিত্র করতে পারে তোমাকে। শুভ্রত নির্দেশ দেয় বজ্রতকে জীবিত বা মৃত বন্দী করতে, ধ্বংস করতে তার পরিবারের সবাইকে; আর সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে সম্পূর্ণ প্রাসাদটিকে, যেনো তোরবেলা বিধাতার সূর্য ছাই ছাড়া আর কিছু না দেখে। একবার শুভ্রতের মনে জাগে তার মাতারা বা পত্নীরা কি বেঁচে আছে? তাদের কি উদ্ধার করতে হবে? তারপরই মনে হয় যদি এ-প্রাসাদে বেঁচে থাকে মাতারা ও পত্নীরা, তবে তারা মাতা ও পত্নী নয়, তারা অভিশঙ্গ; তাদেরও ছাই হতে হবে। কোনো ক্ষমা নেই অভিশঙ্গ প্রাসাদের ও প্রাসাদবাসীদের।

চারদিক থেকে শুভ্রতের বিধাতার বাহিনী আক্রমণ করে প্রাসাদ,—বিশ্বাসীদের কঠ থেকে গর্জন উঠতে থাকে ‘বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বশক্তিধর, বিধাতার মহারাজ্যে সূর্য অন্ত যাবে না।’ তাদের তরবারি, বন্ধুম, আর ধনুকের জ্যা থেকে উঠতে থাকে একই গর্জন; গজের বৃংহণে, অশ্বের হেয়ায়, রথচক্রের ঘর্ঘরে, পদাতিকের পদশব্দে উঠতে থাকে একই গর্জন—‘বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বশক্তিধর, বিধাতার মহারাজ্যে সূর্য অন্ত যাবে না।’ আদিত্যের গজবাহিনী দ্রেয়ালের পর দেয়াল বিধ্বন্ত ক’রে পদাতিকদের প্রাসাদে ঢোকার পথ করে দ্রেয়, অগ্নিশিখার মতো বিশ্বাসীরা প্রাসাদের কক্ষ থেকে কক্ষে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কক্ষে কক্ষে বইতে থাকে রক্তের স্নোত, কোলাহলে পূর্ণ হয়ে ওঠে চারপাশ। শুভ্রতের কাছে তরবারির শব্দ আর ধ্বংসের মহাগর্জন বিধাতার কঠস্বর ব’লে মনে হয়—সে আর আদিত্য একদল বিশ্বাসীকে নিয়ে ছুটতে থাকে কক্ষ থেকে কক্ষে, খুজতে খুক্তে বজ্রতকে। বজ্রতের শয্যাকক্ষের দরোজা ভেঙে চুকে তারা দেখে বজ্রত উচ্চিকয় নগ্ন নারী নিয়ে শয্যার নিচে লুকিয়ে আঘাতক্ষার চেষ্টা করছে। বিশ্বাসীরা তাদের শয্যার নিচ থেকে বন্ধুম দিয়ে ঝুঁচিয়ে বের করে। বিশ্বাসীরা নগ্ন নারী দেখে উৎসোজিত হয়ে ওঠে, শুভ্রতের সামনেই ‘বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বশক্তিধর’ বলে সম্মিলিতভাবে ধৰণ ক’রে নারীদের, তারপর নারীদের তরবারির আঘাতে দু-তিন-চার-পাঁচ ঝওক’রে ফেলতে থাকে, গর্জন করতে থাকে, ‘বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বশক্তিধর’; শুভ্রত ‘বিধাতা শর্বশক্তিধর, নিক্ষয়ই বিধাতার ক্ষেত্রে ধ্বংস হয় অবিশ্বাসী’ ব’লে বজ্রতক্ষেত্রে শিরে তরবারি দিয়ে আঘাত করে; বজ্রতের দেহ বিভক্ত হয় সমান দুখণে। বিশ্বাসীরা রোল তোলে—‘বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বশক্তিধর।’ শুভ্রত নির্দেশ দেয় বন্ধুমে গেথে বজ্রতের মৃতদেহ প্রাসাদের বাইরে নিয়ে যেতে; মৃত্যুই তার একমাত্র শাস্তি নয়। বিশ্বাসীরা বন্ধুমে গেথে বজ্রতের মৃতদেহ প্রাসাদের তোরণের বাইরে রাখে। বিশ্বাসীরা রক্তের স্নোতে উল্লাসে পিছলে পড়তে থাকে, রক্তের গন্ধে হয়ে ওঠে মন্ত, আরো রক্তের জন্যে ছুটতে থাকে কক্ষ থেকে কক্ষে, তাদের তরবারির পিপাসা মেটে না; কিন্তু প্রাসাদে আর কোনো জীবন্ত প্রাণী নেই, আছে শুধু খণ্ডিত রক্তাঙ্গ দেহপুঁজ; শুভ্রত ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানায় বিধাতাকে। বিশ্বাসীরা বিধাতা আর শুভ্রতের নামে রোল তোলে—‘বিধাতা অনন্য, তিনি সর্বশক্তিধর, মানবশ্রেষ্ঠ শুভ্রত বিধাতার মনোনীতজন।’ তারা বলে, ‘বিধাতা অনন্য, তিনি সর্বশক্তিধর, মানবশ্রেষ্ঠ শুভ্রত বিধাতার মনোনীতজন।’ তারা বলে, ‘বিধাতা মহারাজ্য স্থাপন করছি আমরা, অবিশ্বাসীর রক্ত বিধাতার মহারাজ্যের ভিত্তি।’

শুভ্রত বলে, 'হে বিশ্বাসীগণ, হে বিধাতার সৈনিকগণ, হে বিজয়ীগণ, তোমাদের সামনে প'ড়ে আছে যে-বিখ্বতি দেহ, তা অভিশঙ্গ; বিধাতার বিশাল মহারাজ্যে এর থেকে অধিক অভিশঙ্গ আর নেই; এই অভিশঙ্গ মৃতদেহ সাত দিন ধ'রে ঝুলিয়ে রাখো তোমরা বিক্রমপদ্মী নগরীর প্রধান চৌরাস্তায়; এর ওপর বর্ষিত হোক সকলের ঘৃণা।'

বিধাতার অটল দাসদের কয়েকজন ছুটে এসে বল্লমে গাঁথে বজ্রব্রতের মৃতদেহ; এবং উচ্চকষ্টে বলে, 'হে বিধাতার মনোনীতজন, এই অভিশঙ্গের শব চৌরাস্তায় ঝোলানোর দায়িত্ব আমরা পালন করতে চাই।'

শুভ্রত বলে, 'হে বিশ্বাসীরা, সাত দিন পর অভিশঙ্গ মৃতদেহ নামিয়ে দঞ্চ করো তোমরা, ভস্ম নিক্ষেপ করো মাটির গভীরতম প্রদেশে, সেখানে একটি চিহ্ন রাখো, তার নাম দাও 'অভিশঙ্গ গহ্বর'; প্রতি বছর বিশ্বাসীরা এই দিনে অভিশঙ্গ গহ্বরে বর্ষণ করুক অভিশাপ, নিক্ষেপ করবে ঘৃণার পাথরখও; বলুক—বিধাতা ছাড়া বিধাতা নেই।'

সব বিশ্বাসী বলে, 'হে মনোনীতজন, আপনার আদেশ আমরা পালন করবো, আপনার আদেশ চিরকাল পালন করবে—বিশ্বাসীরা, নিক্ষেপ করবে ঘৃণার পাথরখও, বলবে—বিধাতা ছাড়া বিধাতা নেই।'

বজ্রব্রতের দ্বিখ্বতি মৃতদেহ বল্লমে বিদ্ধ ক'রে চৌরাস্তার দিকে ছুটতে থাকে বিশ্বাসীরা—অটল দাসেরা, এবং বলতে থাকে, 'এই শবকে আমরা ঘৃণা করি সবচেয়ে, এই শবকে বিশ্বাসীরা ঘৃণা করবে চিরকাল।'

শুভ্রত বলে, 'হে বিশ্বাসীগণ, হে বিজয়ীরা, তোমাদের সামনে অভিশঙ্গ অবিশ্বাসীর মতো উক্তি দাঢ়িয়ে আছে যে-প্রাসাদ, যার প্রতিটি কক্ষ পাপে পরিপূর্ণ, যার প্রত্যেক স্তম্ভ অভিশঙ্গ, তার ওপর তোমরা ঘৃণা বর্ষণ করো, ভস্মে পরিণত করো তোমরা অভিশঙ্গ প্রাসাদকে বিধাতার পবিত্র সূর্য ওঠার আগে, বিধাতার রশ্মি যেনো এর ওপর আর না পড়ে (অন্ধকারের প্রাসাদকে অন্ধকারের মধ্যেই বিলুপ্ত করো)।'

কয়েক সহস্র বিশ্বাসী সৈনিক ছুটে পিয়ে প্রাসাদে আগন লাগাতে শুরু করে। 'বিধাতা ছাড়া বিধাতা নেই, শুভ্রত অন্ধমনোনীতজন' রোল তুলে তারা চারদিক থেকে আগন লাগায়, এবং দাউদাউ ক'রে জুলে ওঠে বিশাল প্রাসাদ।

শুভ্রত আগনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'বিধাতা অভিশঙ্গকে এভাবেই ধ্বংস করেন, বিধাতার রোষে দঞ্চ হবে জগতের সব অভিশঙ্গ; জগতে বিশ্বাসী আর বিধাতার আশীর্বাদপ্রাপ্ত ছাড়া কেউ থাকবে না।'

আগনে বিক্রমপদ্মীর আকাশ লাল হয়ে ওঠে; বিন্দু আরণের শব্দে কেঁপে ওঠে নগরী; এবং সহস্র বজ্রের গর্জনে ধ্বনিত হ'তে থাকে বিধাতার নাম।

শুভ্রত বলে, 'হে সেনাপতিগণ, হে বীরদের নায়কগণ, হে বর্গের গৌরবগণ, তোমরা পূর্ণ করো বিধাতার অভিলাষ; বিধাতা চান তোমরা চার দিনে যা ধ্বংস হওয়ার, তা ধ্বংস করো; যা দঞ্চ হওয়ার, তা দঞ্চ করো; যা রক্তাঙ্গ হওয়ার, তা রক্তাঙ্গ করো; যা বন্দী হওয়ার, তা বন্দী করো; বিধাতার নির্দেশ পালনে তোমরা দ্বিধা কোরো না, বিধাতা দ্বিধাবিতকে নিক্ষেপ করেন নরকে।'

আদিত্য উচ্চকষ্টে বলে, ‘হে বিধাতার মনোনীতজন, হে বিধাতার বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, হে বিধাতার মহারাজ্যের মহান সন্ত্রাট, আপনার আদেশ অঙ্করে অঙ্করে পালন করবো আমরা, বিধাতার অভিলাষ অনুসারে সম্পূর্ণ বদলে দেবো বিক্রমপল্লী নগরীকে; তাকে কেউ চিনতে পারবে না।’

অঞ্চল বলে, ‘হে বিধাতার মনোনীতজন, হে বিধাতার বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, হে বিধাতার মহারাজ্যের মহান সন্ত্রাট, এই নগরী প্রসব করেছিলো আপনাকে ও আমাদের, তন্ম দিয়ে বড়ো করেছিলো, আর এই নগরীই বিমাতার মতো বর্জন করেছিলো আমাদের। বিধাতার অভিলাষ অনুসারে আমরা সম্পূর্ণ বদলে দেবো বিক্রমপল্লী নগরীকে; অচেনা হয়ে উঠবে নগরী।’

আদিত্য বলে, ‘হে বিধাতার মনোনীতজন, বিক্রমপল্লী নগরীকে আমরা আমাদের মতো করে সৃষ্টি করবো, ঘৃণ্য নগরীকে ধ্রংস ক'রে সৃষ্টি করবো পবিত্র নগরী। নগরীতে এমন কোনো গৃহ থাকবে না, যা ভস্মীভূত হবে না; এমন কোনো দিঘি থাকবে না, যার জল রঙিন হবে না; এমন কোনো নারী থাকবে না, যার বুক থেকে হাহাকার উঠবে না।’

জিতেন্দ্রিয় বলে, ‘হে বিধাতার মনোনীতজন, হে বিধাতার বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, হে বিধাতার মহারাজ্যের মহান সন্ত্রাট, চারজন্ম পর আপনি দেখতে পাবেন অবিশ্বাসী নগরী পরিণত হয়েছে ভস্মে।’

বিভাস বলে, ‘হে বিধাতার মনোনীতজন, হে বিধাতার বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, হে বিধাতার মহারাজ্যের মহান সন্ত্রাট, আমাদের ত্রুটৰবারি প্রকাশ করবে বিধাতার অভিলাষ, পবিত্র অগ্নি প্রচার করবে বিধাতার অভিলাষ।’

শুভ্রত জুলন্ত প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে প্রাকে; আগনের লেলিহান শিখায় সে যেনো কার মুখ দেখতে পায়, থেকে থেকে প্রাঙ্গণে ওঠে শুভ্রত; ঝি. রংগের প্রচণ্ড শব্দে সে তুনতে পায় বিধাতার স্বর।

শুভ্রত বলে, ‘হে বিশ্বাসীরা, হে বিজয়ীরা, হে বিধাতার সৈনিকেরা, তোমরা দেবো কীভাবে বিধাতা পরিবর্তন করেন, নিষ্ঠয়ই বিদ্রোহ একমাত্র পরিবর্তনকারী; তিনি হিমবঙ্গীপর্বতকে পরিণত করেন শিশির বিন্দুত্তে; তিনি উদ্ধতকে দফ্ত করেন, ছাইয়ে পরিণত করেন; ছাই থেকে তিনি সৃষ্টি করেন নিজের অনুগতকে। তোমরা বিধাতার সৈনিক, তোমাদের জন্ম সব কিছু বদলে দেয়ার জন্য।’

বিশ্বাসীরা বিধাতা ও শুভ্রতের নামে উচ্চরোল দিতে থকে।

শুভ্রত বলে, ‘হে বিশ্বাসীরা, হে বিজয়ীরা, তোমরা মূর্তিভগ্নকারী, তোমাদের পায়ের তলে ভেঙে পড়বে সব মূর্তি, হাতের আঘাতে ধ্রংস হবে সব পুতুল।’

বিশ্বাসীরা চিংকার ক'রে বলে, ‘বিধাতা অনন্য; বিধাতা এক, বিধাতা সর্বশক্তিধর।’

শুভ্রত বলে, ‘জগতে কোনো দেবতা থাকবে না, গোনো দেবী থাকবে না, দেবদেবী মিথ্যে, মূর্তি মিথ্যে; ধ্রংস করো দেবদেবী, ধ্রংস করো মূর্তি; জগত বিধাতার। বিধাতার ধর্মে দীক্ষিত করো বিক্রমপল্লীকে, তোমাদের হাতে বিধাতার ত্রুটৰবারি।’

বিশ্বাসীরা উচ্চকষ্টে বারবার বলে, ‘বিধাতা অনন্য; বিধাতা এক, বিধাতা সর্বশক্তিধর।’

ଦକ୍ଷ ଓ ସ୍ତରେ ପରିତ ହିଁତେ ଥାକେ ଅଭିଶଙ୍ଗ ପ୍ରାସାଦ; ଯେବେଳେ ଜନ୍ମେଛିଲୋ, ବେଡ଼େଛିଲୋ, ଏବଂ ଯାକେ ପରିତ୍ୟାଗ କରେଛିଲୋ ଶ୍ରୀବ୍ରତ, ଯା ତାର କାହେ ଏଥିନେ ସବଚେଯେ ସ୍ଥଣ୍ୟ । ଶ୍ରୀବ୍ରତ ତାର ସେନାପତିଦେର ଆଦେଶ ଦେଇ ନିଜେଦେର ବାହିନୀ ନିଯେ ନଗରୀର ବିଭିନ୍ନ ଦିକେ ଛାଡ଼ିଯେ ପଡ଼ିଲେ; ତାରା ଛାଡ଼ିଯେ ପଡ଼ିଲେ ଥାକେ, ତାରା ଜାନେ କେଉଁ ପ୍ରତିରୋଧ କରବେ ନା, ପ୍ରତିରୋଧର ସାହସ କରବେ ନା; ତାଦେର କାଜ ବିକ୍ରମପଣ୍ଡିକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯୁଦସ୍ତ କରା, ତାଇ ତାରା ସୁପରିକଲିତଭାବେ ଛାଡ଼ିଯେ ପଡ଼େ । ଶ୍ରୀବ୍ରତେର ସାଥେ ଥାକେ ତାର ଦେହରଙ୍କୀ ବାହିନୀ, ଆର ଚାର ସେନାପତିର ପ୍ରତ୍ୟେକର ବାହିନୀ ଥିଲେ ଦୁଶୋ କ'ରେ ସୈନିକ; - ତାଦେର ନିଯେ ଶ୍ରୀବ୍ରତ ବିଧାତାକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଲେ ଥାକେ, ଦେଖିଲେ ଥାକେ ଅଭିଶଙ୍ଗ ପ୍ରାସାଦେର ଭଞ୍ଚିତବନ । ଶ୍ରୀବ୍ରତ ଦେଖିଲେ ପାଯ ବିକ୍ରମପଣ୍ଡି ନଗରୀର ନାନା ଦିକେ ଆଶ୍ରମ ଜୁ'ଲେ ଉଠିଲେ, ଏକେକ ଦିକେ ଆଶ୍ରମ ଜୁ'ଲେ ଉଠିଲେ ଦେଖେ ଶ୍ରୀବ୍ରତ ଓ ତାର ଅନୁସାରୀରା ବିଧାତାକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ । ଦିକେ ଦିକେ ଉଠିଲେ ଥାକେ ଆତିଷ୍ଠିତ ଆର୍ତ୍ତ ମାନୁଷେର ରୋଲ; ଶ୍ରୀବ୍ରତେର ମନେ ହ୍ୟ ବିଧାତା ଚେଯେଛିଲେନ ଏହି ଅଗ୍ନି ଏହି ଆର୍ତ୍ତନାଦ; ଏହି ଅଗ୍ନି ଆର ଆର୍ତ୍ତନାଦର ମଧ୍ୟ ଦିଯେଇ ତିନି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବେଳ ତୀର ମହାରାଜ୍ । ଏହି ଆର୍ତ୍ତନାଦ ପାପେ, ଏହି ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଅବିଶ୍ଵାସେର - ମନେ ହ୍ୟ ଶ୍ରୀବ୍ରତେର, ଏତେ ସୁଖୀ ହଜେନ ବିଧାତା । ଶ୍ରୀବ୍ରତ ବିକ୍ରମପଣ୍ଡି ନଗରୀକେ ଏକବାର ମନେ ମନେ ଦେଖାର ଚେଷ୍ଟା କରେ, ନଗରୀର ଜନ୍ୟ ତାର ହନ୍ଦି କାତର ହନ୍ଦି ନା, ସେ କଟ ପାଯ ନା, ବରଂ ପ୍ରଚାର କ୍ରୋଧ ଦେଖା ଦେଇ ତାର ଭେତର । ଶ୍ରୀବ୍ରତେର ମନେ ହ୍ୟ ଯାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଗରୀ ଧର୍ମ ହ୍ୟ ହ୍ୟ, ଯଦି ନଗରୀତେ ଏକଟି ଗୃହ ଦାଢ଼ିଯେ ନା ଥାକେ, ଯଦି ବେଂଟେ ନା ଥାକେ ଏକଟିଓ ପ୍ରାଣୀ, ତାହଲେ ବିଧାତା ସୁଖୀ ହବେଳ ସବଚେଯେ ।

ବିକ୍ରମପଣ୍ଡି ନଗରୀତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନତୁନ ମେଲାଇ ହ୍ୟ, ଯାର ମୁଖୋମୁଖୀ ନଗରୀ ଦାଁଡାତେ ପାରେ ନା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭେଣେ ପଡ଼େ; ଯେନେ ଏ-ନଗରୀ ମୌଗିକ କଥନେ ଭୋରେର ସାମନେ ପଡ଼େନି, ଆଜି ପ୍ରଥମବାରେର ମତୋ ଭୋରେର ସାମନେ ପ'ଢ଼େ ଭାଗରାମୀର ମତୋ ବିବ୍ରତ, ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କ'ରେ ଆହେ ଆରୋ ଦନ୍ତେ ଜନ୍ୟ । ଅଭିଶଙ୍ଗ ପ୍ରାସାଦ ପୁରେ ଛାଇ ହ୍ୟ ଗେଛେ କୋଥାଓ, କୋଥାଓ ଦାଁଡିଯେ ଆହେ କଙ୍କାଳ ଅଟ୍ଟହାସିର ମତୋ; କୁରିଓପର ଏସେ ପଡ଼ିଲେ ବଲମଲେ ନତୁନ ରୋଦ । ଏ-ଅଭିଶଙ୍ଗ ଲେଲିହାନ ଆଶ୍ରମ ସହ୍ୟ କରିବେ କୁରିଜେ, ହ୍ୟତୋ ତଥନ ଚାରିଦିକେ ଅନ୍ଧକାର ଛିଲୋ ବ'ଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ ହ୍ୟ-ଉଠିଲେ ଅପରିଚିତ ରୌଦ୍ର ସହ୍ୟ କରା । ନଗରେ ଦିକେ ଦିକେ ଆଶ୍ରମ ନିଭେ ଆସିଛେ, ଗାହେର କୁରିଜ ପାତା ପୁରେ ଛାଇ ଉଠିଲେ, ପୋଡ଼ା ଗଞ୍ଜେ ଭାରି ହ୍ୟ ଆହେ ବାତାସ; କୋନୋ ପାଖିଓ ଡାକାର ସାହସ କରିବେ ନା, ନଗରୀତେ କୋନୋ ପାଖି ନେଇ ବ'ଲେଇ ହ୍ୟତୋ; ଶୁଦ୍ଧ ପଥେ ପଥେ ବିଶ୍ଵାସୀରା ଉଚ୍ଚକଟେ ଅକ୍ରାନ୍ତ ଆବୃତ୍ତି କ'ରେ ଚଲିଲେ ବିଧାତାର ନାମ । ଶବ ପ'ଢ଼େ ଆହେ ଏଥାନେ ସେବାନେ; ରାତ୍ରାଯ ବିଶ୍ଵାସୀଦେର ଛାଡ଼ା ଦେଖା ଯାଇଁ ନା କାଉକେ । ଶ୍ରୀବ୍ରତେର ଚୋଖେ ଅସ୍ତ୍ର ମନେ ହ୍ୟ ଭୋରବେଳାଟା, ସେ ବୁଝିଲେ ପାରେ ନା ଭୋର ହଜେ ନା ରାତି ହଜେ; ସେ ବୁଝିଲେ ପାରେ ନା ସେ କୀ କରିବେ? ବିଧାତା କୋନୋ ନିର୍ଦେଶ ଦିଯେ ବେଂଚେ ଯେତୋ ଶ୍ରୀବ୍ରତ, ତାର କିନ୍ତୁ ଭାବିଲେ ହତୋ ନା; କିନ୍ତୁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାବୋଧ କରିବେ ଯେ ବିଧାତା ତାକେ କୋନୋ ନିର୍ଦେଶ ଦିଲେ ନା । ଶ୍ରୀବ୍ରତ ହାଟିଲେ ଶୁରୁ କରେ, କୋଥାଯ ଯାବେ ବୁଝିଲେ ପାରେ ନା, ଶୁଦ୍ଧ ଏକବାର ଶନିଲେ ପାଯ ପରମଦାସ ଚିକାର କ'ରେ ଉଠିଲେ, 'ରାଜପୁତ୍ର ମହାବେଶ୍ୟା, ବେଶ୍ୟାକେ ଧର୍ମ ହିଁତେଇ ହ୍ୟ ହ୍ୟ ।' ତାକେ ଆରେକଟି ନଗର ଧର୍ମ କରିଲେ ହ୍ୟ ଏକଟି ମହାନଗର ଧର୍ମ କରିଲେ ହ୍ୟ ତାହଲେ ସୁଖୀ ହବେଳ ବିଧାତା, ଯିନି ଏକକ ଓ

সর্বশক্তিধর? শুভ্রত হেঁটে চলছে, তাতে খুবই বিশ্বিয় হয় বিশ্বাসীরা; তারা সবাই ছুটে এসে অনুসরণ করতে শুরু করে তাকে; পরমদাস আর জ্যোতির্ময় তার দু-পাশে হাঁটতে থাকে। শুভ্রত তাদের দিকে তাকায় না, কোনো কথা বলে না। পরমদাস ভেবেছিলো মনোনীতজন উচ্চকষ্টে বিধাতার নাম বললেন, বিধাতা যে সর্বশক্তিধর তা প্রচার করবেন, তারাও তাঁর সাথে বলবে বিধাতার নাম, প্রচার করবে বিধাতার শক্তির কথা, কিন্তু মনোনীতজন কিছুই বলছেন না দেখে পরমদাস ভয় পায়। শুভ্রত এক পথ আরেক পথে, এবং আরেক পথে, পথের পর পথে প্রবেশ করতে থাকে, পথ থেকে পথে যুরতে থাকে; অনুসরণকারীরা অনেকে শুভ্রতের গন্তব্যহীন হাঁটার কোনো অর্থ বুঝতে পারে না, আবার অনেকে একে মনে করে অত্যন্ত অর্থপূর্ণ। শুভ্রত মনে মনে বলতে থাকে, আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি, আমি পথ খুঁজে পাচ্ছি না, আমি কোন দিকে যাবো বুঝতে পারছি না, আমার পেছনে এরা কেনো, আমি বুঝতে পারছি না, আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি, আমি পথ খুঁজে পাচ্ছি না। শুভ্রত হঠাতে একটি মিলিক দেখতে পায়, এবং পরমদাসকে জিজ্ঞেস করে, ‘পরমদাস, বিধাতাগৃহ কোনদিকে?’ পরমদাস বিশ্বিত হয়; এবং বলে, ‘হে মনোনীতজন, বিধাতাগৃহ বেশি দূরে নয়, আমি বুঝতে পেরেছি বিধাতা আমাদের সেদিকেই নিয়ে যাচ্ছি।’

শুভ্রত হঠাতে তার সামনে একবার প্যারমিতাকে দেখতে পায়; প্যারমিতা তাকে কিছু বলবে মনে হচ্ছে, কিন্তু তার আগ্রহে, প্যারমিতা মিলিয়ে যায়। শুভ্রত মুহূর্তের জন্যে নিজের মাথার ভেতর একখণ্ড অক্ষয়ের অনুভব করে।

শুভ্রত বলে, ‘হে বিশ্বাসীরা, চলো, বিধাতার গৃহে, বিধাতার গৃহ ছাড়া বিশ্বাসীদের আর কোনো গন্তব্য নেই; বিধাতাকে জান্মও তোমাদের জয়ের সংবাদ, ধন্যবাদ দাও বিধাতাকে, যিনি স্রষ্টা, যিনি সর্বশক্তিধর, যিনি বিজয়ী করেছেন তোমাদের।’

বিশ্বাসীরা বারবার উচ্চকষ্টে বলতে থাকে, ‘বিধাতা ছাড়া কোনো বিধাতা নেই, শুভ্রত তাঁর মনোনীতজন। বিধাতার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, যিনি আমাদের দিয়েছেন বুকে বিশ্বাস আর কঠিদেশে তরবারি।’

শুভ্রত দ্রুত হাঁটতে থাকে, তার মনে হয় এক অলৌকিক অসাধারণ শক্তি তাকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে; তার অনুসারীরা তার সাথে পাণ্ডা দিয়ে পেরে উঠছে না। তারা বিধাতাগৃহের স্থানে এসে দেখে দাঁড়িয়ে আছে পুরোনো বিশাল বট, কোনো বিধাতাগৃহ নেই। শুভ্রত প্রথম বিশ্বিত হয়, সে ভাবতে পারে নি কেউ ধ্বংস করতে পারে বিধাতাগৃহ; একবার তার মনে প্রশ্ন জাগে, ‘তাহলে আমি কার গৃহ নির্মাণ করলাম?’ পরমদাসই প্রথম প্রচণ্ড হাহাকার ক'রে ওঠে। পরমদাসের হাহাকার শব্দে শুভ্রতের মনে পড়ে এখানে সে বিধাতার গৃহ নির্মাণ করেছিলো বিধাতার নির্দেশে, যে গৃহ কেউ ধ্বংস করতে পারে না।

পরমদাস উচ্চকষ্টে আর্তনাদ করে, ‘হে মনোনীতজন, হে বিধাতার প্রিয়পাত্র, অবিশ্বাসীরা ধ্বংস করেছে পবিত্র বিধাতার গৃহ, তাদের আমরা ধ্বংস করবো।’

শুভ্রতের ইচ্ছে হয় সমস্ত অবিশ্বাসীকে ধ্বংস করতে।

শুভ্রত বলে, 'হে বিশ্বাসীরা, বিধাতার গৃহ কেউ ধ্বংস করতে পারে না, কেননা বিধাতার গৃহের কাঠামো রয়েছে স্বর্গে; ওই কাঠামো যারা ধ্বংস করতে চায় তারা ধ্বংস হয়, বিধাতা তাদের ভস্মে পরিণত করেন।'

পরমদাস বলে, 'আমাদের আদেশ দিন, হে মনোনীতজন; আমরা পালন করি বিধাতার নির্দেশ।'

শুভ্রত বলে 'হে বিশ্বাসীরা, তোমরা কি বিক্রমপল্লী নগরীতে ছাই উড়তে দেখছো না? তোমরা কি গঙ্গা পাছে পোড়া মাংসের? তোমরা কি শুনছো না আর্তনাদ? তোমরা কি বুঝতে পারছো না বিধাতা তাঁর ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করেছেন?'

শুভ্রত বিধাতাগৃহের শূন্যস্থানে বিশ্বাসীদের নিয়ে প্রার্থনা করে বিধাতার উদ্দেশে বারবার ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানায় বিধাতাকে।

শুভ্রত বলে, 'হে বিধাতা, আপনার গৃহ যারা ধ্বংস করেছে, আপনি তাদের ধ্বংস করুন; আমাদের শক্তি দিন যাতে আমরা আজই শুরু করতে পারি স্বর্গের কাঠামো অনুসারে আপনার গৃহ নির্মাণ, যেখানে বিশ্বাসীরা প্রার্থনা করবে মহাপ্রলয়ের দিন পর্যন্ত, নিচয়ই আপনি সর্বশক্তিধর।'

সেনাপতিরা একে একে নানা দিক্ষ থেকে ফিরে আসে অভিশঙ্গ প্রাসাদের প্রাঙ্গণে; সেখানে শুভ্রতকে না পেয়ে আসে বিধাতাগৃহে।

আদিত্য এসেই শুভ্রতকে সম্মুখে করে, 'হে বিধাতার মনোনীতজন, হে বিধাতার মহারাজ্যের অধিপতি, হে বিক্রমপল্লী-অঙ্গুরগারাজ্যের অধীশ্বর।'

শুভ্রত সমৌখন শুনে শিউরে খণ্ট এবং বলে, 'আমি বিধাতার মনোনীতজন, আদিত্য, আমি কোনো রাজ্যের অধিপতি বা অধীশ্বর নই।'

অঙ্গমান বলে, 'হে বিধাতার মনোনীতজন, বিধাতা আপনাকে মহারাজ্য দান করেছেন, আমাদের করেছেন ওই মহারাজ্যের সৈনিক; আমরা রাজ্যের পর রাজ্য জয় করবো, বিধাতার মহারাজ্য স্থাপন করবো, কোনো মহারাজ্য অধিপতি বা অধীশ্বর ছাড়া চলতে পারে না, হে বিধাতার মনোনীতজন।'

জিতেন্দ্রিয় বলে, 'হে বিধাতার মনোনীতজন, ধর্মের ক্ষেত্রে আপনি বিধাতার মনোনীতজন আর মহারাজ্য চালানোর সময় আপনি মহারাজ্যের অধিপতি, মহারাজ্যের অধীশ্বর, মহারাজ্যের স্ম্রাট।'

বিভাস বলে, 'হে বিধাতার মনোনীতজন, একই সঙ্গে আপনি বিধাতার মনোনীতজন এবং বিধাতার মহারাজ্যের স্ম্রাট। আপনার নির্দেশে মহারাজ্য শাসনের সব দায়িত্ব পালন করবো আমরাই।'

শুভ্রত বলে, 'বিধাতা সর্বজ্ঞ, তিনি নিচয়ই নির্দেশ দেবেন।'

আদিত্য বলে, 'হে বিধাতার মনোনীতজন হে বিক্রমপল্লী - অঙ্গুরগারাজ্যের অধীশ্বর, আপনার নির্দেশ অনুসারে আমরা যা দক্ষ হওয়ার তা দক্ষ হয়েছি, যা নিহত হওয়ার তা নিহত করেছি, যা বন্দী হওয়ার তা বন্দী করেছি।'

শুভ্রত একবার কেঁপে ওঠে।

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, 'অগ্নিকুমার আর দীপাবিতা কি পলাতক? তাদের কী পরিণাম তোমরা করেছো?'

আদিত্য বলে, ‘হে বিধাতার মনোনীতজন, হে বিক্রমপট্টী-অরুণারাজ্যের অধীশ্বর, অগ্নিকুমার আর দীপার্বিতা পলাতক হয়নি, তারা মৃত্যুই বরণ করতে চেয়েছিলো, কিন্তু আমরা তাদের গৃহবন্দী ক’রে এসেছি।’

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, ‘তারা কি আগের মতোই উদ্ভূত আর অবিশ্বাসী?’

আদিত্য বলে, ‘হে বিক্রমপট্টী-অরুণারাজ্যের অধীশ্বর, হে মনোনীতজন, তারা আগের থেকেও বেশি উদ্ভূত ও অবিশ্বাসী।’

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, ‘তারা কীভাবে প্রকাশ করে উদ্ভূত আর অবিশ্বাস?’

আদিত্য বলে, ‘অগ্নিকুমারকে আমরা পরম বিধাতায় বিশ্বাস আনতে বলেছিলাম, আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে বলেছিলাম, হে মনোনীতজন, কিন্তু সে বলে আমরা মুঠনকারী, আপনি ধর্মের নামে হত্যাকারী।’

শুভ্রত বলে, ‘অগ্নিকুমার তার পুরক্ষার পাবে।’

আদিত্য বলে, ‘সে বলে আপনি এক কল্পিত দেবতা তৈরি করেছেন মহারাজ হওয়ার জন্যে; সে বলে বিধাতাও দেবতাদের মতোই মিথ্যে, বিধাতাও একটি মিথ্যে দেবতা; সে বলে আপনি ধৰ্ম করতে পান সমস্ত শুভকে, মানুষকে দীক্ষিত করতে চান আপনার অসুস্থ’ নিখুঁত বিধাতাত্ম্বে।’

শুভ্রত বিচলিত ও ক্রুদ্ধ হয়, কথা দ্রুতে পারে না; তার চোখ লাল হয়ে ওঠে; এবং বলতে থাকে, ‘অগ্নিকুমার তার পুরক্ষার পাবে।’

আদিত্য বলে, ‘হে মনোনীতজন, বিক্রমপট্টী-অরুণারাজ্যের স্বার্গাট, অগ্নিকুমার বলে যুবরাজ শুভ্রত অসুস্থ, উন্নাদ—সে আপনাকে এখনো যুবরাজ বলে, সে বলে আপনি সকলকে ক’রে তুলে চান আপনার মতোই অসুস্থ, উন্নাদ।’

শুভ্রত কঠোরভাবে বলে, ওই দুই অবিশ্বাসীর গরল উদগীরণ থেকে তোমরা রক্ষা করো বিধাতাকে।’

আদিত্য বলে, ‘আজই বিধাতা রক্ষা করবেন অবিশ্বাসীর গরল উদগীরণ থেকে, হে বিক্রমপট্টী-অরুণারাজ্যের অধীশ্বর।’

অগ্নিকুমার বলে, ‘এক শতবর্ষী বুঝে কবি আমার নামে ছড়া কেটেছিলো, বিধাতা তার কী পরিণতি করেছেন, আদিত্য?’

আদিত্য বলে, ‘এখনই আমরা তার পরিণতি সাধন করতে যাচ্ছি, হে মনোনীতজন, হে বিক্রমপট্টী-অরুণারাজ্যের অধীশ্বর।’

শুভ্রতকে অভিবাদন ক’রে আদিত্য ও অংশমান বেরিয়ে যায়। প্রথম যায় অবিশ্বাসী অগ্নিকুমারের গরল উদগীরণ থেকে সর্বশক্তিধর বিধাতাকে রক্ষা করতে, তারপর শতবর্ষী বুড়ো কবিকে ঘুঁজে বের ক’রে তার পরিণতি নিশ্চিত করতে। একদল উদীপ্ত সৈনিক নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে তারা উপস্থিত হয় অগ্নিকুমারের ভবনে, যেখানে গৃহবন্দী অগ্নিকুমার ও দীপার্বিতা। আদিত্য ও অংশমান দরোজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখে দীপার্বিতা শয্যায় শয়ে শন্য পান করাচ্ছে তার শিশুপুত্রকে। দীপার্বিতা একটু ঘুমিয়েই পড়েছিলো; দরোজা খোলার শব্দে সে চোখ মেলে তাকানোর চেষ্টা করে, তার আগেই আদিত্যের তরবারির আঘাতে দু টুকরো হয়ে যায় শিশু ও মাতা। শব্দ শুনে

পাশেৰ ঘৰ থেকে ছুটে আসে অগ্নিকুমাৰ; এবং দুটি উদ্যত তৱৰারি দেখে থমকে দাঢ়ায়।

অগ্নিকুমাৰ বলে, ‘তোমৰা একদিন খোলা উদ্যত তৱৰারি নিয়ে আসবে আমি জানতাম, আদিত্য।’

আদিত্য বলে, ‘সাধ হ'লে বিধাতা আৱ মনোনীতজনকে শেষবাৱেৰ মতো নিন্দা ক'ৱে নাও, অগ্নি, আৱ নিন্দাৰ সুযোগ পাবে না।’

অগ্নিকুমাৰ বলে, ‘তোমৰা একদিন তোমাদেৱ বিধাতাৰ বুকেও তৱৰারি ঢুকোবে, আদিত্য।’

আদিত্য ও অঞ্চলান একসাথে তৱৰারি ঢুকিয়ে দেয় অগ্নিকুমাৰেৰ বুকে।

তাৰা অগ্নিকুমাৰেৰ গৱল থেকে বিধাতাকে রক্ষা কৱে সহজেই, কিন্তু একটু অসুবিধায় পড়ে শতবৰ্ষী কবিৰ ছড়া থেকে মনোনীতজনকে উদ্ধাৱ কৱতে। কবিটোৱ কী নাম? ভবন কোথায়? বুড়োটা কি বেঁচে আছে? বা তাৰ পুত্ৰপৌত্ৰ? আদিত্য ও অঞ্চলান ঠিক কৱতে পাবে না কী কৱবে; কিন্তু তাৰা সেনাপতি, তাদেৱ পক্ষে কোনো কিছুই অসম্ভব হওয়া অনুচিত, তাদেৱ সব কিছুই সম্ভব কৱতেই হবে, ওই কবিকে পৌছে দিতে হবে তাৰ নিশ্চিত পৱিণামে। মনোনীতজনেৰ বিৰুদ্ধে ছড়া না কাটলেও তাকে পৱিণতিতে পৌছানো হতো, কেননা বিধাতাৰ রাজ্যে কবি নিষিদ্ধ; কবিৱা পাপিষ্ঠ। কিন্তু প্ৰথমে তাকে পাওয়া দৱকাৱ, ধৰা দৱক্ষৰ। তবে অসুবিধা হচ্ছে যাৱা পেৱেছে, তাৰা পালিয়েছে নগৱী থেকে; কয়েক হাজাৰ নিহত হয়েছে; আৱ যাৱা আছে, তাৰা দৱোজা বক্ষ ক'ৱে উচ্চকষ্টে নিছে বিধাতাৰ মৰ্ম। নগৱীৰ পাড়ায় পাড়ায় ঘোষণা ক'ৱে দেয়া হয়েছে বেঁচে ধাকতে হ'লে উচ্চকষ্টে বিধাতাৰ নাম নিতে হবে, বলতে হবে, ‘বিধাতা ছড়া কোনা বিধাতা নেই।’ বিশ্বাসী মৈৰিকেৱা বাঢ়ি বাঢ়ি যাচ্ছে, দৱোজায় দাঢ়িয়ে শৰছে গৃহীৱা বিধাতাৰ নাম নিছে বি নি; এবং কতোটা উচ্চকষ্টে নিছে। আদিত্য সৈনিকদেৱ একটি নতুন দায়িত্ব দেয়—তাদেৱ ঝুঞ্জে বেৱ কৱতে হবে সেই শতবৰ্ষী বুড়ো কবিকে, যে ছড়া কেটেছিলো মনোনীতজনেৰ নামে। বিশ্বাসীৱা উন্মাদ হয়ে ওঠে কবিকে ঝুঞ্জে বেৱ কৱাৰ জন্যো; তাৰা পাড়ায় পাড়ায় ঘোষণা কৱতে ধাকে কে সেই বুড়ো কবি, যে ছড়া কেটেছিলো মনোনীতজনেৰ নামে, তাকে অবিলম্বে আঞ্চসমৰ্পণ কৱতে নিৰ্দেশ দেয়, ঘৰে ঘৰে ঢুকে নারীদেৱ ধৰ্ষণ কৱতে ধাকে, এবং নগৱীৰ সমন্ত বুড়োকে ধ'ৱে এনে গাছেৱ ডালে ঝুলিয়ে রাখে। বুড়ো সত্যসুন্দৱ দাস কখনো ছড়া কাটেনি, গীতিকাব্য বা মহাকাব্যে পড়েনি, কোনো গ্ৰন্থ দেখেনি; ঝুলতে ঝুলতে সে পাগল হয়ে আবোলতাবোল বকতে বকতে ব'কে ওঠে : হ-ত্যা-কা-ৱী শ-ভ-ব্র-ত/খ-বে -তু-মি মা-নু-ষ ক-তো? অঞ্চলান সত্যসুন্দৱ দাসেৱ ছড়া শোনাৰ সাথে সাথে তাৱ বুকে তৱৰারি ঢুকিয়ে দেয়। বিক্ৰমপঞ্চী নগৱীৰ শেষ কবি শেষ নিঃশ্঵াস ত্যাগ কৱে।

ওভৰতেৰ অপ্রতিৰোধ্য দিগ্বিজয়ী দুধৰ্ষ সেনাপতিৱা বিক্ৰমপঞ্চী নগৱী ও রাজ্যকে সম্পূৰ্ণ রূপান্বিত ক'ৱে দেয়; জন্মান্তৰ ঘটে নগৱী ও রাজ্যৰ। সেনাপতিৱেৰ বীৱত্তে মুক্ষ হয়ে ওভৰত তাদেৱ উপাধি দেয় ‘বিধাতাৰ চারসূৰ্য’; এবং পৃথকভাৱে উপাধি দেয়

- আদিত্য : বিধাতার ভাস্কর, অংশমান : বিধাতার মার্ত্তও, জিতেন্দ্রিয় : বিধাতার ত্রিষাস্পতি, বিভাস : বিধাতার বিবস্বান। তারা বিক্রমপল্লীতে অবিশ্বাসের কুটোটিকেও থাকতে দেয় না, অপবিত্রতার বিন্দুটিকেও রাখে না, অবিশ্বাসী পৌষ্টিলিকের রক্তে পরিত্রক'রে তোলে নগরী ও রাজ্যকে। মন্দিরগুলোই হয় তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল; এবং তারা বিক্রমপল্লীর স্বর্ণচূড়োমণিত মন্দিরগুলোতে একটি মনোরম ব্যাপার লক্ষ্য করে, যা বিশেষ পছন্দ হয় সেনাপতিদের। বিক্রমপল্লীর মন্দিরগুলোতে ধনরত্নমণিমণিক্যের পরিমাণ অনেক বেশি আর দেবদেবীদের স্বর্ণমূর্তিগুলোও দৈর্ঘ্যপ্রস্থবেধে অনেক বেশি বৃড়ো অরূপণারাজ্যের স্বর্ণমূর্তিগুলোর থেকে; এবং মন্দিরগুলোর অশীতিপুর পুরোহিতের অনেক বেশি কাঞ্জানসম্পন্ন। মন্দিরগুলো তাই তাদের ধৰ্মস করতে হয় না, তথ্য রূপান্তর করতে হয়। তারা যে-মন্দিরেই যায় (গুটিকয় ছাড়া, যে গুলোর পুরোহিতেরা কাঞ্জানহীন যুবক) সেখানেই দেখে বৃড়ো পুরোহিতেরা অনুচরদের নিয়ে উচ্চকষ্টে আবৃত্তি করছে ‘বিধাতা ছাড়া কোনো বিধাতা নেই’, ‘মহারাজ উত্তৰত বিধাতার মনোনীতজন’, এবং তারা সেনাপতিদের উপহার দেয়ার জন্যে সারিবেঁধে রেখেছে রাশিরাশি স্বর্ণমূর্তি, ও স্বর্ণমূর্তির থেকে সোনালি বালিকা। কোনো কোনো পুরোহিত আগে থেকেই এলাকার জীবনকে দীক্ষিত করেছে বিধাতার ধর্মে; তারা ভাষণ দিয়ে চলছে যে স্বর্গলোকে মহাযুক্ত সংঘটিত হয়ে গেছে, সেই যুক্তে নিহত হয়েছে আগের দেবতারা সব, কেননা তারা ছিলো দুর্বল ও দুষ্টিরিত্ব, এবং তাদের স্থলে এখন একচ্ছত্র রাজা হয়েছেন বিধাতা। তাঁর আগের দেবতাদের পুজো করা পাপ, তারা আর দেবতা নয়, যারা তাদের পুজো করবে তারা নয়কে জুলবে; এখন একজনই পূজনীয়, যিনি বিধাতা, যিনি সর্বশক্তিধর। সেনাপতিরা আরেক মন্দিরে গিয়ে পুরোহিতের ভাষণ শুনে অত্যন্ত মুক্তি ও আশ্মাদিত হয়। বৃড়ো পুরোহিত ভক্তদের উদ্দেশে ব'লে চলছে যে বিধাতা এখন সমস্ত অগত জয় করেছেন; তিনি মহান, তিনি উদার, তাঁর সহস্র নাম; তিনি আগের দেবতাদের হত্যা না ক'রে মনোনীতজন ও সেনাপতি ক'রে পাঠিয়েছেন বিক্রমপল্লীতেন্তেস বলেছে তারা আগে যে সূর্য দেবতার পুজো করতো, সেই সূর্যদেবতাই জন্ম নির্যাহেন মনোনীতজন উত্তৰত হয়ে; আর চন্দ্রদেব হয়েছেন সেনাপতি আদিত্য, পবনদেব হয়েছেন সেনাপতি অংশমান, জলদেব হয়েছেন সেনাপতি জিতেন্দ্রিয়, ভূমিদেব হয়েছে সেনাপতি বিভাস; আর অন্যান্য ছোটো দেবতারা হয়েছেন বিধাতার সৈনিক।

প্রথম যে-মন্দিরে আদিত্য প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়, তার পুরোহিত, এক তরুণ, নাম আনন্দযজ্ঞ। আনন্দযজ্ঞকে আদিত্য আগে থেকেই চেনে, এবং আনন্দযজ্ঞও চেনে আদিত্যকে। তার মন্দিরে আদিত্য একবার গেছে। আদিত্য যখন গিয়ে ঢাকে আনন্দযজ্ঞের মন্দিরে তখন আনন্দযজ্ঞ ফুলের পর ফুল নিবেদন ক'রে চলছিলো শ্রেতঙ্গে এক দেবীর পায়ে, যার পায়ে এক সময় ফুল নিবেদন করতো আদিত্য। আদিত্য দেবীকে ও পদতলে ফুল নিবেদনরত আনন্দযজ্ঞকে দেখে একবার কেঁপে ওঠে। সে এক সময় যেমন দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতো, একবার সেভাবে তাকিয়ে ফেলে; পরমহুতেই সুস্থির হয়।

আদিত্য চিৎকার ক'রে বলে, 'আনন্দযজ্ঞ, আমাকে অভিবাদন করো; আমি বিধাতার মহারাজ্যের প্রধান সেনাপতি।'

আনন্দযজ্ঞ বলে, 'দেবীর চরণকমলে ফুল নিবেদন করো, প্রিয় আদিত্য।'

আদিত্য বলে, 'তুমি এই বারাঙ্গনার মুখে থুতু দাও, আনন্দযজ্ঞ, আমি তোমাকে আদেশ করছি।'

আনন্দযজ্ঞ বলে, 'দেবী শুভ, পবিত্র, নিষ্ঠলঙ্ক, দেবী পাদপদ্মে শুভ ফুল নিবেদন ক'রে তুমি শুন্ধ হও, প্রিয় আদিত্য।'

আদিত্য বলে, 'আমি এই বারাঙ্গনাকে সহস্রবার ধর্ষণ করি; আমি আদেশ দিচ্ছি, আনন্দযজ্ঞ, তুমিও একে ধর্ষণ করো।'

আনন্দযজ্ঞ বলে, 'তুমি দৃষ্টিত হয়ে গেছো, আদিত্য।'

আদিত্য 'বিধাতা অনন্য' ব'লে তরবারি দিয়ে দু-টুকরো করে ফেলে আনন্দযজ্ঞকে; আর দেবীর ভঙ্গরা উচ্চকষ্টে আবৃত্তি করতে থাকে 'বিধাতা অনন্য, বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বশক্তিধর।'

বিক্রমপল্লীর মন্দিরগুলো রূপান্তরিত হয় বিধাতার স্তবাগারে। মন্দিরগুলোতে বীভৎস ঘটনা, দু-একটি ছাড়া, বেশি ঘটেন্তব্য; বরং আনন্দের সঙ্গেই মন্দিরগুলো বিধাতার স্তবাগার হয়ে ওঠে। মন্দিরগুলোয়ে-সব অবিবেচক পুরোহিত (সবাই তরুণ) বিধাতার ধর্ম গ্রহণ করতে অসম্মত হয়, তাদের কয়েক মুহূর্তেই সমাধান করা হয়; আর যারা (সবাই বুড়ো) সম্মত হয় বিধাতার প্রয়োগে, তাদের নিয়োগ করা হয় বিধাতার স্তবাগারগুলোতে বিধাতার বন্দনাকারীর সম্মানিত পদে। সব কাজই বুড়োরা চিরকাল সৃষ্টিভাবে করে, বিক্রমপল্লীতেও করে। মন্দিরগুলোর দেবদেবীর থেকে সেনাপতিদের কাছে যা অনেক বেশি আকর্ষণযীয় মনে-হয়, তা হচ্ছে শৰ্মূর্তি, আর বালিকাগুলো। তারা মন্দিরের ধনরত্নমূর্তি আর বালিকাদের মুষ্টন করে, রাজকোষে বালিকাদের জমা দেয়ার বিধান উত্তৃত করেনি ব'লে, বা বিধাতা নির্দেশ দেয়নি ব'লে তারা বালিকাদের অংশবিশেষও জমা দেয় না, তবে ধনরত্নমূর্তিকের অংশবিশেষ জমা দেয়

মহারাজ্যকোষে।

বিক্রমপল্লীর বিদ্যালয়গুলো ছিলো পর্ণকুটিরমাত্র, যা ছাই হ'তে সময় নেয় না।

বিশ্বাসীরা অধ্যাপকদের গৃহে ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতিশক্তি প্রভৃতি যা পায় দক্ষ করে। বিক্রমপল্লীতে বিধাতার নির্দেশ অনুসারে নিষিদ্ধ হয়ে যায় ন্ত্য (যা ঘৃণা করেন বিধাতা), গীত (যার ওপর বর্ষিত হয় বিধাতার চরম অভিশাপ), বাদ্য (যা দক্ষ হয় বিধাতার রোষে), কাব্য (যার ওপর বর্ষিত হয় বিধাতার চরম অভিশাপ), চিরকলা (যার ওপর বিধাতা নিষেক করেন থুতু), দর্শন (যা বিধাতা চিরঘণ্য)। উত্তৃত ও বিধাতাকে নতুন ক'রে কোনো নির্দেশ দিতে হয় না, কেননা বিধাতা ও উত্তৃতের নির্দেশ কঠিন সেনাপতিদের ও সৈনিকদের, তারা জানে বিধাতার সমস্ত বিধান। তারা উল্লাসে ঘোড়া ছুটিয়ে, পায়ে হেঁটে, হাতিতে চ'ড়ে বিক্রমপল্লীর দিকে দিকে পৌঁছে দিতে থাকে বিধাতার বিধান। বিক্রমপল্লী, অরূপারাজ্যের মতোই, হয়ে ওঠে এক বিধাতাতন্ত্রিক রাজ্য, যেখানে বিধাতাই একমাত্র সিদ্ধান্তগ্রহণকারী।

বিক্রমপল্লীতে বিধাতার পদানন্ত হওয়ার পর শুভ্রত উৎকৃষ্টিত হয়ে প্রতীক্ষা ক'রে আছে সর্বশক্তির সর্বজ্ঞ বিধাতার নির্দেশের জন্যে, প্রতিমুহূর্তে কামনা করছে বিধাতার বাণী; ভোরে, দুপুরে, সন্ধিয়ায়, ঘন্ধারাতে, প্রার্থনা করছে – ‘বাণী দিন, বিধাতা, বাণী দান করুন, আমাকে ত্যাগ করবেন না আপনি, আমি আপনার দাস, অস্ত্র হয়ে আছি, আপনি নির্দেশ দিন, আমাকে বজ্র দিয়ে আঘাত করুন, অগ্নি দিয়ে প্রহার করুন, কিন্তু আমাকে ভুলে যাবেন না; কিন্তু কোনো বাণী কোন নির্দেশ আসছে না, কোনো আলো জ্বলে উঠছে না, শুভ্রত স্বত্ত্ব পাছে না, ঘুমোতে পারছে না, তার রক্ত জ্বলছে, মন দিতে পারছে না কাজে; এমনকি আগের মতো নিজে গিয়ে বিধাতার ধর্মে দীক্ষিত করতে পারছে না অবিশ্বাসীদের। পারমিতাকে তার মনে পড়ছে, বিধাতাকে মনে পড়তেই মনে তার শূন্যতা দেখা দিচ্ছে, আর তখনি সে পারমিতাকে স্মরণ করছে, স্বিক্ষ জ্যোতি দেখতে পাচ্ছে। সেনাপতিদের সে নির্দেশ দেয় মনোনীতজনের, সেনাপতিদের ও বিশ্বাসীদের স্ত্রীদের ও দাসীদের অরূপারাজ্য থেকে বিক্রমপল্লীতে নিয়ে আসতে। সেনাপতিরা ও বহু সৈনিক মনোনীতজনের পক্ষাত্মক আবেদন জানায় তাদের অরূপারাজ্যের স্ত্রীদের অরূপারাজ্য থেকে বিক্রমপল্লীতে আনা নির্দেশ দেয়।

পারমিতা, অঙ্গনা ও গীতাঞ্জলি বিক্রমপল্লীতে আসার পর কিছুটা স্বত্ত্ব পায় শুভ্রত; এবং তারা স্বত্ত্ব পায়। তারা দেবৈষ্ণবী বিধাতা নিশ্চয়ই বিক্রমপল্লী বিজয়ের পুরকারবৰুণ এক বা একধিক নারী উপজ্ঞার দিয়েছে মনোনীতজনকে, এসে যখন দেখে মনোনীতজন একা, তাকে পাহারা দিচ্ছে শুধু ভক্ত প্রহরীরা, চারপাশে কোনো নতুন উপহার নেই, তার অপূর্ব সুখ অনুভব করে, যা কখনো তারা অনুভব করেনি। শুভ্রত পল্লীদের সাথে সময় ও পুলকের পরিপূর্ণ সাম্য রক্ষা ক'রে বারবার মিলিত হয়, কিন্তু তাতেও সে সম্পূর্ণ স্বত্ত্ব পায় না; কৃষ্ণ সে অবিরাম কাঁটার আঘাত বোধ করতে থাকে।

শুভ্রত পারমিতাকে বলে, ‘পারমিতা, আমি বড়োই অসুরী; আমার মনে শান্তি নেই।’

পারমিতা উদ্ধিগ্ন হয়ে বলে, ‘হে মনোনীতজন, আপনার মুখ দেখেই আমি বুঝেছি অশান্তিতে আছেন আপনি, হে মনোনীতজন, আপনার বারংবার সংযোগের চেষ্টা দেখেও বুঝেছি অশান্তিতে আছেন আপনি।’

শুভ্রত বলে, ‘বিধাতা আমার ডাকে সাড়া দিচ্ছেন না, পারমিতা, তিনি আমাকে কোনো নির্দেশ দিচ্ছেন না।’

পারমিতা বলে, ‘আপনার কি মনে হয় হে মনোনীতজন, যে বিধাতা অসন্তুষ্ট আপনার ওপর?’

শুভ্রত বলে, ‘তিনি বাণী পাঠাচ্ছেন না, আমার ডাকে সাড়া দিচ্ছেন না, এ হয়তো তার অসন্তোষের কারণেই।’

ପାରମିତା ଜିଜ୍ଞେସ କରେ, ‘ହେ ମନୋନୀତଜନ, ଆପଣି କି ଏମନ କିଛୁ କରେହେନ ଯା ଦ୍ରୁଷ୍ଟ କରତେ ପାରେ ବିଧାତାକେ?’

ଶ୍ରୀବ୍ରତ ବଲେ, ‘ଆମାର ବିଧାତା ତୋ ସବ ସମୟରେ ଦ୍ରୁଷ୍ଟ, ପାରମିତା କିନ୍ତୁ ଆମି ଏମନ କିଛୁ କରି ନି, ଯାତେ ତିନି ରୁଷ୍ଟ ହ'ତେ ପାରେନ ।’

ପାରମିତା ବଲେ, ‘ହେ ମନୋନୀତଜନ, ଆପଣି କି ଧଂସପ୍ରାଣ ବିଧାତାଗୃହ ପୁନରାୟ ନିର୍ମାଣର ଉଦ୍ୟୋଗ ନିଯେହେନ?’

ଶ୍ରୀବ୍ରତ ବଲେ, ‘ନା, ଆମି କୋନୋ ଉଦ୍ୟୋଗ ନିଇ ନି, ପାରମିତା ।’

ପାରମିତା ବଲେ, ‘ହେ ମନୋନୀତଜନ, ଆପଣି ବିଧାତାଗୃହ ପୁନରାୟ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୃହରପେ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି ବିଧାତାର ନାମେ, ତିନି ନିଶ୍ଚଯିତ୍ରେ ସାଡ଼ା ଦେବେନ ଆପନାର ଡାକେ ।’

ଶ୍ରୀବ୍ରତର ଚୋଖେର ସାମନେ ଏକ ଅପ୍ର୍ବ ଜ୍ୟୋତି କାପତେ ଦେଖେ ।

ଶ୍ରୀବ୍ରତ ତାର ସେନାପତିଦେର ସାଥେ ବୈଠକେ ବସେ । ଶ୍ରୀବ୍ରତକେ ଡାକତେ ହ୍ୟ ନା ସେନାପତିଦେର, ସେନାପତିରାଇ ତାଦେର ପରିକଳ୍ପନା ନିଯେ ଦେଖା କରତେ ଆସେ ଶ୍ରୀବ୍ରତର ସାଥେ ।

ଆଦିତ୍ୟ ବଲେ, ‘ହେ ମନୋନୀତଜନ, ହେ ବିକ୍ରମପଣ୍ଡି-ଅରୁଣାରାଜ୍ୟର ସନ୍ତ୍ରାଟ, ଆମରା ଏକ ଆବେଦନ ନିଯେ ଉପର୍ଦ୍ଵିତ ହୟେଛି ଆପନାର କାହେ ।’

ଶ୍ରୀବ୍ରତ ଜିଜ୍ଞେସ କରେ, ‘ହେ ବିଧାତାର ସୂର୍ଯ୍ୟଗଣ, କୀ ତୋମାଦେର ଆବେଦନ?’

ଆଦିତ୍ୟ ବଲେ, ‘ହେ ମନୋନୀତଜନ, ହେ ବିକ୍ରମପଣ୍ଡି-ଅରୁଣାରାଜ୍ୟର ସନ୍ତ୍ରାଟ, ଧନସମ୍ପଦେର ଅଭାବ ନେଇ ବିକ୍ରମପଣ୍ଡି-ଅରୁଣାରାଜ୍ୟର, କିନ୍ତୁ ଆମାଦେର ସନ୍ତ୍ରାଟେର ଜନ୍ୟେ କୋନୋ ମହାରାଜପ୍ରାସାଦ ନେଇ, ଆର ସେନାପତିଦେର ଜନ୍ୟେ ଓ ନେଇ କୋନୋ ସମ୍ମାନଜନକ ସେନାପତିପ୍ରାସାଦ ।’

ଅଂଶୁମାନ ବଲେ, ‘ହେ ମନୋନୀତଜନ, ହେ ବିକ୍ରମପଣ୍ଡି-ଅରୁଣାରାଜ୍ୟର ସନ୍ତ୍ରାଟ, ଏକଟି ମହାରାଜପ୍ରାସାଦ ଓ ଚାରଟି ସେନାପତିପ୍ରାସାଦ ବିନ୍ଦୁଗଣ କରା ଏଥିନ ଏକାନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ; ଆପଣି ଆଦେଶ ଦିଲେ ଆମରା ତା ନିର୍ମାଣ କରତେ ପାର ।’

ଶ୍ରୀବ୍ରତ ବଲେ, ‘କିନ୍ତୁ ହେ ସେନାପତିଗଣ, ତୋମରା ମୂଳ କାଜେର କଥା କେନୋ ଭୁଲେ ଗେଛୋ?’

ଆଦିତ୍ୟ ଜିଜ୍ଞେସ କରେ, ‘ହେ ମନୋନୀତଜନ, ହେ ବିକ୍ରମପଣ୍ଡି-ଅରୁଣାରାଜ୍ୟର ସନ୍ତ୍ରାଟ, କ୍ଷମା କରନ୍ତି ଆମାଦେର ଅପରାଧ, ମୂଳ କାଜ କୋନଟି ଆମରା ବୁଝିତେ ପାରଛି ନା, ଆପଣି ଆମାଦେର ନିର୍ଦେଶ ଦିନ ।’

ଶ୍ରୀବ୍ରତ ବଲେ, ‘ହେ ସେନାପତିଗଣ ସବାର ଆଗେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଧାତାଗୃହ ପୁନରାୟ ନିର୍ମାଣ; ହେ ବିଶ୍ୱାସୀରା, ତୋମରା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୋ ବିଧାତାଗୃହ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ, ବିଧାତାଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୋ ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୃହରପେ, ତାରପର ନିର୍ମାଣ କରୋ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୃହ ।’

ବିକ୍ରମପଣ୍ଡି ନଗରୀର ଛ-ଏଲାକାଯ ଛଟି ଗୃହ ବା ଭବନ (ବା ପ୍ରାସାଦ) ଉଠିଲେ ଥାକେ; ତାର ମଧ୍ୟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠଟି ବିଧାତାଗୃହ । ତବେ ବିଧାତାଗୃହ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୁଦ୍ଧ ନାମେ ଓ ନାମେର ଦୈର୍ଘ୍ୟ-ଏର ପୂର୍ଣ୍ଣନାମ ସରଜ ସରଶକ୍ତିଧର ଅଦ୍ଵିତୀୟ ସର୍ଗମର୍ତ୍ତ୍ୟଧିପତି ସହସ୍ରନାମମହିତ ବିଧାତାର ପବିତ୍ର ଗୃହ ଏବଂ ଏର ଦ୍ଵିତୀୟ ନାମଇ ହୟେ ଯାଯ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୃହ; ଅନ୍ୟଗୁଲୋ ହଜେ ପ୍ରାସାଦ— ମହାରାଜପ୍ରାସାଦ ଓ

১৮৬ উভ্রত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার

সেনাপ্রাসাদ। সেনাপতিদের ওপর শুভ্রত দায়িত্ব ছেড়ে দেয় মহারাজপ্রাসাদ ও সেনাপ্রাসাদ নির্মাণের নিজে দায়িত্ব নেয় বিধাতাগৃহ পুনর্নির্মাণের। শুভ্রত বটপ্রাঙ্গণে সবাইকে নিয়ে বিধাতার নাম উচ্চকচ্ছে আবৃত্তি করতে করতে স্থাপন করে শ্রেষ্ঠ গৃহের ভিত্তি এবং ভিত্তির চারদিকে বিশাল এক এলাকাকে সীমাবদ্ধ করে চতুরঙ্গ দেয়াল দিয়ে। তার মাঝখানে নির্মাণ করে ষড়কোণ বিধাতাগৃহ। অত্যন্ত সহজ সরল নিরাবরণ এক গৃহ আঞ্চল সময়ের মধ্যেই তৈরি হয়ে ওঠে। শুভ্রত বলে, ‘এ গৃহ বিধাতাগৃহের স্বর্গীয় কাঠামো অনুসারে নির্মিত, যারা এ গৃহ নির্মাণে হাত দিয়েছে, তারা হাত দিয়েছে স্বর্গের বিধাতাগৃহ নির্মাণে, তারা বিধাতার সর্বাপেক্ষা প্রিয়।’ বিধাতাগৃহ নির্মিত হলে তার সারল্যে ও মহিমায় মুক্ত হয় শুভ্রত; এবং সাতদিন ধরে বিধাতার কাছে প্রার্থনা করে গৃহ উৎসর্গ করে বিধাতার নামে। শুভ্রত গভীরভাবে বাসনা ক'রে ছিলো বিধাতাগৃহ পুনর্নির্মাণের সময় বিধাতা সুরী হয়ে বাণী পাঠাবেন তার কাছে, নির্দেশ দেবেন তাকে; কিন্তু বিধাতা কোনো বাণী পাঠায় না, কোনো নির্দেশ দেয় না। শুভ্রত আরো উদ্বিগ্ন আরো উত্তেজিত হয়ে উঠতে পৌঁক; বিধাতাগৃহের কেন্দ্রকক্ষে ধ্যানস্থ হয়ে বারবার প্রার্থনা করতে থাকে—‘বিধাতা, আমাকে আপনি ত্যাগ করবেন না, আপনি নির্দেশ দিন আমাকে, আপনার পবিত্র বাণী দিন আমাকে, আমাকে অনুভব করতে দিন আপনার স্বর্গীয় জ্যোতি; আপনি আমাকে ছিন্নভূত করুন, আমাকে বজ্জ দিয়ে পীড়ন করুন, ভস্য করুন, কিন্তু আপনি ত্যাগ করবেন না আমাকে।’ কিন্তু বিধাতা তার ডাকে সাড়া দেয় না, তার কাছে কোনো বাণী পাইয়ে না।

সেনাপতিদের প্রবল উদ্যমে মহারাজপ্রাসাদ ও সেনাপ্রাসাদ নির্মাণের কাজ করতে থাকে এবং নির্মাণ শেষ ক'রে আসে শুভ্রতের কাছে।

আদিত্য বলে, ‘হে মনোনীতজন, হে বিক্রমপল্লী-অরুণারাজ্যের অধিপতি, বিধাতার আশীর্বাদে আমরা প্রাসাদসমূহ নির্মাণের কাজ শেষ করেছি।’

শুভ্রত বলে, ‘সব স্তব বিধাতার জন্মে তোমরা বিধাতাকে ধন্যবাদ দাও।’

সেনাপতিরা বিধাতাকে বারবার ধন্যবাদ জ্ঞানিয়ে বলে, ‘হে মনোনীতজন, হে বিক্রমপল্লী-অরুণারাজ্যের অধিপতি, হে বিধাতার মহারাজ্যের সম্মাট, মহারাজপ্রাসাদ ও সেনাপতিপ্রাসাদ নির্মাণের সময় আপনি কখনো দেখতে যাননি, এখন প্রাসাদ নির্মাণ শেষ হয়েছে, আমরা আবেদন করি আপনি এসে একবার দেখুন আমরা কেমন প্রাসাদ নির্মাণ করেছি।’

শুভ্রত আনন্দিত হয়ে সেনাপতিদের সাথে দেখতে যায় মহারাজপ্রাসাদ ও সেনাপ্রাসাদ। প্রথম তারা শুভ্রতকে নিয়ে যায় মহারাজপ্রাসাদে, যেখানে বাস করবে সম্মাট শুভ্রত ও তার স্ত্রীঘৰীরা; এবং সেখান থেকে সে শাসন করবে বিধাতার মহারাজ। শুভ্রত দূর থেকে মহারাজপ্রাসাদের মণিমাণিক্যের ঝিলিক দেখে অক্ষ হয়ে যায়, সে সেনাপতিদের কাছে জানতে চায় ওই দিকে এতো অগ্নি লিঙ্গ কেনো; সেনাপতিরা জানায় ওগুলো অগ্নি লিঙ্গ নয়, ওগুলো মূল্যবান পাথরের ঝিলিক। যতোই কাছাকাছি আসতে থাকে ততোই স্তুতি হয় শুভ্রত; সে জনেছিলো রাজপ্রাসাদে, কিন্তু এমন কোনো প্রাসাদ সে কল্পনা করতে পারেনি। মহারাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণের উদ্যান,

বিচিত্র পাখি, ফোয়ারা, জলাশয়, রঙিন মাছ দেখে প্রাসাদের কক্ষ থেকে কক্ষ যেতে যেতে সে বিবশ হয়ে যেতে থাকে; সেনাপতিরা বারবার বলতে থাকে, বিধাতার আশীর্বাদে এই প্রাসাদ নির্মিত হয়েছে, নিশ্চয়ই বিধাতা চান তাঁর মনোনীতজন ও বিধাতার মহারাজ্যের অধিপতি বাস করবেন স্বর্গে, কিন্তু মাটিতে স্বর্গ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়, তাই তারা বিধাতার মনোনীতজন ও বিধাতার মহারাজ্যের অধিপতির জন্যে নির্মাণ করেছে এ-দীন কুটির। কক্ষের পর কক্ষ যেতে যেতে পথ হারিয়ে ফেলতে থাকে শুভ্রত, মণিমাণিক্যের বিলিকের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে মনে হয় সে গভীরতম অঙ্ককারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, পথ চিনতে পারছে না, আদিত্য তাকে পথ দেখিয়ে দিচ্ছে ব'লে সে এগোতে পারছে। সেনাপতিদের প্রাসাদে গিয়েও গভীর অঙ্ককারে পড়ে শুভ্রত; কক্ষের পর কক্ষ, আর আসবাব, আর গালিচা, আর দর্পণ, আর মণিমাণিক্য তাকে অঙ্ক করে দেয়। সেনাপতিরা কোনো কিছুরই ঝটি রাখে নি কোনো কল্পনাই বাকি রাখে নি বাস্তবায়িত করতে; শুভ্রতের মনে হয় বিধাতাও হয়তো এ প্রাসাদে পথ হারিয়ে ফেলেছেন, তাই তার ডাকে সাড়া দ্বিতীয়ে পারছেন না।

সেনাপ্রাসাদের অঙ্ককার থেকে বেরিয়ে শুভ্রত নিজের ভবনে না গিয়ে সরাসরি যায় বিধাতাগৃহের কেন্দ্রকক্ষে; এবং প্রার্থনা করে। শুভ্রতের মনে হয় সে প্রার্থনা ভুলে গেছে, যাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করছে ভালু নামও মনে করতে পারছে না, হিংস্র কর্কশ অকরণ ভারী গভীর অঙ্ককার দশ দিক্ক থেকে তাকে প্রাস করছে, সে চুকে যাচ্ছে অঙ্ককার প্রোত্তোর অতল গহ্বরে। শুভ্রত বিধাতার নাম ভুলে যায়, সে বলতে থাকে— ‘আমাকে ত্যাগ করবেন না, আমি আপনার আম ভুলে যাচ্ছি, কিন্তু আপনি আমাকে ভুলে যাবেন না, আমাকে নির্দেশ দিন, বাণী দিন আমাকে, আমি আপনার চিরভৃত্য।’ কেউ তার ডাকে সাড়া দেয় না; তার আহ্বানে শুধু গভীরতর অঙ্ককার বয়ে এসে তাকে প্লাবিত করে; শুধু সে মাঝেমাঝে শুনতে প্রয় পরমদাস তার পেছনে দাঁড়িয়ে আবেদন করছে, ‘হে মনোনীতজন, আণ করণ আয়ন্দের, রাজগৃহ মহাবেশ্যা, মহাবেশ্যা রাজগৃহকে ধ্বংস হ’তেই হবে, ধ্বংস করুন মহাবেশ্যা রাজগৃহকে।’ শুভ্রতের প্রার্থনার ভেতরে ছিড়ে ছিড়ে রাজগৃহ নামের একটি বেশ্যা চুকে পড়ে, সে বেশ্যাটিকে চিনতে পারে না; তার মনে ছিড়ে ছিড়ে প্রশ্ন জাগে— কেনো ধ্বংস করতে হবে বেশ্যাটিকে? সে কি আচর্য রূপবতী? তাকে কি লাভ করা যায় নি? তাই কি ধ্বংস করতে হবে তাকে? শুভ্রত বিধাতার নাম মনে করার জন্যে আপাণ চেষ্টা করে, কোনো নাম তার মনে পড়ে না; শুভ্রত কেঁদে ওঠে, ‘আমাকে ত্যাগ করবেন না, প্রতু।’

সেনাপতিরা শুভ্রতের প্রতি আবেদন জানায়, ‘হে মনোনীতজন, হে বিধাতার মহারাজ্যের অধীশ্বর, মনোনীতজনের ও সেনাপতিদের প্রাসাদপ্রবেশের দিবসটিকে ঘোষণা করুন ‘বিধাতার মহারাজ্য দিবস’ নামে, যেদিন বিশ্বাসীরা বিধাতাকে সারাদিন ধন্যবাদ জানিয়ে সারারাত উল্লাস করবে। ওই দিনটি হোক বিশ্বাসীদের প্রার্থনা ও উৎসবের দিন।’

শুভ্রত বলে, ‘হে সেনাপতিগণ, তোমরা এ-নির্দেশ প্রচার করো বিশ্বাসীদের মধ্যে, এবং তাদের জানিয়ে দাও যে প্রতিবছর বিশ্বাসীরা এ-দিনটি পালন করবে পবিত্র দিবস হিসেবে।’

আদিত্য বলে, ‘হে মনোনীতজন, হে বিধাতার মহারাজ্যের সন্ত্রাট, আপনার আদেশ অবিলম্বে আমরা জানিয়ে দিচ্ছি বিশ্বাসীদের।’

সাত দিন পর শুভ্রত তিন সন্ত্রাঙ্গীকে নিয়ে ওঠে মহারাজ্যপ্রাসাদে; আর চার সেনাপতি পত্নীদের ও অসংখ্য দাসীদের নিয়ে ওঠে নিজ নিজ সেনাপতিপ্রসাদে।

বিধাতার মহারাজ্য দিবসে বিক্রমপট্টি-অরংগারাজ্যের অধিবাসীরা সারাদিন ধরে ধন্যবাদ জানায় পরম শক্তিধর সর্বজ্ঞ বিধাতাকে, প্রার্থনা করে সকাল থেকে সঙ্গে পর্যন্ত; আর শুভ্রত ও তার সেনাপতিরা ওঠে নিজেদের প্রাসাদে। দিনভর বিধাতার মহারাজ্য জুড়ে বিধাতার নাম উচ্চারিত হয় কোটি কোটি বার, শ্রবণারগুলো পরিপূর্ণ ও মুখের থাকে; শুভ্রত প্রার্থনা করতে গিয়ে বারবার ভুল করে, এবং ডয় পায়।

মহারাজ্যপ্রাসাদে চুকে আবার সে অঙ্ককারে পড়ে; তার মনে হয় আর কোন দিন তার চোখের সামনে অপূর্ব জ্যোতি দেখা দেবে না। সন্ত্রাঙ্গীরা, বিশেষ করে অঞ্জনা আর গীতাঞ্জলি, মুঞ্জ হয় প্রসাদ দেখে; এবং উচ্ছিসিত অঞ্জনা হেসে হেসে এমন কথা বলে যাতে তার বুক কেঁপে ওঠে। অঞ্জনা বলে শুভ্রত এ-প্রাসাদে বাস করলে পুরোনো রানীদের কথা একেবারে ভুলে যাবে, এমন্তেই তার বিধাতাকেও ভুলে যাবে। শুভ্রত চমকে ওঠে—সে কি ভুলে যাচ্ছে না তার বিধাতাকে আর বিধাতা কি ভুলে যাচ্ছেন না তাকে? অঞ্জনা জানলো কী ক'রে? বেদনায় ভেঙে পড়ছে শুভ্রত, কিন্তু সে তার বেদনার কথা কাউকে বলতে পারছে না, ত্রুট্যনকি পারমিতাকেও না। তবে পারমিতাকে বলতেই হবে, সে আর যন্ত্রণা বইতে পারছে না। পারমিতা কি বুঝতে পারছে না তার যন্ত্রণা? না কি বুঝতে পেরেও সে অপেক্ষা ক'রে আছে তার থেকে শোনার জন্যে?

শুভ্রত পারমিতাকে বলে, ‘পারমিত্ত্ব, আমার মন বড়েই অশান্ত, বিধাতা বোধ হয় ত্যাগ করেছেন আমাকে।’

পারমিতা বলে, ‘হে শ্বামী, আপনার প্রতি দেখে কিন্তু আপনাকে অশান্ত মনে হচ্ছে না, বরং শান্তই মনে হচ্ছে।’

শুভ্রত কেঁপে উঠে জিজ্ঞেস করে, প্রতি আমাকে মনোনীতজন বলে সম্মোধন করলে না কেনো পারমিতা?

পারমিতা বলে, ‘আপনার মুখ দেখে আজ আপনাকে শ্বামী বলেই সম্মোধন করতে ইচ্ছে হলো, আমি সুবী হলাম।’

শুভ্রত অস্থির হয়ে উঠতে চায়, জিজ্ঞেস করে, ‘আমি কি বিধাতার মনোনীতজন নই, বিধাতা কি মনোনীত করেন নি আমাকে?’

পারমিতা বলে, ‘বিধাতা যখন ইচ্ছে কাউকে মনোনীতজন করেন, যখন ইচ্ছে কাউকে মহারাজ্যের মহারাজ করেন। বিধাতা এখন আপনাকে মহারাজ্যের মহারাজ করেছেন।’

শুভ্রত বলে, ‘কিন্তু মহারাজ হওয়ার থেকে আমি বিধাতার মনোনীতজন হয়ে বেশি সুখ পাই; আমি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিধর বিধাতার স্পর্শ পাই, আমি সুস্থ থাকি।’

পারমিতা বলে, ‘যখন দরকার হবে বিধাতা আপনাকে ডাকবেন, আপনাকে নির্দেশ দেবেন, হে পরম শুরু।’

শুভ্রত জিজেস করে, 'কখন আবার আমাকে ডাকবেন বিধাতা, যিনি সর্বজ্ঞ, যিনি সর্বশক্তিধর?'

পারমিতা বলে, 'আপনি উদ্বেগ ছেড়ে বিধাতার মহারাজ্য শাসন করুন, হে মনোনীতজন, হে বিধাতার মহারাজ্যের মহারাজ, হে শামী।'

শুভ্রত বলে, 'রাজ্য শাসন করলেই তো আমার চলবে না, বিধাতার মহারাজ্য বাঢ়াতে হবে, জগতে বিধাতার রাজ্য ছাড়া আর কোনো রাজ্য থাকবে না।'

পারমিতা বলে, 'বিধাতা তো আপনাকে সে নির্দেশই দিয়েছেন।'

শুভ্রত বলে, 'সমুদ্র থেকে সমুদ্র পর্বত থেকে পর্বত পর্যন্ত স্থাপন করতে হবে বিধাতার মহারাজ্য জয় করতে হবে রাজগৃহ। পরমদাস সব সময় চিৎকার করে আমার মনে—রাজগৃহ মহাবেশ্যা, ওই মহাবেশ্যাকে ধ্বংস হতেই হবে।'

পারমিতা বলে, 'আপনি একটি নতুন নারী গ্রহণ করুন, শামী।'

শুভ্রত বলে, 'বিধাতা কি অনুমোদন করবেন?' 

পারমিতা বলে, 'আপনি আবেদন করলে বিধাতা অবশ্যই অনুমোদন করবেন, তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি আপনার শুভকামী।' 

শুভ্রত বলে, 'কিন্তু অঞ্জনা? অঞ্জনাকি মেনে নেবে?' 

পারমিতা বলে, 'আমি অঞ্জনাকে সন্তুষ্ট করাবো, হে মহারাজ হে শামী।'

শুভ্রত, বিধাতার মনোনীতজন ও বিক্রমপট্টী-অঙ্গরাজ্যের মহারাজ, মহারাজ্য শাসনের ভার পুরোপুরি গ্রহণ করে নিষ্ঠে হাতে, এবং বিশ্বিত হয়ে সে অনুভব করে যে শাসন করা বেশ সুব্রকর কাজ। এন্ট্রাদিন শাসনের দায়িত্ব পালন করেছে সেনাপতিরাই, শুভ্রত তাদের ওপরই স্বত্ব ভার অর্পণ করেছিলো—আদিত্য, অঞ্চমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস যুদ্ধে যেমন শাসনে তেমনি দক্ষ, শাসনও তাদের কাছে এক ধরনের যুদ্ধবিগ্রহ; তারা বিক্রমপট্টী-অঙ্গরাজ্যকে গঁড়ে তুলেছে বিধাতার নির্দেশসম্মত ফাঁকফোকড়হীন এক সুন্যিষ্ঠিত সেনাতান্ত্রিক রাজ্যরূপে। তারা নিজেরা অবশ্য যাপন করে অবাধ হৈত জীবন; বাইরে তারা একবিন্দুও চলে না বিধাতার নির্দেশ ছাড়া এবং অধিবাসীদের একেবারেই চল্পতে দেয় না, বারবার তাদের নির্দেশ দেয় বিধাতার বিধান মেনে চলতে, মৃত্যুদণ্ডের স্তুতিতে জনগণকে সব সময় আতঙ্কিত রাখে, আর নতুন নতুন স্তবাগার তারা তৈরি করে চলে রাজ্য জুড়ে, স্তবাগারগুলোকে মুখের রাখে বিধাতার বন্দনায়; বহু বিধান তারা নিজেরাই তৈরি করে এবং চালিয়ে দেয় বিধাতার বিধানরূপে, শুভ্রতও সেগুলো অস্থীকার করতে পারে না, কেননা সেগুলো সে স্মরণ করতে পারে না বলেই তার মনে হয় সেগুলো বিধাতার কাছ থেকে সে পেয়েছে। সেনাপতিরা বিধাতার মহারাজ্যের সবচেয়ে শক্তিমান ও ঐশ্বর্যশালী পুরুষ এবং প্রমোদেও তারা অক্ষত। বাইরে তারা কখনো প্রমোদে মাতে না, বিধাতার মহারাজ্য বিধাতার নির্দেশ প্রমোদ নিয়ন্ত্র, তাই প্রমোদে তারা সীমাবদ্ধ রাখে প্রাসাদের ভেতরে; অজস্ত্র রূপসী প্রিয়দাসী পালন করে সেনাপ্রাসাদের সংলগ্ন মণিমাণিক্যখচিত প্রিয়দাসীভবনে, এবং নৃত্যগীত ও সুরাপানে নিয়মিতভাবেই সঙ্গে করে জীবন।

শুভ্রত শাসনভার নেয়ার পর থেকেই অস্থিতিবোধ করতে থাকে সেনাপতিরা।

তারা ভেবেছিলো বিধাতার মনোনীতজন রাজ্য শাসনে কখনো মনোযোগ দেবেন না;

অলৌকিক মানুষ তিনি, শুধু নির্দেশ দেবেন, দরকার মতো বিধাতার সাথে যোগাযোগ ক'রে অবিচল শাশ্বত বিধান নিয়ে আসবেন স্বর্গ থেকে, মানৃষকে স্বর্গ আর নরকের কথা শোনাবেন, ব্যস্ত থাকবেন প্রার্থনা ও বিধাতার ধর্ম প্রচারে, মাঝে মাঝে বিধাতার উপহার হিসেবে গ্রহণ করবেন দু-একটি নারী; কিন্তু তারা হতাশ হয়ে দেখতে পায় শুভ্রত পালন করছে সব দায়িত্ব, হিসেব নিছে রাজকোষের প্রতিটি মুদ্রার, মন্দিরগুলো থেকে লুঁচিত প্রতিটি স্বর্ণমূর্তির, সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট করে দিছে সেনাপতিদের ভাতা। তারা এতে সুখ বোধ করে না। শুভ্রতের কোনো সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ সম্ভব নয় তাদের পক্ষে; শুভ্রত মনোনীতজন ও মহারাজ্যের অধীশ্বর, আর সৈনিকেরা ও বিশ্বাসী জনগণ তার একান্ত অনুগত; কিন্তু তারা বিধাতার মহারাজ্যের সেনাপতি, তারা অন্যদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করতে অভ্যন্ত, নিজেদের নিয়ন্ত্রিত জীবনে অভ্যন্ত নয়। তারা কি বিধাতার মহারাজ্য স্থাপনে কোনো ভূমিকা পালন করে নি? পালন করেনি ওরুত্তপূর্ণ ভূমিকা? তারা না থাকলে কি বিধাতা এসে মহারাজ্য স্থাপন করে দিয়ে যেতেন মনোনীতজনকে? এটা ঠিক মনোনীতজন বিধাতার মনোনীত, তার ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি, কিন্তু তারা কি তুচ্ছ? সেনাপতিরা বুবই অশ্঵ত্তি ও পীড়া বৈধ করতে থাকে, প্রচুর প্রমোদও তাদের পীড়া থেকে উদ্ধার করতে পারে না।

সব সেনাপতির রক্তের ভেতরই কথাটি প্রচণ্ড অশ্বত্তি হয়ে বইছিলো, তবে আদিত্যই কথাটি প্রথম তোলে নিজেদের মধ্যে, যখন এক সন্ধ্যায় তারা নৃত্য, গীত ও সুরা উপভোগ করছিলো বিভাসের সেনাপতিরাদের প্রমোদনিকেতনে। অঞ্চল, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস তার সাথে পুরোপুরি প্রক্রিয়াজ হয়।

আদিত্য বলে, 'প্রধান সেনাপতি হয়ে আমি আজকাল কোনো সুখ পাচ্ছি না, মনে হচ্ছে আমি একটা সাধারণ সৈনিক।'

আদিত্য সুরা পান করতে করতে একটি নগ্ন দাসীকে আদর করতে থাকে।

জিতেন্দ্রিয় বলে, 'মনোনীতজন ও বিধাতার মহারাজ্যের অধিপতি যেদিন থেকে শাসনভাব নিয়েছেন, সেদিন থেকে মনে হচ্ছে শেষ হয়ে গেছি।'

তার কোলের রূপসী দাসীটি খিলখিলি ক'রে হেসে ওঠে।

আদিত্য বলে, 'তোমরা নিচয়ই বুঝতে পেরেছো ক্ষমতাই প্রকৃত ব্যাপার সেনাপতিরা সুখ পায় ক্ষমতায়, নারী আর সুরাও সেনাপতিদের এতো সুখ দিতে পারে না, নারীসুখ অহ্বয়ী।'

তার নগ্ন দাসীটি তার মুখে তুলে ধরে সুরাপাত্র, এবং কল্পনু হাসতে থাকে।

অঞ্চল বলে, 'আগে মনে হতো আমার একটি নয় দুটি সংযোগযন্ত্র আছে, কিন্তু আজকাল মনে হয় আমি একটা বৃহংগলা।'

তার প্রিয়দাসীটি তার শরীরের বিশেষ অংশে হাত বুলোতে থাকে।

আদিত্য বলে, 'আমাদের একটি ব্যবস্থা নেয়া দরকার, সেনাপতিগণ।'

বিভাস জিজেস করে, 'কী ব্যবস্থা আমরা নিতে পারি, হে প্রধান সেনাপতি?'

আদিত্য বলে, 'রাজা যখন শান্তিপূর্ণ থাকে তখন সেনাপতিদের কোনো মূল্য থাকে না, শান্তি সেনাপতিদের শক্তি, সেনাপতিদের মূল্য বাড়ে যুক্তের সময়। তাই আমাদের যুদ্ধ দরকার।'

জিতেন্দ্রিয় বলে, 'বিধাতা তো বিধাতার মহারাজ্য স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু মনোনীতজন এখন সে-কথা ভাবছেন না। মনে হচ্ছে মনোনীতজন রাজ্য শাসন ক'রে সুখ পাচ্ছেন।'

আদিত্য বলে, 'মনোনীতজনের কাছে আমাদের যেতে হবে, মনোনীতজনকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠা এখন সম্পূর্ণ হয়নি। আমরা সেনাপতি, বিধাতার মহারাজ্যের কথা আমরা ভুলতে পারি না।'

অংশমান বলে, 'রাজগৃহ জয় না করা পর্যন্ত রাজ্যকে আমরা বিধাতার মহারাজ্য বলতে পারি না আর বিধাতার মহারাজ্য কোনোখানে এসে থেকে যেতে পারে না, বিধাতার মহারাজ্য ক্রমবর্ধমান মহারাজ্য।'

আদিত্য বলে, 'অবিলম্বে রাজগৃহ জয় করা দরকার, এখন আমাদের সবচেয়ে প্রয়োজন যুদ্ধ; বিধাতার জন্যে যতোটা তার চেয়ে অনেক বেশি নিজেদের জন্যে।'

সেনাপতিদের সময় অপচয় করে না, পরদিনই শুভ্রতের সাথে সাক্ষাৎ করে।

আদিত্য বলে, 'হে মনোনীতজন, [ক্ষেত্র] বিক্রমপট্টি-অরূপারাজ্যের অধীশ্বর, বিধাতার মহারাজ্য এখনো সম্পূর্ণ স্থাপন করা ক্ষমতা, সৈনিকেরা বিধাতার মহারাজ্য স্থাপনের জন্যে খুবই ব্যগ্র, অবিলম্বে রাজগৃহ অধিকার ক'রে বিধাতার মহারাজ্য বাড়ানোর এটাই উপযুক্ত সময়।'

শুভ্রত আদিত্যের কথা শুনে চমকে ওঠে।

জিতেন্দ্রিয় বলে, 'আমরা সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি, হে মনোনীতজন, আপনি নির্দেশ দিলেই আমরা যুদ্ধের আয়োজন করতে পারি।'

শুভ্রত বলে, 'নির্দেশ দেয়ার অধিকার একমাত্রা বিধাতার, তিনি সর্বজ্ঞ; তিনি এখনো কোনো নির্দেশ দেননি।'

অংশমান বলে, 'হে মনোনীতজন, [বিধাতা অনেক আগেই নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বিধাতার মহারাজ্য স্থাপন করতে বলেছেন, কিন্তু আমরা এখনো মহারাজ্য স্থাপন করতে পারিনি; আমাদের রাজ্যকে মহারাজ্য কর্তৃত্ব যায় না।'

শুভ্রত বলে, 'হে সেনাপতিগণ, [বিক্রমপট্টি বিজয়ের পর সর্বশক্তিধর সর্বজ্ঞ বিধাতা কোনো নির্দেশ দেননি, আমি তাঁর নির্দেশের প্রতীক্ষায় আছি।'

বিভাস বলে, 'হে মনোনীতজন, সর্বজ্ঞ বিধাতা এক আদেশ দুবার দেবেন না বলেই মনে হয়, আদেশ তিনি আগেই দিয়েছেন। এখন আপনি আদেশ দিলেই আমরা জয় করতে পারি রাজগৃহ।'

শুভ্রত বলে, 'হে সেনাপতিগণ, তোমাদের ধর্মানুরাগে আমি অতিশয় সন্তোষবোধ করছি, তোমরা সর্বে পুরস্কৃত হবে।'

আদিত্য বলে, 'হে মনোনীত জন, আমরা সর্বে বিশেষভাবে পুরস্কৃত হওয়ার আশা পোষণ করি, তাই বিধাতার মহারাজ্য স্থাপনের কথা কখনো ভুলতে পারি না। আপনি আমাদের আদেশ দিন, আমরা যুদ্ধের উদ্যোগ নিই।'

শুভ্রত বলে, 'হে বিধাতার মহারাজ্যের সেনাপতিগণ, তোমরা প্রতীক্ষা করো, সৈনিকদের প্রস্তুত রাখো; বিধাতা নিশ্চয়ই আদেশ দেবেন।'

সেনাপতিরা চ'লে যাওয়ার পর উত্তৃত আবার গভীর অঙ্ককারে পড়ে। তার মনে হয় সে আর এ-অতল অঙ্ককার থেকে উঠে আসতে পারবে না, লুণ হয়ে যাবে অসীম অনন্ত অমায়। বিধাতার মহারাজ্যের কথা সে ভুলে গিয়েছিলো কীভাবে? সে কি সত্ত্বই ভুলে গিয়েছিলো বিধাতার মহারাজ্যের কথা? নইলে কেনো তার নিশ্চাসে প্রশ্নাসে মনে পড়ে নি যে স্থাপন করতে হবে বিধাতার মহারাজ্য? সে কি বিধাতার মহারাজ্য স্থাপন করতে চায় না? বিধাতাই বা কেনো তাকে নির্দেশ দিচ্ছে না? কেনো তাকে আদেশ দিচ্ছেন না। মহারাজ্য স্থাপনের? কেনো বিধাতা নির্বিকার? উত্তৃত পরমদাসের চিৎকার শুনতে পায়—‘রাজগৃহ মহাবেশ্যা, মহাবেশ্যাকে ধ্বংস হ'তেই হবে’ উত্তৃতের মনে হয় কোনো চরম অপরাধ করেছে সে বিধাতার কাছে, যার জন্যে বিধাতা তাকে পরিত্যাগ করেছেন। কিন্তু কী অপরাধ সে করেছে? নিজেকে তার অপরাধী মনে হয়, যেকথা ভুলে যায়নি। সেনাপতিরা-আদিত্য, অঞ্চলান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস—সে কী করে ভুলে রাইলো সে কথা? তার থেকেও ধার্মিক হয়ে উঠেছে তার সেনাপতিরা? উত্তৃত আবেদন জানাতে থাকে ‘বিধাতা, আদেশ দেন, আমি কী করবো? আমি কি এখনই রাজগৃহ ধ্বংস করবো? তারপর আরো, আরো, রাজ্যাশার নগর ধ্বংস ক'রে স্থাপন করবো আপনার মহারাজ্য? আমাকে আদেশ দিন ত্বরণে পরম শক্তিধর, হে সর্বজ্ঞ।’ উত্তৃত অস্থিরভাবে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে নিজেই ক্ষেত্র চালিয়ে যায় বিধাতাগৃহে, কোনো দিকে না তাকিয়ে কেন্দ্রকক্ষে গিয়ে বিধাতার কাছে প্রার্থনা করার চেষ্টা করে; কিন্তু সে প্রার্থনা করতে পারে না, চোখের সামনে বারবার দেখতে পায় সেনাপতিদের মুখ, যা বিনীত থেকে ধীরেধীরে বিকট হয়ে উঠতে থাকে দেখতে পায় বীভৎস মুখের সেনাপতিরা তার কাছে দাবি করছে—‘আপনি যুদ্ধ দেখিণ করুন, রাজগৃহ জয় করুন, আমরা এখনি রাজগৃহ জয় করতে চাই, আপনি মনে করুন আপনি ছেড়ে দিন বিধাতার প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব, আমরা দায়িত্ব নিই।’ সেনাপতিদের মুখ তরবারির মতো ঝকঝক করতে থাকে; আর উত্তৃত চিৎকরে ক'রে উঠে—‘বিধাতা নির্দেশ দিলেই আমরা জয় করবো রাজগৃহ, তোমরা প্রতীক্ষা করো।’ উত্তৃত নিষ্ঠেজ হয়ে মুটিয়ে পড়ে আর বারবার বিধাতার উদ্দেশে বলতে থাকে—‘বিধাতা, আমাকে আপনি তাগ করবেন না; আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ, আপনি আমাকে মনোনীত করেছিলেন, আমাকে আপনি করুণা ক'রে গৌরব দিয়েছিলেন আপনার মনোনীতজনের, দায়িত্ব দিয়েছিলেন আপনার মহারাজ্য স্থাপনের, আপনার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার, এখন আপনি আমাকে ত্যাগ করবেন না, আমাকে আদেশ দিন, আমি আপনার পদাধিক্রিয়।’ উত্তৃত অচেতন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

পরমদাস সব সময় যে সর্বত্র এবং বিধাতাগৃহেও পাহারা দেয় উত্তৃতকে এবং আজো দিচ্ছিলো, খুবই উদ্বিগ্ন বোধ করে। মনোনীতজনকে সে কখনো বিধাতাগৃহে ঘুমিয়ে পড়তে আর সূর্যাস্তপরবর্তী বিধাতাস্তব থেকে বিরত থাকতে দেখেনি; এটা তার ভয়ঙ্কর অশ্঵াভাবিক ঘটনা মনে হয়। সূর্য অস্ত গেছে বেশ আগে, মনোনীতজন তবুও ঘুম থেকে উঠেছেন না, সান্ধ্যাস্তব করছেন না, এতে সে ভয় পায়। সে কাউকে কেন্দ্রকক্ষের দিকে আসতে দেয় না, নিজেও কাছে যায় না; সে নিজে দ্রুত বিধাতাস্তব সেবে নেয়।

মনোনীতজন কি আজ স্ব করবেন না, তার মনে প্রশ্ন জাগে; আবার তার মনে হয় মনোনীতজন ঘুমের মধ্যেই হয়তো স্ব সম্পন্ন করেছেন; মনোনীতজনের হয়তো সব সময় জেগে স্ব করার দরকার পড়ে না। মনোনীতজনকে ঘুম থেকে জাগিয়ে মহাবেশ্যা রাজগৃহকে ধ্বংসের কথা মনে করিয়ে দিতেও তার ইচ্ছে হয়, কিন্তু সাহস পায় না; তার মনে হয় মনোনীতজন সংকটে রয়েছে, আবার মনে হয় বিধাতা যাকে মনোনীত করেছেন, যার ওপর ভার দিয়েছেন বিধাতার মহারাজ্য স্থাপনের তাদের ত্রাণ করার, যার জন্যে নির্ধারিত রেখেছেন স্বর্গের শ্রেষ্ঠ স্থান, তাঁর কোনো সংকট থাকতে পারে না। তিনিই যদি সংকটেন্ত, তাহলে কী হবে অন্যদের? বাইরে বেশ অঙ্কার হয়ে আসছে, তবুও জাগে না শুভ্রত এবং আরো উদ্বিগ্ন হয় পরমদাস। সে বুব কাছে গিয়ে তাকিয়ে থাকে শুভ্রতের মুখের দিকে; মুখটিকে তার অত্যন্ত চেনা ও অচেনা মনে হয়।

এক সময় পরমদাস নিজেরই অঙ্গাতে ডেকে ওঠে, ‘হে মনোনীতজন, জাণুন, সূর্য অন্ত গেছে।’

শুভ্রত সাড়া দেয় না; নিজের কঠিন নিজেই ভয় পায় পরমদাস; কিন্তু তার মনে হয় মনোনীতজনকে জাগাতেই হবে।

পরমদাস শুভ্রতের পায়ে চুম্বন করে তাকে, সূর্য অন্ত গেছে, হে মনোনীতজন, জাণুন, হে মনোনীতজন।’

শুভ্রতের ঘুম ডেঙে যায়, শিশুর মতো চোখ মেলে সে জিজ্ঞেস করে, ‘রাত কি শেষ হয়েছে? ভোর হয়েছে?’

পরমদাস বিচলিত হয়ে বলে, ‘হে মনোনীতজন, ভোর নয়, এইমাত্র সন্ধ্যা হলো।’

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, ‘কে তুমি, কে?’

পরমদাস বলে, ‘হে মনোনীতজন, আমি পরমদাস, আপনার অনুসারী।’

শুভ্রত বলে, ‘তুমি এক সময় নগ্ন ছিলে, তাই না?’

পরমদাস বলে, ‘হে মনোনীতজন, আমি নগ্ন ছিলাম।’

শুভ্রত বলে, ‘তুমি আমাকে আরেকবার জাগিয়েছিলে।’

পরমদাস বলে, ‘হে মনোনীতজন, আপনার কিশোর মুখ দেখে বুঝেছিলাম, আপনি আমাদের ত্রাণ করবেন। অনেক কাল আমরা আপনার প্রতীক্ষায় ছিলাম।’

শুভ্রত বলে, ‘কিন্তু মহাবেশ্যা রাজগৃহকে আমি আজো ধ্বংস করি নি।’

পরমদাস বলে, ‘হে মনোনীতজন, আজো আমরা অপেক্ষায় আছি, একদিন আপনি ধ্বংস করবেন ওই মহাবেশ্যাকে।’

শুভ্রত বলে, ‘অবশ্যই ধ্বংস করবো রাজগৃহকে, বিধাতা নির্দেশ দিলেই ধ্বংস করবো, ছাই হয়ে যাবে ওই বলমলে কমলালয়।’

পরমদাস বলে, ‘হে মনোনীতজন, আজো সেই আশায় বেঁচে আছি।’

শুভ্রত বলে, ‘আজো তুমি না ভাঙালে আমার ঘুম ভাঙতো না।’

পরমদাস যাথা নিচু ক'রে থাকে।

শুভ্রত পরমদাসকে নিজের ভেতরটি খুলে সব কিছু বলার আবেগ বোধ করে। সে বলতে চায় যে বিধাতা তার ডাকে সাড়া দিচ্ছে না, তাকে কোনো নির্দেশ দিচ্ছে না,

১৯৪ শুভ্রত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার

বিধাতা ত্যাগ করেছে তাকে, সে চরমতম অঙ্ককারে ও অসুখে রয়েছে, কিন্তু বলতে গিয়ে থেমে যায় শুভ্রত। তার ভয় হয় এখনি তার মাথার ভেতরে আবার অঙ্ককার জমাট বেঁধে নামবে, কয়েক মূহূর্ত ধ'রে তার মগজে মৃদু রোগ খেলা করছে, রোদটুকু ভালো লাগছে, পরমদাসের সাথে কথা ব'লে মাথাটি হাঙ্কা হয়েছে, সে আর মগজের কোষে কোষে অসীম অঙ্ককারের ভার বইতে চায় না। শুভ্রত উঠে দাঁড়ায়। বিধাতা গৃহের বাইরে এসে সে শকটে ওঠে চালক মহারাজপ্রাসাদের দিকে শকট চালাতে থাকে। পরমদাস তার রক্ষীবাহিনী নিয়ে শুভ্রতকে অনুসরণ করতে থাকে।

মহারাজপ্রাসাদের তোরণে এসে শুভ্রত চালককে নির্দেশ দেয় শকট ঘোরাতে, আদেশ দেয় সেনাপতি আদিত্যের প্রাসাদে যেতে। চালক বিশ্বিত হয়, — মনোনীতজন কখনো সেনাপতিদের বাড়িতে যাননি, সেনাপতিরাই আসে মহারাজ মনোনীতজনের কাছে। মহারাজ মনোনীতজনের শকট ঢুকছে দেখে সেনাপতি আদিত্যের প্রাসাদতোরণের প্রহরীরা উত্তেজিত ও আনন্দিত হয়ে অভিবাদন জানায়, দিঘিদিক জ্ঞান হারিয়ে তোরণ খোলে, প্রাসাদের দরোজা খুলে শুভ্রতকে ভেতরে নিয়ে যায়, কক্ষের পর কক্ষ পেরিয়ে এক বিশাল কক্ষে নিয়ে আসে, যেখানে টুকেই শুভ্রত মধুর সঙ্গীত ও নাচের শব্দ শুনতে পায়। শুভ্রতের ভালো লাগে। মৃদু আলোকিত কক্ষ, শুভ্রত দূর থেকে দেখতে পায়, নাচছে কয়েকটি নর্তকী; তাদের কষ্ট থেকে গান আৱ নৃপুর থেকে মধুর ধ্বনি উঠছে। শিউরে উঠে একবার শৰ্গের কথা মিনে পড়ে শুভ্রতের। শুভ্রত কাছাকাছি যেতেই তাকে দেখে বিশ্বয়ে ও ভয়ে লাক্ষ্য ওঠে চার সেনাপতি—আদিতা, অঞ্চলান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস। সোনার পাঞ্জপাত্রে তারা পান করছিলো দ্রাক্ষার সুরা। সুরা আৱ নর্তকীদের কষ্ট ও নৃপুরধ্বনি পান্তি ক'রে তারা মন্ত হয়ে উঠেছে, পা টলছে তাদের। শুভ্রতকে তারা প্রত্যাশা করেন্তি তারা শুভ্রতের পদতলে প'ড়ে বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে, আৱ নর্তকীর্ণ নাচ বন্ধ ক'রে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শুভ্রত নর্তকীদের দিকে মুঞ্চ চোখে তাকিয়ে বলে, 'নর্তকীরা, তোমরা সুন্দর, তোমাদের নাচ সুন্দর তোমরা নাচো।' শুভ্রতের চোখে একবার শৰ্গ ঝিলিক দিয়ে ওঠে। নর্তকীরা নাচার চেষ্টা করে; কিন্তু তাদের হাত পা নড়ে না, স্থির দাঁড়িয়ে থাকে তারা।

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, 'তোমরা কী পান করছো, সেনাপতিগণ?'

সেনাপতিরা কোনো কথা বলে না, মাথা নিচু ক'রে থাকে।

শুভ্রত বলে, 'তোমরা যা পান করছো, তা নিক্ষয়ই সুবকর, তোমাদের সুখী দেখাচ্ছে।'

সেনাপতিরা শুভ্রতের পায়ে চুমো খেয়ে কেঁদে কেঁদে বলে, 'আমরা সুখী নই, হে মনোনীতজন, হে বিধাতাৰ মহারাজ্যেৰ অধিৱাজ, তাই আমরা দ্রাক্ষার সুৰা পান কৰছি, আমাদেৱ ক্ষমা কৰুন, হে মনোনীতজন।'

শুভ্রত বলে, 'তোমাদেৱ মুখ দেখে মনে হচ্ছে তোমরা সুখী।'

তারা বলে, 'হে মনোনীতজন, আমরা সুখী নই।'

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, 'কেনো তোমরা সুখী নও, হে সেনাপতিগণ?

আদিত্য বলে, 'আমরা বিধাতার মহারাজ্য স্থাপনের জন্যে ব্যথ হয়ে আছি, হে মনোনীতজন, আপনি আমাদের আদেশ দিচ্ছেন না, তাই আমরা সুবী নই। যতো দিন বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠিত না হবে আমরা সুখ পাবো না।'

শুভ্রত বিব্রতবোধ করে, একথণ অঙ্গকার দেখতে পায়।

তারা বলে, 'আমাদের আদেশ দিন, হে মনোনীতজন, হে বিধাতার মহারাজ্যের অধিরাজ, আমরা স্থাপন করি বিধাতার মহারাজ্য।'

শুভ্রত বলে, 'তোমরা প্রস্তুত থাকো, এবং অপেক্ষা করো, হে সেনাপতিগণ, নিশ্চয়ই বিধাতা আদেশ দেবেন।'

শুভ্রতের আগমনের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে সেনাপতি আদিত্যের প্রাসাদ জুড়ে; সমগ্র প্রাসাদ চক্ষুল হয়ে ওঠে। সাড়া প'ড়ে যায় আদিত্যের প্রাসাদের অসূর্যস্পশ্যা নারীদের মধ্যে; আদিত্যের পত্নীরা ব্যাকুল হয়ে ওঠে মনোনীতজনের পদধূলি নেয়ার জন্যে, তাদের মনে হয় এমন শুভ মুহূর্ত তাদের জীবনে কখনো আসেনি, ইয়তো আর আসবে না। তারা জানতে পারে মনোনীতজন আনন্দশালায় রয়েছেন সেনাপতিদের সাথে; কিন্তু তারা কখনো আনন্দশালায় আসেনি, আনন্দশালায় আসা নিষিদ্ধ; প্রথম তারা ঠিক ক'রে উঠতে পারে না কীভাবে পদধূলি পাওয়া যেতে পারে মনোনীতজনের। তাঁর পদধূলি পেতেই হবে, তাঁর মুখ একবার অবগুষ্ঠনের ভেতর থেকে দেখতেই হবে, যিনি বিধাতার মনোনীতজন, যিনি বিক্রমপত্নী-অরুণারাজ্যের অধীশ্বর। বিশেষ ব্যাকুল হয়ে ওঠে আদিত্যের কনিষ্ঠতম প্রিয়তম পত্নী চন্দ্রবালা, যার রূপ চাঁদের মতোই অতুলনীয়। আদিত্যের পত্নীরা পরিচারিকা পরিবৃত হয়ে উপস্থিত হয় আনন্দশালার দরোজায়। তারা আদিত্যের কাছে সংবাদ পাঠায় যে তারা মনোনীতজনের পদধূলি প্রার্থনা করে। সংবাদ পেয়ে বিচলিত হয়ে আদিত্য, সে বুঝে উঠতে পারে না কীভাবে মহারাজ মনোনীতজনের কাছে সে পেশ করবে প্রস্তাবটি, আর মনোনীতজনই বা তা কীভাবে গ্রহণ করবেন। তার পা টলছিসে শুরু থেকেই, এখন আরো বেশি টলতে শুরু করে।

শুভ্রত বলে, 'সেনাপতি আদিত্য, তুমি কি কোনো আবেদন জানাতে চাও?' আদিত্য বলে, 'হে মহারাজ, হে মনোনীতজন, আমি জানি না কীভাবে আবেদন জানাবো।'

শুভ্রত বলে, 'তুমি সরলভাবে আবেদন জানাও, সেনাপতি আদিত্য।'

আদিত্য বলে, 'হে মনোনীতজন, হে বিক্রমপত্নী-অরুণারাজ্যের অধীশ্বর, আমার পত্নীরা আপনার পরিত্র পদধূলি প্রার্থনা করে।'

শুভ্রত বলে, 'তাদের তুমি আসতে বলো, এবং তাদের বলো অবগুষ্ঠনের আড়ালে থেকে পদধূলি গ্রহণ করতে।'

আদিত্য স্তুদের ডাকতে যাওয়ার উপক্রম করতেই শুভ্রত আবার বলে, 'তুমি কক্ষাঞ্চরে যেতে বলো অন্য সেনাপতিদের, কেননা বিধাতা চান না যে পরপুরুষ নারীদের ছায়ামূর্তি দেখুক।'

সেনাপতি অংশমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাস কক্ষাঞ্চরে চ'লে যায়, গিয়ে তারা স্পষ্ট পায়; এবং আদিত্য তারা অবগুষ্ঠিত পত্নীদের নিয়ে শুভ্রতের সামনে এসে

১৯৬ শুভ্রত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার

বিচলিতভাবে দাঢ়ায়। পত্নীরা একে একে পদধূলি শহণ করে মনোনীতজনের, অবগুষ্ঠনের আড়ালে থেকে মৃদু আলোকে তারা প্রাণভরে দেখে শুভ্রতের পদতল। এই সেই পবিত্র পদতল, তাদের মনে হয়, তার থেকে পবিত্র আর কিছু নেই; শুধু পবিত্র নয় এই পদতল রূপময় এই পদতল সুন্দর। তাদের অবগুষ্ঠন একটুকু নড়ে না। আদিত্যের কনিষ্ঠতম পত্নী চন্দ্রবালা পদধূলি শহণ করতে গিয়ে শুধু পদধূলি শহণ করেই তৎপুর পায় না, সে তার দুটি কোমল ওষ্ঠ দিয়ে চুম্বন করে শুভ্রতের পদতল— একবার, দুবার, অনেকক্ষণ ধৰে সে তার ওষ্ঠ ছুইয়ে রাখে শুভ্রতের পায়ে; পঙ্গের পাপড়ির নিবিড় ছোয়ায় শিউরে ওঠে শুভ্রত। শুভ্রতের পদচুম্বন ক'রে যখন ধীরে ধীরে আকাশে চাঁদ ওঠার মতো উঠে দাঢ়ায় চন্দ্রবালা, তার শরীর থেকে ধীরে ধীরে ঝসে পড়ে সম্পূর্ণ অবগুষ্ঠন, যেনো চাঁদের দেহের ওপর থেকে স'রে গেলো কৃষ্ণছায়া। শুভ্রত খুব সামনে দেখতে পায় একটি ধৰধৰে চাঁদ, কেঁপে ওঠে আদিত্য ও তার অন্য পত্নীরা ভয়ে ও বিস্ময়ে তারা ফ্লুট আর্তনাদও ক'রে ওঠে। শুভ্রত একবার আঙুল দিয়ে ছোয় চন্দ্রবালার চিবুক; তারপর সে ‘বিধাতা, হে বিধাতা’ ব'লে দ্রুত হাঁটতে শুরু করে, পেছনের দিকে একবারও তাকায় নান শুভ্রতের মনে হয় সে হাঁটতে পারছে না, চাঁদের আলোর ভেতর সে হারিয়ে যচ্ছে বিধাতা, হে বিধাতা’ ব'লে জবুথুবু ভঙ্গিতে গিয়ে শকটে ওঠে।

প্রাসাদে পৌছে শকট থেকে নামতে জালে যায় শুভ্রত। শকটচালক মহারাজ মনোনীতজনকে বারবার শ্মরণ করিয়ে দেখে শকট প্রাসাদে এসে প্রাসাদে পৌছেছে, পরমদাসও কয়েকবার আবেদন জানায় এবং যখন সচেতন হয় শুভ্রত অনেকটা লাফিয়েই নামে শকট থেকে, নেমে সরাসরি পারমিতার কক্ষে দিয়ে মেঝের ওপর ব'সে পড়ে। পারমিতা গ্রহপাঠ থেকে উঠে এসে শুভ্রতের সামনে স্থিরভাবে বসে। পারমিতা বিশেষ উদ্দেশ বোধ করে না, শুভ্রতের মুখের দিকে তাকিয়ে শুভ্রতের চোখমুখ একটি পবিত্র গ্রহের মতো পড়তে থাকে, পড়তে তার কষ্ট হয় না। গ্রহটি পারমিতার কাছে বেশ সহজ হয়ে উঠেছে।

পারমিতা বলে, ‘হে মনোনীতজন, বিধাতার মহারাজ্যের অধীশ্বর, বিধাতা কি আপনার কাছে কোনো বাণী পাঠিয়েছেন? আপনার চোখমুখ দেখে তা-ই মনে হচ্ছে।’

বিধাতার নাম শনে ভয় পেয়ে কেঁপে ওঠে শুভ্রত, এবং বলে ‘বিধাতা কোনো বাণী পাঠান নি, তিনি আমার জন্যে এক প্রলোভন পাঠিয়েছেন, এক পাপ পাঠিয়েছেন। আমি পাপঘন্ত, পারমিতা।’

পারমিতা বলে, ‘বিধাতার মনোনীতজন কখনো পাপঘন্ত হতে পারেন না, তিনি সব পাপের ওপরে, তিনি নিষ্পাপ, মানুষের মাঝে পবিত্রতম।’

শুভ্রত বলে, ‘বিধাতা আমার জন্যে প্রলোভন পাঠিয়েছেন, আমি কল্পিত।’

পারমিতা জানতে চায়, ‘কে সেই রূপবতী নারী, হে মনোনীতজন?’

শুভ্রত বলে, ‘সেনাপতি আদিত্যের কনিষ্ঠতম পত্নী; তার নাম আমি জানি না, তার রূপ আমাকে কামমোহিত করেছে।’

পারমিতা বলে, ‘পুরুষের পক্ষে কামমোহিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক, কামই জীবিত রাখে পুরুষকে, হে মনোনীতজন, আর আপনি পুরুষশ্রেষ্ঠ।’

ଶ୍ରୀମତୀ ଆମାକେ ହାତ କରେଛେ, ପାରମିତା ।'

ପାରମିତା ଜିଜ୍ଞେସ କରେ, 'ଓଇ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ ଆପଣି କୋଥାଯି ଦେଖିଲେନ, ହେ ମନୋନୀତଜନ, ହେ ମହାରାଜ ?'

ଶ୍ରୀମତୀ ବଲେ, 'ଆଜ ସେନାପତି ଆଦିତ୍ୟେର ପ୍ରାସାଦେ ଗିଯେଛିଲାମ, ତାର ପତ୍ନୀରା ଆମାର ପଦଧୂଲି ନିତେ ଏମେହିଲୋ । ତାର କନିଷ୍ଠା ପତ୍ନୀ ପଦଧୂଲି ନେଯାର ସମୟ ତିନ ବାର ଆମାର ପଦତଳ ଚୁପ୍ଚନ କରେ, ପଦ୍ମ ପାପଡ଼ିର ସ୍ପର୍ଶେ ଆମି ବିଚଲିତ ହୁଏ ।'

ପାରମିତା ଜିଜ୍ଞେସ କରେ, 'ଆପଣି ତାର ମୁଖ ଦେଖେଛେ, ହେ ମନୋନୀତଜନ ?'

ଶ୍ରୀମତୀ ବଲେ, 'ସେ ସଥିନ ପଦଧୂଲି ନିଯେ ଦୋଢ଼ାଯାଇ, ତାର ଅବଶ୍ରମ ଶିଥିଲ ହୟେ ପଡ଼େ, ବୁକେର କାହେ ଆମି ତାର ମୁଖଚାନ ଦେଖିତେ ପାଇ, ମୁଗଙ୍କ ଗ୍ରହଣ କରି, ଆମି ତାର ଚିବୁକ ସ୍ପର୍ଶ କରି ।'

ପାରମିତା ଚମକେ ଉଠେ ନୀରବେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରେ ।

ପାରମିତା ବଲେ, 'ଆପଣି ତାକେ ବିବାହ କରନ୍ତୁ, ହେ ମନୋନୀତଜନ, ଓଇ ନାରୀ ଏଥିନ ଆପନାର ଦାସୀ; ତାର ଦେହ ଆପନାର ଉପଭୋଗେ ବଞ୍ଚ ।'

ଶ୍ରୀମତୀ ବଲେ, 'କିନ୍ତୁ ସେ ସେନାପତି ଆଦିତ୍ୟେର ପତ୍ନୀ ।'

ପାରମିତା ବଲେ, 'ହେ ମନୋନୀତଜନ, ଓଇ ନାରୀ ଆର ସେନାପତି ଆଦିତ୍ୟେର ନାରୀ ନୟ, ଯେ ନାରୀ ମନୋନୀତଜନେର କାମନା ଜାଗିମୋହି ତାର ଦେହ ମନୋନୀତଜନେର । ଆପଣି ତାକେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।'

ଶ୍ରୀମତୀ ବଲେ, 'ଆମି ତାକେ ଗ୍ରହଣ କରିବାବୋ, ବିଧାତା ନିର୍ଦେଶ ଦିଲେଇ ଗ୍ରହଣ କରବୋ, ବିଧାତାର ନିର୍ଦେଶ ଛାଡ଼ା ତାକେ ଆମି ଗ୍ରହଣ କରିତେ ପାରି ନା ।'

ପାରମିତା କିଛୁ ବଲିବା ଯାଇଲୋ, ଏମନ ସମୟ ପରିଚାରିକା ଏସେ ସଂବାଦ ଦେଇ ଯେ ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ଆଦିତ୍ୟ ମନୋନୀତଜନେର ସାକ୍ଷାତ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛେ । ଶ୍ରୀମତୀ ବିଚଲିତ ବୋଧ କରେ, ଆଦିତ୍ୟକେ ସାକ୍ଷାତ୍କାର ଦିତେ ତୁରିବୁଛେ କରେ ନା; ତରୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାକ୍ଷାତ୍ ଦାନ କଷ୍ଟ ଯାଏ ।

ଆଦିତ୍ୟ ବଲେ, 'ହେ ମନୋନୀତଜନ, ବିଧାତାର ମହାରାଜ୍ୟେର ଅଧିପତି, ଆପଣି ଚନ୍ଦ୍ରବାଲାକେ ବିବାହ କରନ୍ତୁ ।'

ଶ୍ରୀମତୀ କଥା ବଲେ ନା, ଚୋଥ ବନ୍ଧ କ'ରେ ବିଧାତାକେ ଡାକେ ।

ଆଦିତ୍ୟ ଆବାର ବଲେ, 'ହେ ମନୋନୀତଜନ, ଆପଣି ବିବାହ କରନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରବାଲାକେ । ଚନ୍ଦ୍ରବାଲାର ଦେହ ଉପଭୋଗେ ଅଧିକାର ଆର ଆମାର ନେଇ ।'

ଶ୍ରୀମତୀ ବଲେ, 'ସେ ତୋମାର ପତ୍ନୀ, ସେନାପତି ଆଦିତ୍ୟ ।'

ଆଦିତ୍ୟ ବଲେ, 'ଚନ୍ଦ୍ରବାଲା ଆର ଆମାର ପତ୍ନୀ ନୟ, ଆମି ତାକେ ତ୍ୟାଗ କରେଛି ।'

ଭୟ ପେଯେ ଆଁତକେ ଓଠେ ଶ୍ରୀମତୀ ।

ଶ୍ରୀମତୀ ବଲେ, 'ବିଧାତାର ନିର୍ଦେଶ ଛାଡ଼ା ତାକେ ଆମି ବିବାହ କରିତେ ପାରି ନା ।'

ଆଦିତ୍ୟ ବଲେ, 'ଚନ୍ଦ୍ରବାଲାକେ ଆମି ତ୍ୟାଗ କରେଛି, ସେ ଆମାର ପତ୍ନୀ ନୟ ।'

ଶ୍ରୀମତୀ ବିଚଲିତ କରେ, 'ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୋ, ବିଧାତା ନିର୍ଦେଶ ଦେବେନ ।'

ଆଦିତ୍ୟ ହାହାକାର କରେ, 'ହେ ମନୋନୀତଜନ, ଚନ୍ଦ୍ରବାଲା ଛିଲୋ ଆମାର ପ୍ରିୟତମା, ତାକେ ଆମି ତ୍ୟାଗ କରେଛି, ଆର ଆପଣିଓ ତାକେ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ ନା ।'

শুভ্রত বলে, 'বিধাতার নির্দেশ ছাড়া চন্দ্রবালাকে আমি বিবাহ করতে পারি না, প্রতীক্ষা করো, আদিত্য।'

শুভ্রতের গভীর সন্দেহ হয় বিধাতা নির্দেশ দেবেন না। অনেক দিন ধরেই সর্বশক্তিধর কোনো সম্পর্ক রাখছেন না তার সাথে, সাড়া দিজেন না তার ডাকে। শুভ্রত ভেবে পাচে না কী হয়েছে বিধাতার, কেনো বিধাতা ভুলে গেছেন তাকে। শুভ্রতের মনে হয় সে হয়তো বিধাতার ধর্ম ঠিক মতো পালন করছে না, বিধাতা তাকে মনোনীত করে হয়তো ভুল করেছেন, সে হয়তো যথেষ্ট কঠোর হচ্ছে না, হয়তো রাজ্যে রয়ে গেছে অবিশ্বাসীরা, তাই বিধাতা তাকে ত্যাগ করেছেন। বিধাতাকে সে কখনো বুঝে উঠতে পারেনি, এখন সে একেবারেই বুঝতে পারছে না। তার এই অঙ্ককার সময়ে আবার সাংঘাতিক পূর্ণিমার চাঁদের মতো দেখা দিয়েছে এক নারী, যে তাকে আরো অঙ্ককারে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। না, তাকে কঠোর হতে হবে, হতে হবে আরো ধার্মিক, প্রচও ধার্মিক, প্রকৃত মনোনীতজন। শুভ্রত পরদিনই নির্দেশ দেয় বিক্রমপট্টি-অরুণারাজ্য জুড়ে সাত দিন ধরে নারীপুরুষ সবাইকে শ্রব করতে হবে বিধাতার, বিধাতার শ্রব ছাড়া আর কিছু কষ্ট ঘাবে না এ-সময়, যদি এখনো কোথাও গোপনে থাকে কোনো মন্দির, তা ধ্বংস করতে হবে, যদি কেউ গোপনে পূজা করে দেবদেবীর, তাকে দঞ্চ করতে হবে জীবন্ত। শুভ্রত সেনাপতিদের নির্দেশ দেয় বিশ্বাসীদের নিয়ে বেরিয়ে পড়তে, তন্মতন্ম করে খুজে দেখতে বিক্রমপট্টি-অরুণারাজ্য অবিশ্বাসের কোন চিহ্ন রয়েছে কি না। ধ্বংস করতে হবে অবিশ্বাসের সামান্যতম চিহ্নকেও। শুভ্রতের নির্দেশ পেয়ে সেনাপতিদ্বা আনন্দিত হয়, অনেকদিন তাদের কোন কাজ ছিল না, এবার তারা কাজ পায়, তাদের মধ্যে ধর্মের যে আগুন জ্বলিলো, তা পরিত্ত করার একটা সুযোগ পেয়ে তাত্ত্ব শান্তি পায়।

শুভ্রত বিধাতার শ্রবের সঙ্গাহটির নাম দ্ব্য় 'বিধাতার পবিত্রতম সাতদিন।' সে ঘোষণা করে যে যতো দিন চন্দ্রসূর্যনক্ষত্র পালিবে, নদীতে জল আর জমিতে শস্য ধাববে, ততোদিন প্রতি বছর বিশ্বাসীরা পাঞ্জুন করবে 'বিধাতার পবিত্রতম সাতদিন'; এতে অংশ নিতে হবে বিধাতার মহারাজ্যের সকলেরে। বিধাতার পবিত্রতম সাতদিনের প্রথম দিনে বিক্রমপট্টি নগরীর সব পুরুষকে বিধাতাগ্রহের সামনের প্রান্তরে উপস্থিত হতে নির্দেশ দেয় শুভ্রত। দলে দলে বিক্রমপট্টি নগরীর বিশ্বাসীরা উপস্থিত হয় বিধাতাগ্রহের প্রান্তরে; তারা বিধাতার জয়গান করতে করতে আসে, বিধাতা ছাড়া কোনো দেবতা নেই ঘোষণা করতে করতে আসে, পুরোনো সমস্ত দেবদেবীর নিম্না করতে করতে আসে। শুভ্রত সকলকে নিয়ে শ্রব করে বিধাতার, সকাল থেকে অপরাহ্ন পর্যন্ত চলতে থাকে বিধাতার শ্রব। বছদিন শুভ্রত এমন প্রাণভরে বিধাতার শ্রব করেনি। শ্রব করে তার বুক ভরে যায়, তার মনে হয় সে বিধাতার স্পর্শ পাচ্ছে; হাজার হাজার বিশ্বাসীর কঠে আবৃত্ত শ্রবে তার হস্তয় উহুলিত হয়ে ওঠে, তার মনে হয় সে বিধাতার নামের জলধিতে ভাসছে। শান্তি পায় শুভ্রত, তার চোখ মাঝেমাঝেই অক্ষসজল হয়ে ওঠে, কঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। জনসমুদ্রের দিকে তাকিয়ে তার আঘা কেঁপে ওঠে, মাঝে মাঝে সে নিজের বক্ষের কাছে কেটি কোমল প্রলোভনকেও অনুভব

করে, এবং তখন উচ্চকষ্টে শ্রব করে বিধাতার। ওভ্রেতের মনে হয় এই শ্রব সাতদিনের বদলে সারা বছর ধ'রে চলমে সে বেশি শান্তি পেতো। অপরাহ্নে শ্রব শেষ হ'লে ওভ্রেত ভাষণ দেয় বিশ্বাসীদের উদ্দেশে। ওভ্রেত প্রথম বুঝে উঠতে পারে না সে কী বলবে, মনে মনে সে বিধাতার কাছে বাণী প্রার্থনা করে, কোনো বাণী না পেয়ে তার মনে পড়ে পারমিতাকে, ওভ্রেত শুনতে পায় পারমিতা যেনো তাকে বলছে, 'হে মনোনীতজন, আপনি বলুন, যুখ বুলুন আপনি আপনার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে বাণী', আর তখনি ওভ্রেত কথা বলতে শুরু করে।

ওভ্রেত বলে, 'সব শ্রব বিধাতার, যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর; যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন যিনি সূর্যকে রোদ আর চাঁদকে জ্যোৎস্না দিয়েছেন, যিনি জলকে তরল আর পাথরকে কঠিন করেছেন, যিনি পর্বতকে উচ্ছ আর সমুদ্রকে গভীর করেছেন, যিনি প্রাণীর গর্ভে সৃষ্টি করেন প্রাণী।'

ওভ্রেতের সামনের বিশ্বাসীমণ্ডলি মেঘের মতো প্রতিধ্বনিত করে তার কথা।

ওভ্রেত বলে, 'আজ বিধাতার পরিক্রম্য সাতদিনের প্রথম দিন, এই দিনে আমরা আশীর্বাদ চাই বিধাতার, যেমন আমরা আশীর্বাদ চাই সারা বছর। তাঁর আশীর্বাদ ছাড়া আমরা মৃত, সূর্য আলোকহীন। সর্বশক্তিধর ক্ষমাহীন বিধাতা, যার ক্ষেত্র থেকে কারো রেহাই নেই, তিনি আমাদের আশীর্বাদ করুন।'

সবাই বলে, 'এই দিনে আমরা আশীর্বাদ চাই বিধাতার, বিধাতা আমাদের আশীর্বাদ করুন।'

ওভ্রেত বলে, 'হে বিক্রমপল্লী নগরীবাসীরা, হে বিক্রমপল্লী-অরুণারাজ্যের বিশ্বাসীরা, হে বিধাতার মহারাজ্যের ধার্মিকগণ, বিধাতা যদিও তোমাদের জন্যে স্বর্গ তৈরি ক'রে রেখেছেন, স্বর্গে তোমাদের বিস্ময়ের জন্যে সম্পন্ন করেছেন সমস্ত আয়োজন, তবু তোমরা বিধাতার কঠোর অনুসন্ধানী হয়ে উঠতে পারো নি, তাই বিধাতা তোমাদের ওপর অপ্রসন্ন। বিধাতা ক্রুদ্ধ হয়ে কেউ তাঁর আগুন থেকে রক্ষা পাবে না।'

প্রান্তরের সবাই হাহাকার ক'রে ওঠে, মনোনীতজন, আমাদের উদ্ধার করুন আপনি, আমরা কঠোরভাবে অনুসরণ করে বিধাতার পথ, আপনি প্রসন্ন করুন বিধাতাকে।'

ওভ্রেত বলে, 'বিক্রমপল্লী-অরুণারাজ্য জুড়ে জুলে উঠুক ধর্মের আগুন, সেই আগুনে ছাই হোক সবমূর্তি, সব দেবদেবী। আছেন এবং থাকবেন একজন, যিনি বিধাতা যিনি অবিশ্বাসীকে মুহূর্তে ভস্মে পরিণত করেন।'

প্রান্তরে সকলের কষ্টে ধ্বনিত হয়, 'জ্বলে উঠুক ধর্মের আগুন, সেই আগুনে ছাই হোক সব মূর্তি, সব দেবদেবী। আছেন এবং থাকবেন একজন, যিনি বিধাতা যিনি অবিশ্বাসীকে মুহূর্তে ভস্মে পরিণত করেন।'

ওভ্রেত বলে, 'হে বিধাতার মহারাজ্যের সেনাপতিগণ, হে সেনাপতি আদিত্য, সেনাপতি অঞ্চলাম, সেনাপতি জিতেন্দ্রিয়, সেনাপতি বিভাস, তোমরা বেরিয়ে পড়ো এই মুহূর্তে, এক ঋতুব্যাপী বিশ্বাসীদের নিয়ে খুঁজে দেখো অবিশ্বাসের কোন চিহ্ন আছে কি না বিধাতার রাজ্যে; তোমরা ধ্বংস করো অবিশ্বাস, চিরকালের জন্যে ধ্বংস করো

অবিশ্বাসীদের। তোমরা দক্ষ করো সেই পঢ়ী যেখানে মৃতির একটিও ভগ্নাংশ আছে, ধ্বংস করো সেই গৃহ যেখানে সামান্যও অবিশ্বাস টিকে আছে। হও আগন্তনের মতো লেলিহান, ভূমিকম্পের মতো প্রচণ্ড, বছরের মতো নির্মম।

সেনাপতিরা বলে, 'হে মনোনীতজন, আপনার আদেশ শিরোধার্য ক'রে আমরা বেরিয়ে পড়ছি, এক ঝুরুতে আমরা বিধাতার রাজ্যকে সম্পূর্ণ পরিত্বক'রে তুলবো, যেখানেই অবিশ্বাস দেখবো সেখানেই জ'লে উঠবে ধর্মের আগুন, বিশ্বাসের তরবারির রক্ত কখনো শুষ্ক হবে না।'

প্রান্তর জুড়ে ধ্বনি ওঠে, 'জয়, বিধাতার জয়; বিধাতা অনন্য, বিধাতা সর্বশক্তিধর; চিরস্তাঙ্গ ধ্বনুক বিশ্বাসের তরবারি।'

শুভ্রত বলে, 'তোমাদের জন্যে একমাত্র জ্ঞান হচ্ছে বিধাতার আদেশ, আর সব জ্ঞান নিষিদ্ধ বিধাতার রাজ্য। বিধাতার আদেশ ছাড়া আর কোন উন্নত জ্ঞান নেই।'

তোমরা তাকে জ্ঞান বোলো না, যা বিধাতার আদেশ নয়। বিধাতার আদেশ পালন তোমাদের অগ্রসর করে বর্গের দিকে, অন্য জ্ঞান তোমাদের অগ্রসর করে নরকের দিকে। নরক থেকে তোমরা দূরে থাকবে—তোমরা ধ্বংস করবে তাদের, যারা অন্য জ্ঞানের কথা বলে, যারা অন্য জ্ঞানের কথা ভাবে।'

সবাই বলে, 'হে মনোনীতজন, বিধাতার আদেশ ছাড়া আমরা আর কোনো জ্ঞানের কথা জানি না। অন্যসব জ্ঞানকে আমরা ঘূঁঁকেবি, অন্যসব জ্ঞান আমাদের কাছে বিষের থেকেও ভয়ঙ্কর।'

শুভ্রত বলে, 'সব পাপের আধার হচ্ছে নারী, হে বিশ্বাসীরা, তোমরা সব সময় মনে রাখবে; নারীদের মানুষ করো না, তাদের মৃত্যুমৃত্যু পাপ মনে কোরো; যখন পুরুষ কোনো নারীর সামনে দাঁড়ায়, তখন সে পঁপ্পের সামনে দাঁড়ায়, তোমরা সাবধান থেকে এই পাপের সামনে।'

জনসমুদ্র তরঙ্গিত হয়ে বলে, 'হে মনোনীতজন, আমরা সবাধান থাকতে চাই এই পাপের সামনে, কিন্তু এই পাপের প্রলোভন জ্যোত্ত মারাঘাক, এই পাপের প্রলোভন থেকে বাঁচার পথ নির্দেশ করুন আমাদের, হে মনোনীতজন।'

শুভ্রত তার বুকের সামনে একটি প্রলোভন দেখতে পেয়ে কেঁপে ওঠে।

সবাই বলে, 'হে মনোনীতজন, নারীর প্রলোভন থেকে বাঁচার পথ দেখান আমাদের, আমরা বুবই পীড়িত হয়ে আছি তাদের প্রলোভনে।'

শুভ্রত বলে, 'পুরুষকে পরীক্ষা করার জন্যে বিধাতা নারী নামক পাপ সৃষ্টি করেছে, তার ঠোঁটে মধু দিয়েছেন, চোখে ইন্দ্ৰজাল, বুকে দিয়েছেন আঙুৱ, নাভি প্রদেশের তলদেশে দিয়েছেন অমৃতের ধৰ্ম, আর বিধাতা এই পাপের সাথে পুরুষকে একই শয্যায় রাত্রিযাপনের বীতি করেছেন। কিন্তু বিধাতা পুরুষকে ভুলে যাননি, তাই সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিধর বিধাতা নারীদের বিকলাঙ্গ করেছেন; নারীরা যে পাপ বিধাতা তা বুঝেছেন সৃষ্টির সময়েই; তাই পরম করণাময় বিধাতা তাদের শুরু থেকেই শান্তি দিয়েছেন। তারা বিধাতার অভিশঙ্গ; বিধাতা তাদের শুন দিয়েছেন পুরুষের নিচে,

ମାସେ ମାସେ ଦିଯେଛେନ ଶ୍ରାବେର ଯତ୍ନଗା, ତାଦେର ଶାନ୍ତି ଦେଓୟାର ଜନ୍ୟେ ବିଧାତା ତାଦେର ଦିଯେଛେନ ଜରାୟ, ଗର୍ଭ ଓ ପ୍ରସବୟତ୍ରଣା, ବିଧାତା ତାଦେର ବାଧ୍ୟ କରେଛେନ ପିତୃଗୃହ ଛେଡ଼େ ନିର୍ବାସନେ ଯେତେ, ତାଦେର ଦିଯେଛେନ ଏକଟି ପୁରୁଷ, ଆର ବିଧାତା ତାଦେର କୋନୋ ବୁଦ୍ଧି ଦେନ ନି । ବିଧାତା ତାଦେର ଜନ୍ୟେ ନିଷିଦ୍ଧ କରେଛେନ ସ୍ଵର୍ଗ, ନାରୀର ଛାୟା ଦେଖଲେ ବନ୍ଧ ହେୟ ଯାବେ ସର୍ଗେର ତୋରଣ ।

ପ୍ରାନ୍ତର ଜୁଡ଼େ ଧବନି ଓଠେ, 'ସବ ଶ୍ରେ ବିଧାତାର ଜନ୍ୟେ, ଯିନି ସର୍ବଜ୍ଞ ଓ ସର୍ବଶକ୍ତିଧର ।'

ଉତ୍ସବ ଦୀର୍ଘ ଭାଷଣ ଦେଯ, ଏକଇ କଥା ଘୁରିଯେ ଫିରିଯେ ବଲେ, ଏବଂ ଏକ ସମୟ ବୁଝାତେ ପାରେ ସେ ନତୁନ କୋନୋ କଥା ବଲାତେ ପାରଛେ ନା । କିନ୍ତୁ ସେ ଜାନେ ତାର ସାମନେ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯାରା ବସେ ଆଛେ, ତାରା ତାର କଥା ଶୁଣେ ମୁକ୍ତ ହେଛେ, ତାଦେର ମଗଜେ ସେ ଯା ଚୁକିଯେ ଦେବେ, ତାଇ ଶହଣ କରବେ ତାରା, କେନନା ତାରା ବିଶ୍ୱାସୀ । ତବେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାତେ ତାର ଆର ଇଚ୍ଛେ କରେ ନା, ସେ ଆବାର ସକଳକେ ନିଯେ ବିଧାତାର ଶ୍ରେ ଶୁଣୁ କରେ, ମଧ୍ୟରାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେ କରେ । ଶ୍ରେବେର ପର ଉତ୍ସବ ବିଧାତାଗୃହେଇ ଘୁମିଯେ ପଡ଼େ, ବିଶ୍ୱାସୀରା ଅନେକେ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଘୁମୋଯୁ, ଅନେକେ ଗୃହେ ଫିରେ ଗିଯେ ଘୁମାନୋର ଚେଷ୍ଟା କଲେ । ପରଦିନ ଭୋରେଇ ଆବାର ବିଧାତାର ଶ୍ରେ ଶୁଣୁ କରେ ଉତ୍ସବ; ଏବଂ ସେ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିକ୍ଷାତାକିଯେ ପ୍ରଗାଢ଼ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରେ, କେନନା ଦିତୀୟ ଦିନେ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସୀର ସଂଖ୍ୟା ଅନେକ ବେଢେଛେ । ଦିତୀୟ ଦିନେ ରାଜ୍ୟର ଦୂରଦୂରାଙ୍ଗ ଥେକେ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଏସେ ପୌଛେଛେ ବିଶ୍ୱାସୀରା, ଉତ୍ସବ ଉପଚେ ପଡ଼େଛେ ବିଶ୍ୱାସୀତେ, ଏବଂ ଉତ୍ସବତେର ମନ ଉପଚେ ପଡ଼େ ସୁଖେ । ଉତ୍ସବଜ୍ଞେ ହଠାତେ ମନେ ହୟ ବିଧାତା କି ଦେଖାତେ ପାଛେନ ନା ପ୍ରାନ୍ତରେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ, ତିନି କି ତୁମ୍ଭେ ଅସଂଖ୍ୟ ଅନୁସାରୀର ମୁଖ ଦେବେ ସୁଖ ପାଛେନ ନା? ତାହଲେ ତିନି କେନୋ ସାଡା ଦିଜେନ ନା ତାର ଡାକେ? ତିନି କି ଜାନେନ ନା ସେନାପତିରା ଏଥନ ରାଜ୍ୟ ବିଲି ଦିଯେ ଧ୍ୱନି କରଛେ ଅବିଷ୍ଟାରେ ଶେଷ ଚିହ୍ନ? ନିଶ୍ଚଯିଇ ସେନାପତିଦେର ବିଶ୍ୱାସୀ ତରବାରି ଏଇ ମାଝେ ରଙ୍ଗାଙ୍କ ହୟ ଉଠେଛେ, ନିଶ୍ଚଯିଇ ଏଇ ମାଝେ ବିଶ୍ୱାସେର ଆଶ୍ରମ ଜୁଲେ ଉଠେଛେ ଧ୍ରାମେ ଧ୍ରାମେ । ବିଧାତା କି ଦେଖାନ୍ତ ପାଛେନ ନା ଏସବ? ତାହଲେ କୋନୋ ତିନି ନିର୍ବିକାର? କୋନୋ ତିନି ସାଡା ଦିଜେନ ନା ପ୍ରାରମ୍ଭିତାର ମୁଖ ଏକବାର ଭେସେ ଓଠେ ତାର ସାମନେ, ଏକବାର ସେ ବୁକେର କାହେ ଦେଖାନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଏକଟି ପ୍ରଲୋଭନ । ହାହାକାର କରେ ଓଠେ ଉତ୍ସବ, ଏବଂ ସେ ଶୁଣୁ କରେ ବିଧାତାର ଶ୍ରେ । ସେ ତାର ମଗଜ ଥେକେ ମୁହଁ ଫେଲାତେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଉତ୍ସବ ଜଗତ, ବିହାର କରାତେ ଚାଯ ଗଗନେ ଗଗନେ ଅପୂର୍ବ ଆଲୋକେ, କିନ୍ତୁ କୋନୋ ଅପୂର୍ବ ଆଲୋକ ଜୁଲେ ଓଠେ ନା ତାର ସାମନେ । ଉତ୍ସବ ଆର୍ତ୍ତନାଦେର ମତୋ ଶ୍ରେ କରାତେ ଥାକେ ବିଧାତାର ।

ସେନାପତି ଆଦିତ୍ୟ ଓ ଅଂଶୁମାନ ଭାର ନେଯ ବିକ୍ରମପଣ୍ଡି ରାଜ୍ୟର, ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ବିଭାସ ଭାର ନେଯ ଅରୁଣାରାଜ୍ୟର, ଏବଂ ତାର ନଗର ଥେକେ ବୈରିମେଇ ପଣ୍ଡିର ଦିକେ ଦିକେ ଅବିଶ୍ୱାସେର ନାନା ଅପବିତ୍ର ଚିହ୍ନ ଦେଖାନ୍ତ ପାଯ । ତାରା ଅବାକ ହୟ ବିଧାତାର ରାଜ୍ୟ ଟିକେ ଆହେ ଅବିଶ୍ୱାସେର ଏତୋ ଚିହ୍ନ! ନଗର ଥେକେ କ୍ରୋଶଖାନେକ ଦୂରେ ଜମ୍ବଲେର ଭେତରେ ସେନାପତି ଆଦିତ୍ୟର ସୈନିକଦେର ଚୋଖେ ପଡ଼େ ଏକଟି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ୟାଳୋଧରା ଛୋଟୋ ଅଷ୍ଟାଲିକା; ସେଟି ଭାଲୋଭାବେ ଦେଖାନ୍ତ ଗିଯେ ବିଶ୍ୱାସୀରା ବୁଝାତେ ପାରେ ସେଟିଇ ଏକଟି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ମନ୍ଦିର । ତାରା ଏକଟି ଭାଙ୍ଗ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଖୁଜେ ପାଯ ମନ୍ଦିରଟିର ଏକ କୋଣେ,

যার ঠেঁট আর ভাঙা বক্স দেখে তারা বোঝে এটা কোনো দেবীমূর্তি। বিধাতার রাজ্যে মন্দির ও দেবীমূর্তি থাকা নিষিদ্ধ; মন্দিরটিকে রূপান্তরিত করা উচিত ছিলো শ্বাগারে, কিন্তু এর পল্লীবাসীরা তা করেনি, তারা পাপগ্রস্ত। মন্দির আর মূর্তি দেখে বিশ্বাসের প্রচণ্ড আগুন জ্ব'লে উঠে আদিত্যের বুকে; সে নির্দেশ দেয় গ্রামটিকে ভয়ে পরিণত করতে। পুরুষরা তখন ভূমিতে কাজ করছিলো, নারীরা রান্না করছিলো, দিঘি থেকে জল আনছিলো; হঠাৎ তারা দেখতে পায় শতো শতো সৈনিক বিধাতার নাম উচ্চকর্ত্তে আবৃত্তি করতে করতে আগুন লাগাচ্ছে তাদের বাসগৃহে, গোয়ালঘরে বাঁশ বাগানে এবং দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্ব'লে উঠে গ্রাস করছে সবকিছু। গ্রামবাসীরা বুঝতে পারে না কেনো এই আগুন, বোঝার জন্যে তারা সময়ও পায় না; তারা বিধাতার নাম নিতে নিতে ধ্রাম থেকে পালাতে থাকতে পারে না। তারা দক্ষ ও বিশ্বাসীদের তরবারির আঘাতে দু-টুকরো হয়, এবং বিকেলের আগেই সারা ধ্রাম পরিণত হয় ভস্মস্তুপে। আদিত্য গ্রামটির নাম রাখে 'বিশ্বাসপুর'; এবং সকলে মিলে ধন্যবাদ জানায় বিধাতাকে। আদিত্য বিশ্বাসীদের উদ্দেশে বল্লৈ যে বিক্রমপল্লীর বিশ্বাসপুর যেমন বিশ্বাসের আগুনে পবিত্র হয়েছে, তেমনি পরিষ্কৃত হবে বিক্রমপল্লীর একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত।

উত্তৃত দ্বিতীয় দিনে বেশ সময় নেয় বিধাতার শ্বব শেষ করতে। শ্বব করতেই তার ভালো মাগে, বিধাতার রাশি রাশি প্রশংসা হ্যাস্ট্রার আবৃত্তি করে সে সুখ পায়; কিন্তু এক সময় তার মনে হয় প্রশংসাগুলো নিরর্থক, অঙ্গলো বিধাতার উপযুক্ত নয়, মানুষের ভাষায় বিধাতাকে প্রশংসা করার উপযুক্ত শব্দ নেই। সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিধর, অদ্বিতীয়, করণাময়, সৃষ্টিকর্তা, প্রভু প্রভৃতি তার কাছে তুচ্ছ মনে হয়; কিন্তু শ্বব করার জন্যে এগুলোর থেকে তাৎপর্যপূর্ণ কোনো শব্দ সে নেই পায় না। তবু সে চোখ বক্স ক'রে শ্বব দীর্ঘ করে, তার মনে হয় শ্বব শেষ হ'লেই ত্যাগ দিতে হবে; কিন্তু সে কোনো নতুন কথা বলতে পারবে না। তাকে নতুন কথা বলতে হবে, বিশ্বের সমস্ত কিছু সম্পর্কে কথা বলতে হবে; তার কথা থেকেই শিখবে বিশ্বব্লৌড়া। কিন্তু বিধাতা কেনো দয়া করছেন না? তিনি কেনো তার কষ্টে বাণী ভরে দিছেন না? তিনি কেনো নির্দেশ দিছেন না? উত্তৃত গভীর শূন্যতাবোধ করে। বিধাতা তাকে ত্যাগ করেছেন? 'ত্যাগ' শব্দটিকে মর্মান্তিক মনে হয় উত্তৃতের; এটি ভাবতেই সে সূর্য বসে পড়তে দেখে, চাঁদ অঙ্ককারাচ্ছন্ন হ'তে দেখে, নক্ষত্রাশির গায়ে আগুন জুলতে দেখে। তারপর সবকিছু অঙ্ককার হয়ে যায়। কিন্তু বিধাতা তাকে ছেড়ে দিতে পারেন, উত্তৃত বিধাতাকে ছাড়বে না; তিনি না থাকলে তার কিছু থাকে না, উত্তৃতের মনে হয় বিধাতা ছাড়া সে এক তুচ্ছ শূন্যতা মাত্র। উত্তৃতের একবার মনে পড়ে পারমিতাকে, পরমহৃত্তেই বুকের কাছে সে একটি কোমল প্রলোভনের স্পর্শ পায়। উত্তৃত কথা বলতে শুরু করে।

উত্তৃত বলে, 'বিধাতার দ্বিতীয় পবিত্র দিনে আমরা সবাই ধন্যবাদ জানাই বিধাতাকে, যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাকে শ্বব করার জন্যে, মানুষকে যিনি তাঁর দাস হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।'

ପ୍ରାନ୍ତରେ ସବାଇ ବଲେ, ‘ବିଧାତା ମାନୁଷ ସୃଷ୍ଟି କରେହେନ ବିଧାତାକେ ଶ୍ଵର କରାର ଜନ୍ୟ, ଆମରା ତା'ର ଶ୍ଵର କରି, ଆମରା ତା'ର ଦାସ ହାତେ ପେରେ ଧନ୍ୟ ।’

ଶୁଦ୍ଧବ୍ରତ ବଲେ, ‘ତିନି ପଞ୍ଚର ଶ୍ଵର ଚାନ ନା, ଗାଛପାଳାର ଶ୍ଵର ଚାନ ନା, ମାଟିର ବା ପୋକାମାକଡ଼େର ଶ୍ଵର ଚାନ ନା, ତିନି ଶ୍ଵର ଚାନ ଶୁଦ୍ଧ ମାନୁଷେର । ହେ ବିଶ୍ୱାସୀରା, ମାନୁଷ କତୋ ଭାଗ୍ୟବାନ, ବିଧାତା ମାନୁଷକେ ସୃଷ୍ଟି କରେହେନ ଶୁଦ୍ଧ ବିଧାତାକେ ଶ୍ଵର କରାର ଜନ୍ୟେ, ମାନୁଷ ଭାଗ୍ୟବାନ ତିନି ମାନୁଷକେ ତୋର ଦାସ କରେହେନ ।’

প্রান্তরের বিশ্বাসীরা উচ্চকষ্টে বলে, ‘সব শুব বিধাতার জন্যে, আমরা শুব করি, বিধাতার; বিধাতা যানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁকে শুব করার জন্যে, আমরা তাঁর দাস।’

ওভবত বলে, ‘বিধাতা অসীম দয়ালু, তিনি মানুষ সৃষ্টি ক’রে বলেছেন, হে মানুষ
তোমার মন্তিককে তুমি কোনো চিন্তা দিয়ে পীড়িত কোরো না, তোমার জন্যে সব চিন্তা
আমি করবো, চিন্তা নিষিদ্ধ তোমার জন্যে।’

প্রান্তরের সবাই বলে, 'হে বিধাতা, আমরা কোনো চিন্তা করতে চাই না।'

ଶୁଦ୍ଧବ୍ୟତ ବଳେ, ‘ବିଧାତା ମାନୁଷକେ ବଲୋଚାମୀ ପୃଥିବୀତେ ଏମନ ଜିନିସ ଦିଯେଛି ଯା ଦିଯେ ତୋମରା ଲେଖନି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରତେ ପାରିବୁ, ତୈରି କରତେ ପାରବେ କାଳି; ଆମି ନିଷେଧ କରାଇ ତୋମରା କଥନେ କାଳି ଓ ଲେଖନି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୋ ନା ।’

ପ୍ରାନ୍ତରେ ସବାଇ ବଲେ, ‘ହେ ବିଧାତା, ସ୍ମୃତିଦେର କ୍ଷମା କରନ ଆପଣି, ଆମରା ଏକ ସମୟ କାଳି ଓ ଲେଖନି ତୈରି କରେଛିଆମ, ସ୍ମୃତା ଏବନ ତା ଛାଇୟେ ପରିଣତ କରେଛି।’

ଶୁଭ୍ରତ ବଲେ, ‘ବିଧାତା ବଲେନ, ହେ ମହୀୟ, ପୃଥିବୀତେ ଏକ ସମୟ ବିଧାତାର ଶକ୍ତିରା ଦେଖା ଦେବେ, ତାରା ବଲବେ ବିଧାତା ନେଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ବଲବେ ଅନେକ ଦେବଦେଵୀ ଆଛେ, ତାରା ବଲବେ ଆମରା ଜ୍ଞାନୀ, ଆମରା ଆମାଦେର ଜ୍ଞାନ ପୁଣ୍ୟକେ ଲିଖବୋ, ବିଧାତା ବଲେନ, ଆମି ଧ୍ୱଂସ କରବୋ ଓଇ ପାପଦେଇ । ଜାନେର ଧେକେ ବଡ଼ୋ ଆର କୋନୋ ପାପ ନେଇ, ହେ ବିଶ୍ୱାସୀରା ତୋମରା ଜ୍ଞାନେର ଚର୍ଚା କୋରେ ନାହିଁ ।

ପ୍ରାନ୍ତରେ ସବାଇ ବଲେ, 'ଜ୍ଞାନକେ ଆମୁଖ ସାପେର ଥିକେଇ ବେଶ ଡଯ କରି, ଆମରା ଜ୍ଞାନହୀନ ଧାକତେ ଚାଇ ।'

ଶୁଭସ୍ତୁ ବଳେ, 'ହେ ବିଶ୍ୱାସୀରା, ତୋମରା ତରବାରି ସବସମୟ ଧାରାଲୋ ରାଖୋ, ସବସମୟ ରଙ୍ଗିତ ରାଖୋ ଅବିଶ୍ୱାସୀର ରଙ୍କେ; ବୁକେ ରାଖୋ ବିଶ୍ୱାସେର ତରବାରି, କଟିଦେଶେ ଲୌହ ତରବାରି । ଯାର ତରବାରି ଯତୋ ରଙ୍ଗାଙ୍କ ବିଧାତାର ସେ ତତୋ ପ୍ରିୟ ।'

ପ୍ରାନ୍ତରେ ସବାଇ ବଲେ, 'ହେ ମନୋନୀତଙ୍ଜନ, ହେ ବିକ୍ରମପଣ୍ଡି-ଅରୁଣାରାଜ୍ୟର ଅଧିଶ୍ଵର, ବୁକେର ଆର କଟିର ତରବାରି ଆମାଦେର ଚିରସଂଗୀ ।'

শুভব্রতের আর ভাষণ দিতে ইচ্ছ করে না, তার ভেতরে কোনো কথা নেই শব্দ
নেই, বাক্য নেই, কোনো বাণী বেরোতে চায় না তার ভেতর থেকে; তার মনে হয়
সম্পূর্ণ শূন্য ও শূক্ষ হয়ে গেছে তার অভ্যন্তরলোক, সেখানে কোনো সবুজ নেই জল
নেই মেঘ নেই ঝরনা নেই বায়ু নেই শিশির নেই নীলাকাশ নেই। বিধাতা কি তাহলে
তাকে সত্ত্বাই পরিভ্যাগ করেছেন? তার চোখের সামনে তিনি একটি ঝিলিকও
জালাচ্ছেন না, একখণ্ড ধূমি দিয়েও তিনি তার কর্ণকুহরকে সৃষ্টি করছেন না। তিনি কিং

২০৪ উত্তৰত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার

তাকে চিরকালের মতো ত্যাগ করেছেন? উত্তৰত ক্লান্তবোধ করে, কথা বক্ষ ক'বৈ
আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। তাকে অনুসরণ ক'বৈ প্রান্তরের সমস্ত বিশ্বাসী শুন্ধ হয়ে
তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে।

সেনাপতিরা বিধাতার রাজ্য জুড়ে দিনের পর দিন রাতের পর রাত চালিয়ে যেতে
থাকে অবিশ্বাস নিচিহ্নকরণ অভিযান। সেনাপতিরা ও সৈনিকেরা অভিযানে বেরোনোর
পর থেকেই অনুভব করতে থাকে তাদের ভেতরে বিশ্বাসের আগনের শিখা জু'লে
উঠেছে তীব্রভাবে, যার কোনো তুলনা নেই, যা তারা আগে কখনো অনুভব করেনি;
আর সে শিখার আলোকে তারা রাজ্য জুড়ে পায় অবিশ্বাসের বিচ্ছিন্ন চিহ্ন, এবং চালাতে
থাকে ধ্বংসের তাওব।

সেনাপতি অংশমান নদনপুর পল্লীর পথে দেখতে পায় বিধাতার আদেশের এক
অমাজনীয় লংঘন। সে দেখে একদল নারী কলকল ঝলখল ক'বৈ জল আনতে যাচ্ছে;
তাদের মুখমণ্ডল উধৃ খোলা নয়, বাহুও সম্পূর্ণ খোলা; কারো কারো বুকের আংশিক
মারাত্মক উচ্চতাও দেখা যাচ্ছে; তাদের দেখেই সেনাপতির বিশ্বাস জু'লে ওঠে। সে
ব'লে ওঠে, ‘বিধাতা সহ্য করবেন না এইজ্ঞপ্রাধি’; এবং সে বিশ্বাসীদের আদেশ দেয়
অবিলম্বে ওই নারীদের ধ্বংস করতে। বিশ্বাসীরা কয়েক মুহূর্তে টুকরো টুকরো করে
ফেলে নারীদের। গ্রামবাসীরা উচ্চকষ্টে বিশ্বাসীর নাম নিতে নিতে ছুটে আসে
সেনাপতির কাছে, অংশমান তাদের মনে করিয়ে দেয় যে বিধাতার রাজ্য নারীদের
বাইরে আসা নিষিদ্ধ। যে-নারীরা বাইরে আসবে তাদের জন্যে উদ্যত রয়েছে বিশ্বাসের
তরবারি।

জিতেন্দ্রিয়ের বাহিনী পথে পথে বিশ্বাসের আগন জ্বালাতে জ্বালাতে এক সময়
পরাজিত হয় নিজেদের ইন্দ্রিয়ের কাছে; জ্বর শারীরিক অগ্নিতে জুলে ওঠে।

তারা আবেদন জানায়, ‘হে মহান বেন্দুপতি, নারী সম্মোহনীয় থেকে আমরা অসুস্থ
হয়ে পড়ছি, আমাদের ভয় হচ্ছে নারীর অভিযানে আমরা পাগল হয়ে যাবো বা ধর্মের পথ
থেকে বিচ্ছুত হবো।’

সেনাপতি জিতেন্দ্রিয় বলে, ‘হে বিশ্বাসীসংগঠন, তোমাদের জ্বালা আমি বুঝতে পারি,
একই আগন আমাকেও পীড়িত করছে।’

বিশ্বাসীরা বলে, ‘হে মহান সেনাপতি, ধর্মের আগন জ্বালানোর জন্যে আমাদের
শরীরের অগ্নি নির্বাপিত হওয়া দরকার।’

জিতেন্দ্রিয় জিজ্ঞেস করে, ‘হে বিশ্বাসী সৈনিকগণ, এমন অবস্থায় কী করণীয় সে
সম্পর্কে তোমরা কি মনোনীতজনের কোনো বাণী মনে করতে পারো?’

এক বিশ্বাসী বলে, ‘হে মহান সেনাপতি, আমি মনোনীতজনের সব বাণী মুখস্থ
ক'বৈ রাখি; মনোনীতজন বলেছেন বিশ্বাসীরা যেন কখনো কামের কষ্ট বোধ না করে,
কামের কষ্ট ধর্ম নষ্ট হয়।

সেনাপতি জিতেন্দ্রিয় বলে, ‘হে বিশ্বাসী সৈনিকগণ, আজ রাতের জন্যে এই পল্লীর
নারীরা বিশ্বাসীদের পল্লী, তোমরা তাদের পল্লী মনে করো, বিধাতার কথা মনে রেখে
তোমরা সম্মোহন করো।’

ওই রাতে পল্লীর শতাধিক মুক্ত নিহত, এবং সহস্র নারী ধর্ষিত হয়।

বিক্রমপল্লী-অরুণারাজ্য জুড়ে সেনাপতিদের অবিশ্বাস নিশ্চিহ্নকরণ অভিযানের ফলে বিধাতার রাজ্যের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে বিশ্বাসের বন্যা বয়ে যেতে থাকে। রাজ্যের কোথাও এক টুকরো অবিশ্বাস থাকে না, কালির একটি বর্ণও থাকে না, জ্ঞানের সামান্যতম চিহ্নও থাকে না, চিত্রের একটি রেখাও থাকে না, গানের একটি সুরও থাকে না। পলাশপল্লীর এক রাখাল বনের গভীরে গিয়ে তার বুকের ভেতরে শুন্ধ হয়ে থাকা একটি বিছেদের গান হঠাতে গেয়ে উঠেছিলো, সেই গান শুনতে পায় পাশের জমিতে কর্মরত কয়েকজন কৃষক, তারা দৌড়ে এসে রাখালের গলা টেনে ছিঁড়ে ফেলে; শ্রীনগর গ্রামে এক বালক মাটির ওপর আকে একটি পশুর মুখ, পল্লীর বিশ্বাসীরা বালককে ঝুঁজে বের ক'রে দু-টুকরো ক'রে ফেলে। বিশ্বাসী সৈনিকেরা শুধু নিজেরাই বুকের আগুনে রাজ্যকে পরিশুল্ক করে না, তারা রাজ্য জুড়ে সকলের মনের ভেতরেই জুলিয়ে দেয় বিশ্বাসের আগুন, তাতে দাউদাউ ক'রে ওঠে বিধাতার রাজ্য। ওই রাজ্য সত্য হয়ে ওঠে আগুন ও রক্ত; দিকে দ্বিতীয়ে আগুন জুলে দিকে দিকে রক্ত ঝ'রে পড়ে। শুভ্রত বিধাতার পবিত্র সাত দিন ধ'রে অজস্র বিশ্বাসীকে নিয়ে স্তব করে বিধাতার, ভাষণ দেয় বিশ্বাসীদের উদ্দেশে বিশ্বাসীরা তার প্রতিটি কথা কঠস্থ ক'রে ঘরে ফিরে যায়। কিন্তু ঘরে ফিরতে কষ্ট পায় শুভ্রত; তার মনে হয় সে আর প্রাসাদে ফিরবে না, যতো দিন বিধাতা তার ডাকে সাড়া ন-দেয়, তাকে না ডাকেন, ততো দিন সে বিধাতাগৃহে একা স্তব করবে বিধাতার। কিন্তু একা স্তব করতে করতে সে ঝাউ হয়ে পড়ে, নিজের উচ্চারিত কোনো শব্দকেই তার পবিত্র মনে হয় না, সব শব্দকেই তার তুচ্ছ মনে হতে থাকে। তবু সে হির করে যতো দিন সেনাপতিরা ফিরে না আসে সে থাকবে বিধাতাগৃহে, স্তব করবে বিধাতা; তাকে ডাকবে, তাঁর কাছে বাণী চাইবে। এক ঝুরুকাল শেষ হয়ে এলে ফিরে আসতে থাকে সেনাপতিরা ও বিশ্বাসী সৈনিকেরা। তাদের মুখ দেখে শুভ্রত সুন্ধী হ'তে চেষ্টা ক'রে; কিন্তু সে কোনো অলৌকিক সুর বোধ করে না।

সেনাপতি ও সৈনিকেরা সবাই জলজ্জ্বল করছে বিশ্বাসে, বিধাতার পবিত্র, রাজ্য পুনর্জয়ের গৌরবে তাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল; শুধু শুভ্রত নিজের মুখে কোনো উজ্জ্বলতা অনুভব করে না। সে কোনো অসাধারণ সুর পায় না, রক্তে কোনো উল্লাস বোধ করে না; তবু তার মনে হয় সেনাপতিরা ও বিশ্বাসীরা যে-অসাধারণ কাজ সম্পন্ন ক'রে এসেছে, তার জন্যে তাদের পূরক্ষার প্রাপ্য।

আদিত্য বলে, 'হে মনোনীতজন, হে বিধাতার মহারাজ্যের অধীশ্বর, রাজ্য অবিশ্বাসী একটি কণাও অবশিষ্ট রাখি নি, সব অবিশ্বাস আমরা ধ্বংস করেছি।'

শুভ্রত বলে, 'আজ থেকে তোমার নতুন উপাধি 'অবিশ্বাসধ্বংসকর্তা'।

অংশমান বলে, 'হে মনোনীতজন, হে বিধাতার মহারাজ্যের অধীশ্বর, রাজ্য অবিশ্বাসের শেষ কুটোটিকে আমরা দম্ভ করেছি।'

শুভ্রত বলে, 'আজ থেকে তোমার নতুন উপাধি 'অবিশ্বাসদম্ভকর্তা'।

জিতেন্দ্রিয় বলে, ‘হে মনোনীতজন, হে বিধাতার মহারাজ্যের অধীশ্বর, রাজ্যে
অবিশ্বাসের শেষ চিহ্নটুকুকেও আমরা মুছে ফেলেছি।’

শুভ্রত বলে, ‘আজ থেকে তোমার নতুন উপাধি ‘অবিশ্বাসবিলোপকর্তা’।

বিভাস বলে, ‘হে মনোনীতজন, হে বিধাতার মহারাজ্যের অধীশ্বর, রাজ্যে
অবিশ্বাসের শেষ বিন্দুটিকেও আমরা নিশ্চিহ্ন করেছি।’

শুভ্রত বলে, ‘আজ থেকে তোমার নতুন উপাধি ‘অবিশ্বাসনিশ্চিহ্নকর্তা’।

সেনাপতিদের উপাধি বিতরণের পর বিশ্বাসী সৈনিকদের প্রশংসা ক’রে শুভ্রত
বলে, ‘হে বিশ্বাসী সৈনিকগণ, আজ থেকে তোমাদের নতুন উপাধি ‘বিধাতায়
দিগ্নণবিশ্বাসী’।

শুভ্রত সেনাপতিদের জিজ্ঞেস করে, ‘হে সেনাপতিগণ, তোমরা কি রাজ্যের
প্রত্যেক পক্ষীতে বিধাতার স্তবাগার স্থাপন করেছো?’

সেনাপতি আদিত্য উত্তর দেয়, ‘হে মনোনীতজন, হে বিধাতার মহারাজ্যের
অধীশ্বর, আপনার আদেশ অনুসারে আমরা প্রত্যেক পক্ষীতে স্থাপন করেছি বিধাতার
স্তবাগার। বিধাতার রাজ্যের প্রতিটি পক্ষীতে স্থাপন স্তবাগার দ্বারা পবিত্র।’

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, ‘হে সেনাপতিগণ, তোমরা কি প্রত্যেক পক্ষীতে নিয়োগ
করেছো বিধাতার ধর্মপরিদর্শক?’

সেনাপতি অংশমান উত্তর দেয়, ‘হে মনোনীতজন, হে বিধাতার মহারাজ্যের
অধীশ্বর, আপনাদের আদেশ অনুসারে প্রত্যেক পক্ষীতে আমরা নিয়োগ করেছি বিধাতার
ধর্মপরিদর্শক। ধর্মপরিদর্শক ছাড়া বিধাতার রাজ্য পবিত্র থাকতে পারে না।’

সেনাপতি জিতেন্দ্রিয় বলে, ‘আমরা ধর্মপরিদর্শকের তীক্ষ্ণ চোখ রাখার নির্দেশ
দিয়েছি পক্ষীর প্রতিটি মানুষের ওপর। অদের দেখতে বলেছি সবাই নিয়মিত বিধাতার
স্তব করছে কি না, কেউ বর্ণ লিখছে কি না, কেউ ছবি আঁকছে কি না, কেউ গাইছে বা
নাচছে কি না; কেউ নতুন চিঠ্ঠা করছে কি না।’

সেনাপতি বিভাস বলে, ‘ধর্ম পরিদর্শকের দেখবে নারীরা সম্পূর্ণ আবৃত রয়েছে কি
না নারীপুরুষ একত্র হচ্ছে কি না, নারীপুরুষ অবৈধ সংযোগ করছে কি না।’

সেনাপতি আদিত্য বলে, ‘প্রত্যেক ধর্মপরিদর্শককে আমরা দিয়েছি একটি ক’রে
তরবারি, তাদের কঠিদেশে সবসময় থাকবে তরবারি, কেউ অপরাধ করলে
ধর্মপরিদর্শক সাথে সাথে তার শিরশেদ করবে।’

শুভ্রত বলে, ‘বিধাতা স্বর্গে তোমাদের উচ্চ স্থান দেবেন, তোমাদের প্রমোদ
শতগুণ বর্ধিত করবেন।’

সেনাপতিদের অর্জনে উল্লাস বোধ করতে চায় শুভ্রত; সে আবার দশ দিন ধ’রে
রাজ্য জুড়ে বিধাতার স্তবের নির্দেশ দেয়। এ-দশদিনের সে নাম দেয় ‘বিধাতায়
দিগ্নণবিশ্বাসের পবিত্রতম দশ দিন’। অশ্বারোহী নির্দেশপ্রচারকেরা বেরিয়ে পড়ে, তারা
রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত পৌছে দেয় এ-শুভসংবাদ; এবং সারা
রাজ্য প্রবল উল্লাসের সাথে পালিত হতে থাকে বিধাতায় দিগ্নণবিশ্বাসের পবিত্রতম দশ
দিন। আদেশ দেয়ার পর হঠাৎ ভয় পায় শুভ্রত; সে যখন দেখতে পায় দলে দলে

ଅଭ୍ୟବ୍ରତ, ତାର ସମ୍ପର୍କିତ ନୁସମାଚାର ୨୦୭

বিশ্বাসীরা আসছে বিধাতাগৃহের প্রান্তরে, তার ভয় ক্রমশ বাড়তে থাকে। তার ভয় হ'তে থাকে সে হয়তো ঠিক মতো স্ব করতে পারবে না, হয়তো পারবে না পিত্রি ভাষণ দিতে; বিধাতা তার হন্দয়ে নতুন কোনো বাণী জন্ম দেন নি। এবার সেনাপতিরা তাকে ঘিরে আছে, তাদের মুখের জ্যোতি দেখে নিজেকে অসহায়বোধ করে শুভ্রত; সে নিজের মুখ দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু নিজের মুখমণ্ডলে তুকে সে অনুভব করে যে-কর্কশতা, তাতে তার মনে হয় তার মুখে কোনো জ্যোতি নেই, সে পরিণত হয়েছে জ্যোতিশূন্য ঝামাপাথরে। মনে প্রবল ক্ষোভ জন্মে শুভ্রতের; —সবাই হবে জ্যোতির্ময়, আর একলা সে-ই হবে জ্যোতিবিরহিত? রাত্মগন্ত? কী অপরাধ সে করেছে বিধাতার কাছে? সে তো মুহূর্তের জন্মেও ডোলে নি বিধাতাকে; তাহলে সর্বশক্তিধর কেনো ভুলে গেছেন দাসকে? শুভ্রত মনে মনে বলতে থাকে, হে প্রভু, সর্বশক্তিধর, পরম উদ্ধারকর্তা, আমার মতো দাস আর কে আছে আপনার? সে আর আপনাকে সারাক্ষণ মনে রাখে আমার মতো? তবু আপনি কেনো ভুলে গেছেন আমাকে? আমাকে ভুলে যদি আপনি সুবী হন, তাহলে আমাকে ভুলন্তি কিন্তু আমি কখনো আপনাকে ভুলবো না। আমি সব ত্যাগ করেছি আপনার জন্যে, ~~আমি~~ রাজ্য স্থাপন করেছি আপনার জন্যে, আমি আগুন জ্বালিয়েছি মাটি শাল করেছি আপনার জন্যে, প্রভু, আপনি ত্যাগ করবেন না আমাকে, বর্জন করবেন না আপনার প্রকান্ত ক্রীতদাসকে। শুভ্রতের প্রার্থনায় কোমল হয়ে ওঠে শুভ্রতের নিজেরই মুক্তি তার মনে হয় বিধাতা তার কাতর আবেদনে সাড়া না দিয়ে পারেন না; তিনি এতো মিষ্টির নন, যিনি সর্বলোকের স্রষ্টা তিনি এতো নির্মম হতে পারেন না; তিনি সাড়া দেবেন্ত্রে কিন্তু বিধাতা সাড়া দেয় না।

শুভ্রত বিধাতার স্তব করতে থাকে ~~তাকে~~ অনুসরণ ক'রে উচ্চকষ্টে বিধাতার স্তব
করতে থাকে বিধাতাগৃহ প্রান্তরের অসং~~মু~~বিশাসী। শুভ্রত এক অপূর্ব আলোক দেখতে
চায়, শুনতে চায় এক অপূর্ব স্বর; কিন্তু ~~সে~~আলোক দেখে না, স্বর শোনে না; বরং সে
দেখতে পায় দিকে দিকে জু'লে উঠছে আঙ্গন, পুড়ে যাচ্ছে বনভূমি, পল্লী, নগর,
ধানক্ষেত, প্রজাপতি, এমনকি নদী আর ~~স্মৃতি~~ পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে; সে শুনতে পায়
আর্তনাদ, যা উঠে আসছে নরনারীর ~~বুক্ষে~~ভেতর থেকে, শিউর হৃৎপিণ্ড থেকে,
গাছপালা, মেঘ, নদী, মাছ, পাখি, পশু, শস্যের ভেতর থেকে। শুভ্রত বিধাতার স্তব
বঙ্গ ক'রে নিশাস নেয়, তার মনে হয় আগুন একটু কমলো, আর্তনাদ একবার থামলো।
কিন্তু বিধাতাগৃহের প্রান্তর ব্যাকুল হয়ে আছে স্তবের জন্যে, স্তবে শুভ্রতের বিরতি
পীড়াদায়ক মনে হচ্ছে প্রান্তরের কাছে; আবার স্তবের আগুনে পুড়তে থাকে শুভ্রতে,
শিউরে উঠতে থাকে স্তবের আর্তনাদে। শুভ্রত নিজেকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে ফেলে;
একটি ভাগ প্রকাশ্য উচ্চকষ্টে স্তব করতে থাকে বিধাতার, আকেরটি ভাগ সংগোপনে
নিঃশব্দে হাহাকার ক'রে আবেদন জানাতে থাকে বিধাতার কাছে। বিধাতা সাড়া দেয়
না। শুভ্রত নিঃশব্দে বলতে থাকে, হে সর্বশক্তিধর, হে প্রভু, হে বিধাতা, আপনি
আমাকে ধন্য করেছিলেন, ভূষিত করেছিলেন অপূর্ব গৌরবে, আমি সেকথা কথনো
ভুলতে পারি না; আমি এক সময় সুবী হয়েছিলাম, যে-সুবের কাছে অন্য সমস্ত সুখ
ছিলো তুচ্ছ, কিন্তু আজ আমিই বড়ুকুটোর থেকেও তুচ্ছ, কেননা আপনি আমাকে বর্জন

করেছেন। আপনি আবার আমাকে অপূর্ব আলোতে স্নাত করন, স্মিন্দ করন আপনার অপূর্ব শরে। উভ্রত আলোকের বদলে দিকে দিকে ভয়ঙ্কর আগুন জুলে উঠতে দেখে, যে-আগুন ধ্রাস করে মাটি ও আকাশ, উভ্রতের চোখের সামনে লেলিহান আগুনের সমুদ্র আন্দোলিত হতে থাকে; উভ্রত ভূমণ্ডল জুড়ে অনন্ত আর্তনাদ শুনতে পায়। উভ্রত আগুন ও আর্তনাদ সহ্য করতে পারে না, সে স্ব বন্ধ ক'রে চিংকার ক'রে ওঠে।

বিধাতাগৃহের প্রান্তরের বিশ্বাসীরা হঠাতে স্তুতি হয়ে স্ব বন্ধ করে।

উভ্রত বলে, ‘হে বিশ্বাসীরা, আমি দেখতে পাই আগুন, মাটি থেকে আগুন উঠে ধ্রাস করছে আকাশ; আকাশ থেকে আগুন নেমে ধ্রাস করছে সমুদ্র আর মাটি। আমি আগুন ছাড়া আর কিছু দেখতে পাই না।’

প্রান্তরের বিশ্বাসীরা চিংকার ক'রে বলে, ‘হে মনোনীতজন, ওই আগুনে পবিত্র হবে বিধাতার মহারাজ্য; ওই আগুন পবিত্র আগুন।’

উভ্রত বলে, ‘হে বিশ্বাসীরা, আমি খন্তি পাই আর্তনাদ; মহাজগতে আর্তনাদ ছাড়া আর কিছু নেই।’

প্রান্তরের বিশ্বাসীরা চিংকার ক'রে বলে, ‘হে মনোনীতজন, ওই আর্তনাদ পাপের আর্তনাদ, মহাজগত আর্তনাদ ক'রে ছান চান বিধাতার পদতলে।’

উভ্রত শুনতে পায় পরমদাস চিংকার ক'রে উঠছে, ‘রাজগৃহ মহাবেশ্যা, ওই বেশ্যাকে ক্ষঁস হ'তেই হবে।’

উভ্রত চোখ বুঝে বিধাতার স্ব কর্তৃত্ব থাকে। সে পদতলে একটি নরম প্রলোভনের কোমল চুম্বন বোধ করে, বুকের কাছে একটি প্রলোভনের দৃঢ়ি তরল ওষ্ঠ আর গোলাপি চিবুক দেখতে পায়। চোখ বুলে সে দেখতে পায় তাকে ঘিরে স্ব করছে সেনাপতি আদিত্য, অংশুমান, জিতেন্দ্ৰিয় মৃত্যু। তাদের চোয়াল শক্ত হয়ে আছে, চোখে আগুন জুলছে। উভ্রত চোখ বন্ধ ক'রে স্ব করতে থাকে; সে বিশ্মিত ও সুরী বোধ করে, কেননা বহুদিন পর সে তার শৃঙ্খলার মুখ দেখতে পায় যার কথা তার অনেক দিন মনে পড়ে নি-শিউরে ওঠে উভ্রত, স্ব মুখ ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে, এবং সে দেখতে পায় অগ্নিকুমার ও দীপাবিতাকে। অগ্নিকুমার ও দীপাবিতাকে দেখে সে সুখ পায়, অগ্নিকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে, দীপাবিতার পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে সুখ লাগে। তার মনে হয় সে সবুজ ধানক্ষেতের মাঝখানে রয়েছে, দিগন্তের ওই পার থেকে সবুজ চেউ গড়িয়ে আসছে, তার শরীর স্মিন্দ হয়ে উঠছে। সে কি কখনো ধানক্ষেতের মধ্যে দাঁড়িয়েছে, সে কি জানে ধানের পাতার ধার কেমন? কিন্তু এখন সে ধানক্ষেত দেখছে কেনো? দীপাবিতা পায়ের আঙুল এমন মসৃণ? সবুজ ক্ষেতের ওপর দিয়ে ভেসে আসা বাতাসে উভ্রত সবুজ কোমল হয়ে ওঠে। সে অজস্র প্রজাপতির ওড়াওড়ি দেখতে পায়। সে কি কখনো এতো প্রজাপতি দেখেছে? এখন এতো প্রজাপতি দেখছে কেনো? উভ্রত দেখতে পায় অগ্নিকুমার তাকে নিয়ে একটি নদীর পারে যাচ্ছে কী আচর্য, সে কখনো নদীর পার এভাবে দেখে নি। অগ্নিকুমার লাফিয়ে পড়ে নদীতে, তাকেও লাফিয়ে পড়তে বলে, কিন্তু সে সাতার জানে না; তবুও

সে লাফিয়ে পড়ে। নদীর জল এতো সুবকর? শুভ্রত ন্যাটো হয়ে অগ্নিকূমারের সাথে সাতার কাটতে থাকে, নদীর ঠাণ্ডা স্নোত তার শরীরের দিঘিদিক তোলপাড় ক'রে বয়ে যেতে থাকে। নদীর জলে শরীর জুড়োয়।

শুভ্রত শুরু হয়ে যায়, এবং শুনতে পায় চিৎকার, 'রাজগৃহ মহাবেশ্যা, ওই বেশ্যাকে ধৰ্ম হ'তেই হবে।'

শুভ্রত চোখ মেলে দেখে বিধাতা গৃহের প্রান্তর তার দিকে তাকিয়ে আছে।

সেনাপতি আদিত্য জিজ্ঞেস করে, 'হে মনোনীতজন, হে বিধাতার রাজ্যের অধীশ্বর, আপনি কি আর বিধাতার স্তব করবেন না?'

শুভ্রত বলে, 'বিধাতার স্তব ছাড়া আমার আর কিছু নেই।'

আদিত্য মাথা নত ক'রে থাকে, শুভ্রত স্তব করতে থাকে বিধাতার।

বিধাতায় দ্বিশণবিশ্বাসের পবিত্রত সঙ্গম দিনে বিক্রমপন্থী নগরী বদলে যায়। সকা঳ থেকে আকাশ জুড়ে ঘন কালো মেঘ জমতে থাকে, বন্য হাতির পাগলের মতো ছড়িয়ে পড়তে থকে সারা আকাশে, ঝিলিক দিতে থাকে চক্ষুল বিদ্যুৎ, মৃদু ঝড় শুরু হয়, কেঁপে কেঁপে প্রতিধ্বনিত হ'তে থাকে বজ্রের দূরাপন্থ গর্জন। বদলে যেতে থাকে নগরীর শাভাবিক রঙ, বিবর্ণ হয়ে উঠতে থাকে সর্বকিছু। শুভ্রতের বুক একবার কেঁপে ওঠে, তারপর তার ভালো লাগে; সবকিছু তার কাছে অপার্থিব ইঙ্গিত ব'লে মনে হয়, তার মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে অসামান্য অলৌকিকের প্রস্তাৱ ছোঁয়া পাওয়ার জন্যে। সর্বশক্তিধর সাড়া দেবেন, তার মনে হ'তে থাকে; বিধাতা তাকে ডাক দেবেন, তার মন বলতে থাকে; বিধাতা তাকে ত্যাগ করবেন না, অস্ত্রস্থন কাঁপতে থাকে। সে উদাত্ত স্বরে স্তব করতে থাকে, তার প্রত্যেক মাংসকোষ বাজাতে থাকে সেই স্তব; আর সে নিঃশব্দে বলতে থাকে, হে বিধাতা, দয়া করুন আমাকে, হে সর্বশক্তিধর, পথ দেখান আমাকে, আমাকে আপনি ত্যাগ করবেন না। দুপুরের দিকে বিপুল ঘন মেঘে আকাশ অঙ্ককার হয়ে যায়, শুভ্রতের মনে হয় রাত্রি নামলো ভগতে; তীব্র বিদ্যুৎ আকাশ ফেড়ে ঝিলিক দিতে থাকে, সহস্র বজ্রের গঠীর গর্জনে কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে বিধাতাগৃহ; শুভ্রতের মনে পড়ে দুটি পুরোনো দেবতার স্মৃতি আর সে উচ্চকষ্টে স্তব করতে থাকে বিধাতার, বিশ্বাসীরা ভয় পেতে শুরু করে, তার অতি উচ্চকষ্টে স্তব করতে থাকে বিধাতার, তাদের স্তব আর্তনাদের মতো শোনায়; শুভ্রত ভয় পায় না, তার মনে হয় বিধাতা তার ডাকে সাড়া দিচ্ছেন বজ্রের প্রচণ্ড স্বরে, বিদ্যুতের আকাশফাড়া ঝলসানো সংকেতে, ঝড়ের উদ্বাম তীব্র দাপটে; সে উচ্চকষ্টে স্তব করতে থাকে বিধাতার। আকাশের দূর কোণে একটি বিশাল ঘন কালো মেঘ কুণ্ডলি পাকিয়ে প'ড়ে আছে, তার ভেতরে মাঝে জুলছে স্লিপ্স শুভ্র আলো, শুভ্রতের মনে হয় ওই মেঘের আড়াল থেকে বিধাতা তাকিয়ে আছেন, তাঁর শরীরের আভায় মাঝে মাঝে মেঘ শুভ্র হয়ে উঠছে। সে-মুহূর্তে আকাশ ঝিলু রিত হয়ে একের পর এক বজ্র ছুটে আসতে থাকে বিক্রমপন্থী নগরীর দিকে, এটি এসে আঘাত করে বিধাতাগৃহের চূড়োয়, কয়েকটি ফেটে পড়ে বিধাতাগৃহের প্রান্তরের গাছের শাখায়, দাউ দাউ ক'রে জু'লে ওঠে গাছ, প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায় বিধাতাগৃহ ও তার প্রান্তরের ওপর দিয়ে। বিশ্বাসীরা ছুটতে থাকে দিঘিদিক,

২১০ শুভ্রত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার

বঙ্গের আগনে বলসে যায় অনেকে, পদতলে পিট হ'য়ে অসংখ্য বিশ্বাসী; এবং সমস্য নগরী হাহাকারে ভ'রে ওঠে, সেই হাহাকারে বঙ্গের গর্জনও মৃদুমধুর শোনায়। শুভ্রত অসহায়ভাবে ব'সে শুব করতে থাকে; মনে মনে সে বলতে থাকে, আমাকে আপনি ধ্রংস করুন, হে বিধাতা, আমাকে আপনি দক্ষ করুন, হে সর্বশক্তিধর, তবু আমার ডাকে সাড়া দিন, আমাকে ত্যাগ করবেন না আপনি। তাকে ঘিরে ব'সে থাকা সেনাপতিরা শুব ভুলে যেতে থাকে বারবার, এবং মাঝেমাঝে উচ্চকষ্টে শুব করতে থাকে। যখন বড়বঙ্গ বিদ্যুৎ থামে, দেখা যায় ধ'সে পড়েছে বিধাতাগৃহ, আর বিধাতাগৃহের প্রান্তে প'ড়ে আছে শুধু সেই বিশ্বাসীরা, যারা বজ্জপাতে নিহত হয়েছে, আর পিট হয়েছে পদতলে।

শুভ্রত বিধাতাগৃহের দিকে তাকিয়ে বলে, 'হে বিধাতা, আপনার নামে আমি আবার গড়ে তুলবো বিধাতাগৃহ, আপনি যখন আদেশ দেবেন বিধাতাগৃহ পুনর্নির্মাণে, আপনি ত্যাগ করবেন না আমাকে।'

সেনাপতি আদিত্য কঠোর চোখে তাঙ্কিয়ে থাকে শুভ্রতের দিকে। বিশ্বাসীরা এসে ঘিরে দাঁড়ায় শুভ্রতের চারপাশে।

শুভ্রত বলে, 'তোমরা আটল থাকেন বিশ্বাসে, বিধাতা পরীক্ষা করছেন আমাদের বিশ্বাস, বিধাতা নিশ্চয়ই আমাদের মঙ্গল চৰ্চা।'

বিশ্বাসীরা বলে, 'হে মনোনীতজন, আমাদের বিশ্বাস কখনো বিচলিত হবে না, আমরা উত্তীর্ণ হবো সব পরীক্ষায়।'

বজ্জহত ও পদদলিত সকল বিশ্বাসীকে একবার ক'রে ছুঁয়ে শুভ্রত বলে, 'বিশ্বাসীরা, তোমরা সমাহিত করো তোমাদের ভাইদের; যাদের প্রাণ আজ গ্রহণ করেছেন বিধাতা, তারা বিধাতার সর্বাধিক প্রিয়, তারা লাভ করেছে সর্বাধিক পুরক্ষার, তারা স্বর্গে চিরআসন লাভ করেছে।'

বিশ্বাসীরা জিজ্ঞেস করে, 'হে মনোনীতজন, আমরা কি দক্ষ করবো আমাদের ভাইদের?'

শুভ্রত বলে, 'হে বিশ্বাসীরা, ভাইদের তোমরা দক্ষ করো না, দক্ষদের পুনরায় সৃষ্টি করা সহস্র গুণ কঠিন।'

শুভ্রত বারবার তাকায় বিধাতাগৃহের দিকে, তার বুক ভেঙে শীতলতম দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসতে চায়, শুভ্রত তা চেপে রেখে নিশ্চন্দে বলতে থাকে, হে বিধাতা, আমি জানি না কে তার ধ্রংসকর্তা- আপনি না অন্য কেউ, ওই পবিত্র গৃহ আবার নির্মাণ করবো আমি আপনার নির্দেশ পেলেই; যতোদিন আপনার নির্দেশ না পাবো ততোদিন বিধ্বস্ত গৃহেই আপনার শুব করবো আমি; হে সর্বশক্তিধর, জানি না আমি কোনো অপরাধ করেছি কি না, আমার অপরাধ ক্ষমা ক'রে আপনি সাড়া দিন, আমাকে ত্যাগ করবেন না, হে বিধাতা। সেনাপতি আদিত্য জানতে চায় তারা বিধাতাগৃহ পুনর্নির্মাণে হাত দেবে কি না, সে শুভ্রতকে আশ্বাস দেয় ওই গৃহ পুনরায় নির্মাণে বেশি সময় লাগবে না; বিশ্বাসীরাও অভিলাস প্রকাশ করে যে তারা প্রাণপণ ক'রে আবার নির্মাণ করতে চায় পবিত্র বিধাতাগৃহ, যদি

মনোনীতজন নির্দেশ দেন। শুভ্রত বিধাতাগৃহের দিকে তাকিয়ে একটি শৰ্ণনির্মিত গৃহ দেখতে পায়, সে উচ্ছিসিত হয়ে স্তব করে বিধাতার, পরমুহূর্তেই সে কোনো গৃহ দেখতে পায় না, পরে দেখতে পায় বিধ্বস্ত বিধাতাগৃহ। শুভ্রত তাদের বলে, যাদের মনে হচ্ছে বিধাতাগৃহ বিধ্বস্ত হয়েছে তারা ভুল বুঝেছ, বিধাতাগৃহ করনো বিধ্বস্ত হ'তে পারে না; আজ বিধাতাগৃহের রূপ বদল হয়েছে, হয়তো বিধাতা এই রূপই চান বিধাতাগৃহের।

শুভ্রত তাদের বিধাতার স্তব করতে বলে, এবং জানায় যে বিধাতা যখন তাকে নির্দেশ দেবেন বিধাতাগৃহ আবার নির্মাণের তখন গৃহ আবার নির্মাণ করা হবে, স্তম্ভে স্তম্ভে স্থাপন করা হবে বিধাতার পবিত্র নামাঙ্কিত মণিমাণিক্য। যতোদিন বিধাতা নির্দেশ না দেন, ততোদিন বিশাসীদের কাজ হচ্ছে বিধাতার স্তব করা; কেননা বিধাতার স্তব করার জন্যেই তাদের সৃষ্টি করেছেন বিধাতা।

বিধাতা ছিণবিশ্বাসের পবিত্রতম দশ দিনের পর শুভ্রত যখন প্রাসাদে ফেরে, তাকে চিনতে কষ্ট হয় পারমিতা, অঞ্জনা, শীতাঞ্জলির; তাদের মনে হয় শুভ্রতের মুখাবয়ব থেকে, ওষ্ঠ নাসিকা গও থেকে ছোটৈর মণি ললাট চুলের বিন্যাস থেকে, কেউ কেড়ে নিয়েছে সমস্ত জ্যোতি, যেনো কেউ রক্ষণ করেছে তাকে, যেনো কেউ ডেঙে চুরমার করেছে তার বিশ্বাস, অর্ধাং তাকে তারা একটি ভগ্ন মানুষ দেখতে পায়, যাকে তারা পুরোপুরি চিনে উঠতে পারে না। শুভ্রত তাদের দিকে বিব্রতভাবে তাকায়, কোনো কথা বলে না।

পারমিতা বলে, ‘হে মনোনীতজন, অঞ্জনি ক্লান্ত, আপনার বিশ্রাম প্রয়োজন।’

শুভ্রত বলে, ‘সহস্র বছর বিশ্রামেও আমার ক্লান্তি দূর হবে না, পারমিতা।’

পারমিতা বলে, ‘হে মনোনীতজন, অঞ্জনি নিজের ওপর বিশ্বাস রাখুন, কোনো ক্লান্তি আপনাকে ক্লান্ত করতে পারবে না।’

পারমিতা শুভ্রতকে স্নানাগারে নিয়ে যায়; শুভ্রত কথা বলতে চায়, তাকে কোনো কথা বলতে দেয় না পারমিতা, তার ওপর ক্রুর বার প্রবল জলের শীতল আর উষ্ণ ধারা বইয়ে দেয়, দীর্ঘ সময় ধরে নিজের হাতে ক্ষেত্রে করার শুভ্রতকে। শুভ্রতের মনে হয় সে ফিরে আসছে নিজের ভেতরে, যে-নিজেকে সে হারিয়ে ফেলেছিলো পারমিতা তাকে ফিরিয়ে আনছে; কিন্তু সে কি সম্পূর্ণ ফিরে পাবে নিজেকে, পরিত্যক্ত মানুষ কি নিজেকে ফিরে পায়?

শুভ্রত বলে, ‘পারমিতা, বিধাতা আমাকে ত্যাগ করেছেন।’

অন্যমনক্ষ হয়ে শুভ্রত দূর আকাশের মেঘে লঘু আলোর খেলা দেখতে পায়।

পারমিতা বলে, ‘বিধাতা আপনাকে ত্যাগ করতে পারেন না।’

শুভ্রত অন্যমনক্ষভাবেই জিজ্ঞেস করে, ‘কী বললে, পারমিতা?’

পারমিতা বলে, ‘বিধাতা আপনাকে ত্যাগ করতে পারেন না, তাকে সৃষ্টি করেছেন আপনি, আপনাকে ত্যাগ করলে তিনি থাকেন না।’

শুভ্রত তখনো দূর আকাশের মেঘের ভেতরে আলো দেখছিলো, ভালো ক’রে পারমিতার কথা শোনে নি, তার প্রতিধ্বনি শুনেছে।

প্রতিখনি শনেই চমকে উঠে শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, ‘কী বললে, পারমিতা, তুমি
কী বললে?’

পারমিতা বলে, ‘আপনি কার শয়্যায় যেতে চান, হে মনোনীতজন, কার
দুর্ঘফেননিভ শয়্যায় গেলে সুখী হবে আপনার শরীর?’

শুভ্রত বলে, ‘চন্দ্রবালার চিবুক দেখতে পাচ্ছি আমি, পারমিতা, মনে হচ্ছে সে
আমার পদতলে চুম্বন করছে।’

পারমিতা কেঁপে উঠে বলে, ‘আপনি এখনি তাকে গ্রহণ করুন, হে মনোনীতজন,
এখনি আপনি তার পাণি গ্রহণ করুন।’

শুভ্রত বলে, ‘বিধাতার নির্দেশের অপেক্ষা করো, পারমিতা, তাঁর নির্দেশ ছাড়া
আমি চন্দ্রবালাকে গ্রহণ করতে পারি না।’

পারমিতা বলে, ‘হে মনোনীতজন, আপনি আমার সঙ্গে চলুন সেনাপতি আদিত্যের
গৃহে, চন্দ্রবালা আপনার নারী।’

শুভ্রত বলে, ‘না, পারমিতা নির্দেশ ছাড়া আমি যেতে পারি না।’

পারমিতা বলে, ‘হে মনোনীতজন ~~আপনি~~ না গেলে আমি একাই যাবো, চন্দ্রবালা
সেনাপতি আদিত্যের গৃহে থাকতে পারুন, সে আপনার শেষ নারী।’

স্নানাগার থেকে বেরিয়ে শুভ্রত শিশু নেয়, খাবার গ্রহণ করে এবং স্ব করে
বিধাতার; পারমিতা বার বার তার মুখের স্তীকে তাকায়।

এক সময় শুভ্রত স্বপ্নহস্তের মর্ত্তু বলে, ‘চলো, পারমিতা।’

পারমিতা বলে, ‘চলুন, হে মনোনীতজন।’

তারা বাইরে এসে মহারাজ-মনোনীতজনের শকটে আরোহণ করে। পারমিতা
শকটচালককে নির্দেশ দেয় সেনাপতি ~~আদিত্যের~~ প্রাসাদে যাওয়ার জন্য। শকট দ্রুত
ছুটতে থাকে, এবং অবিলম্বে প্রধান সেনাপতির প্রাসাদে এসে পৌঁছে। শকট থেকে
শুভ্রত ও এক নারীকে নামতে দেখে ~~হাসিদের~~ প্রহরীদের মধ্যে উল্লাস ছড়িয়ে পড়ে।
তারা উচ্চকষ্টে বিধাতার স্ব করতে শুরু করে। শুভ্রত আদিত্যের কথা জিজ্ঞেস করে;
তারা শুভ্রতকে আদিত্যের কক্ষে নিয়ে আসে।

শুভ্রত আদিত্যের কক্ষের দরোজায় এসে উচ্চকষ্টে বলে, ‘সেনাপতি আদিত্য,
আমি চন্দ্রবালাকে গ্রহণ করতে এসেছি।’

ভেতর থেকে কেউ সাড়া দেয় না; পারমিতা ধাক্কা দিলে দরোজা খুলে যায়।
চুক্তেই তারা দেখতে পায় বুকে তরবারিবিহীন চন্দ্রবালা মেঝের ওপর প'ড়ে আছে; তার
পাশে রক্তের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে আছে আদিত্য।

শুভ্রতকে দেখে আদিত্য বলে, ‘চন্দ্রবালাকে আমি হত্যা করেছি।’

শুভ্রত ও পারমিতা ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে কক্ষ থেকে।

প্রাসাদে ফিরে শুভ্রত পারমিতাকে বলে, ‘নিজেকে আমার ভারমুক্ত মনে হচ্ছে,
পারমিতা, আমি আর ক্লান্তি বোধ করছি না।’

পারমিতা বলে ‘আজ রাতটি আপনি অঞ্জনা ও গীতাঞ্জলি দুজনের কক্ষেই যাপন
করুন, হে মনোনীতজন।’

শুভ্রত জিজ্ঞেস করে, 'কেনো, পারমিতা?'

পারমিতা বলে, 'ওরা তরুণী, ওদের শরীর কামনায় ভ'রে আছে। ওদের আপনি গর্ভবতী করুন, হে মনোনীতজন।'

শুভ্রত বলে, 'ভূমিষ্ঠ আজ গর্ভবতী হও, পারমিতা।'

পারমিতা কোনো কথা বলে না।

'এখন আমার কী কাজ, আমার কী দায়িত্ব?' এমন প্রশ্ন বারবার শুভ্রতকে জিজ্ঞেস করে শুভ্রত; এবং স্থির করে তার কাজ সৃষ্টিভাবে বিধাতার রাজ্যশাসন। বিধাতার শুব করা তার দায়িত্ব; তার দায়িত্ব সকলকে দিয়ে বিধাতার শুব করানো, বিধাতার শুব করা ছাড়া মানুষের পক্ষে উৎকৃষ্ট কিছু করা অসম্ভব। তা সে নিষ্ঠার সাথেই করবে, কোনো ক্রটি ঘটবে না; কিন্তু সে আর উদ্বিগ্ন হবে না, ব্যাকুল হবে না বিধাতার ডাকের জন্যে, ভয় পাবে না, অসহায় বোধ করবে না বিধাতা তাকে ত্যাগ করেছেন বলে। শুভ্রতের মনে হয় মানুষ বন্দী, মানুষ দাস, মানুষের কোন স্বাধীনতা নেই; সে দাসত্বের মধ্যেই থাকবে, তবে বিচলিত থাকবে না, কিন্তু তার যথন ইচ্ছে হবে ডাকবেন, তিনি ইচ্ছেময়, তাঁর ইচ্ছেকে কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না; তাই তার কাজ হচ্ছে বিধাতার রাজ্য শাসন। বিধাতার রাজ্য কি সীমাবদ্ধ হচ্ছে থাকবে বিক্রমপট্টী-অরুণারাজ্যেই? সে কি বিধাতার রাজ্যকে সম্প্রসারিত করবে? সীমা বাড়াবে রাজ্যে? পরিণত করবে বিধাতার মহারাজ্য? বিধাতা মহারাজ্য চান? সেনাপতিরা যুদ্ধ চায়, তারা বিধাতার মহারাজ্যের কথা বারবার বলে; কিন্তু তার যুদ্ধে মুক্তিয়ার কোনো ইচ্ছে হচ্ছে না। পারমিতা, অঞ্জনা, গীতাঞ্জলি তিনজনই গর্ভবতী, তাদের শুরু তাকে সুবী করছে; যুদ্ধের কথা ভাবলে সে রক্ত দেখতে পায়, আগুন জ্বলে উঠতে দেখে; শুভ্রতের মনে হয় রক্ত ও আগুনের থেকে অনেক সুবকর নারী গর্ভের ঝুমিবিকাশ দেখা।

সেনাপতিরা কয়েকবার আবেদন জানিয়ে বিধাতার রাজ্য সম্প্রসারিত করার, শুভ্রত তাদের প্রতীক্ষা করতে বলেছে; কিন্তু তারা আর প্রতীক্ষা করতে সম্ভত নয় ব'লেই মনে হয়। তারা গ'ড়ে তুলেছে শিশাল সেনাবাহিনী, যাদের দক্ষতার কোনো তুলনা নেই; তারা এখন রাজ্যের পর রাজ্য জয় করতে পারে; দক্ষতাই বড়ো কথা নয়, সেনাপতিরা শুভ্রতকে বারবার জানিয়েছে, বিশ্বাসই বড়ো কথা; বিধাতায় তাদের বিশ্বাস এতো প্রবল আর বিধাতার মহারাজ্যের স্বপ্ন তাদের এতো টীক্ষ্ণ যে তারা ঘুমের ভেতরে বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে চিন্কার ক'রে জেগে উঠছে, উল্লাসে জেগে উঠছে, কিন্তু হতাশ হচ্ছে যে তারা অবিশ্বাসীদের রক্তে তরবারি রঞ্জিত করতে পারছে না, বিধাতার পরিত্র নাম ধ্বনিত করতে পারছে না নতুন ভূমি ও আকাশে, নতুন শ্রবণাগার প্রতিষ্ঠিত করতে পারছে না পৌত্রলিঙ্গ মন্দিরে মন্দিরে; তাই এখনি বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ সময়। অধিকার করতে হবে রাজগৃহ। পাপে ওই পুরী পূর্ণ, ঐশ্বর্যে ওই পুরী বেশ্যার থেকেও বিলাসী; শুভ্রতের মনে হয় বেশ্যার পাপমোচনের থেকে বেশ্যার ঐশ্বর্যের ওপরই চোখ বেশি প'ড়ে আছে সেনাপতিদের। সেনাপতিদের বিধাতার রাজ্য বিস্তারের অভিলাষকে সে আর বেশি দিন প্রতিহত করতে পারবে না, শুভ্রতের মনে হয়; কিন্তু বিধাতা তাকে কোনো নির্দেশ দিচ্ছেন না।

২১৪ শুভ্রত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার

সেনাপতিরা আবার আসে শুভ্রতের কাছে আবেদন জানাতে।

প্রধান সেনাপতি আদিত্য বলে, 'হে মনোনীতজন, হে বিক্রমপট্টী-অঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর, আপনার কাছে আমরা বার বার আবেদন জানিয়েছি, আজো আবেদন জানাতে এসেছি যে রাজগৃহ অবিলম্বে জয় করা দরকার, আর বিলম্ব করা বিধাতা রাজ্যের জন্যে ক্ষতিকর হবে। আমরা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত।'

শুভ্রত চুপ ক'রে শোনে।

সেনাপতি অংশমান বলেছে, 'হে মনোনীতজন, হে সর্বাধিনায়ক, হে বিক্রমপট্টী-অঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর, বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠায় আপনি অবহেলা করবেন না। যুদ্ধে আর আমরা বিলম্ব করতে চাই না।'

আগে হ'লে সে দণ্ডিত করতো দুর্বিনীত সেনাপতিদের; এখন সে করুণা বোধ করে, এবং বলে, 'হে সেনাপতিগণ, তোমরা অধৈর্য হোয়ো না, প্রতীক্ষা করো, ধৈর্য বিশাসীদের মুকুট।'

তবে সেনাপতিরা প্রতীক্ষা করবে ব'লে মনে হয় না শুভ্রতের।

কী অভিলাষ বিধাতার? সর্বশক্তিধর কী জন? শুভ্রত জানে না। বিধাতাগৃহ গিয়ে প্রার্থনা করতে থাকে শুভ্রত, বিধাতার প্রদত্ত প্রার্থনা দেশকালনিরপেক্ষ শাশ্বত-শ্বেকগুলো আব্বতি করতে থাকে, এবং আব্বেন জানাতে থাকে, বিধাতা, হে মানুষের প্রভু, হে সর্বশক্তিধর, আমাকে ত্যাগ করবেন না। আপনি, আমি শৃঙ্খলিত আপনার শৃঙ্খলে, আমাকে আপনি নির্দেশ দিন, আপনি ছাড়া আর কোনো আশ্রয় নেই আমার; আপনার রাজ্য আমি এখনি সম্প্রসারিত করবো, না আরো উত্তম সময় অপেক্ষা করছে আপনার পবিত্র মহারাজ্য বিভারের জন্যে, আমাকে নির্দেশ দিন, হে বিধাতা; আপনার পবিত্র জ্যোতির জন্যে আমি অঙ্গ হয়ে আছি, হে বিধাতা, আপনার স্বর্গীয় স্বরের জন্যে আমি বধির হয়ে আছি; আপনার ধ্রুব নির্দেশের জন্য আমি নতজানু হয়ে আছি; হে সর্বশক্তিধর, আপনি নির্দেশ দিন; আপনি সম্মত দিন। বিধাতা সাড়া দেয় না। শুভ্রত বিধাতার জ্যোতি দেখতে পায় না, কিন্তু তিনিই গর্ভের দীপ্তি ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে।

শুভ্রত মধ্যরাতে বিধাতাগৃহ থেকে ফিরে সরাসরি ঢোকে পারমিতার ঘরে।

পারমিতা মধুর হেসে বলে, 'রাজা, আমার ঠোটে চুম্বন করুন, শ্বামী।'

শুভ্রত বলে, 'আমি কি মনোনীতজন নই, পারমিতা?'

পারমিতা বলে, 'বিধাতা কি আপনার ডাকে সাড়া দিচ্ছেন না, রাজা?'

শুভ্রত কোনো কথা বলে না; পারমিতার দিকে তাকিয়ে থাকে।

পারমিতা স্মিন্দ হেসে বলে, 'আমার নাভিমূলে চুম্বন করুন রাজা।'

শুভ্রত পারমিতার, পীত উদরের শীর্ষে চোখ বুজে চুম্বন করে। শুভ্রত পারমিতার ঘর থেকে বেরিয়ে অঞ্জনার ঘরে, এবং অঞ্জন, পীত উদরের শীর্ষে চোখ বুজে চুম্বন করে। শুভ্রত অঞ্জনার ঘর থেকে বেরিয়ে যায় গীতাঞ্জলির ঘরে, এবং গীতাঞ্জলির, পীত উদরের শীর্ষে চোখ বুজে চুম্বন করে।

শুভ্রত প্রাসাদের বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। রাত্রির শিখন্তা তাকে বিবশ করে, জ্যোৎস্না তাকে সম্মোহিত করে; এবং সে দেখতে পায় অসংখ্য বিশ্বাসী সৈনিক নক্ষত্রের মতো ঘিরে ফেলেছে প্রাসাদ। তারা জয়ধ্বনি দিছে বিধাতার ও তার নামে সহস্র কষ্টে কামনা করছে রাজগৃহের ধ্বংস ও বিধাতার মহারাজ্যের জয়। তাদের জয় ও ধ্বংসধ্বনির উগ্রতায় সে পীড়িত বোধ করে। সে দেখতে পায় সেনাপতিরা ঢুকছে প্রাসাদের প্রাঞ্চণে, তাদের মাথা যেনো আকাশ ছুঁয়ে এগোচ্ছে, তাদের অভিবাদন জানিয়ে নিয়ে আসছে পরমদাস। শুভ্রত ধীরে ধীরে নিচে নামে, দরোজা খুলে দাঁড়ায়; সেনাপতিরা এসে তাকে অভিবাদন জানায়।

সেনাপতি আদিত্য বলে, ‘হে মনোনীতজন, হে বিক্রমপন্থী-অরুণারাজ্যের অধীশ্বর, আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছি, আপনাকে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।’

শুভ্রত সেনাপতির চোখে ঝকঝকে তরবারি দেখতে পায়; তবু সে বলে, ‘হে সেনাপতিগণ, বিধাতা আমাকে যুদ্ধের নির্দেশ দেন নি।’

সেনাপতি আদিত্য বলে, ‘আপনি বিধাতার পথ থেকে স’রে গেছেন, তাই বিধাতা আপনাকে নির্দেশ দেন না, বিধাতা তার করেছেন আপনাকে।’

শুভ্রত বলে, ‘তুমি সীমা অতিক্রম করছো আদিত্য।’

সেনাপতি অংশমান বলে, ‘আপনি চুন আমাদের সাথে, আপনাকে আমাদের দরকার; বিশ্বাসীরা আপনাকেই বিশ্বাস করে।’

শুভ্রত তাদের সাথে গিয়ে শকটে উঠে; সৈনিকরা বিধাতা ও শুভ্রতের নামে জয়ধ্বনি দিতে থাকে। অশ্ব গজ রথ পদ্মাস্ত এগোতে থাকে রাজগৃহের দিকে।

শুভ্রত কোনো কথা বলে না। শেষ রাতে শকট এসে দাঁড়ায় সুবর্ণ পাহাড়ের পাদদেশে; শুভ্রত শকট থেকে নেমে অন্যমনক্ষভাবে পাহাড়ের চূড়োর দিকে উঠতে থাকে। সেনাপতিরা তাকে অনুসরণ করে উঠে পাহাড়ের চূড়োয়।

সুবর্ণ পাহাড়ের চূড়ো যেন আকাশ খীঁড়ি বিধাতার পদতল ছুঁয়ে আছে। শুভ্রত রাত্রি ও জ্যোৎস্নার শিখন্তায় সুখ বোধ করে, তাতো সুখ সে কখনো পায় নি।

সেনাপতি আদিত্য বলে, ‘হে মনোনীতজন, আজ ভোরে আপনি বিশ্বাসীদের উৎসাহিত ক’রে ভাষণ দেবেন, বলবেন বিধাতা আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন রাজগৃহ জয় করার, বিধাতার মহারাজ্য প্রতিষ্ঠার। আপনি নির্দেশ দেবেন বিশ্বাসীদের, তারা শু আপনাকে মান্য করে।’

শুভ্রত বলে, ‘না, বিধাতা আমাকে কোনো নির্দেশ দেন নি।’

চার সেনাপতি একসাথে উন্নেজিত কষ্টে বলে, ‘বিধাতা আগে আপনাকে নির্দেশ দিতেন, এখন কোনো নির্দেশ দেন না? আপনি বিধাতার নির্দেশ আনুম।’

শুভ্রতের কথা শুনে ভয়ে কেঁপে উঠে চার সেনাপতি।

তারা বলে, ‘তাহলে আপনি কেনো আমাদের বলেছিলেন আপনি বিধাতার মনোনীতজন? কেনো আমাদের দীক্ষিত করেছিলেন বিধাতার ধর্মে? কেনো আমাদের দিয়ে স্থাপন করিয়েছিলেন বিধাতার রাজ্য?’

শুভ্রত বলে, 'হে সেনাপতিগণ, বিধাতা আমার মনের সৃষ্টি, আমার মানসিক অস্ত্রিতা দিয়েই আমি সৃষ্টি করেছিলাম বিধাতাকে।'

সেনাপতিরা ডয় পায়, বিচলিত হয়, কেপে ওঠে; তারা দাঢ়াতে পারে না।

তারা আর্তনাদ করে জিজ্ঞেস করে, 'তাহলে বিধাতা বলে কিছু নেই, হে বিধাতার মনোনীতজন?'

শুভ্রত বলে, 'না, বিধাতা আমার মনের সৃষ্টি, আমিই বিধাতার স্বষ্টা।'

সেনাপতিরা আর্তনাদ ক'রে ওঠে, 'না, না, তা হ'তে পারে না।'

আদিত্য বলে, 'তবু আপনি বিধাতার কথা বলুন, হে মনোনীতজন।'

শুভ্রত বলে, 'না।'

আদিত্য তীব্র বেগে তার তরবারি তুকিয়ে দেয় শুভ্রতের বুকে। অংশমান, জিতেন্দ্রিয়, বিভাসও তিন দিক থেকে তরবারি তুকিয়ে দেয় শুভ্রতের শরীরে।

সেনাপতিরা কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে শুভ্রতের মৃতদেহের দিকে। তারা বুঝে উঠতে পারে না কী করবে; একটু পরে তাদের চোখে পড়ে পাশেই রয়েছে গভীর গিরিখাত। চার সেনাপতি শুভ্রতের মৃতদেহ পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে ফেলে দেয় গিরিখাতে; তার মৃতদেহে পতনের কোনো প্রতিক্রিয়া শোনা যায় না সুবর্ণ পাহাড়ের শিখর থেকে।

সেনাপতিরা যখন নেমে আসে পাহাড়ের ছড়ো থেকে তখন পুর আকাশ লাল।

সেনাপতিরা জয়ধ্বনি করে, 'জয়, বিধাতার জয়; জয়, মনোনীতজনের জয়; জয়, বিধাতার মহারাজ্যের জয়।'

বিশ্বাসীরা একসাথে জয়ধ্বনি করে, 'জয়, বিধাতার জয়; জয়, মনোনীতজনের জয়; জয়, বিধাতার মহারাজ্যের জয়।'

বিশ্বাসী সৈনিকদের উদ্দেশে আদিত্য বলে, 'হে বিশ্বাসীরা, মহান ঘটনার কথা শোনো তোমরা। মনোনীতজন আমাদের চুম্বের নিয়ে গিয়েছিলেন বিধাতার বাণীর জন্যে। বিধাতা তাঁর প্রিয় মনোনীতজনকে সশ্রান্তির স্বর্গে তুলে নিয়েছেন, এবং বলেছেন, বিশ্বাসীরা, তোমরা জয় করো, এবং স্থাপন করো বিধাতার মহারাজ্য।'

বিশ্বাসীরা জয়ধ্বনি ক'রে ওঠে, 'জয় বিধাতার জয়, জয় মনোনীতজনের।' বিধাতা ও মনোনীতজনের নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে অশ্ব গজ রথ পদাতি প্রচও গতিতে ছুটতে থাকে মহাবেশ্যা রাজগৃহের দিকে।



